প্রবেদন।

বর্ত্তমান উপন্যাসকে পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাস মনে করিয়া, শিক্ষা পাইতে অভিলাষ করিলে, অনেকটা অসুবিধা হইতে পারে। ইহা ধর্ম্ম-জগতের একটু কল্পনামাত্র।

অনন্তপুর।
৩০এ শ্রাবণ, ১৩১৮ বঃ অঃ।

বিনীত—
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্ব্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥

न याचेऽहं राज्यं न च कणकमाणिक्यविभवं
न याचेऽहं रम्यामखिलजनकाम्यां वरवधूं।
सदा कामं काम्यं प्रमथपतिनोद्गीतचरितो
जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे॥

পথের আলো

প্রথম পরিচ্ছেদ

গার্হস্থ্যাশ্রম

"বাবা, আমি দূর্ব্বাষ্টমী-ব্রত নেব।"

এই বলিয়া, জ্যোৎস্নামাখা কুসুমের ন্যায় লাবণ্যোজ্জ্বল-কান্ত-কান্তি এক তন্বী যুবতী একখানি পঞ্জিকা হাতে করিয়া তাহার পিতার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার পিতা জ্ঞানানন্দ মুখোপাধ্যায় তখন এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়াছিলেন। প্রকোষ্ঠের জানালাগুলি উন্মুক্ত; বাহিরে বাদ্লার বাতাস লুঠিয়া লুঠিয়া পড়িতেছিল এবং দিকে দিকে রজত-উচ্ছ্বাস তুলিয়া বৃষ্টিবিন্দু সকল পৃথিবী-বক্ষে পড়িয়া স্বর্গে মর্ত্ত্যে একাকার করিতেছিল। তখন ভাদ্রমাস। জ্ঞানানন্দ বাবু বাহিরের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার উদাস-দৃষ্টিতে মহান্ প্রেমের তরঙ্গ উঠিয়া, কোন্ মহাসাগরের দিকে ধাবিত হইতেছিল।

জ্ঞানানন্দ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত। এতদিন বিদেশে মুন্সফী চাকুরী করিয়া, এখন বৃত্তি লইয়া বাড়ী আসিয়াছেন। বয়স পঞ্চাশ বৎসরেরও কিছু অধিক হইয়া গিয়াছে। সংসারে তাঁহার স্ত্রী ও দুইটী কন্যা,—কন্যা দুইটী বয়স্থা। একটির নাম পঙ্কজিনী, অপরটীর নাম শৈলজিনী। পঙ্কজ বড়, শৈল ছোট। বয়স্থা হইলেও কন্যা দুইটি তখনও অবিবাহিতা।

পিতা কোন উত্তর করিলেন না; শৈল পঞ্জিকা খুলিয়া পাতা উল্টাইয়া বলিল,—"এবার কাল শুদ্ধ আছে।"

জ্ঞানানন্দ বাবু তথাপি নিরুত্তর। শৈলের কথা তাঁহার কর্ণে পঁহুছিয়াছে, এমনও বোধ হইল না।

শৈল তখন বিবেচনা করিল, তাহার পিতা কোন গূঢ় বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন,—এ চিন্তা-স্রোত রুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব সে যে পথে আসিয়াছে, সেই পথে ফিরিয়া গেল।

পথে যাইতে পঙ্কজের সহিত সাক্ষাৎ হইল; বলিল,—"দিদি, দূর্ব্বাষ্টমী-ব্রত নিবি ?"

রক্তমেঘে ঈষৎ বিদ্যুৎ খেলিলশি পঙ্কজের রাঙ্গা অধরে মৃদু হাসির বিকাশ হইল। সে বলিল,—"কেন লা, আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, দূর্ব্বাষ্টমী-ব্রত নিতে যাব ?"

দীর্ঘায়ত চলনীলোৎপল-সদৃশ নয়নের বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি পঙ্কজের মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া শৈল বলিল,—"তুই দিদি, বাস্তবিকই পাগল! ব্রত নেয় কি লোকে অপরাধ হ'লে ? ধর্ম্ম-কর্ম্ম যে না করে, সে মানুষই নয়।"

পঙ্কজ ভারি হাসি হাসিল। সে হাসি জ্যোৎস্নার ন্যায় তরল, সান্ধ্য-সমীরের ন্যায় উদাস, পাখার ন্যায় মধুর। হাসি আর থামে না।

শৈল বড় বিরক্ত হইল। বলিল,—"পাগ্‌লা-গারদে না পাঠালে দেখ্‌ছি, তোকে নিয়ে আর উপায় নেই।"

তখনও রক্ত-পুষ্পে জ্যোৎস্না ক্রীড়া করিতেছিল,—তখনও পঙ্কজের রক্তাধরে হাসির রাশি বিকশিত হইতেছিল। সে, হাসিতে হাসিতে বলিল,—"সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সীতে রামের পিসি!' গীতা পড়্‌লি, উপনিষদ্ পড়্‌লি, দর্শন পড়্‌লি,—এখনও তোর ধর্ম্ম-কর্ম্ম কি, তার জ্ঞান হ'ল না! আবার আমাকে পাগ্‌লা-গারদে পাঠাতে চাস্?"

শৈল। তবে কি তোর মতে, ব্রত করা ধর্ম্ম নয়?

পঙ্কজ। না।

শৈল। ওরে আমার বকাধার্ম্মিক,—এত লোকে বুঝি তবে টাকা-কড়ি খরচ ক'রে, অধর্ম্ম ক'রে থাকে?

পঙ্কজ। টাকা-কড়ি খরচ করিলেই বুঝি ধর্ম্ম হয়? লোকে টাকা-কড়ি খরচ করিয়া ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেয় তাহাতে কি তাহাদের ধর্ম্ম হয়? স্ত্রীর গায়ে অলঙ্কার দেয়, ছেলে-মেয়েকে সন্দেশ খাওয়ায়—এ সবও কি ধর্ম্মের কাজ?

শৈল। ওর সঙ্গে আর ব্রত-নিয়মের তুলনা হয় না।

পঙ্কজ। ও সকলও যা,—ব্রতও তা।

শৈল। কিসে?

পঙ্কজ। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, তুই যে ব্রতটা নিবি, তাতে কি হবে? শাস্ত্রে কি আছে, জানিস্?

শৈল। জানি।

পঙ্কজ। বল্ দেখি।

শৈল। আমি ব্রত-কথা প'ড়ে দেখেছি, তাতে আছে—'যে পতি-ব্রতা রমণী ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত করেন, তাঁহার

বংশ সপ্তপুরুষপরম্পরায় ক্ষয় পায় না এবং দূর্ব্বার ন্যায় তাঁহার কুল হৃষ্ট ও যথেচ্ছভাবে প্রবর্দ্ধিত হয়।'

পুষ্প-পতিত বাসন্তী-জ্যোৎস্না যেমন মলয়-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া ভাসিয়া যায়, পঙ্কজের অধরোষ্ঠের সঞ্চিত হাসি তেমনই দিকে দিকে ভাসিয়া চলিল। সে এবার হো হো করিয়া উচ্চ হাসি হাসিল। তারপরে হাসির বেগ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত করিয়া বলিল,—"তবে লো পোড়ারমুখী, সাত জন্ম প'ড়ে প'ড়ে ছেলেমেয়ে বিয়ুবি! হ্যাঁলা, সেই কি তোর সুখ?"

শৈল। সুখ নয় কেন? মানুষ হ'য়েছি, খোকা হবে, খুঁকি হবে; তাদের নিয়ে সংসার করিব। নয়ত কি সুখ?

পঙ্কজ। আর তারা যখন একটা একটা করিয়া মরিতে থাকিবে?

শৈল। না মরে, সেই জন্যই ত দূর্ব্বাষ্টমী-ব্রত করা! ব্রতের ফল কি ব্যর্থ যাবে?

পঙ্কজ। তা' যাবে না,—নাই মরুক। কিন্তু কোনটা মূর্খ হবে, কেহ বা রুগ্ন হ'তে পারে, কেহ বা চোর-দস্যু হ'তে পারে। তত না হইলেও কেহ অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশ যাইতে পারে, কেহ কথার অবাধ্য হইতে পারে, কেহ একটু ভক্তি-যত্ন কম করিতে পারে। দেশে মহামারী প্রবেশ করিলে, তাহাদের ভাবনায় মন অস্থির হইতে পারে। প্রাপ্তিতে কি সুখ আছে বোন্? ত্যাগই সুখ।

শৈল। তবে তোমার মত কেবল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কাটানই বুঝি ধর্ম্ম?

---

* পক্ষে ভাদ্রপদে চৈব শুক্লপক্ষে যুধিষ্ঠির। দূর্ব্বাষ্টমীব্রতং পুণ্যং যা করোতি পতিব্রতা। ন তস্যাঃ ক্ষয়মাপ্নোতি সন্তানঃ সাপ্তপৌরুষম্। নন্দতে বর্দ্ধতে নিত্যং যথা দূর্ব্বা তথা কুলম্॥—ভবিষ্যপুরাণম্।

পঙ্কজ বলিল—"আমরা রমণী—আমরা বিশ্বজননীর অংশ। এই জগৎটা আমাদের সন্তানে ভরা,—সন্তানপালনই আমাদের ধর্ম।

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

পঙ্কজ। [illegible] তাও নয়।

শৈল। তবে?

পঙ্কজ। আমরা রমণী—আমরা বিশ্বজননীর অংশ। এই জগৎটা আমাদের সন্তানে ভরা,—সন্তান পালনই আমাদের ধর্ম।

শৈল এবার হাসিল। তাহার হাসি মধুর-স্নিগ্ধ হইলেও তীব্র। শৈল হাসিল, ব্যঙ্গের হাসি। হাসিয়া বলিল,—"তোমার মত ত আর সকলের বিশ্বপ্রেম নাই! আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র [illegible],—আমরা ব্রত করিব বৈ কি!"

পঙ্কজ কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইল। মৃদু স্বরে বলিল,—[illegible] সধবা থাকার চেয়ে, বিধবা হওয়া ভাল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নারীধর্ম্ম

তার পরে, ধীর-সমীর-চালিত জলভারাকীর্ণ দুই খণ্ড আষাঢ়ের মেঘের মত দুই ভগিনীতে মন্থরগমনে পাশাপাশি হইয়া, তাহাদের পিতার নিকটে উপস্থিত হইল।

জ্ঞানানন্দ বাবু তখনও সেই স্থানে, সেইরূপ ভাবে বসিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি উদাস-করুণ; স্ফীত ওষ্ঠাধর মৃদু মৃদু কাঁপিতেছিল। কপোলে গণ্ডে, নাসিকাগ্রভাগে এবং বদনের সর্ব্বত্র কি এক অপূর্ব্ব ভাবের লহর-লীলা ক্রীড়া করিতেছিল, কিন্তু স্থির;—সমুদ্রে যখন তরঙ্গ উঠে, তখন তলদেশ হইতেই উত্থিত হয়।

পিতার সেই পবিত্র-গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া, কেহ তাঁহাকে ডাকিতে সাহস করিল না। পঙ্কজ সেখানে জানু পাতিয়া বসিল। উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। বৃষ্টিধারায় স্বর্গে মর্ত্ত্যে একাকার হইয়া গিয়াছে—রৌদ্রহীন পৃথিবী গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছে। পঙ্কজের কৃষ্ণতার আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়ন হইতে জল গড়াইয়া গোলাপ-কুসুম-সদৃশ গণ্ডদ্বয় ভাসাইয়া দিতে লাগিল। শৈলও অনন্যজ্ঞান হইয়া সে দৃশ্য দেখিতে লাগিল,—সন্ধ্যা-সমীরণ-সঞ্চালিত কুসুমকোরকবৎ তাহার প্রাণের মধ্যে 'দুরু দুরু' কম্পিত হইতেছিল।

এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। কতক্ষণ কাটিল, তাহা তাহাদের মধ্যে কেহই বলিতে পারে না,—কেহই তাহা অনুভব করে নাই।

প্রিয়-সমাগম-সময় যেমন দীর্ঘ হইলেও কোথা দিয়া কখন্ চলিয়া যায়, তাহা অনুভূত হয় না, তেমনই অননুভূতভাবে তাহাদের কাছে সে সময় চলিয়া গিয়াছিল।

অনেকক্ষণ পরে জ্ঞানানন্দ বাবু কন্যা দুইটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাদিগের একাগ্র অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইল। গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন,—"মা, তোমরা এখানে কতক্ষণ আসিয়াছ ?"

পঙ্কজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া চক্ষু ও গণ্ডের অশ্রুধারা আঁচলে মুছিয়া গলা ঝাড়িয়া বলিল,—"খানিক আগে এসেছি, বাবা! শৈল আর একবার এসেছিল।"

জ্ঞানা। কেন মা ?

পঙ্কজ। দূর্ব্বাষ্টমী-ব্রত নেবে, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে।

সস্নেহ-নয়নে শৈলর অনিন্দ্য-সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া জ্ঞানানন্দ বাবু বলিলেন,—"দূর্ব্বাষ্টমী-ব্রত নেবে ?"

"কিছু অপ্রতিভ, কিছু আনন্দিত, কিছু উচ্ছ্বসিত স্বরে শৈল বলিল,— "এবার কাল শুদ্ধ আছে।"

উদাস অথচ মৃদু হাসিয়া জ্ঞানানন্দ বলিলেন,—"তা নিয়ো। সে কবে ?"

তখনও শৈলর হাতে পঞ্জিকা ছিল, সে তাড়াতাড়ি পঞ্জিকা খুলিয়া একেবারে পিতার সম্মুখে দাখিল করিয়া দিয়া বলিল,—"এই দেখুন, পর্‌শু।"

জ্ঞানা। তাই—পর্‌শুই ব্রত করিয়ো।

শৈল। নারিকেল, কুমড়া, শশা, লেবু এই রকম কি কি আটটা ফল লাগিবে। একটা কলসী লাগিবে, গামছা লাগিবে,—ডোর লাগিবে, পাকা তাল লাগিবে—আরও কত কি লাগিবে।

জ্ঞানা। কি কি লাগিবে, তার একটা তালিকা ঠিক কর—আনাইয়া দিব।

শৈল। পুরুৎ-ঠাকুরকে সংবাদ পাঠাইয়াছি।

পঙ্কজ এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পিতা ও ভগিনীর কথোপকথন শুনিতেছিল। এতক্ষণে তাঁহাদের কথা সমাপ্ত হইল জানিয়া, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল—"দূর্ব্বাষ্টমীব্রত করিতে অনুমতি দিলেন?"

জ্ঞানানন্দ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"তোমরা ঐখানে ব'স, বলি শোন।"

প্রভাত-প্রফুল্ল দুইটি পদ্মের ন্যায় তাহারা দুই ভগিনীতে পাশাপাশি হইয়া বসিল। জ্ঞানানন্দও আসিয়া তাহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

জ্ঞানানন্দ বলিলেন,—"তোমাদিগকে যথাসাধ্য শিক্ষা দিয়াছি, প্রকৃতির মহাগ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার জন্য তীর্থ স্থানে এবং আরও বহুল যায়গায় সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছি। আবার কেন, তোমাদিগকে তোমাদের জ্ঞানোচিত কার্য্য করিতে নিষেধ বা অনুমতি করিব?"

পঙ্কজ। আমরা ক্ষুদ্র—আমাদের বুদ্ধি ক্ষুদ্র,—জ্ঞান ততোধিক ক্ষুদ্র। আপনার শ্রীচরণতলে শিখিবার অনেক আছে।

জ্ঞানা। শৈল ব্রত করিবে;—পঙ্কজ তোমার মত কি?

পঙ্কজ। আমি উহাকে নিষেধ করিয়াছি।

জ্ঞানা। কেন?

পঙ্কজ। ব্রত সমুদায়ই কামনা-বাসনায় পরিপূর্ণ। মানুষ যাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য চিত্তবৃত্তির নিরোধ করে, সংযম ও ধ্যান-ধারণা-পরায়ণ হয় এবং পর্ব্বত-গহ্বরে, ভীষণ জঙ্গলে, নদী-সৈকতে সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়া শরীর পাত করে,—ব্রত করিয়া তাহাই টানিয়া আনিয়া জীবাত্মার গলায় গাঁথিয়া দেওয়া হয়।

জ্ঞানা। আর কেবল ব্রত না করিলেই কি, সে কামনা-বাসনা দূর হয়? মানুষ কামনা-বাসনার দাস। মুখে বলুক, নাই বলুক, জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক—কামনা-বাসনা লইয়াই তাহার সর্ব্বস্ব।

পঙ্কজ। এই ব্রতগুলিতে তাহার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

জ্ঞানা। তা' হয় না মা,—বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখ, বৃষ্টি-ধারায় স্বর্গ মর্ত্ত্য এক হইয়া গিয়াছে। এ জলের কেন্দ্র কোথায়,—এ জলের গতির লক্ষ্য কোথায়, কেহ বুঝিতে পারে না। এক বিন্দু জল দেখিয়াছ, এক ঘটী জল দেখিয়াছ, পুকুর পোরা জল দেখিয়াছ, নদী পোরা জল দেখিয়াছ, সাগর পোরা জল দেখিয়াছ;—কিন্তু এমন জলে স্থলে অনলে অনিলে ব্যোমে—মিশামিশি করা—সর্ব্বত্র সমাচ্ছন্ন করা, জল দেখিয়াছ কি? দেখিয়াছ অনেক দিন—হয়ত মনে করিয়া দেখ নাই—আজ—দেখ—ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিকণায় স্বর্গ মর্ত্ত্য এক করিয়াছে। তেমনই এই অনন্ত বিশ্বে অনন্ত আত্মা, এক পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়া স্বর্গে মর্ত্ত্যে একাকার হইয়া রহিয়াছে। কেহ বিন্দুতে তৃপ্তি লাভ করিতেছে, কেহ এক ঘটী জলে পিপাসা নিবারণ করিতেছে, কেহ সাগরে নামিয়া শীতল হইতেছে, কেহ কেহ বা স্বর্গে মর্ত্ত্যে একাকার করা জলধারা দেখিয়া পরম পবিত্র হইতেছে। তেমনই কেহ কামনা-বাসনা লইয়া আত্ম-তৃপ্ত হইতেছে,—কেহ স্বামী, সন্তান, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী প্রভৃতির সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। যাহার যেমন অধিকার, সে তেমনই বাছিয়া লইতেছে।

পঙ্কজ। আমার বিবেচনায় তৃপ্ত ক্ষুদ্র আশার চেয়ে, অতৃপ্ত বৃহৎ আশা ভাল।

জ্ঞানা। আরও শোন। ব্রত-নিয়মে এই জ্ঞান লাভ হয় যে, জগতে

না চাহিলে পাওয়া যায় না,—না দিলে, আসে না। ব্রতে তাই দান। ব্রতে তাই প্রার্থনা। ব্রতে তাই সেবা।

পঙ্কজ। সে হয়ত অপাত্রে দান। যাহার ক্ষুধা নাই, তাহাকে আদর করিয়া খাওয়ান;—ক্ষুধিতকে বঞ্চনা করা। যাহার তৃষ্ণা নাই, তাহার বাড়ীতে কলসীপূর্ণ জল পাঠান;—তৃষিতের মুখের দিকে ফিরিয়া না চাওয়া। ক্ষুধার্ত্ত খুঁজিয়া—তৃষ্ণার্ত্ত ডাকিয়া সেবা করাই কি নারী-ধর্ম্ম নয়?

জ্ঞানা। তাই মা, কিন্তু ব্রতে অভ্যাস করিতে হয়!

পঙ্কজ। আমি যাহাদিগকে ব্রত করিতে দেখিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রবল দ্বন্দ্বযুদ্ধের হুহুঙ্কার শুনিয়াছি—কামিনী প্রতি ডালায় এক পোয়া সন্দেশ দিয়াছে, মোহিনী না দিতে পারিয়া, স্বামীর সঙ্গে কুটোকুটি ঝগড়া করিয়াছে। চারু ব্রত-সারায় ব্রাহ্মণ-ভোজনে পঞ্চাশ জন ব্রাহ্মণকে লুচি খাওয়াইয়াছে—হেম তাহাই করিবার জন্য তাহার পঁচিশ টাকা মাসিক বেতনপ্রাপ্ত স্বামীকে নাস্তানাবুদ করিয়াছে। আর জন্মে রাজার বৌ হইবে বলিয়া, এ জন্মে গরীব স্বামী বেচারার উপর এত জুলুম কেন? বাবা, আমাকে আপনি পাগল বলেন—তা' বলুন, কিন্তু আমি জানি, নারী জগতের মা। বুক পাতিয়া সকলের সর্ব্বপ্রকার বেদনা নিবারণই তাহার একমাত্র ধর্ম্ম। ব্রত-নিয়ম, পুরুষের জন্য। তাহারা জন্মের পর জন্ম, উন্নতির পর উন্নতি করুক—বাঘের পরে ভালুক সাজুক,—ভালুকের পর সিংহ সাজুক, তা' আমাদের খুঁজিয়া কাজ কি! আমরা মায়ের জাতি, মায়ের কাজ করিব,—জগতের জীব আমাদের সন্তান। সন্তানের ক্ষুধা লাগিলে রাঁধিয়া খাওয়াইব, নিদ্রা আসিলে শয্যা পাতিয়া শিয়রে বসিয়া মশা তাড়াইব। রোগ হইলে ঔষধ খাওয়াইব—রাত্রি জাগিয়া শুশ্রূষা করিব। বিপদে বুকে তুলিয়া সম্পদের দিকে লইয়া

যাইব। বিপথগামী দেখিলে চোখ রাঙ্গাইয়া তাদের বাপের কথা তুলিয়া সুপথে আনিবার চেষ্টা করিব।

পঙ্কজ কথা বলিতে বলিতে বড় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। শৈল তাহার পৃষ্ঠদেশে অঙ্গুলির টীপ দিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল,—"পোড়ারমুখী, মর। ছেলের বাপ—তোমার কে?—তুই ক্ষেপ্‌লি!"

জ্ঞানানন্দ বাবুর দুই চক্ষু প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলা হইল না। বাহিরের দরজায় সবলে ঘন ঘন আঘাত করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে একজন ডাকিয়া বলিল,—"ঘরে কে আছ, দুয়ার খোল। ভিজিয়া ম'লাম।"

জ্ঞানানন্দ বাবু বলিলেন,—"তর্কালঙ্কার ঠাকুরের গলা না?"

শৈল বলিল,—"হঁ্যা।"

পঙ্কজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কর্ম্ম-ফল

বাহিরে তখনও বৃষ্টি হইতেছিল, তবে অপেক্ষাকৃত কিছু মন্দীভূত। তর্কালঙ্কার ঠাকুর আর্দ্র ছত্রটি মুড়িয়া বাহিরে দরজার পার্শ্বে রাখিয়া, গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার নগ্নপদ,—জানু পর্য্যন্ত আর্দ্র; পরিধেয় বসন, স্কন্ধলম্বিত নামাবলী এবং দেহের স্থানে স্থানে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। তিনি গৃহ প্রবেশ করিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন,—"কি দুর্য্যোগ, কি দুর্য্যোগ! তারা, তোমার ইচ্ছা! এই যে মুখুয্যে মহাশয় আছেন।"

"আসুন আসুন"—বলিয়া জ্ঞানানন্দ, তর্কালঙ্কারের অভ্যর্থনা করিলেন। পঙ্কজ জিজ্ঞাসা করিল,—"শুক্‌নো কাপড় আনিয়া দিব? আপনার বোধ হয়, জলে ভিজিয়া বড় কষ্ট হইয়াছে?"

তীব্র কটাক্ষে পঙ্কজের অনিন্দ্য-সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া তর্কালঙ্কার-ঠাকুর বলিলেন,—"না না, কাপড় আনিতে হইবে না। তুই এক স্থানে ভিজিয়াছে, তাহাতে কিছুই আসে যায় না।"

জ্ঞানানন্দ একখানা চৌকি টানিয়া তর্কালঙ্কারকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। তর্কালঙ্কার আসন গ্রহণ করিলেন।

তর্কালঙ্কার ঠাকুরের বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়াছে। দেহ স্থূল, বর্ণ উজ্জ্বল কৃষ্ণ। মুখমণ্ডল লম্বা—চক্ষু উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি-সম্পন্ন। সতত নস্য গ্রহণ জন্য নাসিকাগ্রভাগ স্ফীত, মস্তকে দীর্ঘ শিখা। চুল এখনও পাকে নাই। দাঁত একটিও পড়ে নাই। শরীরে এখনও যথেষ্ট সামর্থ্য আছে। নাম ধনঞ্জয় তর্কালঙ্কার।

তর্কালঙ্কার ব্রাহ্মণযাজী—এ দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণই তাঁহার যজমান। গ্রামের জমিদার ভৈরব বাবুও তাঁহার যজমান।

তর্কালঙ্কার ঠাকুর আসন গ্রহণ করিয়া, জ্ঞানানন্দ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানে অদ্বিতীয়। না হইবে কেন। আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেব মহাশয় সাক্ষাৎ দাতাকর্ণ ছিলেন। কয়েক দিন আসি আসি করিয়াও আসিতে পারি নাই—নানা ঝঞ্চাট। দেশে আর অধ্যাপক বলিতে নাই—পাঁচ দিনের পথ হইতে পর্য্যন্ত অনবরত লোক আসে—ব্যবস্থা জানিতে। তিলার্দ্ধ বিশ্রাম নাই। আজ আপনার ছোট কন্যা ডাকাইয়াছেন, সে জন্যও বটে—আর মহাশয়ের নিকট একটা দরকারের জন্যও বটে—এই বৃষ্টির মধ্যে আসিতে হইয়াছে।"

জ্ঞানানন্দ বাবু বিনীতভাবে বলিলেন,—"আমার সৌভাগ্য।"

তর্কা। তাহা ত বটেই! গুরু পুরোহিতের পদরজ পতিত হইলে বাড়ী পবিত্র হয়—আপনি জ্ঞানী; আপনাকে ত আর উপদেশ দিতে হইবে না।

জ্ঞানানন্দ সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। কেবল মৃদু হাসিলেন মাত্র।

পঙ্কজ বলিল,—"শৈল যে জন্য ডাকিয়াছে, তা শুনুন। বল্ না শৈল তোর কি কথা আছে।"

শৈল বলিল,—"কথা আর কিছুই নয়। সকলে দূর্ব্বাষ্টমী-ব্রত নেবে, আমিও নেব ভাব্‌ছিলাম।"

তর্কা। তাহা লইবে বৈ কি। যে পিতার পুত্রী তোমরা—আহা-হা! ধর্ম্ম-কর্ম্ম তোমরা করিবে না ত' কে করিবে। তারপর?

শৈল। সে সম্বন্ধে কিছু কথা আছে।

তর্কা। ফর্দ্দ চাই? তা' মাঝামাঝি রকমে যাতে হয়, সেই প্রকার ফর্দ্দই করিয়া দিব। কাপড়খানা একটু—

শৈল। ফর্দ্দ পাবার আগে, এই ব্রত করিলে কি ফল হয়, শুন্‌তে ইচ্ছা হচ্ছিল।

তর্কা। ফল?—অসীম। পুত্র-পৌত্র-ধন-ধান্য কিছুরই অভাব হয় না।

শৈল। ইহজন্মে না পরজন্মে?

তর্কা। ইহজন্মে ও পরজন্মে উভয় জন্মেই হয়।

পঙ্কজ হাসিয়া ফেলিল। হাসিটা তাহার রোগ। সে হাসিতে তর্কালঙ্কার কিছু বিরক্ত হইলেন—কিছু অপ্রতিভ হইলেন—কিছু ক্রুদ্ধ হইলেন। রাধানগরে তাঁহার ব্যবস্থা—তাঁহার শাস্ত্র-কথার উপরে কথা কহে, এমন লোক কে আছে? তথাপি কিঞ্চিৎ করুণা করিয়া, কেন না, পঙ্কজের মুখখানা বড় সুন্দর,—পঙ্কজের মুখের দিকে বক্র চাহনিতে চাহিয়া বলিলেন,—"ব্রত করিলে ফল হয়, ইহা কি তুমি বিশ্বাস কর না?"

পঙ্কজের মুখে তখনও হাসি। বলিল—"কাজ করিলেই ফল হয়, এতে কেহ অবিশ্বাস করে না। কাজ নিষ্ফল যায় না—ইহা ধ্রুব-সত্য।"

তর্কা। তবে হাসিলে কেন?

পঙ্কজ। ব্রত করিলে ব্রতের ফল নিশ্চয় হইবে—কিন্তু আপনি পুরোহিত; আপনি কেন অবুঝ মেয়েদিগকে সে কষ্টে পড়িতে উপদেশ দিতেছেন? তাই হাসিয়া ফেলিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

তর্কা। এই জন্যই মেয়েমানুষকে লেখা পড়া শিখাইতে নাই। ব্রতের উপবাসাদিকে কি তুমি কষ্ট বলিতে চাও?

পঙ্কজ। না না—তা বলিতেছি না। ব্রত, উপবাস, সংযম—প্রথমে ওগুলা মন্দ নয়; কিন্তু ভয়, ঐ ব্রতের ফলে! ব্রত করিলে যখন জন্মের পর জন্ম ছেলে মেয়ে হইবে,—ধনসম্পত্তি হইবে, সপত্নীহীনা মনের মত

স্বামী হইবে, তবে মুক্ত হবে কবে? মানুষের যাহা পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন—আপনি পুরোহিত হইয়া, তাহাতেই বাঁধিয়া দিতে চাহিতেছেন?

তর্কা। এবে মেয়ে মানুষ—তারপরে শিখিয়াছ ইস্কুলের বিদ্যা, কাজেই সাহেবদের কাছে যাহা শুনিয়াছ, তাহাই বুঝিয়াছ। শাস্ত্র মান?

পঙ্কজ। না ঠাকুর মহাশয়; আমি কখনও কোনও কথা সাহেবদের মুখে শুনি নাই! শাস্ত্র মানি না, সে কি কথা ঠাকুর? আমার চৌদ্দ পুরুষ যা মেনে এসেছেন—তা মানি না?

তর্কা। তবে শোন। শাস্ত্রে আছে—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

"সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।" তোমরা 'বেহ্ম' হইয়াছ, আপন ধর্ম্ম তুচ্ছ দেখ।

পঙ্কজ। না ঠাকুর, আমরা ব্রাহ্ম হই নাই। তেমন অদৃষ্ট করি নাই। তবে ইহা জানি, হিন্দুধর্ম্ম অতি মহৎ, অতি পবিত্র, অতি উদার। এই 'স্বধর্ম্মে নিধন' অর্থে আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহার ভাব মধুর। স্বধর্ম্ম অর্থে স্বগুণ—তাহার আচরণ করাই স্বধর্ম্মপালন। আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বালানর নাম স্বধর্ম্মাচরণ নয়। যে শ্রীমুখে ঐ মহাবাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, সেই শ্রীমুখেই বাহির হইয়াছে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

"তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও—আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।"

ক্রুদ্ধ স্বরে তর্কালঙ্কার বলিলেন,—"কি প্রকারে তাঁহার শরণাগত হইতে হইবে ?"

পঙ্কজ। সে কথা ভগবানই বলিয়া দিয়াছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

"তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ এবং আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান ও আমাকে নমস্কার কর, তুমি আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র; এই নিমিত্ত অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হইবে।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পঙ্কজের মুখের দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধ অথচ ব্যঙ্গের স্বরে তর্কালঙ্কার ঠাকুর বলিলেন,—"এই যজ্ঞানুষ্ঠানই ব্রত প্রভৃতি। আর পূজা অর্চ্চনা প্রভৃতি না করিলে নমস্কার আদি করিবে কি করিয়া? বাপু; গুরুকে গায়ত্রী পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছ! যাহা বল, তাহার মানেও বোঝ না।"

পঙ্কজ। না ঠাকুর, তাঁহাকে ভক্তি করিতে কাঠ-পাথরের দেবতা গড়াইতে হয় না। যজ্ঞ করিতে শশা-কুমড়া-তাল-তেঁতুল কুড়াইতে হয় না। ঐ গীতা মহাগ্রন্থেই আছে—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥

"অন্য উপাসকেরা স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত ও কামমদ দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া, প্রসিদ্ধ নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষুদ্র দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকে।"

যেমন আমাদের শৈলজিনী ঠাকুরাণী ছেলে মেয়ে আর ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া, দূর্ব্বাষ্টমী-ব্রতের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছেন।

অতিশয় রূঢ় স্বরে তর্কালঙ্কার বলিলেন,—"তবে কি প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে?"

পঙ্কজ প্রসন্নমুখে প্রশান্তস্বরে বলিল,—"কেন?"

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

"স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থ সমুদায় বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও ঈশ্বর কদাচ বিনষ্ট হন না,—তিনি সকল ভূতে নির্ব্বিশেষরূপে অবস্থান করিতেছেন; যিনি সেই পরমেশ্বরকে দেখিতেছেন—তিনিই যথার্থ দেখিতেছেন।"

"আমি শুনিয়াছি, ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ঈশ্বরের আরাধনা কি এবং কি প্রকারে তাহা করিতে হয়? প্রহ্লাদ তাহার উত্তর দিলেন *—'সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি প্রকৃত ঈশ্বর-আরাধনা।' আমরা সেই উপদেশ পাইয়াছি ঠাকুর,—সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি তাঁহার আরাধনা; সর্ব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান যজ্ঞ এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধনা কর্ম্ম।"

জ্ঞানানন্দ বাবুর চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—"তর্কালঙ্কার মহাশয়, বৃথা বাক্‌জাল বিস্তার কেন করিতেছেন? আমার মেয়েরা রীতিমত শিক্ষিতা,—উহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে শাস্ত্র পাঠ করিয়াছে। বড়টীতে তার ফল পূর্ণ মাত্রায় ফলিয়াছে। আপনারা গীতাশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ চিন্তা করেন না। আমার কোন পরিচিত যুবক গীতার ব্যাখ্যা করিয়া, উহার একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, যদি পাঠ করেন—সে পুস্তক একখানি দিতে পারি।"

---

* সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত।
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য॥—বিষ্ণুপুরাণ।

তর্কা। আমি ছাপার গ্রন্থ পড়িব?—আপনার কি ধৃষ্টতা! যাক্, আমি মেয়ে মানুষের সঙ্গে শাস্ত্রের তর্ক করিতে আসি নাই। ব্রত করা হইবে কি না, স্পষ্ট বল?

শৈল মৃদু-কম্পিত স্বরে বলিল,—"না।"

জ্ঞানানন্দ বাবু পকেটে হাত দিয়া দুইটী টাকা বাহির করিলেন, এবং তর্কালঙ্কারের হস্তে দিয়া বলিলেন,—"শৈল এই দুইটী টাকা আপনার প্রণামী দিতেছে। ডাকিয়া যে অপরাধ করিয়াছে, মার্জ্জনা করিবেন।"

টাকা দুইটি পার্শ্বস্থ বেঞ্চির উপরে রক্ষা করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন,—"টাকা কেন? আমি ত ভিক্ষায় আসি নাই। যাক্—একটা কথা আছে"—

জ্ঞানা। কি বলুন?

তর্কা। আমার বাড়ীতে যে কালীমাতার পাষাণ-বিগ্রহ আছে, তাঁহার একখানি স্বর্ণ-মুকুট চাই—শো পাঁচেক টাকা হইলেই হইতে পারে। মুকুটখানি কেন আপনি দিন না?

পঙ্কজ। কেন ঠাকুর; কালী ত জগন্মাতা। এই জগৎই মাতৃ-মূর্ত্তি। মায়ের মাথায় মুকুট দিয়া কি হইবে? সে টাকায় অনেক দীন দরিদ্র সন্তানের ক্ষুন্নিবারণ হইতে পারিবে।

এইবার, পদাহত সিংহের ন্যায় তর্কালঙ্কার ঠাকুর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং 'এরা নেহাৎ খৃষ্টান, এখানে কি ব্রাহ্মণের আসা উচিত' এই কথা বলিতে বলিতে দরোজার বাহির হইয়া পড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—

ক্রোপানল

তখনও আকাশে মেঘমালা ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে অবস্থান করিতেছিল। তবে বৃষ্টিধারার বিরাম হইয়াছিল। কিন্তু পথে জল, নর্দ্দামায় জল, গাছের পাতায় জল, গৃহস্থের গৃহ-চালে জল, পাখীর পাখায় জল এবং পশুদিগের সর্ব্বাঙ্গে জল। সবে এইমাত্র বৃষ্টিপতন বন্ধ হইয়াছে।

নগ্নপদে, আর্দ্র ছত্রটি হস্তে লইয়া তর্কালঙ্কার ঠাকুর রাস্তা বহিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার মুখে, চোখে এবং সর্ব্বাঙ্গে ক্রোধের উত্তেজনা-অনল-স্রোত বহিয়া যাইতেছিল;—মুখের শিরাগুলি স্ফীত, কুঞ্চিত ও অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছিল।

গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে জমিদার ভৈরবচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী। ভৈরব বাবু জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং কিঞ্চিৎ শিক্ষিত। ধনে-মানে, ঐশ্বর্য্য প্রতি-পত্তিতে তিনি দেশের মস্তকস্বরূপ। তর্কালঙ্কার সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বহির্ব্বাটীর দক্ষিণ দিকের এক দ্বিতল প্রকোষ্ঠে ভৈরব বাবুর বসিবার গৃহ। গৃহখানা খুব প্রকাণ্ড। মেঝেয় কার্পেট বিছান। কার্পেটের মাঝখানে গালিচা—গালিচার উপরে দুগ্ধফেননিভ কারুকার্য্য-খচিত চাদর। চারিধারে তাকিয়া। মধ্যে একটা রৌপ্য শট্কা ও

কতকগুলা বাঁধা-হুকা, সুন্দর সুন্দর বৈঠকে অবস্থাপিত। উপরে মূল্যবান্ ঝাড় ও কয়েকটা কাচের হাঁড়ি—দেওয়াল-গাত্রে শেজ, ছবি ও ঘড়ী।

তর্কালঙ্কার ঠাকুর হন্ হন্ করিয়া একেবারে সেই গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বাদলার দিন ভৈরব বাবু চিরপোষিত দুই জন পার্ষদমাত্র সঙ্গী করিয়া, শট্‌কার নল আর ফৌজদারী-বালাখানার তামাকের ধূম লইয়া সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। সহসা তর্কালঙ্কার ঠাকুরকে পাইয়া কিঞ্চিৎ হৃষ্ট হইলেন। বলিলেন—"আসুন, মুখখানা অত ভারি কেন?"

বাবুর চির-মোসাহেব সুবলচন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"ভারিই ত, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মুখখানা ভারিই ত দেখা যাচ্ছে।"

"আর ভারি! বেদ রসাতলে যায়! ব্রহ্মণ্যদেব দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। পূর্ণ কলি! পূর্ণ কলি!"—অতিশয় গম্ভীর স্বরে, এক নিশ্বাসে, এই কথাগুলা বলিয়া, পাপোষে পা মুছিয়া, তর্কালঙ্কার ঠাকুর গিয়া ভৈরব বাবুর দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তর্কালঙ্কার ঠাকুর ভৈরব বাবুর পুরোহিত।

প্রণাম করিয়া ভৈরব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি?"

তর্কা। ব্যাপার বল্‌ছি। আগে অঙ্গীকার কর,—তোমারই পূর্ব্ব-পুরুষগণ এ দেশের লোকের জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিয়াছেন—তাহাদিগকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন। দেশে যাহাতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়, তাহার জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা কর,—যাহাতে এ সকল লোপ না পায়, তুমিও তাহা করিবে। তুমি মনে করিলে, না পার কি!

সুবলচন্দ্র এক গাল হাসিয়া বলিলেন,—"হা হা বলেন কি! বাবুর তর্জ্জনী-তাড়নে ইন্দ্র-চন্দ্র-পাত হয়।"

ভৈরব। আপনি আগে বলুন না, ব্যাপারটা কি? হিন্দু হইয়া হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষার চেষ্টা করিব—সে আর আশ্চর্য্য কথা কি?

সুবল। তা ত বাস্তবিকই। আমাদের বাবুর মতন এমন ধার্ম্মিক, কলিকালে আর দেখা যায় না। এমন বার মাসে তের পার্ব্বণ কয় বেটা ক'রে থাকে?

তর্কা। জ্ঞানানন্দ বেটার জ্বালায় বেদ রসাতলে যায়—ব্রহ্মণ্যদেব দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন।

ভৈরব বাবু হো হো স্বরে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"এক নগণ্য জ্ঞানানন্দ বাবু বেদ রসাতলে দিয়েছেন,—ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম বিদূরিত করিতেছেন! ইহা বড়ই অসম্ভব কথা! অমন শত জ্ঞানানন্দ ইহার কি করিতে পারে!"

সুবল। ও বেটা নগণ্য ব'লে নগণ্য—আসল পাজির পাঝাড়া!

তর্কা। ভৈরব, উপহাস করিয়ো না। সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত! সে বেটা 'নিষ্কাম ধর্ম্ম' না তার গুষ্টির মুণ্ডু কি একটা খৃষ্টানী মত চালাতে চায়। গীতার দোহাই দিয়ে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। তাহাকে সমাজচ্যুত না করিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব কিছুতেই থাকিবে না।

ভৈরব। গীতা কি হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ নহে?

তর্কা। ধর্ম্মগ্রন্থ বটে—কিন্তু বেদ বড় না গীতা বড়? বেদের সহিত যাহার অমিল, তাহা হিন্দুর গ্রাহ্য নহে।

ভৈরব। সে সত্য কথা। এখন কি দোষে তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে চাহেন?

তর্কা। কোন্ দোষ তাহাতে নাই? সে বেদ-বিধি মানে না। ব্রাহ্মণ-দেবতায় ভক্তি করে না। নীচ জাতিকেও ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করে। মেয়ে দুটাকে খৃষ্টানী মতে লেখা পড়া শিখাইয়াছে—তাহারা বুড়ী

হইতে চলিল, তথাপি বিবাহ দিল না। তাহার নাই কোন্ দোষ? দুইবার হরি বলিলেই যার তার হাতের ছোঁয়া জল খায়,—তাহার নিকট জাতিভেদ নাই।

ভৈরবচন্দ্র অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন, "জ্ঞানানন্দ বাবু বলেন, এ সকল তিনি শাস্ত্রসম্মতই করিয়া থাকেন।"

সুবল। তা ত' তিনি ব'লেই থাকেন। সেত সকলের সাক্ষাতেই বলেন। লুকিয়ে চুরিয়ে ত বলেন না। আমরাও ত' তা শুনেছি।

তর্কা। শাস্ত্র? তুমি ও সকল শাস্ত্রের কথা শোন কেন বাবু! শাস্ত্র কি গাছে ফলে? কৈ, আমাদের কাছে ত শাস্ত্রের কথা তোলে না! ফল কথা, সে নেহাত 'বেহ্ম!'

ভৈরব। আমি একটা বিবেচনা করিতেছি।

সুবল। তা ত' কর্‌তেই হবে। আপনি বিবেচনা না কর্‌লে, কে বিবেচনা করতে যাবে?—বিবেচনা আছেই বা কোন্ ব্যাটার?

তর্কা। কি বিবেচনা করিতেছ? যাহাই বিবেচনা কর,—ঐ বেটাকে সমাজচ্যুত না করিলে, আমি তোমার দুয়ারে আত্মহত্যা করিব। কি সর্ব্বনাশ! ধর্ম্মটা একেবারে যায়! অমন অহিন্দুর সংস্পর্শে থাকিয়া আমরাও পতিত।

ভৈরব। আমি বিবেচনা করিতেছি, দূর্ব্বাষ্টমী-ব্রতের দিন সমাজের অনেক লোক এ বাড়ীতে সমাগত হইবেন, গ্রামের সকলেও থাকিবেন, আপনিও থাকিবেন, জ্ঞানানন্দ বাবুও থাকিবেন। তাঁহাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করা যাইবে, তিনি যাহা করেন, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না? যাহা উত্তর দিবেন, আপনি শুনিবেন, সমাজের সকলে শুনিবেন, আমরাও শুনিব। তাঁহার কার্য্য যদি বাস্তবিক অশাস্ত্রীয় হয়,—তাঁহার সহিত সমাজ-সামাজিকতা বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে। কি বল, সুবল কাকা?

সুবলচন্দ্র আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, ঘাড় নাড়িয়া, উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"তা ত' বটেই, তা ত' বটেই! এর নামই ত সুবিচার; নইলে কি, আপনার এত যশ, এত কীর্ত্তি, এত সুনাম! আপনি ইচ্ছা কর্‌লে, সব ব্যাটার গলাগুলা নখে ছিঁড়ে দিতে পারেন। তথাপি বিচার চাই—বিচার চাই।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন,—"আচ্ছা, তবে তাই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
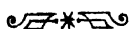
শাস্ত্র ও সমাজ

ভৈরব বাবুর বাড়ীতে দূর্ব্বাষ্টমী-ব্রত প্রতিষ্ঠার ব্রাহ্মণভোজন জন্য বড় রকমের একটা নিমন্ত্রণের আয়োজন হইয়াছিল। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অনেক বল্লালসেন-দত্ত-ডিপ্লোমা-হোল্‌ডার কুলীনাখ্যাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অনেক ধনী, নির্ধন, আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত, অপরিচিত প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং তর্কালঙ্কার মহাশয়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। ভৈরব বাবু তাঁহার বিপুল দেহভার তাকিয়ার উপর ন্যস্ত করিয়া, সকলের সহিত আলাপ-আপ্যায়িত ও রজত শট্‌কায় তাম্রকূট-ধূমপান করিতেছিলেন।

তখন বেলা বড় অধিক হইয়াছিল না। শরতের রৌদ্রসিক্ত পূর্ব্বাহ্ণ;—ঘরের ছায়াকে যেন অবাধ প্রচুর আকাশের আলো আসিয়া ভাসাইয়া ধুইয়া মগ্ন করিয়া দিতেছিল; এবং শরদ্রৌদ্র বর্ষাসিক্ত প্রাসাদ গাত্র হইতে একরূপ সিক্ত গন্ধ টানিয়া বাতাসের কোলে ঢালিয়া দিতেছিল,—বাতাস তাহা দ্বারে দ্বারে বিলাইয়া বেড়াইতেছিল।

সেই সময় তথায় জ্ঞানানন্দ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সম্পুষ্ট সুদীর্ঘ দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘ রক্ত-নয়ন, বিশাল ললাট, পীবর স্কন্ধ, স্থূল নিতম্ব;—প্রশান্ত মূর্ত্তি;—দেখিয়া সকলেই সম্ভ্রম করিলেন।

ভৈরব বাবু শট্‌কার নল ফেলিয়া সাদর-সম্ভাষণে তাঁহাকে পার্শ্বে বসাইলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও মৃদু হাসিয়া মধুর বচনে ভৈরব বাবু ও পরিচিত ব্যক্তি সকলের সহিত আলাপ-আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

তর্কালঙ্কার ঠাকুর ব্যাঘ্র দৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ জ্ঞানানন্দ বাবুর দিকে চাহিতে লাগিলেন। আর এক এক বার ভৈরব বাবুর দিকে ও তিনি যাহাদিগকে জ্ঞানানন্দ বাবুর বিরুদ্ধে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহা-দিগের মুখের দিকে চাইতে লাগিলেন। তাঁহার তখন বোধ হইতেছিল, জ্ঞানানন্দের ঐ হলাহলপূর্ণ মিষ্ট কথায়, ঐ মৃদুহাসি-যাদুবিদ্যায়, এই সকল বেটারা গলিয়া গিয়া, উহার সমাজ বন্ধ করিতে ভুলিয়া না যায়! হা শঙ্কর,—তুমিই ব্রাহ্মণের গতি!

অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি আসল কথা উঠিল না; কাজেই তর্কালঙ্কার ঠাকুর আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। পার্শ্ব-স্থিত চাটুয্যে মহাশয়ের অঙ্গে একটি টিপ্‌ দিলেন! অর্থ, আসল কথা উত্থাপন কর। চাটুয্যে মহাশয়ের কোন্ বীজপুরুষ, সেন মহাশয়ের নিকট কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই অভিমানে তিনি সদা দৃপ্ত এবং তাঁহার ধারণা, সমগ্র জগৎ ও জগতীস্থ নর-নারী তাঁহার শাসনাধীন। তথাপি তিনি দুই একবার এদিক ওদিক করিয়া, অবশেষে তর্কালঙ্কার ঠাকুরের শিক্ষা মত বলিয়া ফেলিলেন,—“এই স্থানে সমাজের গণ্য মান্য ব্রাহ্মণগণ এবং সমাজ-কর্ত্তা কুলীনসন্তানগণ, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিদাতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ ও সমাজপতি চৌধুরী মহাশয়, সকলেই উপস্থিত আছেন। এ স্থলে আমার এক প্রস্তাব এই আছে যে,—সমাজের অনেকেই জ্ঞানা-নন্দ বাবুর সহিত একত্র ভোজনাদি করিতে অনিচ্ছুক।”

সহসা সেই রূঢ় কথা শুনিয়া, ভৈরব বাবু বড় অপ্রতিভ হইলেন।

বলিলেন—"না না, তা নয়। তবে আপনার—বুঝেছেন, জ্ঞানানন্দ-বাবু—আপনার কাজ-কর্ম্ম দেখিয়া অনেকে অনেক কথা বলে।"

জ্ঞানানন্দ বাবুর মুখমণ্ডলে অপ্রসন্নতার একটু রেখাকুঞ্চনও হইল না। প্রসন্নতার লীলা-নিকেতন তাঁহার সহাস আননে যেমন প্রসন্নতা ছিল, যেমন হাসির তরঙ্গ বহিতেছিল, তেমনই থাকিল। তাঁহার মূর্ত্তি যেমন সৌম্য, যেমন প্রিয়দর্শন, যেমন ধীর, যেমন স্থির, তেমনই রহিল। মধুর-স্বরে তদুত্তরে বলিলেন,—"যদি আমার আচার-ব্যবহার, যদি আমার ক্রিয়া-কর্ম্ম পাপসম্পন্ন হয়, তবে আমাকে সমাজচ্যুত করা বিধেয় বৈ কি! মানুষকে ধর্ম্মে নিযুক্ত করিতে, আর পাপ হইতে বিনিবৃত্ত করিতে সমাজ-শাসনই আবশ্যক! কিন্তু আমার একবার জানা কর্ত্তব্য যে, আমি কি পাপে সমাজচ্যুত হইলাম। তাহাতে আমিও ভবিষ্যতে সাবধান হইতে পারিব এবং অপরেও তাহা হইতে সাবধান থাকিতে পারেন।"

ভৈরব বাবু তর্কালঙ্কার ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিলেন। তর্কালঙ্কার চাটুয্যে মহাশয়ের গায়ে টিপ্ দিলেন। চাটুয্যে মহাশয় পূর্ব্বশিক্ষামত বলিলেন,—"আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পালন করেন না।"

জ্ঞানানন্দ বাবুর অধরপ্রান্ত বহিয়া মৃদু হাসির তরঙ্গ বহিয়া গেল। বলিলেন,—"সত্য কথা। স্বধর্ম্ম পালন না করিলে, সে ব্যক্তি পতিত ও দণ্ডার্হ। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পালন করিবে; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্য বৈশ্যের এবং শূদ্র শূদ্রের ধর্ম্ম পালন করিবে। ভাল, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কি, তাহা আগে বলুন। না বলিলে, আমি কি করি না করি, সে কৈফিয়ৎ দিব কেমন করিয়া?"

চাটুয্যে। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ।

জ্ঞানা। (হাসিয়া) তাহা হইলে, আমার দলেই আপনাদিগকে আসিতে হইল। কেবল তর্কালঙ্কার মহাশয় একা সমাজে থাকিতে

পারেন ; আর সকলকেই 'একঘরে' হইতে হয়। আপনি যে, এমন ডাঁহা কুলীন—আপনিও পতিত। কৈ, আপনার যজমান কোথায়? কার বাড়ী আপনি যজনক্রিয়া করিয়া থাকেন? অধ্যয়ন ও অধ্যাপন অর্থে বেদ পড়া ও পড়ান, তাই বা কবে করিলেন? দানই বা কি করিয়া থাকেন? অতএব আপনি পতিত। ভৈরব বাবুও ত কৈ যজমানের কাজ করেন না, বেদ পড়েনও না, পড়ানও না, প্রতিগ্রহও করেন না। এতগুলা ব্রাহ্মণের মধ্যে কাহাকেও সে সকল দিক্ দিয়া যাইতে দেখি না। তবে স্বধর্ম্ম পালন কে করেন?

চাটুয্যে মহাশয় মাথা চুলকাইতে লাগিলেন এবং তর্কালঙ্কার ঠাকুরের মুখের দিকে ঘন ঘন তাকাইতে লাগিলেন। তর্কালঙ্কার ঠাকুর তখন নস্যাধার ঝাড়িয়া পরিপূর্ণ এক টিপ্ নস্য নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া একটু অগ্রসর হইলেন। অপর সকলে স্তব্ধ শ্বাসে সে ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণে উদ্‌গ্রীব হইল।

তর্কা। তর্ক করিবার সময় নাই, আসল কথা কি জান জ্ঞানানন্দ ; তোমাকে লোকে 'বেহ্ম' বলিয়া থাকে। বেহ্মর সঙ্গে কেহ আহারাদি করিবে না।

জ্ঞানা। ব্রাহ্ম কাহাকে বলে জানেন? ব্রাহ্ম—আমাদিগেরই তান্ত্রিক শব্দ। ভূতে ভূতে যিনি ব্রহ্ম দর্শন করেন, যিনি আপনাকে "সোঽহমস্মি" বলিয়া জানেন ; গৃহ আর অরণ্য, চন্দন আর বিষ্ঠা, আগুন আর জল, দুগ্ধ আর পূতিগন্ধময় পয়ঃপ্রণালীর ময়লাসিক্ত জল যাঁহার নিকটে সমান,—স্বর্গে মর্ত্ত্যে যাঁহার প্রভেদ নাই, জীবনে মরণে যাঁহার বিভিন্নতা নাই, তিনিই ব্রাহ্ম। আমি কীটানুকীট, আমি ব্রাহ্ম কিসে?—আমাকে 'বেহ্ম' কেন বলে?

তর্কা। তোমার সব খৃষ্টানী মত।

জ্ঞানা। খৃষ্টানী মত যাদের, তারাই বুঝি 'বেহ্ম'?

ভৈরব বাবু হাসিয়া উঠিলেন। কতকগুলি শিক্ষিত যুবক তর্কালঙ্কার ঠাকুরকে টিট্‌কারি দিল। জ্ঞানানন্দ বাবু তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

তর্কা। তুমি জাতিভেদ মান না।

জ্ঞানা। জাতিভেদ মানি না, তাহার প্রমাণ আপনি কিসে পাইলেন?

তর্কা। ব্রাহ্মণে চণ্ডালে তোমার সমান আদর। তুমি কোন পূজা-পার্ব্বণে ব্রাহ্মণভোজন করাও না—দীন-দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ ডাকিয়া ভোজন করাও। তুমি শূদ্রের নিকটেও শাস্ত্রকথা শ্রবণ কর।

জ্ঞানা। সে জন্য আমি দায়ী নহি—আপনার শাস্ত্রই দায়ী। শাস্ত্রেও জাতিভেদ মানিবার বড় অধিক বিধি-ব্যবস্থা নাই। আপনি ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের কি ক্ষত্রিয়াদি জাতিকে প্রণাম করিতে আছে?

তর্কা। কথনই না।

জ্ঞানা। এই বাড়ীতে জন্মাষ্টমী ব্রত হইল,—তাহাতে কোন্ দেবতার পূজা করিলেন?

তর্কা। কেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের।

জ্ঞানা। আর কোন্ কোন্ দেবতার পূজা করিতে হয়?

তর্কা। দেবকী, বসুদেব, নন্দ, যশোদা, দক্ষ, গর্গ প্রভৃতির।

জ্ঞানা। শ্রীকৃষ্ণ কোন্ জাতি?

তর্কা। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জ্ঞানা। অতএব তিনি ক্ষত্রিয়—আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়ের পূজা করেন কি প্রকারে? যদি বলেন, তিনি ঈশ্বর, তাহা হইলেই জাতি কিছু নহে—আত্মা লইয়া সকল। আত্মা মাত্রেই ব্রহ্ম—অতএব জাতিভেদ কোথায়? আর ধরিয়া লউন, তিনি অবতার। কিন্তু দেবকী, বসুদেব প্রভৃতি অবতার নহেন—খাঁটি মানুষ, খাঁটি ক্ষত্রিয়, তাঁহাদের পূজা

করেন কি প্রকারে? নন্দ-যশোদা প্রভৃতি ক্ষত্রিয় নহেন, বৈশ্য—গোপজাতি। আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া কি প্রকারে তাঁহাদের পূজা করেন? তারপরে, রামচন্দ্র, কৌশল্যা, দশরথ আছেন,—বানরজাতি হনুমান্ আছেন—রাক্ষসজাতি বিভীষণ আছেন,—চণ্ডালজাতি গুহক আছেন,—পূজা করা হয় না কাহাকে? হিন্দুর নিকট সমস্ত বিশ্ব শ্রীভগবানের মূর্ত্তি। ব্রাহ্মণ, তৃণ হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকলেরই উপাসক। জল এক, কেবল আধার বিভিন্ন বৈ ত নয়। তবে এক কথা আছে—সাগরের জল, গঙ্গার জল, নদীর জল, পুকুরের জল, খালের জল, বিলের জল, নালার জল, ডোবার জল—সব জলই এক জল; আধার ভেদে, অবস্থা ভেদে নাম ও ক্রিয়াপ্রভেদ। কাজেই তখন সকল জলই কিছু ঠাকুর-সেবায় লাগান চলে না—খাওয়াও চলে না। কোন জল খাওয়া যায়, কোন জল রন্ধনে লাগে, কোন জল কাপড় কাচা বাসন মাজায় লাগে,—সেইরূপ এই মনুষ্যগণ;—সকলেই সেই এক বিরাট চৈতন্য। তবে আধারভেদে ক্রিয়াভেদ। কোথাও পবিত্র—কোথাও অপবিত্র। অপবিত্র জলও যেমন যন্ত্রযোগে শোধিত হইয়া মানবের পিপাসা নিবারণ করে ও পবিত্র হয়, অপবিত্র মানুষও তদ্রূপ জ্ঞান ও ভক্তি যোগে পবিত্র হইয়া, জীব-জগতের কাম-পিপাসা বিনিবারণে সমর্থ হয়। মহাশয়, আপনি-আমি ব্রাহ্মণ নহি;—কেবল ব্রহ্মণ্যের ক্ষীণ স্মৃতি স্বরূপ স্কন্ধদেশে এই পৈতাখানা পড়িয়া আছে। ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা গৌতম নিজ সংহিতায় লিখিয়াছেন,—

> অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্।
> উপবাসরতান্ দান্তাং স্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ।
> ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
> চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

"যাঁহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দান্ত, দেবতাগণ তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে, দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।"

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ং।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥

"ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ, এবং জিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে,—আর সকলে শূদ্র।"

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—"পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত থাকে, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করিবে। কারণ ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।*

অতএব তর্কালঙ্কার মহাশয়, ব্রাহ্মণ কৈ? কাহাকে দান করিব, ভোজন করাইব, পূজা-অর্চ্চনা করিব? ভূতে ভূতে যাঁহার ব্রহ্ম জ্ঞান,—জীবে জীবে যাঁহার পরম প্রেম; ক্ষমা, স্বাধ্যায়, ইন্দ্রিয়জয়, যাঁহার অঙ্গ-ভূষণ—তিনি ব্রাহ্মণ; এমন ব্রাহ্মণের পাদোদক পানে জীব কৃতার্থ হয়। অন্ধ আতুর দরিদ্র বৃদ্ধ—অন্নাভাবে ক্লিষ্ট বস্ত্রাভাবে নগ্ন—তাহা-দিগের পরিপোষণে ভগবান্ প্রীত হয়েন। ব্রাহ্মণেরও ধর্ম্ম তাহাই। বিশ্বের হিত চিন্তা, আর জ্ঞানের বিকাশ-বিধান করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।"

তর্কালঙ্কার রক্তমুখে প্রচণ্ডস্বরে বলিলেন,—"তোমার এ কথা সম্পূর্ণ নাস্তিক্যবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভাল, তুমি তোমার মেয়ে দুটিকে অমনি বিবি বানাইয়াছ কেন? অত লেখাপড়া শিখাইয়াছ কেন? উহা কি হিঁদুয়ানী?"

---

* মহাভারত বনপর্ব্ব, মার্কণ্ডেয় সমস্যাধ্যায়;—৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

জ্ঞানা। (হাসিয়া) দোষ কি? গার্গী, মৈত্রেয়ী, সুলভা, লীলাবতী, খনা, যাদীদেবী, বিদুষী ছিল না কে? সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা সত্যভামা, দ্রৌপদী সকলেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদা। তবে মাঝখানে, মুসলমান রাজত্বে অধঃপতন ঘটিয়াছিল বলিয়া, চিরদিনই কি সে আঁধার লাগিয়া থাকিবে? জ্ঞান না হইলে উন্নতির আশা নাই। রমণী যে বিশ্বজননীর অংশ—বিশ্ববাসী তাঁহাদের সন্তান। উন্নত জ্ঞান ব্যতীত তাঁহাদের স্বধর্ম্মপালনে বিঘ্ন ঘটিতে পারে।

তর্কা। তাহাদিগের বিবাহ দাও না কেন? শাস্ত্রে আছে—'দশমে কন্যকা প্রাপ্তা'—*

বাধা দিয়া জ্ঞানানন্দ বাবু বলিলেন,—"ঐ শ্লোকটি সাধারণ উহা সংহিতাকারের বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে মনু কি বলেন, তাহা আপনি অবশ্যই জানেন। যেখানে অপরাপর স্মৃতি ও মনুস্মৃতিতে বিরোধ, সেখানে মনুস্মৃতিই প্রধান †। মনু বলেন,—ত্রিংশবর্ষীয় যুবক মনোমত দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে ‡। কৈ, তর্কালঙ্কার মহাশয়, দ্বাদশ বর্ষ ত আপনার দশ বৎসর বা কন্যাকাল ছাড়াইয়া গেল। আবার শুনুন; মনু বলিতেছেন, 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও কুলে শীলে উৎকৃষ্ট বর পাইলে কন্যা বিবাহযোগ্যা না হইলেও সম্প্রদান করিবে। আর ঋতুমতী হইয়া কন্যা বরং গৃহে থাকিবে, তথাপি নিগুর্ণ পাত্রে অর্পণ করিবে না §। পরন্তু,

---

* অষ্টবর্ষে গৌরী, নবমে রোহিণী, দশমে কন্যা, তারপরে রজস্বলা। গৌরীদানে মহাফল।

† বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতিঃ।

‡ ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্। মং সং ৯ অঃ ১৪ শ্লো।

§ উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি।
কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি॥
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ। মং সং ৯ অঃ ৮৮।৮৯ শ্লো।

বর্ত্তমানকালের সর্ব্বত্র গৃহীত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—"কন্যাকে সুশিক্ষিতা করতঃ তবে পণ্ডিত বরকে ধন-রত্নের সহিত দান করিবে * ।"

অতএব আমি যাহা করি, তাহা হিন্দুসমাজ ও শাস্ত্রের বাহিরের কাজ করি না।"

ভৈরব বাবু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। তর্কালঙ্কার ঠাকুর বলিলেন,—"যতই বল, যখন তোমার সমস্ত কার্য্য সমাজ-বিধির বহির্ভূত, তখন তোমার সহিত আমাদের সমাজ-সামাজিকতা বন্ধ।"

চাটুয্যে মহাশয়, মুখুয্যে মহাশয়, চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতি সমাজের চাঁই মহাশয়েরা তর্কালঙ্কার ঠাকুরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বলিলেন, "অদ্য হইতে জ্ঞানানন্দ বাবুর সহিত আমাদের সামাজিকতা বন্ধ হইল।"

নব্য সম্প্রদায়ের অনেকে তাহার প্রতিবাদ করিল এবং জ্ঞানানন্দ বাবু না খাইলে, তাহারা খাইবে না বলিয়া জিদ্ ধরিল ; কিন্তু জ্ঞানানন্দ বাবু বলিলেন,—"তোমরা নিরস্ত হও। সকলেই ভ্রমের দাস। আমাদের সমাজের এ ভ্রম শীঘ্রই যাইবে। তখন দেখিবে, আমার কার্য্য কিছুই দোষের নহে। কিন্তু এখন যদি তোমরা একটা হৈ চৈ কর,—সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে, গৃহ-বিবাদের সৃষ্টি হইতে পারে। অতএব দেশের ও সমাজের মুখ চাহিয়া নিরস্ত হও।"

ভৈরব বাবু অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন, জ্ঞানানন্দ বাবু অভুক্ত অবস্থাতেই গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু আসিবার সময় যে হাসিমুখে আসিয়াছিলেন, যাইবার সময়ও সেই মুখে ফিরিয়া গেলেন।

---

* কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতাম্ ॥—

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেদ ও গীতা

মহাষ্টমীর দিন বাবুদের বাড়ী বলিদানের বাজনা বাজিতেছিল, এবং অবসানোন্মুখ শরতের অলসিত প্রকৃতি গম্ভীরভাবে বসিয়া ছিল। বাগানে শেফালিকা ও প্রান্তরে কাশকুসুম ফুটিয়া শেষ হইয়া, শরতের বিদায়-বার্ত্তা প্রকৃতির দরবারে পেস করিতেছিল, এবং খালে বিলে জোলে হৈমন্তিক ধান্য শ্যাম-সবুজ দেহ হরিদ্রাক্ত করিয়া, হেমন্তাগমন ঘোষণা করিতেছিল। সেবার আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন মহাষ্টমী পূজা হইয়াছিল।

জ্ঞানানন্দ বাবু তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা দুইটিকে লইয়া, বিস্তৃত কক্ষে একটা ফরাসের উপরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

জ্ঞানানন্দ বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—"কাল-বৈশাখী মেঘে প্রবল ঝটিকা উঠিলে যেমন প্রাণের মধ্যে আকুল-ব্যাকুল করে, তেমনই এই বলিদানের বাজনা বাজিলে, আমার প্রাণের মধ্যে আকুল-ব্যাকুল করে।"

জ্ঞানানন্দ বাবু হাসিয়া বলিলেন—"কেন? নিত্য নিত্য কত রকমে ভ ছাগল-মহিষের জীবন যাইতেছে, তাহাতে মনে কিছু হয় না, আর ই পূজার জন্য বলিদানের বাজনা শুনিলেই অমন হয় কেন?"

স্ত্রী। কেন হয় জানি না। বোধ হয়, ছোট কালে বাপের বাড়ী

বলিদান দেখিয়া, মনে কেমন একটা ভয়ের ছবি আঁকিয়া গিয়াছে,—তাই এখনও অমন হয়। বলিদানের সময় ঢাক-ঢোল-সানাই, কাঁসর ঘণ্টা-শাঁক একেবারে বাজিয়া উঠিত, স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনি করিত, পুরুষেরা কেহ "হরিবোল" দিত—কেহ "মা জগদম্বে রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিত—হাড়কাঠে বাঁধা ছাগলছানাগুলা মরণ-ডাক ডাকিত,—দেখিয়া মন কেমন হইত! আচ্ছা, বাস্তবিকই কি বলিদানে ধর্ম্ম আছে?"

জ্ঞানা। ধর্ম্ম এই কথাটা বহু অর্থে ব্যবহার হয়। আসল যা ধর্ম্ম, তা বলিদানেও নাই, জপ-যজ্ঞেও নাই। আত্মা মাত্রেই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মকে জানাই ধর্ম্ম। বলিদানে রাজসিক শক্তির বৃদ্ধি হয়। যাঁহারা শক্তি-সাধক,—যাঁহারা ভুজবলে সমাজ ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন, বলিদানে তাঁহাদের সে শক্তির উন্মেষ হয়। কিন্তু বলিদানে আত্ম-মুক্তি হয় না। মুক্তিপ্রয়াসী সাধকপ্রবর গাহিয়াছেন—

"মন, তোমার এই ভ্রম গেল না ;
কালী কেমন তা চেয়ে দেখ্‌লে না।
জগৎকে খাওয়াচ্চেন যে মা
দিয়ে কত খাদ্য নানা,
কোন্ লাজে খাওয়াতে চাও তাঁয়
আলো চা'ল আর বুট ভিজানা।
জগৎ যে মায়ের মূর্ত্তি, তাও কিরে মন জান না,
তাঁরে তুষ্ট কর্ত্তে তুমি বলি দিবে ছাগলছানা।"

গৃহিণী। তবে ঐ ভীষণ প্রথা সমাজ হইতে তুলিয়া দিলেই হয়। এখন ক্ষত্রিয় নাই—ক্ষত্রিয়ের সাধনাও নাই। আর, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র-বাড়ী বলিদান হয় কেন? উহা বোধ হয় অন্যায়?

জানা। হইতে পারে। আসল কথা কি জান, এই জগৎটা মায়ের মূর্ত্তি,—মা মহাপ্রকৃতি। পুরুষ ব্যতীত আর যাহা, তাহাই তিনি। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে ;—

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥

"অলঙ্ঘ্যবীর্য্যে,—তুমি মহীরূপে অবস্থান করিতেছ, অতএব একমাত্র তুমিই জগতের আধারস্বরূপা। তুমিই জলরূপে অবস্থিতা আছ, অতএব একমাত্র তুমিই এই জগতের পোষণ করিতেছ।"

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া ॥
সংমোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥

"হে দেবি,—তুমি অপার-মহিমা বৈষ্ণবী শক্তি। সংসারে তুমিই এই সমস্ত বিশ্বকে মুগ্ধ করিতেছ ; অতএব তুমি নিখিল জগতের মূল-কারণ মহামায়া ; তুমি প্রসন্না হইলে, নিশ্চয়ই সংসার বন্ধনের মোচন হয়।"

এখন বুঝিতে পারিলে, দুর্গাদেবী কে ? তাঁহার উপাসনা কি ? জগৎ তাঁহার মূর্ত্তি—জগৎই তিনি। যে জগৎ ছাড়িতে চায়,—প্রকৃতির হস্ত হইতে ত্রাণ পাইতে চায়, তাঁহাকে তাহার সম্পূর্ণ বোঝা চাই! তাঁহার ফল, তাঁহার ফুল, তাঁহার পাখী, তাঁহার পশু, তাঁহার মানুষ—সকলের পূজা করা চাই—সকলের সেবা করা চাই। তাঁহাকে বুঝিলে, তাঁহাকে জানিলে, তিনি কৃপা করিয়া আত্মদর্শন করান,—তখন আর বাঁধন থাকে না। আত্মা তখন মুক্ত হন।"

পঙ্কজ বলিল—"বাবা, আপনার শৈল মেয়েকে একটু বুঝিয়ে বলুন। এবার মায়ের চরণ দর্শন হইল না—মায়ের প্রসাদ পাওয়া হইল না বলিয়া তখন ভারি দুঃখ ক'চ্ছিল।"

মৃদু হাসিয়া শৈলর মুখের দিকে প্রশান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জ্ঞানানন্দ-বাবু বলিলেন,—"সত্য নাকি মা?"

শৈল সঙ্কুচিতভাবে মৃদুস্বরে বলিল—"না। তবে আমাদের আর কেহ নিমন্ত্রণ করে না, আর কাহারও বাড়ী গিয়া ঠাকুর দেখা হয় না, তাই মনটা কেমন ক'চ্ছিল।"

দৃপ্তা সিংহীর ন্যায় বঙ্কিম গ্রীবা ঈষদুত্তোলন করিয়া পঙ্কজ বলিল—"এত সঙ্কীর্ণতা! মায়ের চরণ দেখিতে এখনও কাহারও বাড়ী যাইতে হয়? সমাজ এখন আমাদের ঐ নির্দ্দিষ্ট কয় ঘর ব্রাহ্মণ লইয়া? মা যাদের বিশ্বেশ্বরী—সমাজ যাদের বিশ্বযোড়া—তাদের কিসের দুঃখ ভগিনি?"

শৈল। তবে মানুষে ঠাকুর-দেবতার পূজা করে কেন? যাগ-যজ্ঞ করে কেন?

পঙ্কজ। আগে করিত, এখন তাহা পশ্চাতে ফেলিয়াছে। মানুষ কিছু চিরকালই বর্ণপরিচয় পড়ে না। মানুষ সকল যজ্ঞ করিয়াছে—তাহার ফলে এখন উন্নতি হইয়াছে—সেই উন্নতিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার গ্রহণ করিয়া, এক মহান্ অমৃতময়ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। জীবে জীবে সমভাব—সর্ব্বত্র সমদর্শন, সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান; ইহাই এখনকার ধর্ম্ম। কিন্তু বোন্, আমরা রমণী;—আমাদের অত বড় বড় কথা ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের জ্ঞান ক্ষুদ্র, বুদ্ধি ক্ষুদ্র—কর্ম্মক্ষেত্র সংকীর্ণ। আমরা ধীরে ধীরে আমাদের হৃদয়-সঞ্চিত মাতৃ-স্নেহে জগতের জীবকে অভিসিঞ্চিত করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইতে পারি।

শৈল। যে কখন পুকুর দেখে নাই, সে সাগরের ধারণা করে কি প্রকারে? যে একটি ক্ষুদ্র সংসারের সেবা করে নাই, সে বিরাট জগতের সেবা করিবে কি দিয়া?

পঙ্কজ। সত্যি বল্, তোর কি ইচ্ছা করে?

শৈল। আমার ইচ্ছা করে, আমি ঠাকুর-দেবতার পূজা করি—রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে নিত্য ধুয়াইয়া মুছাইয়া ক্ষীর-সর-ননীর ভোগ দিয়া পুষ্প-তুলসীতে অর্চ্চনা করি।

পঙ্কজ। বাবা, আপনি কি বলেন?

জ্ঞানা। মন্দ নয় মা;—যে তুলসী-চন্দন দিবার জন্য অখণ্ড-মণ্ডলাকার জগৎ-ব্যাপ্ত ভগবানের চরণ খুঁজিয়া না পায়, একটি বিগ্রহ গড়াইয়া, তুলসী চন্দন দ্বারা পূজা করা তাহার পক্ষে মন্দ নয়। তিনি ত সর্ব্বত্র।

এই সময় দরোজার কাছে অনেকগুলি লোক উপস্থিত হইয়া কলরব করিতে লাগিল। গৃহিণী দাসীকে পাঠাইয়া দিলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"ঐ শামপুর থেকে কতকগুলা ছেলে পুলে নিয়ে দুলে মাগীরা বাবুদের বাড়ী ঠাকুর দেখ্‌তে এসেছিল।"

গৃহিণী। আমাদের দরোজায় কেন?

দাসী। ছোট লোক কি না! বাড়ী থেকে সেই সকালবেলা এসেছে,—শামপুর এখান থেকে চার পাঁচ ক্রোশ পথ—বাবুদের বাড়ী খাবে ব'লে ব'সেছিল।

গৃহিণী। তার পর?

দাসী। তারপর গলা ধাক্কা খেয়ে বেরিয়েছে।

পঙ্কজ। (সবিস্ময়ে) কেন?

দাসী। ভোগের আগে প্রসাদ চায়;—কতকগুলা ছেলে মেয়ে নিয়ে

এসেছে—হাঘরের দল, খাই খাই ক'রে ম'র্‌ছে। তাই তাড়িয়ে দিয়েছে।

পঙ্কজ। যদি দীন হীনের পেটের ক্ষুধা নিবারণ না করিবে, তবে দীনদয়াময়ী মায়ের প্রতিমা খাড়া করা কেন? তুই ওদের এক জনকে ডাক দেখি।

দাসী। কেন গো,—ওদের কেন? আমি তাড়া দিয়ে এসেছি, অভাগী মাগীরা এখনও যায় নি দেখ্‌ছি,—বেটীরা সব দুয়ারে ঘুরেছে, কেউ এক মুঠো ছাইও দেয় নি। তাই ঐখানে এসে বকর বকর লাগিয়েছে।

পঙ্কজ। তুই যা ওদের ব'স্‌তে বল্‌গে—আমরা এখনি ওদের খাবার প্রস্তুত ক'রে দিচ্চি।

শৈল। কি দেবে? বামুনঠাকুর সেই সকালে আমাদের খাইয়ে দাইয়ে দিয়ে, তার ছেলে পুলে নিয়ে পূজা দেখ্‌তে গিয়েছে।

পঙ্কজ। কেন, আমরা কি আর ঐ পনর ষোল জন লোকের রান্না করিতে পারিব না? চল বোন্‌,—আমরা রাঁধি গে।

জ্ঞানানন্দবাবু ততক্ষণ নীরবে তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। প্রীতি-প্রসন্ন মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পঙ্কজ, তুমি রাঁধিতে পারিবে?"

পঙ্কজ। আমি খুব ভাল খিচুড়ী রাঁধ্‌তে পারি, বাবা! ঝি, তুই যা লক্ষ্মী;—উনুনটা ধরিয়ে খানিক জল তুলে দিবি। বাবা, কিছু পয়সা দাও না। ঝি, রামা ময়রার দোকান থেকে কিছু মুড়ী-মুড়কী কিনে এনে দিক্‌। ছোঁড়াছুঁড়িগুলো তাই খাক্‌। ওদের ভারি ক্ষুধা পেয়েছে।

শৈল। দিদির সকল কাজেই পাগ্‌লামী। এমন অসময়ে অত রাঁধাবাড়া করা কি সহজ!

পঙ্কজ। তুই না শৈল, বাবাকে দুর্গোৎসব করিতে অনুরোধ ক'রে-ছিলি? যদি আজ পূজা হ'ত, তবে কি অত বড় শরীরটা নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পার্‌তিস্‌?

শৈল। সে এক কথা।

পঙ্কজ। সে কি কথা?

শৈল। তাতে ধর্ম্ম হ'ত। মায়ের চরণে জবা-বিল্ব-দল দিলে স্বর্গ হয়।

পঙ্কজ। দরিদ্রের দুর্গোৎসব দরিদ্র-সেবা। জানিস্‌, স্বধর্ম্মপালন না কর্‌লে নরক হয়।

এই কথা বলিয়া পঙ্কজ ভারি হাসি হাসিল। শৈল সে হাসির অর্থ বুঝিল না। বুঝিল, মধ্যে মধ্যে অর্থশূন্য হাসি পঙ্কজের পাগলামী—এখনও তাহাই।

সে বলিল,—"দুলে-বাগ্‌দী মাগীগুলাকে ভাত রাঁধিয়া খাওয়ান বুঝি বামুনের মেয়ের ধর্ম্ম?"

পঙ্কজ। হ্যাঁ শৈল তাই। বামুনের মেয়ের স্বধর্ম্ম ক্ষুধাতুরকে খাওয়ান। বামুনের স্বধর্ম্ম জীবের আত্মিক-ক্ষুধা নিবারণ করা—আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা করা—আর বিশ্বের হিত করা। বামুনের মেয়ের স্বধর্ম্ম, বামুনের কাজের সহায়তা করা—আর অন্নপূর্ণারূপে জীবকে অন্ন দান করা। মাতৃ-রূপে স্নেহমাখা হাতে পীড়িতের শুশ্রূষা করা। ওঠ্‌, চল্‌, রান্না-ঘরে যাই।

শৈল আর কোন কথা কহিল না। পঙ্কজের সহিত রান্না-ঘরে গেল। দাসী ততক্ষণ জ্ঞানানন্দ বাবুর নিকট হইতে টাকা লইয়া, মুড়ী-মুড়কী আনিতে বাজারে গিয়াছিল।

পঙ্কজ ও শৈল গাছকোমর বাঁধিয়া জলতোলা, উনান ধরান প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
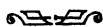
কর্ম্মক্ষেত্র

আশ্বিন গেল, কার্ত্তিক গেল এক বিন্দু বৃষ্টি হইল না। ধানের বাইল গলায় করিয়া ধানের গাছ সব শুকাইতে লাগিল। জলাভাবে ভূমিকর্ষণ হইল না, কাজেই রবিশস্য বপন করা হইল না।

তারপরে, শীত কালটা কোন প্রকারে অতিবাহিত হইল; কিন্তু চৈত্রের প্রখর রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে দেশে সম্পূর্ণ জলাভাব হইয়া উঠিল। পঙ্কিল রৌদ্রোত্তপ্ত অপরিষ্কার জলপান করিয়া, লোকে ভীষণ বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যু-পথের পথিক হইতে লাগিল। ব্যাধি ক্রমে দেশব্যাপী হইয়া পড়িল।

অতি গরমে বসন্তরোগও সংক্রামকতা অবলম্বন করিল। অধিকন্ত অন্নাভাবে দেশে হাহাকার উঠিল। জল নাই, অন্ন নাই, সংক্রামক ব্যাধি-সমূহের ভীষণ আক্রমণ,—দেশ রসাতলে যাইবার উপক্রম হইল। কেহ কাহাকে দেখিবার নাই। দেশের লোক পশুপালের ন্যায় মরিয়া যাইতে লাগিল। কেহ অন্নাভাবে মরিতেছে, কেহ বিসূচিকায় প্রাণ হারাইতেছে, কেহ বসন্তে জীবন ত্যাগ করিতেছে, কেহ ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থি-চর্ম্ম-সার হইয়াছিল, এখন মরিয়া যুড়াইতে লাগিল। লোক মরিয়া প্রতি পল্লী শ্মশানে পরিণত করিতেছে।

বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। পঙ্কজ ও শৈল আহার করিতে বসিয়াছে, এমন সময় দরোজার নিকট অতি করুণ-চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইল। পঙ্কজ দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে কাঁদিতেছে, ঝি?"

দাসী মুখ ঘুরাইয়া বিরক্তির স্বরে বলিল—"কে জানে বাপু; তোমরা খাচ্ছ, খাও।"

পঙ্কজ। দেখ্‌না ঝি;—বোধ হয়, কে কাঁদ্‌ছে। আহা হা, কান্নার স্বর বড় করুণ—বড় হৃদয়ভেদী!

দাসী। বোধ হয়, ওবাড়ীদের দরোজায়।

পঙ্কজ। না, আমাদেরই দরোজায়! হয়, ওদের দরোজায় হোক; তুই যা না মা!

দাসী অতিশয় বিরক্তিভাবে চলিয়া গেল এবং অচিরাৎ ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—"কে একটা হতভাগা বুড়ো, দরোজায় প'ড়ে কাঁদ্‌ছে?"

পঙ্কজ তখন এক গ্রাস অন্ন মুখে তুলিতেছিল। মুখের গ্রাস হাতে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, তার কি হ'য়েছে?"

দাসী। পেটের জ্বালায় চোখের জল গড়িয়ে পড়্‌ছে। এবার কি ভাতের জ্বালায় কারও নিস্তার আছে! বুড়ো বলিল, দু'দিন নাকি তার খাওয়া হয় নি।

পঙ্কজ নিজের ভাতের থালা তুলিয়া লইয়া গেল এবং অন্নাভাবক্লিষ্ট বৃদ্ধের আঁচলে অন্ন-ব্যঞ্জনগুলা ঢালিয়া দিয়া বলিল,—"যা বাপু, ঐ পুকুরের ধারে গিয়া এগুলা খেগে।"

বৃদ্ধ লুব্ধ নয়নের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্ন-ব্যঞ্জনগুলার প্রতি চাহিতে চাহিতে প্রস্থান করিল। পঙ্কজ থালাখানা লইয়া ঘরে উঠিতেছিল, শৈল ধমক দিয়া বলিল—"কি জাতিকে পরিবেশন করিয়া আসিলে তার ঠিক নাই, থালা নিয়ে ঘরে আস্‌বে কেন?"

পঙ্কজ মৃদু হাসিয়া থালাখানা উঠানে ফেলিয়া, আচমন করিয়া গৃহে আসিল। বামুনঠাকুর তাহাকে তখন আর এক থালা অন্ন-ব্যঞ্জন আনিয়া দিল, পঙ্কজ তাহা ভোজন করিল।

সে দিন সন্ধ্যার পরে আকাশমণ্ডল গভীর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া স্তব্ধভাব অবলম্বন করিয়াছিল। সর্ব্বত্র গাঢ়তর অন্ধকার—আকাশ নক্ষত্র শূন্য, চন্দ্র শূন্য।

গৃহমধ্যে কাচাধারে আলো জ্বলিতেছিল। একখানা মসৃণ কোমল গালিচা মেঝের উপর আস্তৃত। সেই গালিচার উপর জ্যোৎস্নামাখা ফুটন্ত গোলাপের মত পঙ্কজ ও শৈল বসিয়া ছিল। কৃষ্ণতার দীর্ঘায়ত নয়নযুগল পঙ্কজের মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া, শৈল জিজ্ঞাসা করিল—"আজ যাবে নাকি? বড় অন্ধকার!"

পঙ্কজ মৃদু হাসিল। সে হাসিতে জগতের সুখ, জগতের শান্তি যেন বিজড়িত। বলিল—"শুভ্র জ্যোৎস্না মাখিয়া, কুসুম-সুরভিতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পুলকিত করিয়া, কবে আর্ত্তের সেবা করা চলে ভগিনি?"

শৈল। না চলে না চলুক,—আর আজ তুমি যেয়ো না। রোগী ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া বেড়াইয়া তোমার যে কি সুখ হয়, তা তুমিই জান। রোগীর গায়ের গন্ধ, বিছানার গন্ধ, মল-মূত্রের গন্ধ—আর সর্ব্বোপরি মরণ-বিভীষিকা—আমি ত একদণ্ড সে সকল জায়গায় দাঁড়াতে পারি না। আর তুমি এই রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া, সেই সব রোগী ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া বেড়াতে বেড়াতে রোগে পড়্‌বে। কোথায় কলেরারোগী, কোথায় বসন্তরোগী, ইহাই ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া বেড়াও—সে সকল সংক্রামক রোগ—তুমি কি সর্ব্বনাশ ঘটাবে, তা বুঝ্‌তে পারি না। মাও সে দিন ব'ক্‌ছিলেন।

পঙ্কজ। বাবা সেখানে ছিলেন?

শৈল। ছিলেন।

পঙ্কজ। তিনি কি ব'ল্‌লেন?

শৈল। তিনি বল্‌লেন, 'বাধা দিয়ো না,—তাহার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে

তাহাকে টানিয়া লইয়ো না।' তা যাই হোক্ দিদি ; এই অন্ধকারে আমি তোমাকে সেই সকল ভয়ানক যায়গায় যাইতে দিব না।

পঙ্কজ। দুইটি নিঃসহায় রোগী আছে—রাত্রিতে তাদের সেবা করিবার কেহ নাই। আমাকে যাইতেই হইবে।

শৈল। রোগী দুইটা কোথায়? তাদের নাম কি?

পঙ্কজ। একটি উত্তর পাড়ার জমিয়ৎ খাঁ ;—আর একটি পুরোহিত তর্কালঙ্কার ঠাকুরের স্ত্রী।

শৈল। তোমার গতিবিধি বুঝি মুসলমানপাড়া পর্য্যন্তও হইয়া থাকে? মুসলমানকে স্পর্শ করিয়া, তাহাদের জল, তাহাদের বিছানা—তাহাদের পথ্য, এ সকল নাড়িয়া চাড়িয়া রোগীর শুশ্রূষা কর?

পঙ্কজ। করি বৈকি! শৈল—ভগিনি ; ভগবানের রাজ্যে সবাই সমান। একজন ব্রাহ্মণের দেহে যিনি বাস করেন, একজন মুসলমানের দেহেও তিনিই বাস করেন। হিন্দুশাস্ত্রের যে গ্রন্থ খুলিবে, তাহারই পাতায় পাতায় দেখিবে, সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে নারায়ণ বিরাজিত। আমি মুসলমানের সেবা করি না, ব্রাহ্মণেরও সেবা করি না। সেবা করি নারায়ণের। আমি ক্ষুদ্র রমণী, বিশ্বযোড়া বিশ্বনাথের খোঁজ পাই না,—তাই যেখানে অনন্তদেব সান্ত হইয়া আছেন, সেই স্থানে সেবা করিতে যাই।

শৈল। আচ্ছা, তাই-ই না হয় যাও ; কিন্তু তর্কালঙ্কার ঠাকুরের বাড়ী যাও কেন? তাঁর স্ত্রীর কি রোগ?

পঙ্কজ। বসন্ত। আহা—ঠাকরুণ বোধ হয় বাঁচ্‌বেন না। সকল গা ফাটিয়া গিয়াছে। অবস্থা বড় মন্দ।

শৈল। তুমি সেখানে যাও কেন? তর্কালঙ্কার যে আমাদের পরম শত্রু। বাবাকে সেই হতভাগাই ত একঘ'রে করিয়াছে। আমাদের নামে কত মিথ্যা কথা রটাইয়াছে।

পঙ্কজ। শৈল,—আমরা রমণী, আমাদের আবার শত্রু-মিত্র কি? আমরা বিশ্বজননীর অংশ—সর্ব্বজীবে মাতৃ-স্নেহ ঢালিয়া রোগে শুশ্রূষা, শোকে সান্ত্বনা ও ক্ষুধায় অন্ন দান করিব, ইহাই আমাদের ধর্ম্ম।

শৈল। শুনিয়াছি, তর্কালঙ্কারের অনেক পয়সা আছে,—সে ডাক্তার দেখায় না?

পঙ্কজ। বসন্তরোগে ডাক্তারে বড় কিছু করিতে পারে না।

শৈল। তুমি গিয়া কি কর?

পঙ্কজ। শুশ্রূষা। শৈল, সে যে কি করুণ-চীৎকার, সে যে কি কাতর-কান্না, যদি দেখিস্, তবে বুঝিতে পারিস্—খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে রোগীর শুশ্রূষা করার কত দরকার।

শৈল। কেন তর্কালঙ্কারের ত দুই তিনটী পুত্র-কন্যা আছে, তিনি নিজে আছেন, তবে শুশ্রূষা হয় না, কেন?

পঙ্কজ। বসন্ত সংক্রামক রোগ বলিয়া, তর্কালঙ্কার নিজেও স্পর্শ করেন না,—ছেলে মেয়েদেরও স্পর্শ করিতে দেন না।

শৈল। ওঃ—কি স্বার্থপর লোক!—কি কঠিন-হৃদয়!

পঙ্কজ। শৈল, তুই বিবাহ কর্‌বি?

শৈল। যমরাজাকে নাকি?

পঙ্কজ। বালাই;—ভাল বর দেখিয়া।

শৈল। আমাদের জাতি গিয়াছে বলিয়া, কেহ বিবাহ করিবে না।

পঙ্কজ। সে ভাবনা তোর নাই—তুই কর্‌বি কি না, তাহাই বল।

শৈল। বড়র বিবাহ না হইলে, ছোটর বিবাহ হইতে নাই। শাস্ত্রমতে তাতে দোষ হয়।

পঙ্কজ। কেন, আমার ত বিবাহ হইয়াছে।

শৈল। মনে মনে নাকি?

পঙ্কজ। তাতে দোষ কি ?

শৈল। বর কে ?

পঙ্কজ। পৃথিবী-শুদ্ধ প্রাণী।

শৈল। (হাসিয়া) মেয়ে মদ্দ সব ?

পঙ্কজ। সব।

শৈল। তা ভাল! তবে আমার বিয়ে কার সঙ্গে হবে ? আমি কিন্তু তোমার সতীন হব না—কিছুতেই না।

পঙ্কজ। আমার যাহারা স্বামী, আমার তাহারা সন্তান। আমি যাহাদের স্ত্রী, আমি তাহাদের মা। আমি যাহাদের মা, আমি তাহাদের সখী, আমি তাহাদের দাসী।

শৈল। তুমি দিদি নিশ্চয় পাগল। এক এক সময় বেশ কথা বল,—আবার এক এক সময় পাগলের মত কি বল, তাহা বোঝা যায় না—শুনিলে হাসি আসে।

পঙ্কজ। শৈল, আমি পাগল—বাস্তবিকই পাগল। কি করি, কি বলি—আমি নিজেই তাহা বুঝিতে পারি না। বলিতে যাই এক, বলা হয় আর ;—করিতে যাই এক, করিয়া বসি অন্য। আমি যাহা বলিলাম, সে কথা বাস্তবিকই ভাল কথা নয়। কিন্তু শৈল, আমরা যাঁহার অংশ—সেই জগজ্জননীর সঙ্গে জীবের সম্পর্কও বুঝি ঐরূপ।* তিনিই মা, তিনিই স্ত্রী, তিনিই দাসী, তিনিই সখী,—তিনি ব্যতীত আর ত কিছুই নাই। তুমি আমি যে তাঁর বিভূতি। যাক্ এখন তুই যদি বিবাহ করিস্, একটা সম্বন্ধ দেখা যায়। বয়স হইয়াছে, এখনই সময়।

শৈল। আর তোমার বুঝি অসময় ? যৌবন-বন্যা যে কূল ছাপাইয়া গ্রাম-নগর ভাসাইতে ছুটিয়াছে!

*একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

পঙ্কজ। আমি ওগুলোকে বিশ্বেশ্বরে দান করিয়াছি—দেনো জিনিষে আর আমার অধিকার নাই। তোর একটা বর দেখি।

শৈল। বিবাহ দিবার কর্ত্তা তুমি নাকি?

পঙ্কজ। যিনি কর্ত্তা তিনিই দিবেন।

শৈল বিরক্ত হইয়া বলিল—"তুমি বুঝি বাবার সঙ্গে এই সকল কথা বল? আমি আর তোমার কাছে বসিব না।"

সমীর-পথে প্রস্ফুট কুসুম-গন্ধের ন্যায় শৈল তথা হইতে চলিয়া গেল।

পঙ্কজ একটা হারমোনিয়ম টানিয়া আনিয়া তাহাতে বেলো করিয়া তাহার স্বরের সঙ্গে পরিপূর্ণ বাঁশরীর ন্যায় স্বীয় সুকণ্ঠ মিলাইয়া গান গাহিতে বসিল। স্বর-লহরী সমীরে মিশিয়া, অনন্তের পথে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। পঙ্কজ গাহিতে লাগিল,—

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইয়ো তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিনু প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, এক মন হইয়া, নিশ্চয় হইনু দাসী।
ভাবিয়া দেখিনু, এ তিন ভুবনে, আর কি আমার আছে?
রাধা বলি কেহ, শুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে!
একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে, আপনা বলিব কায়?
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু, ওদুটি কোমল পায়॥
না ঠেল, না ঠেল, অবলা-অখলে, যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর।
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি, তরাস পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কয়, পরম রতন, গলায় গাঁথিয়া পরি॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রেমানল

তর্কালঙ্কারের বাড়ীতে চারিখানি খড়ের ঘর—মাটীর প্রাচীরে আবেষ্টিত। একখানি রন্ধন-ঘর, একখানি ঠাকুর-ঘর, বাকি দুইখানি শয়ন-ঘর। তদ্ভিন্ন বহির্ব্বাটীতে একখানি স্বতন্ত্র গৃহ আছে। গৃহগুলি সমস্তই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—প্রাঙ্গণ শ্রেণীবদ্ধ তৃণ-তরু সুশোভিত ও গোময়লিপ্ত।

দক্ষিণদুয়ারী বৃহৎ গৃহখানি তর্কালঙ্কার ঠাকুরের শয়ন-গৃহ; কিন্তু তর্কালঙ্কার-গৃহিণীর বসন্তরোগ হওয়া পর্য্যন্ত সে গৃহে অপর কেহ শয়ন করে না। তর্কালঙ্কারের পুত্র-কন্যাগণকে লইয়া তাঁহার বিধবা বর্ষীয়সী ভগিনী অপর গৃহে শয়ন করিতেন। তর্কালঙ্কার ঠাকুর বহির্ব্বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

বসন্ত সংক্রামক পীড়া, এই ভয়ে সে গৃহে কেহ আসিত না। কেহ রোগীকে স্পর্শও করিত না। দূর হইতে তাহাকে ঔষধ পথ্য দিয়া যাইত। বসন্তচিকিৎসক এক আচার্য্য ব্রাহ্মণ শীতলা মায়ের চরণামৃত আনিয়া কোন কোন দিন রোগীর ক্ষতস্থানে ছিটাইয়া দিয়া যাইত। তারপরে পঙ্কজ যে দিন হইতে রোগীর অবস্থা জানিতে পারিয়াছে, সেই দিন হইতে একবার সকালে ও একবার রাত্রিতে গিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া আসিত।

রাত্রি অনুমান দ্বিপ্রহর। আকাশে মেঘের আবির্ভাব হইয়াছিল,—প্রকৃতি নিস্তব্ধ ও গম্ভীর।

গৃহমধ্যে মৃৎপ্রদীপে ক্ষীণ-বর্ত্তিকালোক কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছিল। সমস্ত গৃহখানা শূন্য—উদাস। রোগীর দৃষ্টি শূন্য—উদাস। পঙ্কজ স্থির দৃষ্টিতে রোগীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছিল।

মৃত্যু-গন্ধী রোগ-দীর্ণ উষ্ণনিশ্বাসপূর্ণ শূন্য গৃহমধ্যে পঙ্কজ রোগীর শিয়রদেশে নিস্তব্ধে বসিয়া ছিল! সে রূপ অপূর্ব্ব—সে মূর্ত্তি বুঝি অপার্থিব। চল-নীলোৎপল-সদৃশ নয়নদ্বয় রোগীর মুখের উপর স্থাপিত। মস্তকের ভ্রমর-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশরাশি কতক পৃষ্ঠে, কতক অংসে, কতক মুখের উপর পড়িয়াছে। চম্পকসদৃশ বর্ণ-মাধুরিমা ক্ষীণ দীপালোকে বড় মধুর দেখাইতেছিল। প্রস্ফুটিত পদ্মবৎ সে মুখের অনুপম সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ সমস্ত গৃহে যেন খেলিয়া বেড়াইতেছিল এবং মৃদু সমীর সংস্পর্শে কপোল-পতিত অলকগুচ্ছ কপোলের উপর স্বেদবিন্দুর সহিত জড়াইয়া গিয়াছিল। পঙ্কজ স্থিরভাবে বসিয়াছিল, কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার তাহার কিশলয়-কোমল-কর-স্পর্শে রোগীর গাত্রের তাপ পরীক্ষা করিতেছিল।

গৃহদ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল। সেই উন্মুক্ত দ্বার-পথে অনেকক্ষণ তর্কালঙ্কার ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি পঙ্কজের সেই অম্লান পঙ্কজমালার ন্যায়, দেহ-যষ্টির উপরে আপতিত। মনে হইতেছিল, এমন রূপ বুঝি দেব-দুর্ল্লভ! বেদে যে স্বর্গের কথা আছে, সে বুঝি এই যুবতীর মুখ-মাধুরিমাতেই অবস্থিত! এত সৌন্দর্য্য—এত সুখ, স্বর্গ ব্যতীত আর কোথায় সম্ভবে? আমি ব্রাহ্মণ—আমি শাস্ত্রজ্ঞ, এ স্বর্গ ভোগ কি আমার অদৃষ্টে ঘটে না?

পঙ্কজ আবার রোগীর ললাট স্পর্শ করিল। তাহার মুখভাব অপ্রসন্ন হইল,—সে অনেকক্ষণ হইল, তর্কালঙ্কার ঠাকুরকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিল, তাই সে তাঁহার আগমন-আশা করিয়া বাহিরের দিকে চাহিল।

দেখিল, তর্কালঙ্কার ঠাকুর তাহারই মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। সে হাসিয়া উঠিল। বলিল—"ঠাকুর, তোমার স্ত্রী মহাযাত্রা করিতেছে—জন্মের মত ছাড়িয়া চলিয়াছে ;—আর তুমি আমার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছ ? এস, একবার ইহার কর্ণমূলে হরিনাম শুনাও—সময় আর নাই।"

তর্কালঙ্কার অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে আগমন করিলেন।

পঙ্কজ বলিল,—"আপনার স্ত্রীর অন্তিম সময় উপস্থিত।"

ভীত-চকিত-স্বরে তর্কালঙ্কার বলিল,—"তাহা ত' দেখিতে পাইতেছি।"

পঙ্কজ। আপনি উহার স্বামী—নারী-জন্মের দেবতা। একবার কাছে বসুন,—মস্তকে পদধূলি দিন।

তর্কা। তাহা পারিব না।

পঙ্কজ। কেন ?

তর্কা। উহার বসন্ত রোগ হইয়াছে—বসন্ত দুষ্ট ক্ষত—শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্তার্হ! আমি স্পর্শ করিব না।

পঙ্কজ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না। রোগিণী এই সময় একবার হাঁ করিল। পঙ্কজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া মুখে গঙ্গাজল প্রদান করিল। রোগিণী জলটুকু গিলিতে পারিল না,—দুই কস বহিয়া পড়িয়া গেল।

পঙ্কজ তর্কালঙ্কারকে জিজ্ঞাসা করিল,—"রাত্রি এখন কত ?"

তর্কা। দুই প্রহর।

পঙ্কজ। আকাশে মেঘ ছিল, এখনও আছে কি ?

তর্কা। বড় মেঘ—ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। শীঘ্রই বৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা।

পঙ্কজ কি চিন্তা করিল, তারপরে বলিল,—"আমার কার্য্য ফুরাইয়াছে, আমি তবে যাই ?"

তর্কালঙ্কার ম্লান মুখে বলিলেন—"মড়া লইয়া আমি একেলা কেমন করিয়া এ ঘরে থাকিব? তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি সকলকে ডাকিয়া আনি।"

পঙ্কজ হাসিয়া বলিল,—"ঠাকুরের বড় ভূতের ভয় দেখ্‌ছি। আমি অপেক্ষা করিতেছি, তুমি তোমার স্ত্রীর কর্ণমূলে হরি হরি বল!—এখনও শেষ-নিশ্বাস মাটীতে পড়ে নাই।"

তর্কালঙ্কার স্ত্রীর কর্ণমূলে হরিনাম শুনাইলেন। স্বামীর মুখে হরিনাম শুনিতে শুনিতে তর্কালঙ্কার-গৃহিণী স্বর্গারোহণ করিলেন।

তর্কালঙ্কার চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—তাঁহার গগনভেদী চীৎকারে অনেকেই সেখানে আসিয়া যুটিল,—পঙ্কজ বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

অশ্রু

অম্লানোজ্জ্বল রবি-কর-প্রদীপ্ত মেঘ-কুহেলিকা-শূন্য নৈদাঘী প্রভাত। জ্ঞানানন্দ বাবুর বাড়ীর সম্মুখে ঝঙ্কৃতিময়ী রজত-সলিলা চূর্ণী নদী। তাহার মর্ম্মস্পর্শী চির কুলু কুলু তান, বিহঙ্গকুলের কমনীয় কণ্ঠস্বরের সুন্দর সম্মিলন, রবি-কর-সমুজ্জ্বল যৌবন-স্বপ্ন-মগ্ন প্রস্ফুটিত ফুলকুল, শ্যামলপল্লবদলশালী সমুন্নতশীর্ষ গ্রাম্য বৃক্ষরাজি বড় মধুরতা, বড় পবিত্রতা, বড় শান্তি-শীলতা আনয়ন করিতেছিল।

উহারই পার্শ্বে জ্ঞানানন্দ বাবুর দ্বিতল প্রাসাদ। প্রাসাদ-চত্বরে নিশির শিশির মাখা সমশীর্ষ নবীন দূর্ব্বাদলরাশি রবি-করে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রাসাদোপরি একটি উন্মুক্ত-বাতায়ন-কক্ষমধ্যে একখানি মৃগচর্ম্মের আসনে উপবেশন করিয়া, পঙ্কজ পুষ্পাধারে গীতা রাখিয়া পাঠ করিতেছিল। পার্শ্বে ধূনাচিতে ধূনা পুড়িয়া পুড়িয়া সমস্ত গৃহখানিকে সাত্ত্বিকগন্ধে পূর্ণ করিতেছিল। পুষ্প-পরিমলমাখা প্রভাতের বায়ু ধীরে বহিয়া তাহার পরিহিত কৌষেয় বসন, এবং লুলিত চূর্ণ কুন্তল দুলাইয়া ক্রীড়া করিতেছিল।

বাহিরের নিম্ন চত্বরে দুই এক জন করিয়া অনেক লোক আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। তাহাদের সকলেরই দেহ শীর্ণ-দীর্ণ; সকলেরই মুখ মলিন;—চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট! দেখিলেই বোধ হয়, তাহাদের দেহে সামর্থ্য মাত্র নাই। পরিধানে শতগ্রন্থী-সংযুক্ত ছিন্ন মলিন বসন।

দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িল,—দেখিতে দেখিতে অনেক লোক আসিয়া সে চত্বর পূর্ণ করিয়া ফেলিল। কেহ আসিয়া বসিয়া পড়িল, কেহ দূর্ব্বা-শয্যায় শয়ন করিয়া কাতর স্বরে দিগন্ত মুখরিত করিতে লাগিল। কেহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কেহ কেহ বসিয়া বসিয়া অদৃষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন হইল। কাহারও কোলের ছেলে ক্ষুধায় হাহাকার করিতেছে,—তাহাকে বুঝাইতে গিয়া নিজে কাঁদিয়া আকুল হইতেছিল। কাহারও কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তান এতক্ষণ ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিয়া এতদূর হাঁটিয়া আসিয়া অবশ হইয়া পড়িয়া গেল, তদ্দর্শনে হতভাগ্য জনকজননী নীরব নয়নাশ্রুতে মাটী ভিজাইতে লাগিল। সকলেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত—সকলেই অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ।

দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে পঙ্কজ গীতা পাঠ করিতেছিল, বাড়ীর দাসী হরমণি বকিতে বকিতে তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল—"অমন ক'রে বই নিয়ে বকর বকর ক'ল্লে চ'ল্‌ছে না। এখন কোপ ঠেকাও গে।"

পঙ্কজ কথা কহিল না, হরমণির কথা তাহার কর্ণে আদৌ পঁহুছে নাই। সে যেমন তন্ময় হইয়া গীতা পাঠ করিতেছিল, তেমনই করিতে লাগিল।

হরমণি অধিকতর রাগিয়া উঠিল। অধিকতর উর্দ্ধগ্রামে কণ্ঠস্বর তুলিয়া বলিল,—"রং বাধিয়ে দিয়ে, এখন বই নিয়ে বক্‌লে চ'ল্‌বে না। ওদিকে চেয়ে দেখ্‌বে ?"

এবার পঙ্কজের কর্ণে তাহার কথা পঁহুছিল। পাঠ বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি রং করিয়াছি হরমণি ?"

হর। কি রং করিয়াছি হরমণি! চেয়ে দেখ না—চোখ ত আছে!

পঙ্কজ উন্মুক্ত জানালা-পথে বাহিরের দিকে চাহিল। হরমণিকে জিজ্ঞাসা করিল,—"অত লোক আসিয়াছে কেন ?"

হর। আস্‌বে না কেন? সেই সে দিন একজন এসেছিল, আমি বারণ ক'ল্লাম খেতে দিয়ো না—তাড়িয়ে দাও। এই দুর্ভিক্ষের দিনে একজনকে দিলে দশজন আসে, দশজনকে দিলে বিশ জনে আসে, তারপরে শো'র কুলায় না। হ'য়েছেও তাই,—সে গেল, তারপরে ক'জন সঙ্গে করে নিয়ে এল। এই কয় দিনের মধ্যে একটা সহরত হ'য়ে প'ড়েছে—এবাড়ী এলেই লোকে খেতে পায়,—তার পর পর বেশী লোক আস্‌তে আরম্ভ ক'রেছে।

পঙ্কজ। কি ক'র্‌বো হরমণি—মানুষ হ'য়ে মানুষের অত দুঃখ কি দেখা যায়? তাও ত রোজ দিই না। এক দিন অন্তর এক দিন।

হর। আজিকার উপায়?

পঙ্কজ। বাবার কাছে গিয়েছিলি?

হর। তিনি ত আ'জ ক'দিন থেকেই জবাব দিয়েছেন।

পঙ্কজ। আমারও ত হাতে আর কিছু নাই। যা ছিল, নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তুই একবার বাবার কাছে যা ত'—"

হর। অত লোক দেখে কি আমি না গিয়ে ব'সে আছি। তিনি ব'ল্লেন, পাগলের যা খুসী তাই করুক—আমি ওর মধ্যে নই।

পঙ্কজ একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"আমার একটা উপকার ক'র্‌বি?"

হর। কি?

পঙ্কজ। আমার হাতের এই বালা দু'গাছা নিয়ে পোদ্দারের দোকানে যা।

হর। তারপর?

পঙ্কজ। এই দু'গাছা বেচে যে টাকা হয়, শীঘ্র নিয়ে আয়।

হর। তারপর?

পঙ্কজ। তাই দিয়ে যে কয়দিন চলে, চালাই—

হর। তোমার হাতের বালা বেচে আসি, আর বাবু আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিন। এই দুর্ভিক্ষের দিনে শেষে আমি না খেয়ে মারা যাই।

পঙ্কজ। তুই একটা পেটের ভবিষ্যৎ ভাবনায় অত কাতর—আর আমার সামনে কতটা খালিপেট—আমার কথা শুন্‌বি না?

হর। শুনি কি ক'রে? আমি তোমার বালা বেচ্‌তে গেলে পোদ্দারে বিশ্বাস ক'রে কিন্‌বেই বা কেন? সে চোরা জিনিষ মনে ক'রে, হয় পুলিসে দেবে,—নয় তাড়িয়ে দেবে।

পঙ্কজ। তবে এক কাজ কর্‌। হরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যা—আমি চিঠি লিখে দিচ্চি; এই বালা যোড়াটা বাঁধা দিয়ে দু'শো টাকা নিয়ে আয়।

হর। সেটা একটু সোজা বটে। কিন্তু বাবুকে না জিজ্ঞাসা ক'রে পারিনে। পেটের ভাবনা নয় নাই ভাবলাম—পিঠের ভাবনা ত ভাবৃতেই হয়।

পঙ্কজ। তবে যা, দৌড়ে জিজ্ঞাসা ক'রে আয়। বলিস্‌—'পঙ্কজ বলিয়াছে, বাবা, যাহা দিয়াছ, তাহাতে আর তোমার দাবী নাই। যাহার সম্মুখে অত ক্ষুধার্ত্ত—সে সোণার বালা হাতে দিয়া বসিয়া থাকে কি করিয়া?'—বুঝ্‌লি?

হর। আমি ত বুঝ্‌লাম—বাবু বুঝ্‌লে হয়।

পঙ্কজ। তুই যা।

হরিমণি চলিয়া গেল।

পঙ্কজ হাতের স্বর্ণ-বলয় খুলিয়া আসনের উপরে রাখিয়া উন্মুক্ত জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিতে গেল, কত লোক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছে।

যাহারা ক্ষুধার্ত্ত, তাহারা দেখিল, মুক্ত জানালায় মুক্তকেশী অতসী-কুসুমবর্ণা কৌষেয়বসনা দেবী-মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা পূর্ব্বে

আরও আসিয়াছে, তাহারা পঙ্কজকে চিনিত। দেখিবামাত্র—"ক্ষুধায় মরি মা, খেতে দাও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। যাহারা চিনিত না, তাহারাও সে সঙ্গে যোগ দিল—"বড় ক্ষুধা মা, আর সইতে পারি না মা" বলিয়া চীৎকার করিল। বালকেরা ভাবিল, কে বুঝি অন্ন আনিয়াছে, তাহারাও বলিয়া উঠিল—"ভাত দে মা—বড় ক্ষিদে মা!"

সে আর্ত্তস্বরে দিক্ হইতে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইল। পঙ্কজের চক্ষু বহিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু-প্রবাহ ছুটিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেঘ
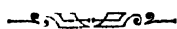
হরমণি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবু বড় বিরক্ত হইয়া বল্লেন, সে নিশ্চয় পাগল। তবে আমি তাকে যা দিয়াছি, তার যা ইচ্ছা হয়, তা ক'র্‌তে পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ বড় ভয়ঙ্কর—আমি আর ক'দিন, এর পরে ভাতের জন্যে নিজেরই কষ্ট পেতে হবে।"

পঙ্কজ শেষের সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। বলিল, "তবে তুই যা।"

হরমণি পত্র চাহিল। পঙ্কজ পত্র লিখিয়া তাহার হাতে দিল, এবং বালা জোড়াটিও প্রদান করিল, সে লইয়া চলিয়া গেল।

পঙ্কজ মনে মনে নারায়ণকে স্মরণ করিল—"প্রভু, নাথ,—দরিদ্রের

সেবা গ্রহণ কর, হরেণের স্ত্রীর সুমতি দাও, সেখানে যাইবামাত্র যেন টাকাগুলো পায়।"

তৎপরে সে গীতা লইয়া আবার পাঠ করিতে বসিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত না হইতেই হরমণি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পঙ্কজের সম্মুখে টাকাগুলা রাখিয়া দিল। পঙ্কজের বড় আনন্দ হইল। সে তাহা হইতে কিছু টাকা লইয়া, অপরগুলি বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া নীচের নামিয়া গেল। হরমণিও সঙ্গে গেল।

নিম্নতলে নামিয়া পঙ্কজ, হরমণি ও শ্যামা চাকরকে বাজারে পাঠাইল। আর বিলম্ব সহিবে না—সকলে ক্ষুধায় হাহাকার করিতেছে। অন্নাদি পাক করিতে অনেক বিলম্ব হইবে—এক্ষণে উহাদিগকে কিছু আহার্য্য দেওয়া চাই। চিড়ে, মুড়কি, গুড় ও দধি আনিতে পাঠাইল। তখন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণ করুণ-চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছিল।

অল্পক্ষণ পরেই দুইটা নগদা মুটের মাথায় চিড়ে, মুড়কি, গুড়, দধি, কদলীপত্র প্রভৃতির বোঝা চাপাইয়া হরমণি ও শ্যামাচরণ ফিরিয়া আসিল।

পঙ্কজ, শ্যামাচরণ ও হরমণিকে জলের কলসী লইয়া সঙ্গে যাইতে আদেশ করিল। তাহারা আদেশ পালন করিল। মুটেরা পঙ্কজের সঙ্গে মোট লইয়া চলিল।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানবকুল ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেখানে পড়িয়া হাহাকার করিতেছিল—অন্নপূর্ণারূপে অন্নের রাশি লইয়া পঙ্কজ সেখানে গিয়া দর্শন দিল। যাহারা পীড়িত, যাহারা ক্ষুধার্ত্ত, তাহারা—"মা, তোমার জয় হোক্" বলিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সে রব দিকে দিকে ধ্বনিত হইল। সমীরণ স্তব্ধ হইয়া সে ধ্বনি শ্রবণ করিল, নদী কুলুতানে সে ধ্বনি মিশাইয়া অনন্তের কাণে তুলিতে ছুটিয়া চলিল। পাখীরা

তাহার প্রতিধ্বনি করিল। আর একজন পাঠাগারে বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া সে দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, সে স্বর শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন—তিনি জ্ঞানানন্দ বাবু।

সারি সারি কদলীপত্র পতিত হইল। সারি সারি প্রজ্বলিত ক্ষুধানল লইয়া নর-নারী—বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা বসিয়া গেল। হরমণি ও শ্যামাচরণ পাতে পাতে চিড়া, মুড়কি, দধি, গুড়, পরিবেশন করিতে লাগিল—সকলে বড় তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতে লাগিল। পঙ্কজের দীর্ঘায়ত নয়নে জলধারা বহিতে লাগিল। অতিরিক্ত আনন্দে বুঝি অশ্রু-প্রবাহ বহিয়া থাকে। পঙ্কজ তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কে কি লইবে, কাহার কোন্ দ্রব্য কম পড়িয়াছে, তাহাই দেখিয়া বেড়াইতেছিল। এক বৃদ্ধা পঙ্কজকে বলিল—"মা, আজ দু'টি ভাত দিবি না? তিন দিন ভাত খাইনি।" তাহার প্রার্থনায় অনুমোদন করিয়া আরও কয়েকজন বলিল—"ভাত আমাদের প্রাণ, দু'টি ভাত দিবি মা?" একটি বালক সে শুদ্ধ মিষ্টান্নরস-সংযুক্ত চিপিটক ভোজনে আনন্দ বোধ করিতেছিল না। সে বলিল—"ভাত দে মা! এ যে ভাল লাগে না মা!"

বাঁশীর মত মিষ্টস্বরে, জননীর মত করুণ-কথায় পঙ্কজ বলিল—"তোমাদের বড় ক্ষুধা, তাই এখন এই খাও! তারপর ভাত রান্না আরম্ভ হোক্—ভাত হইলেই খেয়ো।"

তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। অনেকে বলিল—"মা, মা, আমরা তোর সন্তান। আমরা তোরই চরণতলে থাক্‌বো—আমাদের খিদে কেউ নিবারণ করে না। তুই মা, সন্তানের মুখের দিকে না চাইলে, কে চাইবে?"

পঙ্কজ এবার কাঁদিয়া ফেলিল। গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—"তোদের মা যে কাঙালিনী! দুঃখিনীর সন্তান তোরা—নিত্য আহার কোথায় পাবি!"

পাঠাগারে বসিয়া জ্ঞানানন্দ বাবু নির্ণিমেষ নয়নে সে দৃশ্য দেখিতেছিলেন, তাঁহার চক্ষুপোরা জল,—হৃদয়ভরা প্রীতি। শৈল তাঁহার নিকটে বসিয়া মহাভারত পড়িতেছিল।

পার্শ্বের দ্বার ভেজান ছিল, সহসা খুলিয়া গেল। তর্কালঙ্কার ঠাকুর গৃহে প্রবেশ করিলেন।

জ্ঞানানন্দ বাবু সাদর-অভ্যর্থনা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যুৎ

তর্কালঙ্কার ঠাকুর স্নানাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া, কপালে দীর্ঘ ফোঁটা কাটিয়া নামাবলীতে দেহ আচ্ছাদন করিয়া, শিখাগ্রে শ্বেত পুষ্প দুলাইয়া আসিয়াছেন। তিনি একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন। সম্মুখের দরোজা উন্মুক্ত ছিল—সেই উন্মুক্ত দ্বার-পথে তিনি দেখিলেন, বহিঃচত্বরে বহু দীন হীন বসিয়া ভোজন করিতেছে। পঙ্কজ সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রবি-কর সেই সুন্দর মুখে পড়িয়াছে—বিন্দু বিন্দু স্বেদ-নীর মুক্তাকার ধারণ করিয়াছে। তর্কালঙ্কার এক দৃষ্টে সে রূপ দেখিলেন। তারপর জ্ঞানানন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অত কাঙালী ভোজন দিতেছেন কেন?"

জ্ঞানানন্দ বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আমি দিতেছি না মহাশয়,—আমার পাগল মেয়েটার কীর্ত্তি।"

তর্কা। আপনার ঐ মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র বাস্তবিকই একটু অদ্ভুত রকমের। সে জন্য অনেক লোক অনেক কথাও বলে।

জ্ঞানানন্দ বাবু সে কথার কোন উত্তর বা প্রতিবাদ করিলেন না। শৈল একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তর্কালঙ্কার ঠাকুরের দিকে চাহিল, তারপর আবার আপন মনে পাঠ করিতে লাগিল।

তর্কালঙ্কার বলিলেন—"আচ্ছা, আপনার মতে কি ঐ সকল দুঃখী লোককে খাওয়ান উচিত?"

জ্ঞানানন্দ বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"ব্যক্তি বিশেষের মতামতে কি আসিয়া যায়! আমি ত শাস্ত্রজ্ঞ নহি। শাস্ত্রের বিধি কি? আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, দয়া করিয়া বলুন।"

তর্কা। শাস্ত্রের মত যদি শুনিতে চাহেন, তবে শুনুন; দুঃখীকে দয়া করিতে নাই।

জ্ঞানা। ইহার যুক্তি কি?

তর্কা। জীবমাত্রেই কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ লাভ করে। কর্ম্মফলদাতা ভগবান্; যে পাপ করিয়াছে, তাহাকে কষ্ট দিতেছেন, তাহার দুঃখ নিবারণ করিলে ভগবান্ বিরক্ত হইতে পারেন।

শৈল মহাভারতের পাতা মুড়িয়া তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিল।

জ্ঞানানন্দ বাবু প্রশান্তস্বরে বলিলেন—"সুখ দুঃখ কর্ম্মফলে ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু ভগবান্ বোধ হয়, তাহাতে লিপ্ত থাকেন না। সুখ-দুঃখ-কর্ম্ম-বিপাক-আশয় প্রভৃতির অতীত ভগবান্।* দুঃখীকে দয়া করিবার জন্যই তিনি জলদ-গম্ভীর স্বরে উপদেশ দিয়াছেন। যে ব্যক্তি

* ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ॥
—পাতঞ্জলদর্শন।

আপনার সুখ দুঃখের মত সকলের সুখ দুঃখ দর্শন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী *।

তর্কালঙ্কার মহাশয় নাসিকারন্ধ্রে এক টীপ নস্য প্রেরণ করিয়া দিয়া বলিলেন—"তারা, তোমার ইচ্ছে! শাস্ত্র অনন্ত—মত বহুল—যে যেমন বুঝে। যাক্, বাজে কথায় কাজ নাই। যে জন্যে আসিয়াছি, সেই কথাটা বলি,—একটু মন দিয়া শোন, জ্ঞান বাবু! তুমি সব কথাই ভাসা ভাসা রকম শুনিয়া থাকো।"

জ্ঞানা। আপনি বলুন,—আমি কখনই আপনার কথা অমনোযোগী হইয়া শুনি নাই।

তর্কা। আপনার মেয়েদের খুব বয়স হইয়াছে,—বিবাহ দেবেন না? শাস্ত্রে বলে—

জ্ঞানা। শাস্ত্রের কথা আর বলিতে হইবে না। মেয়েদের বয়স হইয়াছে, বিবাহ দিতে ইচ্ছাও হইয়াছে; কিন্তু আপনিই ত কিছু গোলযোগ ঘটাইয়া বসিয়াছেন।

তর্কা। আমি?—আমি কি গোলযোগ ঘটাইয়াছি?

জ্ঞানা। (হাসিয়া) আপনি আমাকে একঘ'রে করিয়া রাখিয়াছেন; একঘ'রের মেয়ে কে বিবাহ করিতে চাহে?

তর্কা। ওহো! বটে বটে! তা আমার দোষ আমি প্রক্ষালন করিব। আমি নিজে আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া আপনাকে সমাজে তুলিব। আমি ধনঞ্জয় তর্কালঙ্কার,—আপনি আমার শ্বশুর হইলে আপনাকে কে একঘ'রে করে দেখিয়া লইব।

* আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥
—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

জ্ঞানা। এখন কোন্ যুক্তিতে আমার দোষ ক্ষালন হইবে? কেবল আপনার শ্বশুর হওয়াতেই কি সব দোষ কাটিয়া যাইবে?

তর্কা। তা নয়ত কি? কোন্ বেটার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে যে, আমার শ্বশুরের ভাত খাইবে না?

জ্ঞানা। আপনার শ্বশুর যদি আমার মত দোষযুক্ত ও একঘ'রে হন—তবু তাঁর দোষ যাইবে?

তর্কা। যাবে না, তার বাপ যাবে। আপনি দিন—এই মাসে যে দিন থাকে, সেই দিনেই বিবাহ দিন। বিবাহের দিনই সমাজ আসিয়া আপনার বাড়ী আহার করিয়া যাইবে।

জ্ঞানা। সে আমার সৌভাগ্য! দুইটি মেয়েই চান—না, একটি?

তর্কা। আপনি কি তামাসা করিতেছেন?

জ্ঞানা। না না, আপনার সঙ্গে কি তামাসার সম্পর্ক?

তর্কা। আপনার দুইটি মেয়ে—বড়টির বিবাহ আগে দিবার প্রয়োজন সেইটিই আমার সঙ্গে দিন। তারপর ছোটটি,—তা তখন অন্য কেহ বিবাহ করিবে।

জ্ঞানা। সত্য বলিতে কি, তর্কালঙ্কার মহাশয়, আমার বড় মেয়েটি একরূপ পাগল। সে বিধি-নিষেধের বহির্ভূত। বন-কুসুম যেমন কাহারও যত্ন চাহে না, সাহায্য পায় না, আপনি ফুটে, আপনি বাস বিলায়; আমার মেয়েটিও সেইরূপ;—ভাল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি।

তর্কা। ওতেই ত বলি, আপনারা সাহেব। পিতৃ-দত্তা কন্যা—আপনি ইচ্ছা করিলেই দিতে পারেন। আপনার কি মত নাই?

জ্ঞানা। আমি ত বলিয়াছি, সে এক অদ্ভুত রকমের মেয়ে।

তর্কা। বুঝিয়াছি—কিন্তু জ্ঞানানন্দ বাবু, আমি জগদীশ শিরোমণির পুত্র—আপনার বাড়ী আসিয়া আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী হইলাম,

আপনি আমাকে উপেক্ষা করিয়া যে মহাপাতকের সঞ্চয় করিলেন, হয়ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

জ্ঞানানন্দ বাবু মৃদু হাসিলেন, সে কথার উত্তর দিলেন না। পাগলের প্রলাপ শুনিয়া মানুষ যেমন হাসে, পালিত পশুর হাব-ভাব দর্শনে মানুষ যেমন হাসে, জ্ঞানানন্দ বাবুর হাসিও সেইরূপ। সে হাসি দেখিয়া তর্কালঙ্কারের রাগ হইল। তিনি সেখানে আর মুহূর্ত্তও বসিলেন না। তখনই উঠিয়া চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন,—"আচ্ছা, জ্ঞান বাবু; আমি শ্রীধনঞ্জয় তর্কালঙ্কার, আমার সঙ্গে চালাকি!"

জ্ঞানানন্দ বাবু সে কথা কর্ণেও তুলিলেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়াঙ্কুর
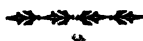
তর্কালঙ্কার মহাশয় যখন ক্রোধ-কম্পিত হৃদয়ে জ্ঞানানন্দ বাবুর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন শৈলও সে গৃহ পরিত্যাগ করিল।

বাড়ীর মধ্যের দালানে গিয়া একবার বহিঃচত্বরের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, দরিদ্রগণ তখন আহার করিয়া কতক সেখানে বসিয়া আছে,—কতক আচমনার্থে নদী-কিনারে নামিয়াছে, কতক

"আচ্ছা জ্ঞানবাবু, আমি শ্রীধনঞ্জয় তর্কালঙ্কার, আমার সঙ্গে চালাকি!" পৃঃ—৬৪।

Emerald Ptg Works. Calcutt.

আচমন সমাধানান্তে জলে নামিয়া সাঁতার কাটিতেছে, কতক রাস্তায় গিয়াছে, কতক রাস্তা বহিয়া চলিয়া যাইতেছে, কতক চত্বরের এদিক্-ওদিক্ ঘুরিতেছে; কতক বা রাস্তার সারি বৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছে। সেথানে তাহার দিদি নাই।

শৈল বুঝিল, দিদি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে একেবারে দ্বিতলে উঠিয়া গেল। দেখিল, পঙ্কজ মেঝের মাদুরের উপর শুইয়া পড়িয়াছে—একটা উপাধানে তাহার দেহের অর্দ্ধাংশ বিন্যস্ত; তখনও সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ-জল বিজড়িত।

শৈল পঙ্কজের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল। কৃষ্ণ-প্রতিপদের সন্ধ্যার পূর্ব্বগগন যেমন অন্ধকার থাকিলেও উজ্জ্বলগর্ভ,—এই চন্দ্র উঠে উঠে, এই জ্যোৎস্না ফুটে ফুটে, শৈলর মুখেও তেমনি এই কথা উঠে উঠে, এই হাসি ফুটে ফুটে; কিন্তু সে, মুখের হাসি মুখে চাপিয়া রাখিতেছিল। পঙ্কজ মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিল। কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া—শৈলর সুপুষ্টগণ্ডে চম্পক অঙ্গুলির একটু আঘাত করিয়া বলিল—"কি লা, মুখের হাসি চাপ্‌চিস কেন? তোর বিয়ে নাকি?

শৈল হাসিয়া ফেলিল। প্রতিপদের পূর্ব্বগগন জ্যোৎস্না-কিরণে ভাসিয়া গেল। পঙ্কজও হাসিল—সুবাস সমীরে চাঁদের কিরণ মিশিয়া গেল। পঙ্কজ বলিল,—"বর বুঝি মনের মত?"

শৈল ভারি হাসি হাসিল। হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। স্রোতস্বিনীর রুদ্ধস্রোত-বেগে ভাসিয়া গেল। রুদ্ধবারি চারিদিক ভাসাইয়া তুলিল।

পঙ্কজ বলিল—"মর্ পোড়ারমুখী, আমি যে মেয়ে মানুষ, অত হাসি দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা কেন? জ্যোৎস্না-চুম্বন অন্ধকারেরই মিষ্ট লাগে, আগুনের তাহাতে প্রয়োজন কি লা?"

শৈলর হাসি তবুও থামে না। পঙ্কজ বলিল, নিশ্চয়ই এ বিয়ের খবর!"

শৈল হাসিতে হাসিতে বলিল—"তাই।"

তারপরে সে হাসিতে হাসিতে হাতে তালি দিয়া গাহিল—

"দিদির বর যুটেছে ভাল ;
রূপে সে যেমন তেমন শিখাতে ক'রেছে আলো।
নিষ্কাম ধর্ম্ম ক'রে পালন, মিলেছে ধন মনের মতন,
নিত্য তিলেমোদক ভোজন, সুখের চরম হলো।"

পঙ্কজ হাসিয়া বলিল—"দিদির বর ?"

শৈল হাসিতে হাসিতে বলিল—"হুঁ।"

পঙ্কজ। কে সে ?

শৈল। স্বয়ং তর্কালঙ্কার মহাশয়। এইমাত্র নিজে বাবার কাছে আসিয়া তোমার পাণিপ্রার্থী হইয়াছেন। আর আশা দিয়া গিয়াছেন, তোমার সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে, বিবাহের দিনেই সমাজের লোক আমাদের বাড়ী আসিয়া ভোজন করিবে।

পঙ্কজ। এত নেক্-নজর আমার উপরে কেন ?

শৈল। আগুন কোথায় না জ্বলে! যে জলে আগুন নিভে, সে জলেও আগুন জ্বলে। রূপের আগুন জ্বালিয়া দিয়া—"হ য ব র ল"র অমন যে নীরস প্রাণ, তাতেও জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছ! তাহার পীড়িত স্ত্রীর শুশ্রূষা করিতে গিয়াই এ কাণ্ড ঘটাইয়াছ। যা' হোক—চাহিলে তোমার কাছে কেহ ফিরে না—গরীব ব্রাহ্মণের প্রার্থনাটা কেন পূরণ কর না ?

পঙ্কজ। নিজে যাহা না পারি, আমার প্রিয় ভগিনী তাহা সম্পাদন করে। এস্থলে তাহার করুণা ভিক্ষা করি।

শৈল। ভগিনীর তো বিশ্বপ্রেম নাই, সর্ব্বত্রও সমান জ্ঞান নাই। যাহার রূপ দেখিয়া ভগিনী ভয় পায়, দিদি তাহার সেবা করে। ভগিনী এ স্থলে একান্তই অপারগ। আহা কিবা রূপ! প্রেতোচ্ছিষ্টে যে সকল

চা'ল কলা নিবেদিত হয়, তাই খায় কিনা—চেহারাটা যেন ঠিক সেইরূপ! আচ্ছা দিদি; তুমি ত চিটে-চন্দনে সমান দেখ,—তর্কালঙ্কার রূপ অদ্ভুত জীবটাকে কি ভালবাসিতে পার না?

পঙ্কজ। কেন পারিব না?

"তনয় যদ্যপি হয় অসিত বরণ।
জননীর কাছে সেই কষিত কাঞ্চন॥"

অমন কত কু-রূপ তর্কালঙ্কার আছে। রূপ কি শৈল? রং, রাংতা মাটী খড় বাহিরের জিনিষ বৈত নয়? ভালবাসা যার জন্য—সে সবই সমান।

শৈল। তুমি দিদি পাগল—সে চায় তোমায় বিয়ে করিতে, আর তুমি বলিলে—সে আমার অসিত বরণ সন্তান!

পঙ্কজ। একটা কথা বলিব—সত্যি উত্তর দিবি?

শৈল। কি?

পঙ্কজ। তুই বিয়ে ক'র্‌বি?

শৈল। তর্কালঙ্কার ঠাকুরকে?

পঙ্কজ। দূর!

শৈল। তবে কাহাকে?

পঙ্কজ। সত্যবিলাসকে।

শৈলর মুখমণ্ডলে রক্তচ্ছটা ভাসিয়া উঠিল। গলা ধরিয়া গেল। বলিল—"তিনি বিলাত-প্রত্যাগত।"

পঙ্কজ। কিন্তু অবিবাহিত।

শৈল। তা জানি।

পঙ্কজ। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিতে চান।

শৈল। তিনি ত চান; কিন্তু সমাজ গ্রহণ করিবে কেন?

পঙ্কজ। শাস্ত্রে কি আছে না আছে জানি না,—কিন্তু যদি বিলাত-প্রত্যাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান-মণ্ডিত যুবকগণকে সমাজ স্নেহ-ক্রোড়ে গ্রহণ না করেন, তবে কতকগুলা বাজে লোকে সমাজ পূর্ণ হইয়া যাইবে।

শৈল। আর তারা যদি সাহেবী ধরণে চলে?

পঙ্কজ। তবে সমাজে গৃহীত হইবে না। ঘরের ছেলে বিদেশে গিয়া—বিদেশী রত্নসম্ভার লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিবে,—আবার সেই শাক মাছ দুধ খাবে, আবার ষষ্ঠী-শুভচণ্ডীর পূজা করিবে, আবার মা খুড়ীর আঁচলের আশীর্ব্বাদ লইবে, আবার আপন ধর্ম্ম, আপন জাতি, আপন সমাজ লইয়া কাজ-কর্ম্ম করিবে। তাহারা পরিত্যাজ্য হইবে কেন?

শৈল। তুমি ত সমাজের কর্ত্তা নও।

পঙ্কজ। তা নই; কিন্তু আমার মনে হয়, সমাজটাও একটা জীবন্ত জিনিষ—অথবা শক্তিশালী পদার্থ। তাহাকে লইয়া কেহ কিছু করিতে পারিবে না—সে যাহা ভাল বুঝে, তাহা আপনিই করিয়া লয়—আপনিই গ্রহণ করে। জজ্-ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাছে যেমন উকীল-মোক্তারগণ তাহাদের বক্তব্য বলিয়া যায়, আর তাঁহাদের যাহা ইচ্ছা, সেই টুকুই গ্রহণ করেন। মানুষও সমাজের দরবারে অনেক কথার আবৃত্তি করিয়া যায়, তারপরে সমাজ তাহার প্রয়োজন-মত, আবশ্যকমত, ন্যায় ও বিধি-সঙ্গতমত বিষয় সকল গ্রহণ করিয়া থাকে। এই শোন—বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ প্রচলন আর বহুবিবাহ নিবারণকল্পে দুইখানি বই লিখিয়াছিলেন,—বহুবিবাহ নিবারণ নামক বইখানি প্রায় কেহ চক্ষুতে দেখে নাই, তাহা লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বড় ব্যতিব্যস্তও হইতে হয় নাই; কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজ তাহা আপন মর্ম্ম-ত্বকে মিশাইয়া লইয়াছে;—অধিক দিনের কথা নহে, ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ঘোর

পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যাহার পিতামহ পনরটা সজীব স্ত্রী লইয়া ঘর করিয়াছে, সে যুবা বয়সে পত্নী-মরণে আবার বিবাহ করা মানুষের ধর্ম্ম নয় বলিয়া পুনরায় বিবাহ করিতেছে না। আর বিধবাবিবাহ চালাইবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন—আইন-কানুন পাশ করাইয়াছেন, বড় বড় লোক তাঁহার সাহায্য করিয়াছে—নলডাঙ্গার রাজা সমস্ত শক্তি লইয়া বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজ সে বিধি চালাইল না,—কাহারও সাধ্য হইল না যে, তাহা প্রচলন করে। যে দুই একটার বিবাহ হইল, তাহারা সমাজচ্যুত হইয়া বাস করিতে লাগিল। অতএব আমার বিশ্বাস, সমাজ বিলাত-প্রত্যাগত বিদ্বান্‌গণকে গ্রহণ করিবে। সে আমাদের রাজধানী,—সেখানে না গেলে আর চলিতে পারে না। ধর না কেন,—আমাদের অভাব-অভিযোগ রাজ-চরণে নিবেদন করিতে হইবে, তাহার জন্যে—দেশের জন্যে—দশের জন্যে যে সেখানে যাইবে, সে সমাজচ্যুত হইবে! ইহা কি সামাজিক অন্যায় নয়?

শৈল। বিবাহ করা কি উচিত?

পঙ্কজ। উচিত নয়? তবে পৃথিবী-শুদ্ধ লোক করে কেন?

শৈল। যাহা উচিত, তাহা তুমি করিবে না কেন?

পঙ্কজ। আমার যে বিবাহ হইয়াছে।

শৈল। কাহার সঙ্গে?

পঙ্কজ। তার নাম জানি না—কেউ বলে গড্, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে নারায়ণ। আমি জানি কেবল সে আমার। জগৎ তাঁহার বাসর-ঘর!

শৈল। ওগুলো স্বাপ্নিক প্রলাপ! উহা লইয়া কি সংসার করা চলে? বক্তৃতায় ভাল শুনায়।

পঙ্কজ। তবে বক্তৃতাই আমার ভাল। তুই সত্যবিলাসকে বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার পাতা।

শৈল। তুমি যদি বিবাহ না কর, আমি বুঝিব, বিবাহ করায় নিশ্চয় পাপ আছে।

পঙ্কজ। না শৈল, বিবাহ করায় পাপ নাই। যদিও স্ত্রী-পুরুষে একই পুরুষ অধিষ্ঠিত,—তথাপি আধারভেদে—প্রয়োজনভেদে, উভয়ের মিলন আবশ্যক,—তাই মিলনের জন্য জগৎ যুড়িয়া এত লালসা—এত বাসনা। এই মিলনে পুরুষ কোমল হয়, রমণী সান্ত ঈশ্বরের সেবাধিকার পায়। ক্ষুদ্রবুদ্ধি রমণী অনন্ত ঈশ্বরের অনুসন্ধান পায় না, তাই সান্ত ঈশ্বর খুঁজিয়া লয়। তাঁহাতে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। স্বামীই রমণীর নারায়ণ। স্বামী সেবা করিয়া, স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সেবা করিয়া, স্বামীর সন্তান পালন করিয়া, স্বামীর অনুজ্ঞা পালন করিয়া রমণী নিষ্কাম কর্ম্ম—নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা করে। তাই বিবাহের প্রয়োজন।

শৈল। দিদি, তুমি আমার চেয়ে মোটে আড়াই বছরের বড়, কিন্তু এত উদার জ্ঞান, এত মহৎ প্রাণ কোথায় পাইলে? শিক্ষাদি ত আমাদের দুই ভগিনীরই সমান!

পঙ্কজ। না শৈল,—লেখাপড়ায় তুই আমার চেয়ে অনেক বেশী। তবে আমার এই জ্ঞান, সে কেবল গুরুর কৃপায়।

শৈল। কে সে গুরু?

পঙ্কজ। প্রথম বাবা—

শৈল। তিনি ত আমাকেও শিক্ষা দেন।

পঙ্কজ। আমার আর একজন আছেন।

শৈল। তিনি কে?

পঙ্কজ। আনন্দমোহন।

শৈল। যিনি গীতার ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন ?

পঙ্কজ। হ্যাঁ।

শৈল। তাঁহার গীতা পড়িয়া জ্ঞান হইয়াছে,—এই কথা বলিতে চাও ?

পঙ্কজ। না ভগিনি, আরও কিছু আছে।

শৈল। কি আছে ?

পঙ্কজ। তিনি আবিষ্টভাবে আমায় দেখা দেন—আবিষ্টভাবে উপদেশ দেন। কাণে কাণে কত কথা বলিয়া দেন—

শৈল প্রসন্নমুখে হাস্যাধরে বলিল—আর 'স্বপনে পরাণে দেখা দিয়ে পুন জাগরণে মিলাইয়া যান ?'

গম্ভীর মুখে পঙ্কজ বলিল—"তিনি সত্যবিলাস নন, আমি শৈল নই।"

শৈল হাসিয়া বলিল—"তিনি নাকি এখানে আসিবেন, বাবা আসিতে লিখিয়াছেন।"

পঙ্কজ। দেখিস্ যেন সত্যবিলাস ফাঁকে পড়ে না।

শৈল। আনন্দমোহনের ফটো দেখেছ ?

পঙ্কজ। দেখেছি।

শৈল। বড় সুন্দর।

পঙ্কজ। তা' তোর কি ?

শৈল। (হাসিয়া) ভাগ দেবে না ?

পঙ্কজ। ভগিনি—শৈল, তার ভাগ সারা-বিশ্ব লইতে বসিয়াছে; তার বিকীর্ণ জ্ঞানালোকে কত পাপী তাপী কৃতার্থ হইতেছে। কত অবিশ্বাসী বিশ্বাসী হইতেছে,—কত নাস্তিক আস্তিক হইতেছে—তুমি নেবে বৈ কি !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনুরোধ

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; রাত্রি তখন প্রহরাতীত। সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে নিমগ্ন। পল্লী-পথে জন-মানবের গতি নাই।

ভৈরব বাবুর বিস্তৃত প্রাসাদ-মধ্যে এই অন্ধকার নিশিতে তিন জন মানব প্রবেশ করিল। তিন জনই ভদ্রলোক;—একজন তর্কালঙ্কার মহাশয়, অপর চাটুয্যে মহাশয় ও বাঁড়ুয্যে মহাশয়। তাঁহারা উভয়ে বল্লালসেনদত্ত সনন্দবলে বলীয়ান্—কাজেই সমাজের চাঁই।

ভৈরব বাবু কাছারির কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, তখন অন্দর মহলে যাই-বার উদ্যোগ করিতেছিলেন; তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন—"ভাল ত?—এত রাত্রে কেন?"

তর্কালঙ্কার বলিলেন—"বিশেষ কথা না থাকিলে এত অন্ধকারে, এত রাত্রে আসি নাই! সব কথা নির্জ্জনে বলিতে হইবে।"

ভৈরব বাবু আর কোন কথা না বলিয়া, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলের একটা নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। সেখানে সুমসৃণ সুন্দর ফরাস পাতা ছিল,—কাচাধারে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। তাঁহারা সকলে ফরাসের উপরে উপবেশন করিলেন।

ভৈরব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি?"

তর্কা। একটি কথা রাখিতেই হইবে—আমাদের তিন জনের ঐকান্ত অনুরোধ।

ভৈরব। কথাটাই আগে বলুন না।

তর্কা। কথা আর কিছু নয়। ধর্ম্ম রসাতলে যায়—শাস্ত্রের অপমান হয়—দেশ হইতে হিন্দুধর্ম্ম উঠিয়া যায়।

ভৈরব। ঘটনা কি ?

তর্কা। সেই নাস্তিক জ্ঞানানন্দের কথা বলিতেছি।

ভৈরব। তিনি আবার কি করিতেছেন ? তিনিত এখন সমাজচ্যুত !

তর্কা। তাহার দুইটা মেয়ে বুড়া হইতে চলিল, তথাপি বিবাহ দিল না।

ভৈরব। তাহাতে আমাদের কি ? যে আমাদের সমাজচ্যুত, সে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, আমাদের তাহাতে কথা কহিবার অধিকার নাই।

তর্কা। তাহা হইলেও দেশ যে জ্বলিয়া যাইবে। ইন্দ্র আর বারি বর্ষণ করিবেন না, পৃথিবী আর শস্য দান করিবেন না, গাভী আর দুগ্ধ দিবেন না। এই যে, দেশে মহামারীতে লোক ক্ষয় হইতেছে, এই যে, দুর্ভিক্ষে মানুষ মরিতেছে—ইহা ঐ সকল মহাপাতকের ফলে। আপনি সমাজপতি, আপনি দেশের রাজা, আপনি ধার্ম্মিক, আপনি ধর্ম্ম রক্ষা করুন।

ভৈরব। অনেক কুলীনের মেয়ের বিবাহ উহা হইতেও অধিক বয়সে হইতে দেখিয়াছি—চিরকুমারীও থাকিতে দেখিয়াছি।

চাটুয্যে। সে কুলীনের মেয়ে সম্বন্ধে আলাহিদা কথা।

ভৈরব। না না—আমি তাহা স্বীকার করি না। কৌলীন্য বল্লাল-সেনদত্ত একটা সামাজিক সম্মান মাত্র। তাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন কথাই নাই। বল্লালসেন ব্রাহ্মণ নহেন, ঋষি নহেন, আপ্ত-পুরুষ নহেন, *

---

* "ভ্রমপ্রমাদাপাটববিপ্রলিপ্সা রহিতত্বমাপ্তম্।"—
ভ্রম, অসাবধানতা, অপটুত্ব ও প্রতারণেচ্ছা থাকিলে আপ্ত হওয়া যায় না,—এই চতুর্ব্বিধ দোষরাহিত্যই আপ্ততা।

তাৎকালিক কবিগণের বর্ণনায় বল্লাল ক্রোধী ও দাম্ভিক বলিয়া বর্ণিত।

তপঃপ্রভাবে বিশ্বামিত্রের ন্যায় মহর্ষিত্ব লাভও করেন নাই; তবে তাঁহার কথায় যাঁহারা কুলীন, তাঁহারা যে, ধর্ম্মরাজ্যে কোন একটা অসাধারণত্ব লাভ করিবেন, একথা হইতেও পারে না।

কৌলীন্য-প্রথাকে এত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করায়, চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে দুই মহাশয়ই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ও মানসিক বেদনা প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিলেন না। বলিতে বোধ হয়, সাহসে কুলাইল না।

তর্কালঙ্কার বলিলেন, "সে যাহাই হউক, উপযুক্ত বয়স্থা কন্যার বিবাহ না দিলে মহাপাতক হয়। একথা হিন্দুশাস্ত্র পুনঃপুনঃ বলিয়া গিয়াছেন।"

ভৈরব। যে তাহা পালন না করিবে, সে পাতকী হইতে পারে, কিন্তু দণ্ডার্হ হইতে পারে না। তাহা হইলে কুলীনেরাও বাদ যায় না।

তর্কা। আমাদের একটা একান্ত অনুরোধ রাখিতে হইবে। আমি আপনার কুলপুরোহিত—এই দুইজন বিশিষ্ট কুলীনের সন্তান; আমরা এই মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রজনীতে আপনার বাড়ীতে অনুরোধ করিতে আসিয়াছি।

ভৈরব। কি বলিতে চান?

তর্কা। আমি বড় অপমানিত হইয়াছি।

ভৈরব। কোথায়?

তর্কা। জ্ঞান বাবুর কাছে।

ভৈরব। কেন?

তর্কা। তাঁহার বড় কন্যার বিবাহের কথা বলিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে কতকগুলি কটু কথা বলিয়াছেন।

ভৈরব। সেদিন তাঁহাকে একঘ'রে করিয়াছেন, আবার ইহার মধ্যে তাঁহার কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ করিতে গেলেন! পাত্র কে?

তর্কা। ব্রাহ্মণী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন—কিন্তু একটি ছোট শিশু ফেলিয়া গিয়াছেন। আর গুলি বড়—তাহাদের লইয়া চিন্তা নাই। সেই অপোগণ্ডটি লইয়া বড় বিব্রতে পড়িয়াছি। জ্ঞান বাবুর মেয়েটি বড়—কাজের লোকও বটে। ভাবিলাম, যদি হয়,—তখন না হয়, আমার অবস্থা জানাইয়া, আপনাদের দশজনকে ধরিয়া, উহার জাতি সম্বন্ধে যাহা হয় করিব।

ভৈরব বাবুর ভৃত্য এই সময় এক কল্কি তামাক সাজিয়া আনিয়া ফরাসের উপরিস্থ শটকার মস্তকে রাখিয়া গেল। ভৈরব বাবু শটকা টানিতে টানিতে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। চাটুয্যে মহাশয়, বাঁড়ুয্যে মহাশয়েরও তখন ধূমপানের লালসা অদম্য হইয়া উঠিয়াছিল, বুঝি ভৃত্য তাঁহাদের জন্য আর একটা কল্কি আনিয়া বাঁধা হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিয়া যাইবে; কয়েক মুহূর্ত্ত সেই আশায় থাকিয়া, দুই একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া, চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু ভৃত্যের আগমনের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া দুই একবার সতৃষ্ণ-নয়নে বাবুর শটকার দিকে চাহিয়া নিরস্ত হইলেন।

ভৈরব বাবু ধূম পান করিতে করিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেন! তারপরে শটকার নলে একটি প্রবলতর টান দিয়া, অনেক খানি ধূম বাহির করিয়া ত্যাগ করিলেন এবং ধূমপূর্ণ কণ্ঠের রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—"নিন"।

"নিন" অর্থে কলিকা লউন। ভৈরব বাবু এই কথা উচ্চারণ করিয়া চক্ষুর পলক না ফেলিতে ফেলিতে, বাঁড়ুয্যে মহাশয় শটকার মস্তক হইতে কলিকা তুলিয়া লইয়া পার্শ্ব হইতে একটি বাঁধা হুঁকা টানিয়া আনিয়া, তাহার মস্তকে কলিকা স্থাপন পূর্ব্বক টানিতে আরম্ভ করিলেন! ধৈর্য্য-ধারণে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন—"দাও ত ভায়া, হুঁকোটা একবার।"

বাঁড়ুয্যে মহাশয় চাটুয্যে মহাশয়ের এই অসাময়িক প্রার্থনায় কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন—"রও,—এ ত আর গঙ্গার জল নয় যে, স্পর্শমাত্রই পবিত্র হইলাম।"

তাঁহাদের কথায় ভৈরব বাবু যে কর্ণপাত করিয়াছেন, এমনও বোধ হইল না। তিনি যেন সমস্ত প্রাণখানিতে চিন্তা জড়াইয়া মুগ্ধ হইয়া ছিলেন। চিন্তা-ফল যাহা পাইয়াছেন, তাহাই লইয়া—সে নিস্তব্ধতা অপসারণ করিয়া প্রথম কথা কহিলেন। বলিলেন—"মন্দ হইত কি। বংশমর্য্যাদায় তর্কালঙ্কার অতি উচ্চ—তবে কতকগুলি সন্তান আছে, তা ক্ষতি কি! এমন ত অনেকেই দেয়। ভাল জ্ঞানবাবু কি বলিলেন?"

তর্কা। ঘোর অবজ্ঞাভাবে বলিলেন—মেয়ের মতে বিবাহ, মেয়েটাত আমার পাগল—জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি কি বলে!

ভৈরব। মেয়েটার যেরূপ কাণ্ড-কারখানা শুনিতে পাই, তাহাতে একরূপ পাগলও বলা যায়। সদ্বোধ মেয়ে আবার অমন করিয়া মল-মূত্র ঘাঁটিয়া সর্ব্বজাতির বাড়ী কে বেড়ায়?

বাঁড়ুয্যে। ঐটাতে আরও বিপদ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বলিতে কথা—লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে,—বামনীরা সব ছোট লোকের মলমূত্র ঘাঁটে। তারা!—এ আপদের কি শাস্তি নাই! জা'ত গেল,—ব্রাহ্মণের নামে কলঙ্ক হ'ল!

ভৈরব। ভাল, আমি কি একবার জ্ঞানবাবুকে বলিয়া দেখিব?

তর্কা। না না,—অমন কাজ করিবেন না। শেষে কি আমার জন্য আপনি অপমান হবেন।

ভৈরব। তবে?

তর্কা। জোর করিয়া তাহার মেয়েটাকে তুলিয়া আনিয়া বিবাহ করিলে হয় না?

ভৈরব বাবু হাসিয়া বলিলেন,—"সে কথাও আমি ভাবিয়াছি। তাহাতে কোন পাপও দেখি না। কেননা, উহাতে জ্ঞানবাবুর উপকারও আছে। সমাজও পাইবেন, মেয়ের বিবাহও হইয়া যাইবে। এরূপ বিবাহে আপনি স্বীকৃত আছেন?"

তর্কা। হাঁ, আছি।

ভৈরব। শুনিয়াছি, মেয়েটি বড় সুন্দরী। আপনার গাঙ্গে ত ভাঁটা ডাকিয়াছে, তবুও সৌন্দর্য্যে এত ঝোঁক!

তর্কা। যাহাই বলুন,—শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমি, জমীদারের কুল-পুরোহিত আমি, অপমানিত হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

বাঁড়ুয্যে। আপনি জমীদার, আপনার প্রবল-প্রতাপ, কিন্তু বেটা বড় পাহাড়ে—আইন-কানুন খুব জানে। অনেক সাহেব-সুবোর সঙ্গেও আলাপ আছে—নিজে হাকিম ছিল কি না—তাই বলি, একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়া শুনিয়া যাহা ভাল হয়, করুন।

তর্কা। কি বাঁড়ুয্যে খুড়ো, বল কি? সূর্য্যতেজের কাছে জোনাকীর আলো? না,—সাগরের কাছে গোষ্পদ? দেশে এমন কোন ব্যাটাছেলে নাই যে, শ্রীল শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে কথা কয়!

ভৈরব বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—"সে জন্য কোন ভয় নাই। আমি ঐ যুক্তিই স্থির করিলাম।"

হাতের হুঁকা বৈঠকের উপর নামাইয়া রাখিয়া মুখুয্যে মহাশয় তর্কালঙ্কারের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তবে আমরা পাত্রের গায় হরিদ্রা মাখাইগে?"

ভৈরব। হাঁ, কিন্তু সাবধান! কথা যেন প্রকাশ না পায়। তাহা হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অনন্তের পথে

যে সময়ে ভৈরব বাবুর বাড়ীতে ঐরূপ পরামর্শ হইতেছিল, সেই সময়ে জ্ঞান বাবুর বাড়ীতে বিষাদ-কুহেলিকা প্রগাঢ় ভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল। ধ্রুবতারা, কক্ষবিচ্যুত হইবে আশঙ্কা করিয়া যেমন পৃথিবীবাসী বিপন্ন, ম্রিয়মাণ ও ভীত-বিষাদিত হইয়া পড়ে, জ্ঞান বাবুর স্ত্রী, দুইটী কন্যা ও দাস দাসীগণ তদ্রূপ হইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরে সীমাহারা অন্ধকার—আকাশ মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন; মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ বিদ্যুৎ চমকিয়া যাইতেছিল, মধ্যে মধ্যে এক একবার এক একটা দম্‌কা বাতাস প্রবাহিত হইতেছিল। আর সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ! দ্বিতলোপরি একটি সুবৃহৎ কক্ষে জ্ঞান বাবু রোগ-শয্যায় শায়িত।—কক্ষের মধ্যে আলোক জ্বলিতেছিল। শয্যাপার্শ্বে তাঁহার অশ্রুমুখী স্ত্রী ও দুইটী কন্যা। দাসদাসীগণ নীরবে আদিষ্টকার্য্য প্রতিপালন করিতেছিল। সকলেই নীরব। গৃহখানি যেন উদাস-বিহ্বল এবং আসন্ন-বিপদের করাল ছায়ায় সমাচ্ছন্ন।

জ্ঞান বাবুর অনেক দিন বহুমূত্র রোগ হইয়াছিল। উপযুক্ত নিয়ম ও ঔষধ-পথ্য ব্যবহার করায় রোগ উপশমিত অবস্থায় ছিল,—সহসা সেই রোগ প্রবল হইয়া জীবনান্ত করিতে বসিয়াছে। কয়েকদিন পর্য্যন্ত বহুদর্শী বিচক্ষণ ডাক্তার-কবিরাজগণ কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া চিকিৎসা করিলেন; কিন্তু রোগ আরোগ্যের পথে আসিল না,—বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চিকিৎসকগণ দেখিয়া শুনিয়া

হতাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আত্মীয়-স্বজনের মানসিক অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে, সে বাড়ীর সকলের তাহাই হইয়াছিল।

অনেকক্ষণ সকলেই নীরবে ছিলেন। জ্ঞান বাবুর একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। হঠাৎ তন্দ্রা ভঙ্গ হইল, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শৈলর দিকে চাহিলেন। ক্ষীণ অথচ স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর ও প্রশান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাত্রি কত ?"

রোদন-লোহিত নয়ন দুইটী পিতার মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া গলা ঝাড়িয়া ভগ্নস্বরে শৈল তাড়াতাড়ি উত্তর করিল,—"কেন বাবা ? এইমাত্র বারটা বাজিল।"

জ্ঞান। তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হইয়াছে ?

রুদ্ধ উৎস বলপ্রকাশে ধাবিত হইল, শৈল কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—"বাবা, বাবা; আমরা কি সুখে খাওয়া-দাওয়া করিব ? আমাদের সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে—আমাদের শিক্ষক, আমাদের গুরু, আমাদের স্নেহ-নীড়, আমাদের বাবা, আমাদিগকে ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। বাবা—বাবা; আমাদের কি হবে ?"

জ্ঞান বাবুর রোগ-ক্লিষ্ট অধরে হাসি ফুটিল,—সে হাসি শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জ্যোৎস্নার মত। বলিলেন—"পঙ্কজ কোথায় ?"

পঙ্কজ শিয়রের দিকে প্রস্তরময়ী প্রতিমার ন্যায় নিশ্চলভাবে বসিয়াছিল, ঘুরিয়া মুখের নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল—"বাবা, এই যে আমি।"

জ্ঞান। শৈল আমার বালিকা—শৈল আমার বুদ্ধিমতী হইয়াও অবুঝ—শৈল আমার আদ্দেরে। তুমি যদিও বালিকা—শৈলের চেয়ে সবেমাত্র দুই কি আড়াই বৎসরের বড়; তথা তুমিপি জ্ঞানে প্রবীণা। তুমি কেন শৈলকে বুঝাইয়া দিতেছ না ?

পঙ্কজও কাঁদিল। কিন্তু সে ক্রন্দন নীরবে। নীরবে যেমন বায়ু-তাড়িত বর্ষার গোলাপ হইতে বারিপাত হয়, সেই ডাগর ডাগর কৃষ্ণতার নয়ন হইতে তেমনি করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। ধরা গলায়, ভরা আওয়াজে পঙ্কজ বলিল—"বুঝাইতে যে পারি না বাবা; হৃদয়ের বাঁধন যে খসিয়া পড়িতেছে। আশ্রয়-বৃক্ষ পতনোন্মুখ,—বাবা বাবা; কেমন করিয়া থাকিব?"

গম্ভীর স্বরে জ্ঞান বাবু বলিলেন—"এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ 'মায়া দুরাত্যয়া' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে সমস্ত বিশ্ব, বিশ্বপতির ক্রীড়া-কেন্দ্র বলিয়া জানে, সে পঙ্কজও আজি শোকে মুহ্যমান! পঙ্কজ, মা আমার,—শোক করিয়ো না। স্রষ্টার এ ধ্বংসনীতি মঙ্গলের জন্য!"

পঙ্কজ। ক্ষুদ্র আমি—রমণী আমি—মঙ্গল-নীতি বুঝিতে পারি না বাবা! আমাদের বুক খালি করিয়া—শান্তির সংসারে চির হাহাকার তুলিয়া দিয়া আপনি যদি—

জ্ঞান। বুঝিয়াছি, পঙ্কজ; কিন্তু মৃত্যু কি অমঙ্গলের জন্য? তোমায় অনেক দিন বলিয়াছি, মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়া এখনও বলিতেছি—মানব-জীবন অসার স্বপ্ন নয়, স্বধর্ম্ম পালনই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। স্বধর্ম্ম পালন কি?—মনুষ্যত্ব। তাহাই মানবের নিয়তি। শৈল, একটু জল দে মা;—বড় পিপাসা—গলা শুকিয়ে আসিতেছে।

শৈল তাড়াতাড়ি জলের গ্লাস তুলিয়া তাঁহার মুখের নিকটে ধরিল। এক নিশ্বাসে সমস্ত জলটুকু পান করিয়া বলিলেন—"পোড়া রোগে এতও পিপাসা!"

পঙ্কজ বলিল—"আপনি অধিক কথা কহিবেন না। কথা কহিলে পিপাসা বাড়িবে!"

জ্ঞান। পিপাসা আর বড় অধিক বাড়িবে না। আর বাড়িবার

সময় পাইবে না। সে জন্য ব্যস্ত হইয়ো না। যাক্‌, যে কথা বলিতে-ছিলাম,—মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে? 'মায়া বা প্রকৃতির বাহু-বন্ধন হইতে আত্ম-মুক্তির যাহা উপায়, তাহা স্বধর্ম্ম; চিত্তশুদ্ধির যাহা উপায়, তাহা স্বধর্ম্ম; দৈহিক শুচি ও যথোচিতকাল দেহকে রক্ষা করিবার যে উপায়, তাহা স্বধর্ম্ম,—এই গুলির একত্র প্রতিপালন করাকেই স্বধর্ম্ম পালন করা বলে। এই স্বধর্ম্ম পালনে, এই মনুষ্যত্ব বর্দ্ধনেই মানবের সুখ,—সুখের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু এক মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত মানব-সমষ্টি; অতএব এক জন অপর হইতে বিযুক্ত নহে। মানবের ভেদ-কল্পনা অমূলক। সকলেরই এক রক্ত, এক মাংস, এক প্রাণ, এক আত্মা,—জলাশয় বিভিন্ন,—জল এক। এক নারায়ণ সকলেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত,—এক এবং অদ্বিতীয়। অতএব যাহাতে সমষ্টির সুখ, তাহাতেই ব্যষ্টির সুখ;—ব্যষ্টির স্বতন্ত্র সুখ নাই। এক বিন্দু জলের যাহাতে সুখ হয়, মহাসিন্ধুরও তাহাতেই সুখ হয়। মহাসিন্ধুর বিন্দু মানব, সর্ব্বভূতের হিতই মানব-ধর্ম্ম,—মহাসিন্ধুর জল রবি-তাপে তপ্ত হইলে, বুদ্‌বুদও উত্তপ্ত হয়—সকলের হিত না হইলে, আত্ম-হিত সাধিত হয় না।

কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া নিষ্কামভাবে জগতের হিতসাধনই মানব-ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম আবার প্রকৃতিভেদে স্বতন্ত্র। আগুনের যাহা ধর্ম্ম, জলের তাহা নয়। আগুন দ্রব্য পাক করিয়া দিয়া, শীত নিবারণ করিয়া দিয়া, জগতের উপকাররূপ তাহার স্বধর্ম্ম পালন করিবে। জল শীতল করিয়া, তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিবে। জলের আগুনের কাজ করিতে যাওয়া অন্যায়,—গেলেও তাহা পারে না। অতএব, স্বপ্রকৃতি অনুসারে অনির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম সাধন, মানবের মহাধর্ম্ম। ব্রহ্ম সর্ব্বভূতস্থ—সর্ব্বভূত-হিতকার্য্যই ব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ; ইহাতে কর্ম্ম বীজ-ধ্বংস হয়,—ইহাতেই জীবের ভূমানন্দলাভ ও মোক্ষ হয়। এই

সাগর-সঙ্গমে উপনীত হইবার তিনটি পথ,—জ্ঞান, কর্ম্ম আর ভক্তি। তিনের মধ্যে আবার ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা অপেক্ষা সগুণ ঈশ্বরের আরাধনা অনেক সুগম। সকলের মূলে নারায়ণ। হাঁ, যে কথা বলিতেছিলাম, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। বড় ভুল হইয়া যাইতেছে,—উঃ! বুকের মধ্যে যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিতেছে; একটু পুরাণো ঘি দিয়া দলিয়া দাও ত।'

জ্ঞানানন্দ বাবু নিস্তব্ধ হইলেন। পঙ্কজের মাতা তাড়াতাড়ি পুরাতন ঘৃত দ্বারা স্বামীর বক্ষঃ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা বড় শোচনীয় দেখিয়া সকলে আরও অস্থির হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অতি ক্ষীণস্বরে জ্ঞানানন্দ বাবু বলিলেন,—"বোধ হয়, আর অধিক সময় নাই। শরীরস্থ সমস্ত বায়ুগণ আকর্ষিত হইয়া, নাভিদেশে আসিয়া যুটিয়া পড়িতেছে। কথা কহিতে বড়ই কষ্ট হইতেছে।

সকলে সে কথা শুনিয়া বিচলিত হইল। জ্ঞানানন্দ বাবু বলিলেন,—"ব্যস্ত হইয়ো না। মৃত্যু-দ্বার রুদ্ধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। হাঁ, যাহা বলিতেছিলাম, বুঝি তাহা আর বলা হইল না—সকল কথা ভাল করিয়া মনেও আসিতেছে না। পঙ্কজ, মা, ঐ ছবিখানা পাড়িয়া আন ত।"

রোগ-ক্লিষ্ট নয়নের ক্ষীণ দৃষ্টি দেওয়াল-লম্বিত একখানা ছবির উপরে পতিত হইল। পঙ্কজ ছবিখানা খুলিয়া আনিল।

দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানানন্দ বাবু জড়িত-স্বরে ভাঙ্গা কথায় বলিলেন—"ও খানা কি ছবি?"

পঙ্কজ। হরগৌরীর ছবি।

জ্ঞান। উহারা কোথায় বসিয়া আছেন?

পঙ্কজ। একটা বৃষের উপর।

জ্ঞান। মহাকাল—মহামৃত্যু বৃষভারোহণে,—তাঁহার কোলে বিশ্ব-জননী প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত পুরাণের রহস্য-ভাষায় চতুষ্পাদ ধর্ম্মের আখ্যা বৃষ। পূর্ণ চতুষ্পাদ ধর্ম্মের উপরে মহাকাল প্রতিষ্ঠিত;—আর তাঁহার কোলে তাঁহার শক্তি বা প্রকৃতি অধিষ্ঠিত। এ ছবির অর্থ—জীবন মরণের কোলে অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ মরণের রাজ্যেই জীবনের নেপথ্য-বিধান হইয়া থাকে,—মরণের ভিতর দিয়াই জীবনের পথ। এ তত্ত্ব, বৃষরূপী অটল বিশ্বজনীন সত্যে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃ-অংশ যখন আংশিক মরিয়া গিয়াছে, মাতার জীবনী-শক্তিতে যখন শেষ ভাঁটা, তখন মহাকালের কোলে প্রতিষ্ঠিত,—তখন গর্ভোৎপত্তি। অতএব মরণে কোন ভয় নাই!—কোন শোক নাই। কে কাহার জন্য শোক করিবে মা? উঃ।

পঙ্কজ তাহার পিতার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আকুলস্বরে ডাকিল—"বাবা, বাবা, কি হইয়াছে?"

তাহার বাবার তখন উর্দ্ধচক্ষু হইয়াছে। শৈল ও শৈলর মা কাঁদিয়া উঠিল। পঙ্কজ ডাকিল—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।

আকাশ-পথে ধীর সমীর প্রবাহিত হইল। নন্দন পুষ্পের মধুর সৌরভ ছুটিল—ব্যোমে ব্যোমে হরিধ্বনি উঠিল। জ্ঞানানন্দের পূত আত্মা অনন্তের উদ্দেশে অনন্তের পথে ধাবিত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

•০৬০•

পাশব-বল

বড় শোকে, বড় বিষাদে জ্ঞানানন্দ বাবুর পরিবারবর্গ দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন। যথা-সময়ে গয়াধামে তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা হইয়াছে; কারণ, দেশে পুরোহিত বন্ধ—সমাজ বন্ধ। দেশে কেবল বহু দরিদ্রভোজন দিয়া, দরিদ্রবন্ধু জ্ঞানানন্দের মুক্ত আত্মার প্রীতি সম্পাদন করা হইয়াছিল।

তারপরে, তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানানন্দ বাবু সৎপথে থাকিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সে সকল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল; তাহার সুদ হইতে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাদ্বয়ের সাংসারিক ব্যয় সুন্দর ভাবে চলিয়া যাইতে লাগিল।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। হস্তের বলয় বন্ধক দিয়া টাকা আনাইয়া পঙ্কজ দরিদ্র-সেবা দিয়াছিল,—সে বলয় জ্ঞানানন্দ বাবু তৎ-পরদিবসই টাকা দিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন,—আর সেদিন দাসীর নিকটে যাহা তিনি বলিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার মৌখিক মাত্র। কেবল পঙ্কজের হৃদয়—পঙ্কজের কার্য্য বুঝিবার জন্যই তাঁহার ঐরূপ করা। পঙ্কজের সে অর্থ ফুরাইয়া গেলে, আরও প্রায় এক মাস কাল পঙ্কজের আর্ত্ত-সেবায় যে অর্থ প্রয়োজন হইয়াছিল, জ্ঞানানন্দ বাবু তাহা সঙ্কুলান করিয়াছিলেন,—তাহাতে প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা তাঁহার ব্যয় হইয়াছিল

তারপরে ভাদ্র মাসে আশু-ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া, দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিয়াছিল।

বর্ত্তমানে দেশ হইতে মহামারি ও দুর্ভিক্ষ বিদূরিত হইয়াছে,—দেশের নরনারীর মুখে আবার হাসির রেখা ফুটিয়াছে।

তখন হেমন্তের অবসান কাল,—অগ্রহায়ণ মাসের শেষাশেষি। সে দিন বেশ একটু শীত পড়িয়াছিল। রাত্রি প্রায় প্রহরাতীত,—এই সময় জ্ঞানানন্দের বাটীর বহির্দ্বারে এক জন লোক আসিয়া ডাকিল,—"বাড়ীতে কে আছেন?"

নিম্নতলের দালানে একখানা তক্তাপোষের উপর শৈল, পঙ্কজ ও পঙ্কজের মাতা বসিয়াছিলেন। শৈল মহাভারত পড়িতেছিল,—পঙ্কজ ও পঙ্কজের মাতা শ্রবণ করিতেছিলেন।

পঙ্কজ জিজ্ঞাসা করিল,—"কে গা?"

যে ডাকিয়াছিল, সে বলিল,—"দরোজা খুলিতে হইবে, বিশেষ আবশ্যক আছে!"

পঙ্কজ। কি আবশ্যক শুনিতে পাই না? বাড়ীতে পুরুষ-মানুষ কেহ নাই।

সে বলিল—"আপনাদের কাছেই প্রয়োজন। বিশেষ আবশ্যক, সাক্ষাতে বলিব।"

পঙ্কজ দাসীকে ডাকিয়া দরোজা খুলিয়া দিতে বলিল। দাসী গিয়া দরোজা খুলিয়া দিল। দরোজা খুলিবা মাত্র বার জন জোয়ান পুরুষ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সর্ব্বাগ্রে কমল বিশ্বাস।

কমল বিশ্বাসের বাড়ী রাধানগরে,—তাহার বয়সও হইয়াছে। সে ভৈরব বাবুর বাড়ীর ভাণ্ডারী—এ বাড়ীরও পরিচিত।

দ্বাদশ জন ভীম-শক্তি লাঠিয়ালের প্রবেশ দেখিয়া, দাসী ডাকাতির বিশেষ সম্ভাবনা বিবেচনায়, দৌড়িয়া গিয়া জলের জালার পশ্চাতে লুকাইল। পঙ্কজের মাতা বায়ু-বিতাড়িত বেতসীর ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। শৈল গম্ভীর স্বরে বলিল—"এখানে তোমাদের কি প্রয়োজন?—কমল, ব্যাপার কি?"

কমল। আজ্ঞে ব্যাপার মন্দ নয়। তোমার দিদির বিবাহ।

শৈল। আমার দিদির বিবাহ!—কার সঙ্গে?

কমল। তর্কালঙ্কার ঠাকুরের সঙ্গে।

শৈল। কবে?

কমল। আজ।

শৈল। সে কি?—কে স্থির করিল?

কমল। জমিদার ভৈরব বাবু। আমরা কনে লইতে আসিয়াছি।

শৈল ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিল,—"বুঝিয়াছি, কিন্তু ইহা ইংরেজের রাজত্ব! ন্যায় বিচার এখানে দুষ্প্রাপ্য নহে। তোমরা ফিরিয়া যাও।"

কমল। দিদিমণি,—জমিদারের বিরুদ্ধে কেহ কথা কহিবে না। সাক্ষীর মুখে মোকদ্দমা—সে সকল ঠিক হইয়া গিয়াছে। অমত করিয়ো না—বড় দিদিমণিকে দাও, আমরা লইয়া যাই।

শৈল। রাজার রাজা নারায়ণ আছেন—আমরা অসহায়া—

কমল। তার জন্যেই ত এত লোক সঙ্গে আসিয়াছে। জুম্মত খাঁ—ঐ বড় ঠাকরুণকে ধর। মিষ্ট কথায় কাজ হইবে না।

লগুড়ধারী জুম্মত খাঁ লগুড়গাছটি কমল বিশ্বাসের হস্তে অর্পণ করিয়া চক্ষুর নিমিষে গিয়া পঙ্কজকে পাথর-কোলা করিয়া ধরিয়া লইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল, শৈল হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শৈলর মাতা মূর্চ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন।

দাসী হররমণি জলের জালার পার্শ্ব হইতে সমস্ত দেখিল। যখন তাহারা পঙ্কজকে লইয়া চলিয়া গেল, তখন সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাস্তায় বাহির হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হোমানল

ভৈরব বাবুর বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপের দালানে তিন চারিটা আলো জ্বলিতেছিল,—চারি পাঁচ জন লোক বসিয়া ছিল। স্বয়ং ভৈরব বাবুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ও সমাসীন। নিম্ন প্রাঙ্গণে কয়েকজন বাদ্যকর সানাই ও ঢোল-ডগর লইয়া নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল। দরোজায় অন্যূন চল্লিশ জন লাঠিয়াল লাঠি শড়কী লইয়া পাহারা দিতেছিল। কিন্তু সকলেই নীরব—সকলেই কাহার আগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব।

সহসা সকলেই জয়োল্লাস করিয়া উঠিল। যাহারা পঙ্কজকে আনিতে গিয়াছিল, তাহারা মূর্চ্ছিতা পঙ্কজকে বহিয়া আনিয়া চণ্ডীমণ্ডপের বিবাহ-সভায় নামাইয়া দিল। ভৈরব বাবুর ইঙ্গিতে বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল।

সে ভীম আরাবে পঙ্কজের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখিয়া নিজের অবস্থা স্মরণ করিল। তারপর অশ্রু-বিপ্লাবিত-নয়নে আর্ত্তস্বরে, মনে মনে ডাকিয়া বলিল,—"নারায়ণ! রক্ষা কর। তুমি সকলের স্রষ্টা, পাতা ও রক্ষাকর্ত্তা—তুমি না রাখিলে কে রাখিবে প্রভু!"

চাটুয্যে মহাশয় তাড়াতাড়ি বলিলেন—"এই যে ক'নের স্নান হইয়াছে ; আন আন,—লগ্ন উত্তীর্ণ হয়। পুরুত-ঠাকুর, তুমি মন্ত্র পড়াও। বাদ্যকরগণ তোমরা বাজাও—কৈ—শাঁক কই, ফুঁ দাও। তর্কালঙ্কার তুমি বরাসনে উপবেশন কর ; বাঁড়ুয্যে, সম্প্রদান কর।"

একজন গিয়া পঙ্কজকে ধরিয়া আনিয়া, তর্কালঙ্কারের বামপার্শ্বে বসাইয়া দিল,—পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময় ও-পাড়ার রামসর্ব্বস্ব মিত্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বয়সে প্রৌঢ়। সম্মানে নিতান্ত হীন নহেন।

ভৈরব বাবুর নিকটে আসিয়া বিনীত স্বরে বলিলেন,—"একি কাণ্ড বাবু? আপনি জমিদার,—দেশের মা-বাপ ; আপনি যদি এরূপ অত্যাচার করিবেন—লোকে যাইবে কোথায়? ব্যাপার কি?"

ভৈরব বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন—"শালা পাঁড়ে, আমার হুকুম অমান্য! আমি যে বলিয়াছি, আমার দ্বিতীয় হুকুম না পাওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও বাড়ীর মধ্যে আসিতে দিস্ না।"

কম্পিত কলেবর পাঁড়ে সরিয়া আসিয়া বলিল,—"হুজুর উনি বলিলেন—বিবাহের জিনিষ লইয়া যাইতেছি।"

চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন—"কি,—মিথ্যাবাদী জুয়াচোর! পড় পুরুত-ঠাকুর মন্ত্র পড়। তর্কালঙ্কার ভায়া, তুমিও ত ওসব জান—খুব শীঘ্র শীঘ্র কাজ সার।"

রামসর্ব্বস্ব বলিলেন,—"বাবু, রক্ষা করুন। আহা! উহার মাতা ও ভগিনীর হাহাকারে কঠিন দেওয়াল দরোজাগুলাও ফাটিয়া যাইতেছে। আপনি ত মানুষ ;—মানুষ হইয়া মানুষের উপরে এত অত্যাচার করিতে আছে কি?"

ভৈরব বাবু বজ্র-গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"আমি অত্যাচার করি নাই।

হিন্দু হইয়া হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছি। অত বড় মাগীকে বিবাহ না দিয়া রাখা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ।”

রাম। তাহাতে আপনার কি? আপনারা ত উহাদিগকে সমাজ-চ্যুত করিয়াছেন। উহারা ব্রাহ্ম হউক, খৃষ্টান হউক—তাহা দেখিবার অধিকার আপনার নাই।

ততক্ষণ তর্কালঙ্কার মহাশয় আচমনের মন্ত্র পড়িতেছিলেন এবং লোক দেখাইবার জন্য সম্প্রদানের আগেই হোমানল জ্বালিয়া দিয়াছিলেন। দাউ দাউ শব্দে হোমাগ্নি-শিখা দালানের শীর্ষদেশ গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। পঙ্কজের কম্পিত অবসন্ন হস্ত তখন তর্কালঙ্কারের কঠিন হস্তের উপরে বিন্যস্ত। পঙ্কজকে এক বলিষ্ঠা রমণী চাপিয়া ধরিয়া বসিয়াছিল।

ভৈরব বাবু ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন—“তোমায় কে ডাকিয়াছে,—রামসর্ব্বস্ব? তুমি কাহার সহিত কথা কহিতেছ, জান?”

রাম। আমায় কেহ ডাকে নাই—আমি আপনিই আসিয়াছি। কাহার সহিত কথা কহিতেছি, তাহাও জানি। এক অত্যাচারী পাশব-বল-দর্পিত জমিদারের সঙ্গে। শোন ভৈরব বাবু,—এ অত্যা-চারের ফল পাইতে হইবে—ভগবানের এ রাজ্যে কোন কর্ম্মই নিষ্ফল হয় না।

কি সর্ব্বনাশ! ভৈরব বাবুর মুখের উপর এমন কথা! ক্রোধে ভৈরব বাবুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, বজ্রনির্ঘোষে আদেশ করিলেন—“শালাকে বাহির করিয়া দাও।”

চোবে ঠাকুর ছুটিয়া আসিয়া রামসর্ব্বস্বকে গলা ধাক্কা দিতে দিতে বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল।

হঠাৎ বাহিরে বহুলোকের সমবেত চীৎকারধ্বনি শুনা গেল।

লাঠিতে লাঠিতে ঠন্‌ঠনি বাজিল। শত শত লোক বলপূর্ব্বক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। দোবে, চোবে, পাঁড়ে, খাঁ-সাহেব, শেখ-সাহেব প্রভৃতি যাহারা দরোজায় ছিল, সকলেই লাঠি চালাইতে আরম্ভ করিল! যাহারা আসিতেছিল, তাহারাও রিক্তহস্ত ছিল না,—কাহারও হাতে লাঠি, কাহারও হাতে শড়্‌কী, কাহারও হাতে ছোরা, কাহারও হাতে বল্লম ছিল,—উভয় দলে ভারি দাঙ্গা বাধিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

সংঘর্ষ

ভৈরববাবু বাহিরের গোলযোগে উৎকর্ণ হইয়াছিলেন। বাহিরের গোলযোগ জনস্রোতাকারে যখন সিংহ-দরোজায় উপস্থিত হইল এবং তাঁহার লাঠিয়ালগণের সহিত প্রবল সংঘর্ষ আরম্ভ হইল, তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তর্কালঙ্কার, বাঁড়ুযো, চাটুয্যে, পুরোহিত সকলেই ব্যস্ত, ভীত ও বিস্ময়াপন্ন হইল। চাটুয্যে বলিল—"ব্যাপার সহজ বোধ হইতেছে না। শীঘ্র কাজ শেষ কর।"

পুরোহিত বলিল—"কার্য্য শেষ হয় কৈ ?"

গোলযোগ আরও ঘনীভূত হইল। উন্মত্ত জনস্রোত, অদম্য উচ্ছ্বাসে—দোবে, চোবে, খাঁ, শেখ প্রভৃতি ভৈরব বাবুর লাঠিয়ালগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত, বিধ্বস্ত, আহত ও পদদলিত করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভৈরব বাবু ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমাদের অনেককেই আমি চিনিয়াছি। তোমরা আমার প্রজা—আমি তোমাদের জমিদার। আমার বাড়ীতে এরূপ বল প্রকাশে কেন আসিলে? জমিদার পিতৃ-তুল্য।"

শত কণ্ঠে স্বর উঠিল,—"মা!—মা কৈ? তুমি জমিদার? তুমি পিশাচ! পঙ্কজ মা,—মা-ই আমাদের জমিদার, মা-ই আমাদের রাণী। দুর্ভিক্ষে মা আমাদিগকে বাঁচাইয়াছে—মহামারীতে মা আমাদের মাথা কোলে তুলিয়া ঔষধ দিয়াছে। সেই মায়ের অপমান! মার্, মার্—অত্যাচারীকে মার্।"

জনস্রোত বাঁধভাঙ্গা জলপ্রপাতের ন্যায় পূজার দালানাভিমুখে ছুটিল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ভৈরব বাবু উর্দ্ধশ্বাসে অন্দরাভিমুখে পলায়ন করিলেন। একজন ছুটিয়া গিয়া সংজ্ঞাশূন্য পঙ্কজের হাত ধরিয়া অতি যত্নে উঠাইয়া লইল। কয়েকজন গিয়া ভৈরববাবুর একখানা পাল্কী টানিয়া আনিল—তাহাতে পঙ্কজকে তুলিয়া নিজেরাই স্কন্ধে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। অপরেরা পদাঘাতে বিবাহ সজ্জা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিল। চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে ও পুরোহিতকে মারিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিল। তর্কালঙ্কারকে মারিতে মারিতে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া দিল।

কতক লোক ভৈরব বাবুকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এবং কুলাঙ্গনা-গণকে অপমান করিয়া, এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য অন্দরের দিকে ধাবিত হইতেছিল; কিন্তু পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিয়া বলিল—"যে মহাপাতকের জন্য তোমরা ইহাদিগকে শাস্তি দিলে, সে পাতক তোমরা করিবে কেন? কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে ফিরিয়া পড়।"

তিনি রামসর্ব্বস্ব মিত্র। তাহারা সে কথা শুনিয়া, সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

পঙ্কজ-হরণের কথা পঙ্কজদের দাসী গিয়া রামসর্ব্বস্বের নিকট বলে। তিনি জানিতেন, গ্রামের প্রজাগণ—জাতিনির্ব্বিশেষে—স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি সকলেই পঙ্কজকে সাক্ষাৎ দেবী বলিয়া ভক্তি করিয়া থাকে। রামসর্ব্বস্ব তখনই বাটী হইতে বাহির হইয়া গ্রামের মধ্যে সে কথা প্রচার করিলেন। মুহূর্ত্তে গ্রামে হাহাকার উঠিল—মুহূর্ত্তে পঙ্কজের নামে সহস্র লোক সমবেত হইল। সে দিন মহরমের মাটি, মুসলমান-পাড়ার যোয়ানেরা লাঠি শড়্কী লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিল। জমিয়ৎ খাঁর কাণে পঙ্কজের কথা পৌঁছানমাত্র সে সেই সকল সশস্ত্র যোয়ান লইয়া, হিন্দু যোয়ানদের সঙ্গে যোগ দিল এবং উন্মত্ত সিংহ-বিক্রমে কার্য্য সম্পাদন করিল। রামসর্ব্বস্ব প্রথমেই এতদূর করিতে চাহেন নাই,—অগ্রে সৎভাবে বলিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু ভৈরব বাবু তখন তাঁহার কথা শুনেন নাই। তবে শেষে যাহা ঘটিয়া গেল, তাহাতে তাঁহার অনুমতি বা সহানুভূতি ছিল না। অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, তখন তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াই কার্য্য করিয়া ফেলে।

এই জন-সংঘর্ষে ভৈরব বাবুর একজন লাঠিয়াল নিহত হইয়াছিল।

আর তর্কালঙ্কার ঠাকুর অত্যধিকরূপে আহত হইয়াছিলেন,—ডাক্তারেরা তাঁহার জীবনের আশায় সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রেম-বিলাস

প্রভাতের রবি রক্তচ্ছটা পরিত্যাগ না করিতে করিতে, গ্রামের মধ্যে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। পুলিশের সব-ইন্‌স্‌পেক্টার, ইন্‌স্‌পেক্টার, পুলিশসাহেব,—আর বহু কনষ্টবল, অগণ্য চৌকিদার ও দফাদারে গ্রাম ছাইয়া বসিল।

ভৈরব বাবু সেই রাত্রেই পুলিশে লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং বহুলোক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাঁহার বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক লুঠ-তরাজ ও কতকগুলি লোককে আহত ও একজনকে হত্যা করিয়া গিয়াছে বলিয়া এজাহার করান। পুলিশের কতক লোক সেই রাত্রেই আসিয়াছিল,—অবশিষ্টেরা রাত্রি প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভৈরব বাবু নিজে ও দুবে, চোবে প্রভৃতি যাহারা তখন উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারা দুই চক্ষুতে যাহাকে দেখিতেছে, তাহাকেই অপরাধী বলিয়া সনাক্ত করিতেছে। পুলিশও তাহাদিগকে বাঁধিয়া লইতেছে। যখন এইরূপে চারি পাঁচ শত লোক বন্দী হইল, অথচ ভৈরব বাবুর মতে আরও বহু আসামী আছে বলিয়া পুলিশসাহেব জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"এত লোকের স্থান হাজত-ঘরে হইবে না।"

ভৈরব বাবু কিঞ্চিৎ নিরাশ স্বরে দুঃখিতভাবে বলিলেন—"তবে কি হইবে?"

পুলিশ। প্রধান প্রধান কয়েকজন আসামীকে সনাক্ত করিয়া দাও, আমরা তাহাদিগকে লইয়া যাই, বিচারান্তে অবশিষ্টদিগকে আবার ধরিব।

ভৈরব বাবু তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তখন পুলিশ প্রায় সমস্ত লোকদিগকে ছাড়িয়া দিয়া চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন লোককে বন্দী করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। জমিয়ৎ খাঁও বন্দী হইয়া গেল।

এই সমুদয় কার্য্য সমাপ্ত করিয়া পুলিশ যখন চলিয়া গেলেন, তখন বেলা প্রায় দশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

পঙ্কজ সেই রাত্রেই বাড়ী পঁহুছিয়াছে। সে এতক্ষণ উৎকর্ণ হইয়াছিল। নিরপরাধ লোকগুলাকে পুলিশ কোনরূপ নির্য্যাতন করে কি না, স্তব্ধশ্বাসে তাহারই সংবাদ লইতেছিল। প্রবলপ্রতাপশালী পুলিশের লোক যদি অত্যাচার করে, তবে সে কি করিতে পারিবে,—এক একবার তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে এ প্রশ্নের উদয় হইতেছিল। কিন্তু তাহাতে সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই,—সে ভাবিতেছিল, আমি ক্ষুদ্র, আমি কি করিতে পারিব ;—যিনি মহৎ, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করেন—যিনি ভূতে ভূতে অবস্থিত, তিনিই রক্ষা করিবেন। পরে, সে সংবাদ পাইল, পুলিশ কোন প্রকার অত্যাচার করে নাই ; কেবল ভৈরব বাবু যাহাদিগকে দোষী বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে কতক-গুলি লোককে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছেন,—যাহা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য, তাহাই করিয়াছেন।

পঙ্কজের তখন মনে হইল, কেন এমন হইল! আমি ক্ষুদ্র তুচ্ছ রমণী,—আমার জন্যে একটি মানুষ মরিল ; বহু লোক আহত হইয়াছে,—বহু লোক হাজতে গেল। এ দোষ কি আমার ? কিন্তু আমি কে ? আমার কি ? যিনি কাঠের পুতুলের স্থায় আমাদিগকে নাচাইতেছেন

তাঁহারই এ খেলা! কিন্তু, তবে কি ইহাতে আমাদের কোন দায়িত্ব নাই? যদি না থাকে, তবে অদৃষ্ট-সঞ্চয় হয় কোথা হইতে? যাহা কর্ম্ম, তাহাই পুরুষকার,—পুরুষকার-দুধ ঘন হইয়া অদৃষ্ট-ক্ষীর জন্মিয়া থাকে! তবে?—সে তবের মীমাংসা হইল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পঙ্কজের মনে হইল, এ সময় যদি আনন্দমোহনকে একবার নিকটে পাইতাম,—এ সকল কথার মীমাংসা করিয়া লইতাম। কিন্তু তিনি বা কোথায়, আমিই বা কোথায়,—তিনি আসিবেন কেন? তাঁহাতে আমাতে সম্বন্ধ কি? বাবা থাকিতে আসিবেন বলিয়াছিলেন,—এখন কাহার জন্য আসিবেন?

তারপরে পঙ্কজের মনে পড়িল, তর্কালঙ্কারের শিশু সন্তানগুলির কথা! তাহার দুই চক্ষু বহিয়া জলস্রোত গড়াইল। মনে পড়িল, মাতৃহীন শিশুগুলি পিতৃ-ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইতেছিল,—অভাগিনীর জন্য তাহাদের সে সুখ-নীড়ও বুঝি বিধ্বংস হয়! যদি তর্কালঙ্কার মরিয়া যান, তবে তাহাদের উপায়? কে আর তাহাদিগের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর মুখের দিকে চাহিবে? তাহারা কাহার স্নেহ-ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইবে?

তার পর তাহার মনে হইল, একবার গিয়া তাহাদের নয়নের জল আঁচলে মুছাইয়া দিয়া আসিলে হয় না? আবার মনে হইল, সেখানে গেলে শৈল নিশ্চয়ই ঝগড়া বাধাইয়া দিবে। পূর্ব্বেই সে আমাকে সাবধান করিয়াছিল,—আমি তাহার কথা শুনি নাই বলিয়াই এতটা বিভ্রাট ঘটিয়া গেল। সে বলিয়াছিল, তোর যে রূপ,—এ রূপ লইয়া পথে ঘাটে ঘুরিয়া কি একটা বিভ্রাট বাধাইবি! অবশেষে ঘটিলও তাহাই;—কিন্তু রূপ দেখিয়া মানুষ এত মজে কেন? একটি নিশ্বাস ফেলিয়া টানিয়া লইতে যতক্ষণ সময় লাগে, বুঝি রূপের

বিকৃতি হইতে তত সময়ও লাগে না! রূপ কোথায়? রূপ ত জগৎ-যোড়া—তবে মানুষ কাচ দেখিয়া কাঞ্চন বলিয়া টানাটানি করে কেন? ধাঁ-ধাঁ! সেই মহামায়ার ধাঁ-ধাঁ!

তারপরে মনে পড়িল, যাহারা হাজতে গিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই দরিদ্র। প্রতিপক্ষ ভৈরববাবু ধনশালী—প্রতাপশালী জমিদার! এখন কি করিয়া দরিদ্রের দল, তাঁহার আক্রোশ হইতে রক্ষা পাইবে।

পঙ্কজ একথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিল—ভাবিল,—কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন কূল পাইল না। স্বভাব-লোহিত মুখমণ্ডল আরও লোহিত হইল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। শেষে সে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আপন মনে বলিল,—"দূর ছাই, আমি এত ভাবি কেন? যার কাজ, সেই ভাবুক,—আমাকে যে দিকে চালাইবে, সেই দিকেই যাইব। রমণী-জাতি ভাবিবে কি? স্বামীর সংসারে খাটিতে হয় খাটিয়া যাইবে।"

তাহার চোখে মুখে বেশ প্রসন্নতা ফিরিয়া আসিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ
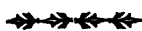
প্রতিজ্ঞা

দিবা দ্বিপ্রহরের কিছু পরে, ভৈরব বাবুর দ্বিতল কাছারি-গৃহের মধ্যে অনেকগুলি প্রধান প্রধান প্রজা এবং নায়েব ও তিনি নিজে উপবিষ্ট ছিলেন।

ভৈরব বাবুর মুখমণ্ডলে ক্রোধের সুস্পষ্ট কালিমা যেন সমুজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিতেছিল। সকলেই নির্ব্বাক্, গম্ভীর, নিশ্চল।

অনেকক্ষণ পরে একজন প্রজা বলিল,—"হুজুর মালিক, জমিদার—আমরা গরীব প্রজা, এসব ব্যাপারে আমাদিগকে না ডাকিলেই সুবিচার বলিয়া জ্ঞান করিব।"

ভৈরব বাবু রক্ত-চক্ষুতে তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমি মালিক কিসের?—জমিদার কিসের? আবার যখন মালিক হইতে পারিব, আবার যখন জমিদার হইতে পারিব,—তখন কথা শুনিয়ো—এখন তোমাদের যাহা ইচ্ছা, করিতে পার। কিন্তু শোন মধুদাস, আমার প্রতিজ্ঞার কথা শোন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—যাহারা আমার বাড়ীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছে, আমার বাড়ীতে পড়িয়া আমাকে বে-ইজ্জত করিয়াছে—আমার বাড়ীতে আমার কুল-পুরোহিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া ব্রহ্ম-রক্তে আমার ভিটা জ্বালাইয়া দিয়াছে, আমাকে অবমানিত, পদদলিত করিয়াছে, আমি আমার সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাদিগকে শাসন করিবই করিব। আমার বাড়ীর একখানি

ইঁট থাকিতেও তাহাদের অব্যাহতি নাই। তোমরা প্রজা বলিয়া বড় আশা করিয়া, তোমাদিগকে ডাকিয়া আমার কার্য্যের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছিলাম। শুনিলে না,—না শোন; চলিয়া যাও। কিন্তু মনে রাখিয়ো, ইহারও প্রতিশোধ লইব। গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া দিব,—বন্দে বন্দে জমি জরিপ-জমাবন্দী করিব, খাজনা বৃদ্ধি করিব। সকলকে বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করাইব।"

মধুদাস ম্লানমুখে বলিল—"আপনি জমিদার, প্রজার মা বাপ; যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন।"

ভৈ। আর ন্যাকামি করিতে হইবে না, আমার কথা শুনিবে কি না স্পষ্ট করিয়া বল। আর দিন নাই,—কা'ল মোকদ্দমা।

ম। কাহাকে কাহাকে সাক্ষী মানিয়াছেন?

ভৈ। তোমাকে, হারু মণ্ডলকে, লবু সেখকে, সখাতুল্যাকে, যদু বিশ্বাসকে—আরও কয়জনকে। ঠিক নাম মনে নাই, কাগজ দেখিয়া বলিব।

ম। যখন আপনার ভিটায় বাস করি, আপনার জমি-জমা রাখিয়া স্ত্রী-পুত্র পালন করি, তখন গরীব আমরা—দীন-হীন আমরা, আপনার কথা না শুনিয়া বাঁচিব কি প্রকারে?

ভৈ। এস, পথে এস,—সংসার করিতে হইলে কেবল ধর্ম্মের ছালা বাঁধিয়া বেড়াইলে চলে না। সব রকম চাই।

ম। আমাদিগকে কি বলিতে হইবে?

ভৈ। সকলকেই কি আর এক রকম বলিতে হইবে! রকম রকম বলিতে হইবে। সে সব কা'ল সকালে মোক্তারের বাসায় বসিয়া ঠিক ঠাক করিয়া দেওয়া যাইবে; তবে মোটের উপর এইটুকু ঠিক থাকিবে যে, আমার বাড়ীতে ডাকাতি করিবার জন্যে উহারা কয়েকদিন হইতে পরামর্শ করিয়া আসিতেছে। কেহ রামসর্ব্বস্ব মিত্রকে

কয় দিন ধরিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতে দেখিয়াছ, বলিবে; কেহ বলিবে, জমিয়ৎ খাঁ কতকগুলি মুসলমান যোয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছিল যে, মহরমের মাটীর দিন জমিদার বাড়ী লুট-পাঠ করিবে। তাহারা পরামর্শ করিতেছিল, গাছের আড়াল থেকে তাহা শুনিয়াছ। কেহ বলিবে, আরজান্ মোল্যা ঐ ডাকাতি করার জন্যে তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল,—এই রকম অধিক আর কিছুই নহে। দুই একজনে বা বলিবে, সে দিন—সেই ডাকাতির সময়, আমার বাড়ীতে উপস্থিত ছিল; অনেক টাকা, অনেক গহনা ও অনেক জিনিষ-পত্র লুট-পাঠ করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছে।

ম। আমরা চাষা-মানুষ, মিথ্যা কথা আমাদের বড় মনে থাকে না; হুজুর, সেই যা ভাবনা।

ভৈ। ও সব চালাকি আমি শুনিব না। তখন যে দুষ্টামি করিয়া যাহা শিখাইয়া দিব, তাহা বলিবে না এবং অন্য কথা বলিয়া আসামীদের সাহায্য করিয়া আসিয়া বলিবে—চাষা-মানুষ, মনে ছিল না,—তাহা হইলে জান-বাচ্চা জাহান্নমে দিব।

প্রজাগণ নিরুত্তর হইল;—তারপরে অগত্যা স্বীকার করিল যে, বাবু যাহা শিখাইয়া দিবেন, আদালতে গিয়া হলফ পড়িয়া তাহারা তাহাই বলিবে।—তখন নিস্তার পাইল। ভৈরব বাবু মোকদ্দমার অন্যান্য বন্দো-বস্ত জন্য মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। তাঁহার তখন অন্য কার্য্য ছিল না,—অন্য চিন্তা ছিল না, অন্য বিষয়ে মন দিবার অবসরও ছিল না;—কিসে লোকগুলাকে জেলে পাঠাইবেন, কিসে সে রাত্রির অবমাননার প্রতিশোধ লইবেন, কিসে মোকদ্দমায় জিতিবেন, কিসে জমিদারের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ অব্যাহত রাখিবেন, তাহাই কেবল তখন তাঁহার লক্ষ্যস্থানীয় হইয়াছিল।

তৎপর দিবস যথাসময়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে ভৈরবচন্দ্র অনেকগুলি সাক্ষীপ্রদান করাইয়াছিলেন। সাক্ষীরা হলফ পড়িয়া বলিয়াছিল—জমিদারবাড়ী তাঁহার কুলপুরোহিতের বিবাহ হইতেছিল, সেই সময় ডাকাইতের দল পড়িয়া তাঁহার বহু অর্থ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ডাকাতির সময় একজন লোক নিহত, কয়েকজন আহত এবং বহু অত্যাচার হইয়াছে। ডাকাতি করিবার জন্য বন্দিগণ কয়েকদিন হইতে ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

যাহারা ধৃত ও বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই দরিদ্র। রামসর্ব্বস্ব মিত্র, পূর্ব্বে আত্মগোপন করিয়াছিলেন ; সুতরাং পুলিশ তাঁহাকে বাকি আসামীর মধ্যে ফেলিয়াছেন। তাঁহারও আর্থিক অবস্থা ভাল নহে, তথাপি তিনি গোপনে গোপনে একজন মোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—কিন্তু ভৈরবচন্দ্রের উচ্চ শিক্ষিত উকীলের মুখের কাছে সে ক্ষুদ্র প্রাণী তিষ্ঠিতে পারিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট্ আসামীদিগকে জজ সাহেবের নিকট বিচারার্থ দাওরা সোপরদ্দ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিভূতি

যথাসময়ে পঙ্কজ সে কথা শুনিতে পাইল। সে বড় চিন্তিত হইয়া পড়িল। এতগুলা লোক তাহার জন্য জেলে চলিল! তাহাদের উদ্ধারের কি কেহ নাই? পুলিশ তাহাদের বিপক্ষে, জমিদার তাঁহার সমস্ত শক্তি লইয়া তাহাদের বিপক্ষে, প্রজাগণ জমিদারের ভয়ে মিথ্যা

সাক্ষ্য দিয়া তাহাদের বিপক্ষে—তবে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে কে? কিন্তু তুমি কোথায় আছ?—তুমি ত জগন্নাথ,—তোমার চক্ষু কর্ণ ত জগৎ-যোড়া; তবে আসিবে না কেন? বিপন্নগণের উদ্ধার করিবে না কেন? পঙ্কজ তাঁহাকে অনেক ডাক ডাকিল, তাঁহার কাছে অনেক কান্নাকাটি করিল, অনেক করিয়া বন্দিগণের উদ্ধারের জন্য বলিল; কিন্তু কালা—চিরকালই কালা;—তিনি বুঝি তাহা শুনিতেও পাইলেন না, উত্তরও দিলেন না; কাজেই পঙ্কজের তাঁহার উপর ভারি রাগ হইল,—অতিশয় অভিমান হইল। রাগ, অভিমান ত হইল; কিন্তু নিকটে না পাওয়াতে প্রতিবিধানে সমর্থ হইল না।

দশ দিন পরে দাওরা বসিয়াছে; বন্দিগণের বিচার হইবে।

বিচারের দিন সকালে উঠিয়া পঙ্কজ কোথায় চলিয়া গেল, বাড়ীর লোকে তাহার সন্ধান পাইল না। কিন্তু এ ব্যাপারে যাহাতে সে অর্থ বিনষ্ট করিয়া না ফেলে, সেজন্য তাহার মাতা ও ভগিনী একটু সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন,—কেন না, এখন অর্থ বিনষ্ট হইলে দিবে কে? অথচ তাহাদিগকে সারা-জীবন খাইতে হইবে। কাজেই পঙ্কজ রিক্ত-হস্তে বাহির হইয়াছিল।

দিবা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। হেমন্তের অলসিত-প্রকৃতির বক্ষোভেদ করিয়া শীতের হাওয়া ধীরে বহিতেছে। আদালত-প্রাঙ্গণের ঘন-শাখা-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষোপরি বসিয়া পক্ষিকুল আর্ত্তস্বরে কাহার করুণার কথা জগতের কাণে শুনাইয়া দিতেছে। চারিদিকে অর্থী প্রত্যর্থীর দল শুষ্কমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বৃক্ষতলে পানের দোকান, খাবারের দোকান, উকীল-মোক্তারদের গাড়ী-ঘোড়া এবং কোন কোন মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের আস্তৃত কম্বলোপরি কাগজের সারি এবং সাক্ষী ও তদ্বিরকারগণ সমাসীন।

ইহার নাতিদূরে একটা গাছের ছায়াশূন্য তলদেশে পঙ্কজ আসিয়া বসিল। সমস্ত দিন তাহার পেটে একটু জলও পড়ে নাই স্নানও হয় নাই; তথাপি তাহার মুখ শুকায় নাই, দেহ ক্লান্ত হয় নাই। বুঝি রূপ আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। প্রসাধন-বর্জ্জিত ধূসরিত মুক্তার মালায় রবি-কর আরও মনোহর হয়।

পঙ্কজ বসিয়াছে, বড় সুন্দরভাবে। বৃক্ষমূলে ঈষদুন্নত মূলবেদিকার উপর বসিয়া বাম চরণখানি লম্বিত করিয়া, দক্ষিণ চরণ কিঞ্চিৎ তুলিয়া বেদিপার্শ্বে সংস্থাপন করিয়াছে। সুপুষ্ট মৃণাল সদৃশ বাম কর ঈষৎ বক্র হইয়া বামোরূপরি সংস্থাপিত। দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ জানুর উপর হইতে রাহুগ্রস্ত পূর্ণিমার দ্বিজরাজসদৃশ মুখপার্শ্বে সংশ্লিষ্ট। আনিতম্ব-বিলম্বিত কুঞ্চিত গাঢ় কেশরাশি ত্রিবেণীর ন্যায় ত্রিভাগ হইয়া তিন দিকে ধাবিত হইয়াছে—কতক পৃষ্ঠে, কতক অংসে, কতক দুই বাহু উল্লঙ্ঘন করিয়া বক্ষের দিকে ঝুলিতেছে এবং ধীর বায়ু-সঞ্চারে মৃদু মৃদু উড়িতেছে। চরণ-সমীপে আশে-পাশে, সম্মুখে, পশ্চাতে, সরকার-পক্ষীয় যত্নরোপিত ক্ষুদ্র বৃহৎ দেশী বিদেশী তৃণপুষ্পের বৃক্ষ, শীত-কর-ক্লিষ্ট ম্লান ভাবে দণ্ডায়মান। প্রথম শীতের মৃদু সূর্য্য-কর পঙ্কজের সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া রহিয়াছে,—নীল জলে ভাসমানা নব নলিনী নীরদবিহীন চিত্রতেজে পূর্ণ রূপের পরিপূর্ণ ছটায় দিগন্ত মাতাইয়া তুলিয়াছে।

পঙ্কজ যেখানে বসিয়াছিল, সে স্থান হইতে উন্মুক্ত দ্বারপথে জজ সাহেবের কাছারির মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে দেখা যাইতেছিল। প্রথম কাছারিতে একটা মোকদ্দমা হইতেছিল—বাদী-প্রতিবাদী বড় লোক, উভয় পক্ষেই অনেক উকীল-মোক্তার নিযুক্ত হইয়াছিলেন; আসামী-পক্ষে কলিকাতা হইতে একজন খ্যাতনামা ইংরেজ-ব্যারিষ্টারও আসিয়াছিলেন। মোকদ্দমাটা খুব জাঁকাল, একজন বিশিষ্ট সাক্ষীর অনুপস্থিতি

জন্য সে দিন সেই স্থলে উহা স্থগিত থাকিল। জজ-সাহেব অন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। ভৈরব বাবুর বাড়ীর ডাকাতি মোকদ্দমার ডাক হইল। পূর্ব্ব-মোকদ্দমার উকীল, মোক্তার, ব্যারিষ্টার আদালত-গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

জমিয়ৎ খাঁ প্রভৃতি আসামিগণকে হাজত-গৃহ হইতে বাহির করিয়া যেখানে পঙ্কজ বসিয়াছিল, তাহার অনতিদূর দিয়া কাছারি-গৃহে লইয়া গেল। অত ডাকাত লইয়া যাওয়া,—কাজেই অনেকগুলি সঙ্গিনস্কন্ধ পুলিশ-প্রহরী তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া লইয়া গেল। আসামিগণের দীন-ভাব, মলিন-মুখ, পুলিশ প্রহরিগণের দর্পিত গমন, আর আদালতের ভীষণতা—এই তিন ভাব একত্রে চিত্তক্ষেত্রে উদিত হওয়ায় পঙ্কজ বড়ই কাতর হইয়া পড়িল।

দীনবন্ধু, অনাথনাথ,—তুমি কোথায়? যাহারা দোষী, তাহারা দণ্ড পায়, তাহাতে আপত্তি নাই। ইহারা যে নির্দ্দোষ—অত্যাচার হইতে এক অসহায়া রমণীর উদ্ধার করিতে গিয়া মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত! ইহারা দরিদ্র—ভৈরব বাবুর অতুল প্রতাপ, অগাধ সম্পত্তি! মিথ্যা সাক্ষী নিম্ন আদালতে অনেক দিয়াছে, এখানেও দিবে। অনেক সুশিক্ষিত উকীল-মোক্তার আইনের কূটজাল বিস্তার করিয়া উহাদিগকে আচ্ছন্ন-প্রচ্ছন্ন করিয়াছে—এখানেও করিবে। উহারা দীন-হীন,—একজনও উকীল দিবার ক্ষমতা নাই। যাহার ক্ষমতা নাই, যাহার গতি নাই,—যে পথের ভিখারী, যে আর্ত্ত,—তুমি দয়াময়, তুমি জগন্নাথ, তাহাদিগকে কি রক্ষা করিবে না প্রভু? বড় কষ্টে, বড় প্রেম ভক্তিপূর্ণ প্রাণে, বড় উচ্ছ্বসিত আবেগে পঙ্কজ ঈষদূর্দ্ধ মুখে তাহার প্রাণের ব্যথা সর্ব্বব্যথাহারী ভগবানকে জানাইল।

ব্যারিষ্টার সাহেব গাড়ীতে উঠিয়া সেই পথের নিকট দিয়া যাইতে-

ছিলেন,—সহসা গাড়ী থামাইতে আদেশ করিলেন। লম্ফ দিয়া নামিয়া সেই পবিত্রা নবীনা উদাসনীর নিকটে গমন করিলেন। পবিত্র মেরীর উপাসনা-কালের মূর্ত্তি মনে পড়িল,—খৃষ্টোপাসকের প্রাণ গলিয়া গেল। ভাবিলেন,—এমন রূপ, এমন পবিত্র মূর্ত্তি, এমন উদাসিনী, আদালত প্রাঙ্গণের বৃক্ষতলে কেন? তিনি প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে, দ্রুতপদে নিকটস্থ হইলেন। সাহেব কিছু কিছু বাঙ্গালা জানিতেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই কে মা?"

অনেকেই এতক্ষণ দূর হইতে সে মূর্ত্তি দেখিতেছিল; কিন্তু কেহ নিকটে আসে নাই। ব্যারিষ্টার সাহেবকে তাহার নিকটস্থ হইতে দেখিয়া, দুই এক জন করিয়া আসিয়া সেখানে জুটিয়া পড়িতে লাগিল। উকীল-মোক্তারও কয়েকজন উপস্থিত হইলেন।

সহসা একজন ইংরেজকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, পঙ্কজ চমকিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু ভয় তাহার অধিক ছিল না। তখনই আত্মসংযম করিয়া মধুর অথচ গম্ভীর,—মৃদু অথচ উদ্দীপনাপূর্ণস্বরে বলিল,—"বাবা, আমি বড়ই বিপন্ন।"

সে স্বর ব্যারিষ্টার-সাহেবের অন্তস্তল স্পর্শ করিল। বলিলেন,—"তোর মূর্ত্তি নিষ্পাপ, স্বর নিষ্পাপ,—তোর কি বিপদ মা?"

পঙ্কজ যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া থাকিয়া বলিল—"সাহেব এই যে, আসামীগুলাকে বিচারের জন্যে জজ-সাহেবের নিকট লইয়া গেল, এরা সবাই নির্দ্দোষ।"

সাহেব। নির্দ্দোষ হয়, জজ-সাহেব মুক্তি দিবেন।

পঙ্কজ। কিন্তু জমিদার ভৈরবচন্দ্র উহাদের বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াইয়া দিবেন,—জজ-সাহেব কি করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে উহারা নির্দ্দোষ? সাক্ষীর মুখেই ত মোকদ্দমা।

সাহেব। উকীলেরা মিথ্যা-সত্য জেরায় বাহির করিয়া দিবেন।

পঙ্কজ। ওরা বড় গরীব—ওদের পক্ষে কেউ নাই সাহেব। এক অত্যাচারীর অত্যাচার-বহ্নি হইতে এই হতভাগিনীকে উদ্ধার করিতে গিয়া উহারা আজ সেই অত্যাচারী জমিদারের ষড়যন্ত্রে সুদীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতে চলিল।

সাহেব একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া আদালত-গৃহের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"খুব সংক্ষেপে ঘটনাটা বল্ ত মা।"

পঙ্কজ সংক্ষেপে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলিল। সাহেব শুনিয়া আর সেখানে অপেক্ষা করিলেন না,—দ্রুতপদে আদালত-গৃহমধ্যে চলিয়া গেলেন। দুই জন উকীল এবং একজন মোক্তার তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে একটা লোক আসিয়া পঙ্কজকে অযাচিত সংবাদ শুনাইয়া দিল। সে বলিল,—ব্যারিষ্টার-সাহেব এবং আরো দুই তিন জন উকীল আপনার লোকদের পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। জেরায় সাক্ষীরা যেরূপ গোলযোগ করিতেছে, বোধ হয়, আসামীরা অব্যাহতি পাইবে।

পঙ্কজ স্থির হইয়া দীনবন্ধু ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। এই সময় একটা দাসী থালায় করিয়া কয়েকটি সন্দেশ, কিছু ফল ও এক-বাটী দুধ আনিয়া পঙ্কজের নিকটে হাজির করিল। বলিল,—"এগুলো খাইতে হইবে মা!"

পঙ্কজ সে দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"তুই কে মা?"

দাসী বলিল,—"ঐ যে পাশে বাড়ী দেখ্ছো, ঐ বাড়ীতে সব্জজ্ বাবু থাকেন। তাঁর স্ত্রী—ঐ দেখ, এখনও জানালায় দাঁড়াইয়া আছেন; তিনি অনেকক্ষণ থেকে তোমায় দেখ্ছেন। এখন আমায় ব'ল্লেন, মেয়েটির নিশ্চয় কোন গুরুতর বিপদ; কিন্তু ওর খাওয়া হয় নি—এই

গুলো খাইয়ে আয়। আমরা ব্রাহ্মণ—তুইও কায়েতের মেয়ে; যে জাতই হোক, আমাদের তা খাবে!"

পঙ্কজ বলিল—"এ ত খাবার জায়গা নয় মা!"

দাসী বলিল—"না হয়, একটু উঠে চল।"

পঙ্কজ উঠিয়া একটু নিভৃতে গিয়া কেবল দুধটুকু খাইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া এক ঘটী জল খাইয়া আসিল; তৃষ্ণায় তাহার বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। সে আসিয়া বসিয়াছে, এমন সময় জমিয়ৎ খাঁ প্রভৃতি আসামিগণ আদালতের বাহির হইয়া পড়িল। সাক্ষীর পারস্পরিক কথার সম্পূর্ণ অনৈক্য হওয়ায় মোকদ্দমায় অবিশ্বাস করিয়া জুরিগণের সহিত একমত হইয়া, জজ-সাহেব তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছেন। ব্যারিষ্টার সাহেব গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন,—উকীল-মোক্তারগণও বাসায় গেলেন। সে দিনকার মত আদালত ভঙ্গ হইয়া গেল।

তাহাদের মুক্তিতে পঙ্কজ যত আনন্দিত হইল, ততোধিক আনন্দিত হইল,—ভগবানের করুণা-ধারা পাইয়া; তাহার বিশ্বাস, এ কাজ ভগবানের। সে আর সেথানে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না। আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। সে একটা গলি-পথ দিয়া চলিয়া গেল।

তখন বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছিল। শীতের বায়ু আরও একটু জোরে বহিয়া দিগন্তের কোল হইতে আবিলতা টানিয়া আনিতেছিল। পঙ্কজ নদী-তট বহিয়া চলিয়াছে। তাহার হৃদয়ে তখন এক অপূর্ব্ব তুফান। সে তখন করুণাময়ের করুণাভিষিঞ্চিত হইয়া, তাঁহারই করুণার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, করুণার সাগর ব্যতীত এত করুণা আর কাহার? দীনগণের উদ্ধারের জন্য কাহার এত ব্যথা লাগিয়াছিল? কে ব্যারিষ্টার সাহেবকে পাঠাইয়াছিল? কে বিনা অর্থে

উকীল-মোক্তারগণকে নিযুক্ত করিয়া দিল? তখন নদীগর্ভে নৌকার উপরে বসিয়া এক বৃদ্ধ মাঝি একটা পুরাতন গান গাহিতেছিল—

"আমি সাধ ক'রে কি তোর গোপালে চাই মা,
শোন্ যশোদা!
ও তোর গুণের কানাই কি গুণ জানে
বনে অন্ন পাই মা
এ কথা কইতে লাগে ভয়,
কত রং বিরংয়ের মানুষ এসে বনে জড় হয়,
আমরা তেমন মানুষ বৃন্দাবনে কখনও দেখি না।
একজন এলো কার রমণী,
সিংহে চ'ড়ে দশ করে সে খাওয়ায় নবনী,
কিসের মা তুই বড়াই করিস্, তোর ঘরে কি আছে তা।
কেউ হাতীতে চ'ড়ে, কেউ ম'ষেতে চ'ড়ে,
কেউ ইঁদুরে চ'ড়ে, কেউ ময়ূরে চ'ড়ে,
উড়ে উড়ে তোর গোপালের পায়েতে পড়ে—
তাদের রঙ্গ দেখে অঙ্গ কাঁপে, ভয়েতে পলাই মা!
এক জন এল গরুর উপরে,
মাথায় জটা, তিনটি নয়ন, শিঙ্গের গান করে,
তার জটা যদি না থাকিত, ঠিক যেন বলাই দাদা!

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবন যাতনা-ভরা
নয়নে নয়ন-ধার।
আর কি আসিবে ফিরে
চেয়ে আছি পথ তার।
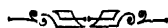
অদ্বৈতবাদ

শীত শুষ্ক করিয়া দিয়া বিদায় লইলে, রসের সঞ্চার করিতে বসন্ত আসিয়াছিল। বসন্ত তাহার অলস-মদিরা, উন্মাদ-কল্পনা গ্রীষ্মের কোলে ঢালিয়া দিয়া অনেক দিন অন্তর্হিত হইয়াছে; গ্রীষ্ম সে ভাবের, সে রসের মধ্যে আপন দেহ গঠিয়া লইয়া, তাহার সহিত তেজোরাশি সঞ্চয় করিয়া স্থূল জগতে আপন গৌরব প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু ক' দিন? তেজ গলিয়া দ্রবীভূত হইয়া ধ্বংস-পথে চলিয়া গেল, রাখিয়া গেল সূক্ষ্ম বীজ; সেই বীজে—সেই দ্রবীভূত সুসূক্ষ্ম তেজোবীর্য্যে বরষা ধারা লইয়া হাসি-মুখে জগতে আবির্ভূত হইল। দিকে দিকে তাহার প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বসিল।

সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব ছিল না। একখানা আষাঢ়ের নবীন মেঘ ধীরে ধীরে বুঝি অতি সন্তর্পণে জ্ঞানানন্দ বাবুর গৃহ-ছাদের সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল,—দূরে দূরে পক্ষিকুল উড়িয়া উড়িয়া মেঘের কাছে

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বিস্তৃত প্রাঙ্গণ-পার্শ্বে লোহিতবর্ণ কৃষ্ণকেলী ফুল ফুটিয়া সান্ধ্য-শোভা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

বিগত বসন্তের শেষে আনন্দমোহন একবার রাধানগরে আসিয়া পঙ্কজদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন,—আজ তিন দিন হইল আবার আসিয়াছেন।

আনন্দমোহন কলিকাতায় থাকেন,—কোন একটা কলেজে শিক্ষকতা করেন। গীতার বাঙ্গলা টীকা করিয়া, গীতার এক নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশে পরিচিত হইয়াছেন,—সাধন-পথেও তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রগামী।

পঙ্কজ আর আনন্দমোহন একটা নিভৃত কক্ষে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথোপকথন করিতেছিল। তাহাদের কথার অন্ত ছিল না,—বিরাম-বিশ্রাম ছিল না। কখন হাসিতেছিল, কখন চিন্তা করিতেছিল, কখন ঝগড়া করিতেছিল। সব কথা আমরা শুনিও নাই,—বুঝিও নাই। সকল সময়ের সকল বিষয় বুঝিবার ক্ষমতা সকলের বুঝি সমানও হয় না। সেই কথোপকথনের শেষের কয়টি কথা শুনিয়াছিলাম, এ স্থলে তাই লিপিবদ্ধ করিলাম,—

পঙ্কজ বলিল,—"তোমার কথা আমি সব বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যেন হেঁয়ালি।"

আনন্দমোহন মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"হেঁয়ালি কি বলিলাম?"

পঙ্কজ। কেবল তুমি নও, হিন্দু-শাস্ত্রকারগণের সকলেই ঐ দোষে দুষ্ট। তোমরা অনেক বিষয় অতিশয় আবৃত ভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা কর, এবং একবার যা বল, পরক্ষণেই তার বিপরীত বল।

আনন্দ। আমি কি একজন হিন্দু-শাস্ত্রকারের মধ্যে গণ্য হইলাম না কি? একটা হাতী একটা সাপের মাজায় পা দিয়া একবারে চূর্ণ

করিয়া চলিয়া গিয়াছিল; সাপটার আর নড়িবার উপায় ছিল না—আসন্ন মৃত্যুমুখে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছিল। সেই সময় একটা ব্যাঙ্ সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হইয়াছে?" করুণ-স্বরে সাপ বলিল—"একটা হাতী বল-দর্পে দর্পিত হইয়া আমাকে পদদলিত করতঃ এই দুর্দ্দশা করিয়া গিয়াছে। ব্যাঙ মহাশয় শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'আমাদের চা'র পেয়েদের ভাবই ঐরূপ।' হাতীও চা'র পেয়ে, ব্যাঙ্ও চা'র পেয়ে! আমিও সেইরূপ শাস্ত্রকারদের দলভুক্ত।

পঙ্কজ। ঐটি তোমার প্রধান গুণ,—কথায় তোমাকে আঁটিয়া উঠা দায়। যাক্, আমি বলিতেছিলাম কি,—তুমি একবার বল জগৎটা কিছুই না—ধাঁ ধাঁ; কেবল এক ব্রহ্ম আছেন। আবার বল, আমরা জীব, আমাদের কর্ত্তব্য ঈশ্বরের উপাসনা করা। যদি কেবল এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় না থাকে—তবে আমিও যা, তুমিও তা, ঈশ্বরও তা, ব্রহ্মও তা,—তবে কাহার উপাসনা কে করিবে? উপাসনার প্রয়োজনই বা কি?

আনন্দ। তোমার পাশে ওটা কি?

পঙ্কজ। জল খেলে,—সেই ঘটী।

আনন্দ। উহার মধ্যে এখন জল আছে?

পঙ্কজ। না,—খাবে আনিব?

আনন্দ। না। জল নাই, তবে কি আছে?

পঙ্কজ। কিছুই নাই,—শূন্য।

আনন্দ। শূন্য কাহাকে বলে?

পঙ্কজ। কিছু না থাকাকে শূন্য বলে।

আনন্দ। ঘটীটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, কি থাকিবে?

পঙ্কজ। কিছুদিন ভাঙ্গা-চুড়া কাঁসাগুলা থাকে, তারপরে মাটী হইয়া যায়।

আনন্দ। তবে তখন ঘটী নাই ?

পঙ্কজ। না।

আনন্দ। এইরূপ জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ,—সবই 'নাই'র মধ্যে চলিয়া যাইবে। তুমিও যাইবে—আমিও যাইব। তোমার ঐ যে পটল-চেরা মন্মথের বিষে ভরা চোখ, উহাও ঐ 'নাই' হইবে, আর আমার এই ক্ষুদ্র চোখ দু'টিও নাই-য়ের মধ্যে যাইবে। তারপরে কাল পূর্ণ হইলে, পৃথিবীও যাইবে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারকাও যাইবে—দেবতা যাইবে, অসুর যাইবে, ঋষি তপস্বী সবই যাইবে,—যাহা যাইবে, তাহা কি 'নাই' নহে ? এখন আছে, কিন্তু পরক্ষণেই নাই হইবে।

পঙ্কজ। তার সঙ্গে আমার কথার কি হইল ?

আনন্দ। বলিতেছি, শোন। এই যাহা বাস্তবিক নাই—তাহাকে আছে বলি। যাহা থাকিবে না, তাহা থাকিবে মনে করি,—এই ভ্রান্তি-টার প্রকৃত নাম কি জান ?

পঙ্কজ। বোধ হয় মায়া বা অবিদ্যা।

আনন্দ। হাঁ। কিন্তু মায়াতে আর অবিদ্যাতে একটু পার্থক্য আছে।

পঙ্কজ। বুঝিতে পারি না।

আনন্দ। আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের সৃষ্টি ইচ্ছা হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছাও জড়া,—সেই ইচ্ছাই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সূক্ষ্মাবস্থা। সেই সূক্ষ্মাবস্থাকেই শাস্ত্রীয় ভাষায় মূলা প্রকৃতি বলা হয়। সেই প্রকৃতি আবার দুই প্রকার—এক মায়া, অপর অবিদ্যা।

পঙ্কজ। কেন, এক প্রকৃতির দুই ভাব কেন ?

আনন্দ। এ পীঠ, আর ও পীঠ ; এক দেহ,—এ পীঠে যাহা বুক ও পীঠে তাহাই পৃষ্ঠ। সত্ত্বগুণের মলিনতা হেতু প্রথম প্রকারের নাম মায়া এবং নির্ম্মলতা হেতু দ্বিতীয় প্রকারের নাম অবিদ্যা। বুঝিলে ?

পঙ্কজ। কৈ, না।

আনন্দ। সকলেই বলেন—শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,—এই জগতের অস্তিত্ব নাই, 'জগৎ মিথ্যা'—কেমন?

পঙ্কজ। হাঁ। আমি ত তোমাকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

আনন্দ। কিন্তু এ কথার অর্থ কি? জগতের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই—ইহাই ঐ কথার প্রকৃত ভাব। আমার তোমার ও অপর সকলের মনের সম্বন্ধে ইহার কেবল আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা এই জগৎ যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, যদি আমাদের আর একটি অধিক ইন্দ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে আমরা ইহাতে আর কিছু অভিনব প্রত্যক্ষ করিতাম এবং ততোধিক ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইলে, ইহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইত। অতএব ইহার সত্তা নাই—সেই অপরিবর্ত্তনীয়, অচল, অনন্ত সত্তা ইহার নাই; কিন্তু ইহাকে অস্তিত্বশূন্য বলা যাইতে পারে না। কারণ, ইহার বর্ত্তমানতা রহিয়াছে এবং ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়াই আমাদিগের কার্য্য করিতে হইবে। ইহা সৎ ও অসতের মিশ্রণ। সৎ ব্রহ্ম,—অসৎ মায়া। আমরা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতেছি, নিবৃত্তি নাই, বিরাম নাই। আমাদিগের এই বিরামহীন জীবন-গতিও সৎ-অসৎরূপ বিরুদ্ধভাবে সংমিশ্রিত। মনে হয়, মানুষ জিজ্ঞাসু হইলেই সমগ্র জ্ঞানলাভে সক্ষম হইবে; কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর না হইতেই কে তাহাকে টানিয়া ধরে,—সে মায়া। তারপর সমগ্র সংসারই মৃত্যু-মুখে যাইতেছে, সকলেই মরিতেছে। আমাদিগের উন্নতি, বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্যকলাপ, সমাজ-সংস্কার, বিলাসিতা, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান—মৃত্যুই সকলের এক গতি; ইহাই সর্ব্বস্ব, ইহাই সুনিশ্চিত। নগরাদি হইতেছে ও যাইতেছে, সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইতেছে—গ্রহাদি খণ্ড খণ্ড হইয়া ধূলিবৎ চূর্ণ হইয়া বিভিন্ন গ্রহস্থিত বায়ু-প্রবাহে

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে; এরূপ অনাদি কালই চলিয়াছে। ইহার লক্ষ্য কি? মৃত্যুই সকলের লক্ষ্য। মৃত্যু জীবনের লক্ষ্য, সৌন্দর্য্যের লক্ষ্য, ঐশ্বর্য্যের লক্ষ্য, শক্তির লক্ষ্য, এমন কি ধর্ম্মেরও লক্ষ্য। সাধু ও পাপী মরিতেছে, রাজা ও ভিক্ষুক মরিতেছে,—সকলেই মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইতেছে। তথাপি জীবনের প্রতি বিষম মমতা বিদ্যমান রহিয়াছে। কেন আমরা এ জীবনের মমতা করি? কেন ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না? তাহা আমরা জানি না;—ইহাই মায়া।

এই মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, তিনি সেই মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হন।

পঙ্কজ। তারপরে, অবিদ্যা?

আনন্দ। অনিত্য, অপবিত্র, দুঃখকর এবং আত্মা ভিন্ন পদার্থে যে নিত্য, শুচি, সুখকর ও আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাকে অবিদ্যা বলে। ফল কথা এই যে, যাহা যাহার প্রকৃত স্বরূপ নহে, তাহাতে তাহার জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই জীবের অনর্থের বীজ। ইহার বিবরণ এই যে, যাহা বাস্তবিক অনিত্য,—কিন্তু তাহাদিগকে আমরা অমর মনে করি। যাহা বাস্তবিক অসুন্দর—তাহাকে আমরা সুন্দর বিবেচনা করি। স্ত্রীদেহ বাস্তবিক অসুন্দর, কিন্তু আমরা তাহাকেই সৌন্দর্য্যের আধার বিবেচনা করি। যাহা বাস্তবিক দুঃখ, তাহাকেই আমরা সুখ বিবেচনা করি। বিষয়ভোগ বাস্তবিক দুঃখ, আমরা কিন্তু তাহাকে যারপর নাই সুখ মনে করি,—তাহাই পাইবার জন্য ব্যাকুল হই। যাহা আত্মা নহে, আমারও নহে, তাহাকেই আমরা আমি ও আমার জ্ঞান করিয়া মুগ্ধ হই। শরীর আমি নহি, আমারও নহে,—অথচ তাহাতে আমি ও আমার ইত্যাকার বুদ্ধি ধারণ করি;—এরূপ অনেক উদাহরণ আছে। এই যে, বিপরীত বুদ্ধি,—ইহাই অবিদ্যা। জীব, দেহ

গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই অবিদ্যার বশবর্ত্তী হয় এবং অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া কামনাদিতে জড়াইয়া পড়ে।

অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া জীব নামে আখ্যাত হন।

পঙ্কজ। দেবতাও জীব, মানুষও জীব, গরু ঘোড়া, মশক-মশক সবই জীব ; তবে পার্থক্য কেন ? তুমিও জীব, আমিও জীব ; তুমি জ্ঞানী—আর তোমার কথা শুনিবার জন্য তোমার পাশে হাঁ করিয়া বসিয়া আছি কেন ?

আনন্দ। অবিদ্যার নৈর্ম্মল্য ও মালিন্যের তারতম্যানুসারে দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি জীবও অনেক প্রকার হয়। পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাকে কারণশরীর বলা হয় ;—কারণশরীরাভিমানী জীবকে প্রাজ্ঞ বলা যায়। এই প্রাজ্ঞ প্রভৃতির ভোগের জন্য তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে প্রথমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী এই পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। পঞ্চভূতের প্রত্যেক পঞ্চ, সত্ত্বগুণাংশ হইতে যথাক্রমে শ্রোত্রাদি পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ আকাশের সত্ত্বগুণ হইতে শ্রোত্রেন্দ্রিয়, বায়ুর সত্ত্বগুণ হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বগুণ হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়, জলের সত্ত্বগুণ হইতে জিহ্বেন্দ্রিয় এবং পৃথিবীর সত্ত্বগুণ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। আর পূর্ব্বোক্ত সমুদয় পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণ সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে দুই প্রকার—মন ও বুদ্ধি। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মিকা বৃত্তিকে মন বলা যায় ; আর নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বুদ্ধি। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূতের প্রত্যেক পঞ্চ, রজোগুণাংশ হইতে যথাক্রমে বাক্য প্রভৃতি পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় ; অর্থাৎ আকাশের রজোগুণ হইতে বাক্য-ইন্দ্রিয়, বায়ুর রাজোগুণ হইতে হস্ত-ইন্দ্রিয়, তেজের রজোগুণ হইতে পদ-ইন্দ্রিয়, জলের রজোগুণ হইতে পায়ু-ইন্দ্রিয় এবং পৃথিবীর রজোগুণ হইতে উপস্থ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

সমুদয় পঞ্চভূতের রজোগুণ সমষ্টি হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়, সেই প্রাণ বৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার,—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। নাসিকাস্থিত বায়ুর নাম প্রাণ, পায়ুস্থিত বায়ুর নাম অপান, উদরস্থিত বায়ুর নাম সমান, কণ্ঠস্থিত বায়ুর নাম উদান এবং সর্ব্বশরীরব্যাপী বায়ুর নাম ব্যান। *

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সতরটি অবয়বের সমষ্টির নাম সূক্ষ্ম-শরীর এবং ইহাকেই লিঙ্গ শরীর বলা হয়।

মলিনসত্ত্বপ্রধান অবিদ্যাতে উপহিত যে প্রাজ্ঞ, তাঁহাকে সেই লিঙ্গ শরীরে অভিমান বশতঃ তৈজস শব্দে অভিহিত করা যায় এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান মায়াতে উপহিত যে ঈশ্বর, তিনি সে লিঙ্গ-শরীরে অভিমান বশতঃ হিরণ্যগর্ভ শব্দে কথিত হন। ইহাতে তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ উভয়েই লিঙ্গ-শরীরাভিমানীরূপে সমান হইলেও তদুভয়ের বিভিন্নতা এই যে, ব্যষ্টি-লিঙ্গশরীরাভিমানীর নাম তৈজস এবং সমষ্টি-লিঙ্গ শরীরাভিমানীকে হিরণ্যগর্ভ বলে। হিরণ্যগর্ভ লিঙ্গশরীরোপাধিবিশিষ্ট সমুদয় তৈজস জীবদিগের সহিত আপনার অভেদ জ্ঞাত আছেন; তজ্জন্য তাঁহাকে সমষ্টি আর সেই জ্ঞানের অভাব হেতু তৈজস সকল ব্যষ্টি নামে অভিহিত হয়।

এখন স্থূল শরীরের কথা শোন। পূর্ব্ব-কথিত প্রাজ্ঞ প্রভৃতির ভোগের নিমিত্ত ভোগ্য অন্নপানাদি ও ভোগের স্থান জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ শরীরের উৎপত্তি বিধানার্থ ঈশ্বর সেই সকল আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চ-পঞ্চাত্মক করিলেন।

পঙ্কজ। এই পঞ্চ-পঞ্চাত্মক করাকেই কি পঞ্চীকরণ বলে?

আনন্দ। হাঁ।

* আর পাঁচটি উপবায়ু আছে;—নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়।

পঙ্কজ। পঞ্চীকরণের অবস্থা আমায় বলিয়া দাও।

আনন্দ। বলিতেছি,—কিন্তু তাহা শুনিয়া ঠিক বোঝা যায় না। ত্যাগীর এমন এক সময় আসে, যখন এক মহাপুরুষ আসিয়া দেহস্থ সমস্ত পঞ্চ-পঞ্চাত্মক পদার্থগুলি এক একটি করিয়া খুলিয়া দেখাইয়া বুঝাইয়া দেন। যোগসাধনা দ্বারা সে অবস্থা আসে। শাস্ত্রমতে পঞ্চীকরণ এই যে, আকাশাদি প্রত্যেক পঞ্চভূতকে প্রথমতঃ দুই দুই অংশে বিভক্ত করিয়া পশ্চাৎ সেই দুই অংশের এক এক অংশকে চারি চারি খণ্ড করিয়া স্বীয় স্বীয় অর্দ্ধ অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য চারি ভূতের প্রথমোক্ত অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশে সেই চারি অংশের এক এক অংশ যোগ করিলে, সকল ভূত প্রত্যেকেই পঞ্চ পঞ্চ হইল,—ইহারই নাম পঞ্চীকরণ।

পঙ্কজ। এখন যাহা বলিতেছিলে, বল।

আনন্দ। সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ড,—সেই ব্রহ্মাণ্ডে ভূর্লোকাদি পাতাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবন এবং ভোগ্য পদার্থ সকল, আর তত্তৎ ভোগের উপযুক্ত শরীর সকল উৎপন্ন হইল। এই শরীরকেই স্থূল শরীর বলে। স্থূল শরীরের সমষ্টিতে বর্ত্তমান হিরণ্যগর্ভ অভিমান বশতঃ বৈশ্বানর বা বিরাট্ শব্দের:বাচ্য হন এবং ব্যষ্টিতে বর্ত্তমান তৈজস সকলকে তদভিমানী হেতু দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতিরূপ বিশ্ব বলা যায়।

অনাত্মদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞানহীন সেই দেব, মনুষ্য প্রভৃতি জীব সকল সাংসারিক সুখ-দুঃখ ভোগের জন্য সদসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং পুনর্ব্বার কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার জন্য তৎফল সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে;—এই প্রকার জন্ম-মরণরূপ সংসারে পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া, যেমন নদীর আবর্ত্তে পতিত কীট সকল এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে পতিত হয়,—কোন প্রকারে উত্তীর্ণ হইয়া সুখ লাভে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ কোনরূপেই নিরতিশয় সুখ লাভে সমর্থ হয় না।

তুমি কি এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছ যে, এই পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহাতেই তোমার গোড়ার সে প্রশ্নের উত্তর হইয়া গিয়াছে? অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ মূলে কথা একই। ব্রহ্ম এক,—মায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া বহু হন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
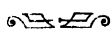
এক ও বহু

পঙ্কজ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—"কথাগুলা শুনিয়া মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত সাজিয়া থাকা যায়। ঠিক হৃদ্‌প্রত্যয় করা কঠিন।"

আনন্দ। হৃদ্‌প্রত্যয় করিবার উপায় আছে। যাহা বাহিরে, তাহাই অন্তরে,—যাহা দূরে তাহাই নিকটে আছে। একটু অনুধাবন কর,—জ্ঞান কাহার?

পঙ্কজ। বুঝিতে পারিলাম না।

আনন্দ। আমরা খাই, পরি, দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, হাসি, কাঁদি,—এ সকল জ্ঞান হয় কাহার?

পঙ্কজ। যদি বলি, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের।

আনন্দ। না, তাহা বলিতে পারি না। ঐ ঘড়ীটা অনবরত টিক্ টিক্ শব্দ করিয়া চলিয়া যাইতেছে; আমাদের কাণও উপস্থিত আছে অনেকক্ষণ ত আমরা উহার শব্দ শুনিতে পাই নাই,—কেন পাই নাই?

পঙ্কজ। আমরা কথায় কথায় অন্যমনস্ক ছিলাম।

আনন্দ। তবেই শ্রবণেন্দ্রিয় শোনে না, শোনে আর একজন।

পঙ্কজ। সে না হয় মন। মনই ত অন্যদিকে ছিল।

আনন্দ। হাঁ, প্রথমতঃ বিষয়ের সহিত কর্ণাদি যন্ত্রের সংযোগ হয়। কর্ণাদি, ইন্দ্রিয়ের নিকট উহা প্রেরণ করে; ইন্দ্রিয়গণ মনের এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নিকট লইয়া যায়; তখন পুরুষ বা আত্মা উহা গ্রহণ করেন। আত্মা আবার তখন যে সকল সোপান-পরম্পরায় উহা আসিতে-ছিল, তাহাদের মধ্য দিয়া ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। এইরূপে বিষয় গৃহীত হইয়া থাকে। আত্মা ব্যতীত আর সকলগুলিই জড়। তবে মন, চক্ষুরাদি বাহ্য যন্ত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ভূতে নির্ম্মিত। মন যে উপাদানে নির্ম্মিত, তাহা ক্রমশঃ স্থূলতর হইলে তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। উহা আরও স্থূল হইলে, পরিদৃশ্যমান ভূতের উৎপত্তি হয়। যাক্, এখন বুঝা গেল,—আমরা যাহা দেখি, শুনি, করি, উহার দ্রষ্টা বা গ্রহীতা আত্মা।—কেমন?

পঙ্কজ। তাই।

আনন্দ। সেই আত্মা প্রথমে যেমন বহু হইয়াছেন,—এখনও তেমনি বহু হইতেছেন। জগৎ যখন, তখন তিনি এই বহু হইয়াই ক্রীড়াপর। কিন্তু প্রত্যেক জীবের কর্ম্ম বা সংস্কার লইয়া এখন এই বহুত্ব। কর্ম্ম বা সংস্কার লইয়াই জীবের গতাগতি। তুমি স্বপ্ন দেখ?

পঙ্কজ। তা আবার কে না দেখে?

আনন্দ। স্বপ্নটা কি?

পঙ্কজ। মিথ্যা,—মনের চিন্তা-স্রোতের প্রবাহ মাত্র। ক্বচিৎ কখন দুই একটি ফলিয়াও যায়।

আনন্দ। স্বপ্ন যেমন মিথ্যা, এ জগৎও তেমনি মিথ্যা। স্বপ্ন যেমন মানুষের কর্ম্ম ও চিন্তার স্রোত-প্রবাহ মাত্র;—মানুষের জীবন, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিও তেমনি মানুষের কর্ম্ম ও চিন্তার স্রোত মাত্র। মানুষ যে কর্ম্ম

করে, চিন্তা করে, কল্পনা করে, তাহারই সূক্ষ্মাবস্থা বা বিকাশ যেমন স্বপ্নে প্রতিফলিত হয়, মানুষ যে কর্ম্ম করে, চিন্তা করে, কল্পনা করে, তাহারই সূক্ষ্মাবস্থা অদৃষ্ট গড়াইয়া মানুষকে তেমনি জন্মের পর জন্ম ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। যে কর্ম্ম করা যায়, যে চিন্তা করা যায়, যে কল্পনা করা যায়, যে আশা করা যায়, তাহা চিত্তের উপর দাগ রাখে। তাহাই সংস্কার। স্বপ্নেও তাহাই স্থূল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে—জীবের জীবন-মরণেও তাহাই অদৃষ্ট হইয়া স্থূল মূর্ত্তি ধারণ করে। আত্মা স্বপ্নে বহু হন। তুমি বোধ হয়, স্বপ্নে বাঘ দেখিয়াছ? বাঘ তোমাকে খাইতে আসিতেছে, তুমি পলায়নের বা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছ, পারিতেছ না; আর একজন আসিয়া তোমাকে রক্ষা করিল। কত মিত্র আসিয়া হিতকর্ম্ম করে, কত অমিত্র আসিয়া কষ্ট দিয়া কাঁদাইয়া চলিয়া যায়, কত অর্থ পাওয়া যায়, অথবা অর্থের অভাবে কত কষ্ট হয়,—কত হাট, কত বাজার বসে;—এ সব এক আত্মাই বহু হন; বাস্তবিক কিন্তু এ সকল অপর নহে,—আত্মাই এত হন। যদি বল, ওসব কিছুই না;—শাস্ত্র বলেন, তোমার জগৎও ঐরূপ কিছুই না। যদি বল, জগতে কিছু আছে বৈ কি;—এখানকার কাজ ধরা যায়। স্বপ্নেও কিছু কিছু ধরা যায়। স্বপ্নের কান্নায় চক্ষুর জলে বালিশ ভিজিতে দেখা গিয়াছে। স্বপ্নে অনেক স্থূল কাজ হয়, যাহা স্বপ্নভঙ্গে দেখা যায়। একজন আর একজনকে স্পর্শ করে, উপভোগ করে—তাহার চিহ্নও স্বপ্নের পর জাগিয়া দেখা যায়। স্বপ্নের সুখ, স্বপ্নের মিলন, অথবা স্বপ্নের কষ্ট, স্বপ্নের দারিদ্র্য, স্বপ্নের বিবাহ যেমন জাগরণে মিলাইয়া যায়, তেমনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ, হাসি-কান্না, আত্ম-পর প্রভৃতি আত্ম-জ্ঞান লাভ হইলেই মিটিয়া যায়। তখন আমরা যে উপাদান হইতে এই সমুদয় বহুবিধ জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা জানিতে পারি। তখন আমরা

সুখের তরঙ্গে ভাসিতে থাকি,—জড় অজড় সকলকেই বুঝিতে পারি ;—বুঝিতে পারি, আমিই জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছি। অথবা তিনি আছেন,—আমি তাঁহার অধীন। তিনি আমি ভিন্ন নহি, তাঁহার সুখেই আমার সুখ।

পঙ্কজ। বড় হিজিবিজি কথা,—অত বুঝা-সুঝা সহজ নয় ; তার চেয়ে "বঁধু আমার, আমি বঁধুর, আর ত কারু নই"—বলিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া থাকা ভাল।

আনন্দ। সেই আনন্দই মুক্তির দ্বার স্বরূপ।

পঙ্কজ। কিন্তু মুখে বলা যায়, কাজে এ আনন্দ লাভ করা কঠিন। তোমার মতে এ আনন্দ লাভের সহজ উপায় কি ?

আনন্দ। আগে তত্ত্ববিচার দ্বারা আত্মাকে জানা, তারপরে মায়াকে ত্যাগ করা।

পঙ্কজ। মায়াকে ত্যাগ করাটা কি সহজ !—মুখে আসিল, বলিয়া ফেলিলে।

আনন্দ। ত্যাগ করা সহজ নয় ; তবে যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা করিতে হয়। যোগী হইতে হয়।

পঙ্কজ। যোগী হইতে কি কি সামগ্রীর প্রয়োজন ?

আনন্দ। (হাসিয়া) হুঁকা, কলিকা, তামাক, টিকা প্রভৃতি।

পঙ্কজ। ত্যাগী-পুরুষের বুঝি তামাকের মৌতাত উপস্থিত ?—ঝিকে ডাকিব ?

আনন্দ। না,—চল নীচেয় যাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে,—শৈলকেও অনেকক্ষণ দেখি নাই।

পঙ্কজ। শৈল শৈল করিয়া যে রসনার রস ঝরিয়া পড়ে! শৈল বড় সুন্দরী,—না ?

আনন্দ। বড় সুন্দরী। কেবল সুন্দরী নহে,—আমার জীবনের

আদর্শ এক মহাজনের মহতী প্রতিভা যেন তাহার দেহে, তাঁহার চোখে মুখে সর্ব্বদা লহর-লীলা তুলিয়া খেলিয়া বেড়ায়।

পঙ্কজ। আর তাই ইচ্ছা করে, বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, তাহার মুখে মুখ রাখিয়া সে প্রতিভার সহিত সংমিলিত হও ?

আনন্দ। প্রতিভা সর্ব্বদা পূজ্য। সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

পঙ্কজ। দীর্ঘ দিবসটা বড় অল্প সময়ে গত হইল,—অন্য দিন, দিন কাটে না,—খাওয়া-দাওয়ার পরে সারা সময়টা যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া দীর্ঘ হইয়া বসিয়া থাকে,—আর আজ ফাঁকি দিয়া, এতটুকু হইয়া চলিয়া গেল।

আনন্দ। কেন গেল ?

পঙ্কজ। হয় ত সুখে কাটিল বলিয়া।

আনন্দ। বাস্তবিকই তাই,—যেখানে, যে পরিমাণে সুখ, সেই স্থানেই সেই পরিমাণে কাল ক্ষুদ্র। কালও মায়াতীত নহে—অর্থাৎ কাল মায়িক জগতের মধ্যে। ব্রহ্মে এই কালের কলঙ্ক নাই। একটি মশক জন্মিয়া কতক্ষণ জীবিত থাকে ? হয় ত চারি পাঁচ দিন। সেই চারি পাঁচ দিনই তাহার নিকট সারা জীবন—সুদীর্ঘ কাল। জীব যত পাপী, যত মলিনতা-মাখা ; হিংসা দ্বেষ, কৌটিল্য তাহার যত অধিক,—ততই সে অল্পজীবী ; সে অল্পজীবী নহে ?—একমুহূর্ত্ত যে তাহার নিকট অনেক। আমাদের তিন দিন, মশকের হয় ত দশ যুগ। আমাদের একমাস, পিতৃ-লোকের এক দিন ; আমাদের এক বৎসর, দেবলোকের অহোরাত্র। এইরূপে শেষতত্ত্বে গিয়া আর কাল নাই,—কালের ব্যবচ্ছেদ নাই ;—কেন না, সেখানে নিত্য সুখ বিরাজিত। সুখের সময় শীঘ্র কাটে, তাহার কারণই এই। একটা পুরাতন গল্প আছে।—একদিন নারদ ঋষি এক বনপথে চলিয়া যাইতেছিলেন, পথে এক যোগীর সহিত সাক্ষাৎ

হইল; কত দীর্ঘকাল অনশনে শরীর শীর্ণ করিয়া ভগবান্‌কে ধ্যান করিতেছেন,—কত শীতাতপ সহ্য করিয়া দেহ পাত করিয়া উপাসনা করিতেছেন, তাঁহার দেহের উপর বল্মীকস্তূপ জন্মিয়া গিয়াছে। নারদকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর, কোথায় যাইতেছ?" নারদ বলিলেন—"বৈকুণ্ঠে।" যোগী বলিলেন, "ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়ো, আর কত দিনে আমি মুক্ত হইব?" আরও কিয়দ্দূর গিয়া আর এক ব্যক্তির সহিত নারদের সাক্ষাৎ হইল। সে সদানন্দ—আহার-পরিচ্ছদের কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। হাসি মুখে, প্রেমের প্রাণে ভগবানে নিমগ্ন। নারদ বৈকুণ্ঠে যাইবেন শুনিয়া সে ব্যক্তিও বলিয়া দিল, 'আমি কত দিনে মুক্তি পাইব, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবেন!' 'আচ্ছা' বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন।

ফিরিবার সময় প্রথমোক্ত যোগীর সহিত নারদের সাক্ষাৎ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর কি বলিলেন? আমি আর কত দিনে মুক্তি পাইব?" নারদ বলিলেন—"ঠাকুর বলিয়া দিলেন, আর চারি জন্ম পরে তোমার মুক্তি হইবে।" শুনিয়া যোগী আর্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এখনও চারি জন্ম! হায় হায়, এত কষ্ট করিয়া শরীর পাত করিলাম, তবু এখনও চারি জন্ম! হা ভগবান্! এখনও কত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে!" নারদ চলিয়া গেলেন। কিয়দ্দূরে গমন করিলে, সেই সদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার মুক্তির কথা কি বলিলেন?" নারদ বলিলেন—"এই তেঁতুল গাছটিতে যত পাতা আছে, এত জন্মের পরে মুক্তি পাইবে।" সে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। বলিল,—"মুক্তি আমার করতলস্থ, এ আর কতটুকু সময়!" বলা বাহুল্য, সে চিদ্ঘনরসে নিত্যানন্দ থাকিত, তাই অত সময়ও তাহার নিকটে অতি অল্প। কাল বাহিরে—

ব্রহ্মভাব ব্যক্ত হইলে সে কালের ব্যাপ্তি নাই; কেবলই নিরবচ্ছিন্ন সুখ।

পঙ্কজ। তোমার সুখ তুমি উপভোগ কর; অত হিজি-মিজি বকিয়া আমার খারাপ মাথা আরও খারাপ করিয়া দিয়ো না। এমন একটা উপায় বল, যাহাতে সহজে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে! (হাস্য)

আনন্দ। (হাসিয়া) কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহজ উপায় গলায় দড়ি দেওয়া বা বিষ খাওয়া। শাস্ত্র বলেন,—পাপরাশি বিধূত করিয়া সাংসারিক সুখে সর্ব্বদা দোষানুসন্ধান কর এবং আত্মজ্ঞান লাভার্থ অধ্যবসায়ী হইয়া নিজ গৃহ হইতে শীঘ্র বহির্গত হও। সর্ব্বদা সাধু-সঙ্গ কর। ভগবানের প্রতি দৃঢ় ভক্তি স্থাপন কর। নিরন্তর শম, দম, উপরতি ও তিতিক্ষা প্রভৃতির পরিচর্য্যা কর—অর্থাৎ ঐ সকল গুণের অবলম্বন কর। সকাম কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ কর। সদ্বিদ্ব পুরুষের অনুসরণ কর। পরব্রহ্মের চিন্তা কর এবং বেদান্তবাক্য শ্রবণ কর। বৃথা তর্ক হইতে বিরত হইয়া শ্রুতিবাক্যের অনুমত তর্কের অনুসন্ধান কর। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ' এই প্রকার ভাবনা কর। সর্ব্বদা গর্ব্ব পরিহার পূর্ব্বক এই দেহে অহং বুদ্ধি অর্থাৎ আমি দেহ, আমার দেহ ইত্যাদি অহঙ্কার পরিহার কর,—এবং জ্ঞানিগণের অনুবর্ত্তন কর। প্রতিদিন অনায়াস-লভ্য বস্তুর দ্বারা ক্ষুধা-ব্যাধির শান্তি কর। সুস্বাদু অন্নের আকাঙ্ক্ষা করিয়ো না,—দৈববশে যাহা পাও, তদ্দ্বারাই সন্তুষ্ট হও। শীত-উষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য কর। কখনও বৃথা বাক্য বলিয়ো না। সতত ঔদাসীন্য কামনা কর এবং জীবগণের প্রতি দয়া কর। নির্জ্জন স্থানে সুখে বাস কর। পরব্রহ্মে চিত্তের সমাধি কর। সর্ব্বত্র পূর্ণ আত্মার সত্তা অবলোকন পূর্ব্বক নিখিল-জগৎই তাঁহা দ্বারা পরিব্যাপ্তভাবে দর্শন কর। পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম-ক্ষয়ের চেষ্টা কর এবং জ্ঞান-বলে ভাবী ক্রিয়াসক্তি পরিত্যাগ কর।"

পঙ্কজ অতিশয় মনোযোগের সহিত কথাগুলি শ্রবণ করিল ; কিন্তু কথার শেষ হইলে অতি উদাসীনভাবে বলিল,—"সে যা পার, তাই করিয়ো ; এখন হুঁকাটার উপরে অনেকক্ষণ হইতে যে পরমাসক্তি জন্মিয়াছে, সেটার নিবৃত্তির জন্য নীচে যাইবে বলিতেছিলে,—অতএব এখন তাই চল।"

"আসক্তির জন্যে নীচেতেই যাইতে হয় ; চল"—এই বলিয়া আনন্দ-মোহন উঠিয়া নীচের তলায় যাইবার জন্য সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কক্ষ-পথে যাইতেছিলেন, পঙ্কজও সঙ্গে ছিল ; সে সহসা তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল,—দেওয়াল-বিলম্বিত রাধাকৃষ্ণের একখানি যুগলমূর্ত্তি দেখাইয়া বলিল,—"এর চেয়ে সুন্দর জগতে আর কিছু আছে কি ?"

আনন্দমোহন চাহিয়া দেখিয়া, কিছু অন্যমনস্ক, কিছু চিন্তিতভাবে বলিলেন,—"না।"

পঙ্কজ। এমন হওয়া যায় না ?

আনন্দ। যায় বৈ কি।

পঙ্কজ। চল, সন্ধ্যা যে অতীত হইয়া গিয়াছে দেখ্‌ছি। শৈল আমাকে কত বকিবে এখন।

উভয়ে নিম্নতলে নামিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অনুমান

পঙ্কজ যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঘটিল। শৈল পঙ্কজের সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়া দিল। শৈলর অভিযোগ, সেই দুপুরের পরে আনন্দ-মোহনকে লইয়া ঘরে ঢুকিয়াছ, আর বকাইয়া বকাইয়া কাল কাটাইয়া

দিয়াছ। তোমার বকিলেই দিন যায়, কিন্তু আর সকলের খাওয়া-দাওয়া আছে। উঁহার পেটে বৈকালে এক বিন্দু জলও যায় নাই ;—সন্ধ্যা কখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখনও কিছু খাওয়া হয় নাই ;—কেবল কি বচনেই সন্তুষ্ট রাখিতে হয় ? সেদিকেও একটু নজর রাখা প্রয়োজন !

পঙ্কজ তাহার সে অভিযোগ সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিল না। সে বলিল,—"আমি ত বাঁধিয়া রাখি নাই। উঁহার প্রয়োজন হইলে আসিয়া খাইতে পারিতেন, তোর প্রয়োজন হইলে ডাকিয়া লইতে পার্‌তিস্।"

শৈল সে কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইল না। সে তাড়াতাড়ি এক বাটী ক্ষীর, এক থালা সন্দেশ ও কতকগুলি কর্ত্তিত ফল মূল আনিয়া হাজির করিল। আনন্দমোহন বিনা বাক্যব্যয়ে সেগুলির সদ্ব্যবহার করিলেন।

একটা ভৃত্য তামাক সাজিয়া আনিয়া দিয়া গেল,—আনন্দমোহন ধূম পানে নিযুক্ত হইলেন।

একখানা ছোট তক্তাপোষ পাতা ছিল, আনন্দমোহন আর পঙ্কজ তাহারই উপরে পাশাপাশিভাবে উপবিষ্ট ;—অদূরে একখানা চৌকির উপরে শৈল আর শৈলর এক বাল্যসহচরী বসিয়াছিল। একটা উজ্জ্বল তীব্র আলো জ্বলিয়া তাহাদের রূপরাশি দেখিবার বা দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল।

হরমণির একটি সাত বছরের মেয়ে, হরমণির সহিত সেই বাড়ীতে প্রতিপালিত হইত। সে যে দাসীর মেয়ে, তাহা পঙ্কজ, শৈল বা কেহই মনে করিত না। তাহাকে সকলেই বড় স্নেহ-আদরে লালন পালন করিত। মেয়েটিও তাহাদের সঙ্গে চলিত ফিরিত।

আনন্দমোহনের সম্মুখে একখানা সুচারু ক্ষুদ্র পাত্রে সুপারি, এলাইচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি পূর্ণ ছিল,—তাহা আনন্দমোহনেরই ভোগ্যরূপে

রক্ষিত হইয়াছিল। সেই মেয়েটা কোথা হইতে আসিয়া অনেকক্ষণ লুব্ধ নেত্রে সেগুলার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া শেষে হয় ত মনে মনে বৈদান্তিকের মীমাংসা করিয়া লইল। বুঝি মনে করিল, জগৎ যখন এক, দ্বিতীয় যখন কিছুই নাই, তখন আমি খাওয়াও যা, অপরে খাওয়াও তা। অতএব সে আর কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য মনে করিল না,—পাত্র হইতে মুষ্টি পূর্ণ করিল। পঙ্কজ ধমক দিয়া বলিল—"নিস্ না।"

অনতিদূরে বসিয়া শৈল হাসিল। সহচরীর মুখপানে বক্রদৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"আমি সাজায়েছি শুধু বঁধুর তরে।"

পঙ্কজ সে কথা শুনিল;—কাণে তুলিল না। আনন্দমোহনও শুনিলেন।

তারপরে এ কথা ও কথার পরে শৈল বলিল,—"আমার এই দিদি তোমার নিকট একটা কথা শুনিতে আসিয়াছেন। ইনি শ্যামবাবুর মেয়ে; শ্যামবাবু বহরমপুরের ডাক্তার। ইঁহারা ব্রাহ্ম। ভরসা করি, ব্রাহ্ম শুনিয়া সাধারণের মত তুমি মনে একটা সংস্কার জাগাইয়া লইবে না।

আনন্দমোহন হাসিয়া বলিলেন,—"আমার কার্য্য আমি করিব। প্রশ্নটা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

শৈল। ইনি জানিতে চান, জাতিভেদ মানিয়া চলা কর্ত্তব্য কি না?

আনন্দ। যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম, তাঁহাদিগের আবার জাতিভেদ কি? কিন্তু আমরা মায়িক জগতের লোক, আমাদিগের জাতিভেদ আছে বৈ কি? জাতিটা আর কিছুই নয়—শৈল! প্রকৃতিসম্ভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের বিভেদ মাত্র। গুণ যখন সত্য, জাতিভেদও তখন সত্য। কিন্তু জীব যখন গুণের বাহিরে যায়,—প্রকৃতির বাহিরে যায়, মায়ার ধাঁ-ধাঁ বুঝিয়া লয়—যখন প্রকৃত ব্রাহ্ম হয়, তখন জাতি, দেশ এবং কালের বিভেদও ঘুচিয়া যায়। মানুষ তখন বুঝিতে পারে, জগৎটা কিছুই নয়—কেবল তিনি। আমি, তুমি, সে, উনি, চিটে, চিনি, সুখ, দুঃখ, শীত,

উষ্ণ বলিয়া যে জ্ঞান ছিল, তাহা স্বপ্ন দর্শন মাত্র,—আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই, এ জ্ঞান যখন হয়, তখন আর জাতিভেদ কাহার?

শৈল। তবে এখন আমাদের জাতিভেদ মানিতে হয়?

আনন্দ। তা হয় না? উৎকৃষ্ট জাতীয় চাউলের অন্নগুলি তোমার মুখ-প্রিয়, আর অপকৃষ্ট চাউলের অন্নগুলি আহার করিতে কষ্ট বোধ কর কেন। ল্যাংড়া জাতীয় আম পাইলে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতে পারি, টক জাতীয় আম্র দেখিলে নাসিকা কুঞ্চন করি, উভয়ই ত আম্র? উভয়ের মূল জাতি, মূল গঠন, মূল প্রকৃতি এক বলা যায়;—তবে আমাদের নিকট এ পার্থক্য কেন? পার্থক্য গুণ লইয়া। তাই বলিয়াছি, আমরা যখন গুণের বাহিরে যাইতে পারিব, তখন জাতিভেদ মানিব না; আর যত দিন গুণের মধ্যে থাকিতে হইবে, কাজেই ততদিন গুণও মানিতে হইবে। গুণ মানিলে কাজেই জাতিভেদও নিশ্চয় মানিতে হইবে।

শৈল পার্শ্বোপবিষ্টা শ্যামবাবুর কন্যা সরমাসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিল। সে চাহনির উদ্দেশ্য, এ উত্তরের উপরে যে প্রশ্ন থাকে, তুমি কর; আমার বিদ্যা ফুরাইয়াছে। শৈল জাতিভেদের পক্ষপাতী।

সরমা বলিল,—"কেবল ভারতবর্ষে এই প্রথাটি আছে, অন্যত্র নাই। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে না যে, জাতিভেদ-প্রথা মনুষ্যকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত?"

আনন্দ। না, হিন্দুশাস্ত্রের মতে ভগবানই উহার সৃষ্টিকর্ত্তা।

সরমা। ভগবান্ কি এক এক দেশের জন্য এক এক জন?

আনন্দ। অন্য ধর্ম্মীরা তাহা মনে করিতে পারেন, হিন্দুরা তাহা বলেন না। খৃষ্টান বলেন, 'যে যিশুখৃষ্টকে ভজনা না করিবে, যিশু-খৃষ্টের উপদেশমত ধর্ম্মাচরণ না করিবে, সে অনন্তকাল নরকে পচিবে,—' মুসলমানের মতে 'মহম্মদের উক্তি মানিয়া খোদাতালাকে যে উপাসনা

না করিবে, সে কাফের; তাহার আত্মা অনন্ত অন্ধকারে অনন্ত কালের জন্য আবদ্ধ থাকিবে',—এইরূপ প্রায় সর্ব্বত্র। আর হিন্দু বলেন,—"তিনি রামও নন, রহিমও নন, খৃষ্টও নন, কৃষ্ণও নন। নাম-রূপ তাঁহাতে নাই;—তিনি কলাহীন, সীমাহীন, অনন্ত, কেবল আনন্দ। তাঁহা হইতে মায়া হইয়াছে, অবিদ্যা হইয়াছে, গুণ হইয়াছে, দেবতা হইয়াছে, অসুর হইয়াছে, মানুষ হইয়াছে, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তৃণ-গুল্ম, বৃক্ষ-লতা, সব হইয়াছে। সেই অবিদ্যা—সেই মায়া মুক্ত হইতে হইবে। তবেই আমরা যাহা ছিলাম, তাহাই হইব। এখন সেই মায়া মুক্তির জন্য, আমাদেরই নিকটবর্ত্তী আত্মা আত্মমায়ায় অবতার গ্রহণ করিয়া আমা-দিগের মধ্যে আমাদেরই মত ধর্ম্মমত সংস্থাপন করেন। আমরা সেই মতে কার্য্য করিয়া অগ্রসর হই।

সরমা। বুঝিতে পারিলাম না।

আনন্দ। মনে করুন, আমার চারিটি পুত্র আছে—তাহাদিগের উপর আমার সমান ব্যথা, সমান স্নেহ, সমান মমতা,—কেমন?

সরমা। তা ত বটেই।

আনন্দ। এখন তাহাদিগের পাঠের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছি। যিনি বিদ্যালয়ের সম্পাদক, তিনি চারিটিকেই পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের শিক্ষার তারতম্যানুসারে কাহাকে প্রথম শ্রেণীতে, কাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে, কাহাকে তৃতীয় শ্রেণীতে, কাহাকেও বা চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবেশ করাইয়া তদুপযুক্ত শিক্ষকের অধীন করিয়া দিয়া, তদুপযুক্ত গ্রন্থ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে আমি তাহাদের পিতা,—আমার বা বিদ্যা-লয়ের সম্পাদক, কাহারও দোষ হইল কি?

সরমা। না, তা হইবে কেন? যে যেরূপ পারিবে, তাহাকে ত সেইরূপ শ্রেণীতে রাখিতে হইবে।

আনন্দ। অতএব আমাদের সগুণ ঈশ্বর জগন্নাথ, দেশে দেশে সকল মানুষের, সকল জীবের, সকল পদার্থের হৃদ্দেশে অবস্থান করিয়া, তাহাদিগকে শ্রেণীবিভাগ করিয়া তাহাদের ক্ষমতানুযায়ী ধর্ম্মামৃত-ধারা ঢালিয়া দিতেছেন। যিনি কৃষ্ণরূপে হিন্দুকে জীবে জীবে পরম প্রেমের উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই খৃষ্টরূপে খৃষ্টানকে তাহাদিগের উপযোগী ধর্ম্ম শিখাইয়াছেন, তিনিই মহম্মদরূপে অবতীর্ণ হইয়া মুসলমান সমাজের উপযোগী ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি এক—তবে যেখানে, যে সমাজে, যখন যেরূপ ধর্ম্মের প্রয়োজন, তখন সেখানে সেইরূপ ভাবে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। *

সরমা। তিনি যদি এক,—তবে খাদ্যাদি সম্বন্ধেই বা সমাজভেদে এত পার্থক্য কেন?

আনন্দ। যে যেরূপ ধর্ম্মের অধিকারী—যেরূপ কর্ম্মের অধিকারী, যেরূপ দেশবাসী, তাহার পক্ষে সেইরূপ খাদ্যের ব্যবস্থা আছে। যে তপস্যা করিবে, যে যুদ্ধ করিবে, যে চাকুরী করিবে, যে জ্ঞানানুশীলন করিবে, যে কৃষিকার্য্য করিবে, যে মজুর খাটিবে, সে সকলেরই কি একরূপ আহার ব্যবস্থেয়? শীত গ্রীষ্ম বসন্ত বর্ষা সব ঋতুতেই কি একরূপ খাদ্য? মনে কর, আমার ঐ চারিটি ছেলে যাহাতে নিত্য সুস্থ থাকে, তাহা করিবার জন্য, উহাদের প্রতি দৃঢ় দৃষ্টি রাখিতে একজন চিকিৎসক রাখিয়াছি। তিনি উহাদিগের স্নান আহার নিদ্রা ব্যায়াম প্রভৃতি সব দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। যে দিন আমার একটি ছেলের জ্বর হয় সে দিন চিকিৎসক তাহাকে অন্ন আহার করিতে দেন না, একটু দুগ্ধ আর

* যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—৪ অঃ, ৭ শ্লোঃ।

সাগু বা বার্লি দেন। অপরটির শরীর ভার ভার বলিয়া দধি বন্ধ করেন; অপরটির অম্ল হইয়াছিল শুনিয়া কাঁচা ঘৃত খাইতে দিলেন না; একটির একটু পিত্ত-প্রকোপ বুঝিয়া পল্‌তা খাইবার ব্যবস্থা দিলেন,—ইহাতে চিকিৎসকের পক্ষপাতিতা নাই; বরং দয়া ও সুন্দর ব্যবস্থা বলিতে হইবে। আমাদের এক এবং অদ্বিতীয় আত্মা এক এক সমাজে যখন ধর্ম্মের গ্লানি বুঝেন, প্রয়োজন বুঝেন, তখন সেখানে অবতার রূপে দেখা দেন। তাই হিন্দু, মুসলমানকে বা খৃষ্টানকে টানিয়া হিন্দু করিতে চাহেন না বা হিন্দুকে তাহাদের দলে যাইতে দেন না;—তিনি জানেন, এক এবং সর্ব্বভূতের ঈশ্বর যাহাদিগের যেরূপ অধিকার, সেইরূপ ধর্ম্মে চালিত করিবার জন্য, গঠিত করিবার জন্য, সেখানে সেইরূপে অবতীর্ণ হইয়া, সেইরূপ ধর্ম্ম শিক্ষার পন্থা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অপরের তাহা বিধর্ম্ম। যাহা অপরের ধর্ম্ম, তাহাতে কখনই আত্মমুক্তির সম্ভাবনা নাই। হিন্দু জানেন—স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। *

সরমা। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ভারত ব্যতীত অপর দেশে জাতিভেদ প্রথা নাই কেন?

আনন্দ। আমিও সেই কথারই উত্তর দিতেছিলাম,—ভারতবর্ষে ষড়্‌ঋতু আবির্ভূত হয়; ভারতবর্ষ পর্ব্বত, নদ-নদী ও বহুদেশে বিভক্ত বলিয়া,—স্বাস্থ্য, বায়ু প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের,—এখানে একই মানব-সমাজে বহু গুণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। একই পশুসমাজে বিবিধ জাতির উৎপত্তি হয়, একই উদ্ভিজ্জ জাতিতে বহুশ্রেণীর সম্ভব আছে; তাই ভারতে জাতিভেদের এত কঠোরতা। আরও ভারতের মনুষ্য-সমাজ,

* শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—৩ অঃ, ৩৫ শ্লোঃ।

ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে সমগ্র জগৎ অপেক্ষা বহুদিনের পুরাতন; তাই এখানে সকল দিক্ অনেক আগে ঠিক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জাতিভেদ সকল দেশের সকল সমাজেই আছে;—তবে হিন্দু-সমাজের মত বাঁধা-বাঁধি ভাবে নয়; সমাজও হিন্দুর মত কাহারও বাঁধাবাঁধি বা পুরাতন নহে।

সরমা। অনেকের বিশ্বাস, জাতিভেদ থাকায় হিন্দুজাতির অনিষ্ট হইতেছে।

আনন্দ। না,—উহা ভুল ধারণা। জাতিভেদ যদি না থাকিত, এত দিন হিন্দুর নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কত রাষ্ট্রবিপ্লব, কত প্রকৃতি-বিপ্লব, কত ধর্ম্মবিপ্লব সহ্য করিয়া এখনও হিন্দুজাতি বর্ত্তমান আছে, তাহার কারণ ঐ জাতিভেদ; অতএব জাতিভেদ অক্ষুণ্ণ হইয়া ভারতে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকুক। তবে ব্রাহ্মের পক্ষে,—ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। তাঁহাদের নিকট জাতিভেদও নাই, স্ত্রী-পুরুষ-ভেদও নাই, বস্তুভেদও নাই।

সরমা। হিন্দুজাতিকে পৌত্তলিক বলিয়া অনেক জাতি উপহাস করে।

আনন্দ। মানুষ যে বিষয় বুঝে না, যে উচ্চ চিন্তা ধারণা করিতে পারে না, তাহা তাহার সম্মুখীন হইলে, সে উপহাস্ করিয়া থাকে, ইহা তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের প্রসূত ফলস্বরূপ। হিন্দুশাস্ত্র যাঁহারা রীতিমত আলোচনা করিয়াছেন, হিন্দুর উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যে যাঁহারা নিমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন,—হিন্দু পৌত্তলিক নহেন; বরং যাঁহারা হিন্দুকে পৌত্তলিক বলেন, তাঁহারাই পৌত্তলিক।

সরমা। কথাটা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

আনন্দ। অনেক জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান এই যে, তাঁহাদের ঈশ্বর মানব-আত্মাগুলিকে লইয়া প্রলয়কালে এক বিচারাসনে উপবিষ্ট হই-

বেন ;—উকীল-মোক্তার সে দরবারে থাকিবে, আত্মাগুলি রীতিমত তাহাদের কৃতকর্ম্মের বর্ণনাপত্র দাখিল করিয়া বিচারার্থী হইবে ;—ঈশ্বর বিচার করিবেন, উকীল-মোক্তারে ব্যাপারগুলি বুঝাইয়া দিবে,—সব কথা শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরের যেরূপ ধারণা হইবে, সেইরূপ হুকুম দিবেন,—আর আত্মাগুলি অনন্তকালের জন্য স্বর্গে বা নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে। স্বর্গ বা নরকের দূতগণ তাহাদিগের পুণ্যের পুরস্কার বা পাপের যথাবিধি শাস্তি প্রদান করিতে থাকিবেন। ইহাকে কি ঘোর পৌত্তলিকতা বলিতে পারা যায় না? এ মূর্ত্তি পরিগ্রহ, এ বিচার আচার কি বিজ্ঞান-সম্মত?

সরমা। হিন্দু যে খড়-দড়ি-মাটি দিয়া পুতুল গড়াইয়া তাহার পূজা করে, তাহাতেই হিন্দুকে পৌত্তলিক বলে।

আনন্দ। হিন্দু জানে, নিম্নস্তরের সাধকের জন্য নিম্নতর শক্তির আরাধনা কর্ত্তব্য,—তাই দেব-দেবীর আরাধনা। পুত্রকামী ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা করে, রোগ আরোগ্যেচ্ছু ব্যক্তি সূর্য্যোপাসনা করে, মায়াবন্ধন বিমুক্তির জন্য মহামায়ার আরাধনা করে, শক্তিকামী শক্তি সাধনা করে,—কিন্তু তাহারা অবগত আছে, ইহাতে মুক্তি হয় না—জীবের যাতায়াত ঘুচে না। আর প্রতিমূর্ত্তি পূজাও যে মোক্ষপ্রদ নহে, তাহাও হিন্দুর জ্ঞানের অতীত নহে। হিন্দুশাস্ত্র মেঘ-মন্দ্র স্বরে বলিতেছেন,—"মনঃ-কল্পিত মূর্ত্তি মোক্ষসাধিনী নহে, * উহা সাধকের হিতার্থে ব্রহ্মের ব্যাবর্ত্তিত অর্থাৎ স্থূলতমভাবের আরাধনা মাত্র। এই পথ দিয়া সাধক ক্রমে অগ্রসর হইতে পারে। যাঁহারা ইহাতে দোষ দেখেন, তাঁহাদের শাস্ত্রেও নদী-

* মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি নৃ'ণাঞ্চেৎ মোক্ষসাধিনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবস্তদা।—মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

বিশেষে, স্থানবিশেষে, তিথি-নক্ষত্রবিশেষে উপাসনায় ফলাধিক্য কথিত হইয়াছে। তবে হিন্দু এ বিষয়ে অধিক উন্নত, তাই অধিক জানিয়াছে।

সরমা। আপনার মতে ও-সকল করা কি কর্ত্তব্য?

আনন্দ। ক্রমবিবর্ত্তনবাদটা আজিকালিকার বিজ্ঞানের একটা প্রধান অঙ্গ। অতএব তদ্দ্বারাও বুঝা যায়, আত্মিক উন্নতিও ক্রমে ক্রমে করিতে হয়। কিন্তু উন্নত আত্মার জন্য এ সকলের প্রয়োজন নাই। আর যে, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব লইয়া, সর্ব্বদা সেই একজনের পাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারে, তাহার এত খুঁটি-নাটিতে প্রয়োজন হয় না। সাগর যাহার দুয়ারে—নালা-ডোবা-খাল-জোলের তাহার প্রয়োজন কি?

তারপরে আরও অনেক কথার আন্দোলন-আলোচনা হইল। ক্রমে রাত্রিও অধিক হইয়া উঠিল,—পার্শ্বে সরমাদের বাড়ী, সে আনন্দমোহনের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। আসরও ভাঙ্গিল। খাবার উদ্যোগ হইল।

শৈল বলিল,—"আপনি কা'ল ভোরের গাড়ীতেই যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু আর দুই এক দিন থাকিয়া গেলে, বড় সুখী হইতাম।"

আনন্দমোহন বলিলেন,—"আবার আসিব।"

শৈল। সে কত দিনের কথা, তাহার স্থির নাই। আসিব আসিব করিয়া কত দীর্ঘ দিনের পরে আসিয়াছেন,—আবার আসা, সে দুরাশা।

আনন্দ। না,—আসিব বৈ কি!

এই সময় ঠাকুর খাবারের উদ্যোগ করিয়া আনন্দমোহনকে আহারে বসিতে অনুরোধ করিল। তিনি আহারে বসিলেন। শৈল আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া 'এটা খান' 'ওটা খান' করিয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিল। আনন্দমোহনের হৃদয় জানি না,—তবে অন্য কোন যুবকের যে, সে অপার্থিব অপ্সরা রূপের কাছে বসিয়া পার্থিব মৎস্যমুণ্ড চর্ব্বণ করা সাধ্যাতীত হইয়া পড়িত, মৃদুমারুত-সঞ্চালিত নবনলিনসম্পুটসম্ভেদ-অধরোষ্ঠ-

বিনিঃসৃত সুধা ফেলিয়া ক্ষীরভোজনে প্রীতি থাকিত, সে বীণাবিনিঃসৃত বাক্য-মধু ফেলিয়া কাঁচাগোল্লায় মন বসিত, এমন বোধ হয় না। আনন্দমোহনের আহারে সেরূপ বিঘ্ন ঘটিয়াছিল কি না, তাহাও জানি না। ও-সকলের বিয়োগ-বিশ্লেষণ করা বর্ত্তমান লেখকের পক্ষে একান্তই অসাধ্য, কেন না, সে সুযোগও নাই,—বয়সও নাই।

রন্ধনগৃহে ঝি-বামুনে তুমুল কোন্দল বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। সে কোন্দল অনেকক্ষণ হইতে হইতেছিল। শৈল বিরক্ত হইয়া পঙ্কজকে বলিল,—"একবার উঠিয়া দেখিয়া আইস না, উহারা ঝগড়া করিয়া মরিতেছে কেন?"

পঙ্কজ সে কথা শুনিতে পাইল না, সে তখন ভারি অন্যমনস্ক ছিল। শৈল তাহা বুঝিতে পারিয়া পুনরপি ডাকিয়া বলিল—"কি ভাব্‌চো?"

এবার পঙ্কজ শুনিতে পাইল। প্রভাত-প্রফুল্ল-পদ্ম-দল কাঁপিয়া উঠিল,—সেই রক্তপদ্মসদৃশ ঈষৎ কম্পিত ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ-ভগ্ন হাসির একটু বিকাশ পাইল। বলিল—"কা'ল উনি চলিয়া গেলে যেন কিছু অভাব বোধ হইবে।"

"তোমার! জগতে কি তোমার কোন জিনিষের অভাব বোধ হয়? এ কথা তোমার মুখে নূতন শুনিলাম।"—শৈল তাহার মুনি-মনোহর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি নাড়িয়া, বঙ্কিমগ্রীবা ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া, রক্তাধর ঈষৎ কাঁপাইয়া, কৃষ্ণতার দীর্ঘায়ত লোচনযুগল বিস্ফারিত করিয়া, বিস্ময়-সূচক স্বরে এই কথা বলিলে, পঙ্কজ বলিল—"প্রাণের মধ্যে ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিতেছিলাম, নিশ্চয়ই উনি চলিয়া গেলে, ভারি অভাব জ্ঞান হইবে।"

শৈল একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আনন্দমোহনের দিকে চাহিল। আনন্দ-

মোহন সে কথা শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ক্ষীরের বাটীতে চুমুক দিতে লাগিলেন।

সে দিন এই পর্য্যন্ত। তৎপর দিবস প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, পুনরাগমনের প্রার্থনা, আগমনের আশা প্রদান প্রভৃতির সঙ্গে সুমৃদু-সঞ্চালিত প্রভাত-বায়ুর মধ্যে আনন্দমোহন ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রেলগাড়ীর মধ্যে আনন্দমোহনের সহিত রাধানগরের একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হইল। আনন্দমোহন জানিতেন, জ্ঞানানন্দ বাবু সেই ভদ্রলোকটির সবিশেষ উপকারী বন্ধু ছিলেন,—এবং সেই সূত্রেই আনন্দমোহন তাঁহাকে জানিতেন। উভয়ে অনেক কথোপকথন হইল। তাহার মধ্যে একটা কথা আনন্দমোহনের মনে কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে অন্ধকার প্রদান করিয়াছিল। সে কথাটা এই,—কথায় কথায় আনন্দ-মোহন বলিলেন, "আপনি জ্ঞানানন্দ বাবুর দ্বারা চির-উপকৃত এবং তখন সর্ব্বদাই আপনাকে ঐ বাড়ীতে দেখিতাম, এখন একবারও দেখিলাম না কেন? ভরসা করি, আপনি তাঁহার বিধবা ও পিতৃহীন বালিকা কন্যা দুইটির উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।"

ভদ্রলোকটি একটু বিরক্তি-স্বরে বলিলেন—"তা আর পারি কৈ; মেয়ে দুইটির স্বভাব-চরিত্র অতিশয় মন্দ হইয়াছে। সাধারণ বেশ্যা হইতে উহারা কোন অংশে ভাল নহে; সুতরাং কোন্ ভদ্রলোক আর উহাদের সংস্রবে যাইতে পারে!"

পার্শ্বে আর একটি বাবু ছিলেন, তিনি বলিলেন,—"জ্ঞানানন্দ বাবুর মেয়েদের কথা হইতেছে, বুঝি?"

ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"হাঁ।"

"ছ্যাঃ ছ্যাঃ,—তাহাদের কথা আবার মুখে আনিতে আছে! মেয়ে মানুষকে স্বাধীনতা দিলে যাহা হয়, তাহাই হ'চ্চে"—এই কথা বলিয়া,

বাবুটি তাঁহার কর-ধৃত সিগারে একটা খুব প্রকাণ্ড রকমের দম দিয়া, সমস্ত ধুঁয়াটুকু এক সঙ্গে আনন্দমোহনের মুখের নিকট ছাড়িয়া দিলেন এবং নবোদিত বাল-সূর্য্য-কর সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া রেলগাড়ী ছুটিতে ছুটিতে গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পত্র

কয়েক দিবস পরে আনন্দমোহন পঙ্কজের একখানি পত্র প্রাপ্ত হইলেন। পত্রে লেখা ছিল—

শ্রীচরণকমলেষু—

এখান হইতে যাওয়ার পরে আর কোন সংবাদ পাই নাই। বোধ হয়, আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভুলিবেন না। আপনাকে ভালবাসিয়াছি,—পত্রদ্বারা কুশল জানাইয়া সুখী করিবেন। আবার কত দিনে আসিবেন? দেখার জন্য প্রাণ বড় বিচলিত হয়।

আপনার চিরসেবিকা—

পঙ্কজ।

আনন্দমোহন অধীত পত্র তিন চারি বার পাঠ করিলেন। তারপরে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা দীর্ঘকালব্যাপিনী। অবশেষে পত্রের উত্তর লিখিয়া ডাকঘরে পাঠাইয়া দিলেন। আনন্দমোহন লিখিলেন—

পঙ্কজ !

আমি তোমাদিগকে ভুলি নাই। জীবনে ভুলিতে পারিবও না। তবে পত্র লিখিলে পাছে তোমরা বিরক্ত হও, সেই ভয়ে লিখি নাই। আরও আছে—তোমাকে দেখিয়া, তোমার প্রাণের পরিচয় পাইয়া, তোমাতে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছি,—বুঝি, এ জীবনে তেমন কখনও হই নাই। পাছে, প্রাণের আবেগে কি লিখিতে কখন্ কি লিখিয়া ফেলিব,—সেই ভয়ে কিছুই লিখি নাই। তোমাকে ভুলিয়া যাওয়া, আমার সাধ্যাতীত। সুবিধা পাইলেই একবার গিয়া দেখিয়া আসিব।

স্নেহাশীর্ব্বাদক—

আনন্দমোহন।

ইহার তিন চারি দিন পরেই আনন্দমোহন পঙ্কজের পত্র পাইলেন। সে পত্র অবিকল এইরূপ—

শ্রীচরণকমলেষু—

তোমার পত্র পাইলাম। তুমি আমায় ভালবাস কেন ? তোমার ভালবাসার যোগ্য আমি নহি। তবে আমি তোমায় ভালবাসি,—সে ভালবাসা কিসের মত, তা আমি বুঝাইয়া বলিতে বা লিখিতে পারি না। বাগানে মস্ত একটা গোলাপ ফুল ফুটিলে, তার সৌরভে—তার সৌন্দর্য্যে যেমন ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, সে যেমন আপনিই মনুষ্যের প্রাণ কাড়িয়া নেয়,—প্রাণ দিব না, ভাবিলেও সে যেমন তার সৌরভে প্রাণকে টানিয়া নেয়,—সেই টানাতে যেমন ভালবাসা, বুঝি তোমাকে তেমনই ভালবাসি। তুমি কবে আসিবে ? বুঝি আসিবে না। এত দিন গেল কৈ আসিলে না ত ? মস্ত একটা ছুটি গেল, আসিতে পারিতে না কি ? কিন্তু এস নাই বলিয়া রাগ করিনি—ক'র্‌বোও না ; তবে

একটু হাসি পাচ্ছে, তোমার ভালবাসার দৌড় দেখিয়া! ফাঁকি দিয়ো না,—মিথ্যা কথা বলিয়া আশা দিয়ো না।

শ্রীচরণসেবিকা—

পঙ্কজ।

পত্রখানি পাঠ করিয়া আনন্দমোহন একটু হাসিলেন। সে দিন আর সে পত্রের উত্তর দেওয়া হইল না। তাহার তিন চারি দিন পরে তিনি একখানি পত্র লিখিয়া ডাকে ফেলিয়া দিলেন। যথাসময়ে পত্র পঙ্কজের হস্তগত হইল। পঙ্কজ সে পত্র পাঠ করিল। পত্রখানি এই—

স্নেহের পঙ্কজ!

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার পত্র পাইলে কত যে আনন্দিত হই, তাহা বলিতে পারি না। কেন হই, তাহাও বলিতে পারি না। তবে ইহা বুঝি যে, তোমার পত্রের প্রত্যেক মসীবিন্দুতে কি যেন আনন্দ মাখান! সে শব্দগুলি, সে অক্ষরগুলি, সে মসীবিন্দুগুলি কি যেন বলি বলি করিয়া বলে না,—কত জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি-বিজড়িত কাহিনীর উচ্ছ্বাস উঠিয়াও উঠে না। তাই প্রত্যেক ছত্র, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক অক্ষর, প্রত্যেক মসীবিন্দু পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করি,—অননুভূত সুখ, অননুভূত আনন্দ খুঁজিয়াই ত জীবের ছুটাছুটি। অনুভূতির জন্যই জীবের উন্মত্ততা। আমার এ উন্মাদ-কল্পনা, এ সুখের অন্বেষণ, এ অনুভূতির অনল-উত্তেজনা জানি না, জীবনের সাথী হইবে কি না! কে বলিয়া দিবে, ইহার নিবৃত্তি কোথায়?

তুমি লিখিয়াছ—"আমায় বড় ভালবাস।" এ মধুর সঞ্জীবনী-অমৃতের—এ জীবন-জড়ান তপ্ত ইক্ষুখণ্ডের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইলাম। তপ্ত ইক্ষুখণ্ড কেন বলিলাম জান? মধুর, কিন্তু উত্তপ্ত; মুখে রাখাও যায় না, ফেলাও যায় না।

তুমি চণ্ডীদাস ও রজকিনীর গল্প শুনিয়াছ কি? দুই বিন্দু শিশির-কণা গলিয়া একবিন্দু হওয়ার মত, বিদ্যুতে বিদ্যুতে জড়িত হইয়া এক হওয়ার মত, তাঁহারা পিতৃ-শক্তি ও মাতৃ-শক্তিতে এক হইয়া হরি-চরণ লাভ করিয়াছিল। বড় উত্তপ্ত হৃদয়ে—সংসার-কঙ্কর-কণ্টকিত প্রাণে চণ্ডীদাস রজকিনীকে খুঁজিয়া পাইয়া বলিয়াছিলেন,—"শুন রজকিনী রামী, ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।" পায়ে কি শীতলতা আছে,—জান?

জয়দেব অমৃত-কবিত্বে গাহিয়াছিলেন—

"স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

পাদপদ্মে কি কামের বিষ বিনষ্ট হয়?—তা হয়; কিন্তু তেমন পাদপদ্ম ভগবান্ মিলাইবেন কি? আমার আশা পূরিবে কি? তুমি আমার হইয়া আমাকে উদ্ধার করিবে কি? যদি আমাকে ভালবাসিয়া থাক, তবে আমাকে বলিয়া দাও,—আমার হবে।

তোমার—
আনন্দ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরিচয়

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। কর্পূর-কুন্দ-ধবল-জ্যোৎস্না-কিরণে প্রকৃতি আচ্ছন্ন-প্রচ্ছন্ন এবং মৃদু-সঞ্চারিত নৈশ-সমীরে কুসুম-সৌরভ দিকে দিকে ভাসিয়া যাইতেছিল। সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ। কেবল ঝিঁঝিঁরা, ঝিঁ ঝিঁ রব করিয়া সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল।

পঙ্কজ তখনও বিনিদ্র। উন্মুক্ত বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছিল। তাহার মুখখানা বড় বিষণ্ণ,—চক্ষু দুইটী স্ফীত; বসন্তের নীলাকাশ জলভারে যেন ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

পঙ্কজ ভাবিয়া ভাবিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। বিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় সে ছুটিয়া গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উপাধানে মুখ গুঁজিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল,—"আনন্দমোহন! তুমিও কি যথার্থ এমনি। আমি যে তোমাকে ফুল হইতে পবিত্র, জল হইতে শীতল এবং মধু হইতে মধুর ভাবি। আমি তোমাকে যে অতিশয় উঁচু বলিয়া জানি—তুমি এত উচ্চে উঠিয়াও কি তবু শকুনির মত? এত উচ্চে উঠিয়াও কি তোমার মন শকুনির মত ভাগাড়ের গলিত মাংসখণ্ডের উপর আকৃষ্ট? না, না, আনন্দমোহন;—তুমি সৎ, তুমি পবিত্র, তুমি মহৎ। আমি তোমাকে ফুলের মত, পাখীর মত, বালকের কচি মুখের হাসির মত যেমন ভালবাসি—তেমনই বাসিব, কিন্তু তুমি কেন আমার প্রাণে ব্যথা দিবে? তুমি কেন সাধারণের মত হইবে?

পঙ্কজ উঠিয়া বসিল। লেখনোপযোগী দ্রব্যাদি টানিয়া লইয়া আনন্দমোহনের পত্রের উত্তর তখনই লিখিয়া ডাকে দিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিল। তাহাতে লিখিল—

শ্রীচরণকমলেষু—

তোমার পত্রখানা পড়িয়া বড় ব্যথিত হইলাম। তুমি কি চাহিয়াছ?—আমার প্রাণ? তা ত পাবে না;—নিবে কি করিয়া;—সে যে অপরে দিয়াছি।

কি দিয়ে ভুলাতে তুমি চাও গো আমায়?
চাহ কি ভুলায়ে দিতে রূপের ছটায়!
শোন তবে শোন তুমি,

মোর বিশ্বেশ্বর স্বামী,
আমার স্বামীর রূপ ছড়ায়ে জগতে,
রূপ দিয়ে পারিবে কি আমারে ভুলাতে ?

কি দিয়ে আমারে তুমি চাহ গো ভুলাতে
গুণেতে আমারে তুমি চাহ কি বাঁধিতে !
কি গুণ যে আছে তার,
নাহি শক্তি বর্ণিবার,
তাহার ত্রিগুণে বিশ্ব সদা মুগ্ধ রয়,
পারিবে কি গুণ দিয়ে ভুলাতে আমায় ?

কি দিয়ে ভুলাতে তুমি চাহ গো আমায় ?
চাহ কি ভুলায়ে মোরে রাখিতে বিদ্যায় !
আমার স্বামীর গুণে
সবে বাঁধা সে চরণে
মহাবিদ্যা নিরন্তর দাসী হ'য়ে রয়,
তাহারে জিতিবে তুমি বল কি বিদ্যায় !

কি দিয়ে ভুলাতে চাও তুমি গো আমায় ?
চাহ কি রাখিতে তবে ভুলায়ে ভাষায় !
মূর্ত্তিমতী বাগ্‌দেবী
যাহার চরণ সেবি'
সতত কৃতার্থ জ্ঞান করে আপনায়,
সে যাহার স্বামী তারে ভুলাবে ভাষায় ?
কি দিয়ে লভিতে চাও পত্নী-ভালবাসা ?
প্রাণ দিয়ে প্রাণ নেবে ক'রেছ কি আশা !
এত টুকু তব প্রাণ,
মোর স্বামী বিশ্বপ্রাণ,

অণু-পরমাণু হ'তে এ সারা জগতে,
প্রাণ দেছে তাই প্রাণ আছে সকলেতে !
তার চেয়ে বেশী যদি দাও গো আমায় ;
আজীবন দাসী হ'য়ে রব তব পায়।
নতুবা এ আশা ছেড়ে,
যাও চলে, যাও দূরে ;
বৃথা চেষ্টা করিয়ো না মজাতে আমায় ;
মাতৃ-রূপে স্থান শুধু আছে গো হেথায় !

তুমি কবে আসিবে ? তোমাকে বড় ভালবাসি ; কিন্তু সে ভালবাসার উপমা যাহার সঙ্গে দিতে যাই, তাহাতেই সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। আমাকে কষ্ট দিয়ো না।

শ্রীচরণ-সেবিকা
পঙ্কজ।

যথাসময়ে সে পত্র আনন্দমোহনের হস্তগত হইল। সেদিন আকাশভরা মেঘ ছিল,—সকাল হইতে মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়িতেছিল। মেঘাচ্ছন্ন মধ্যাহ্নে পত্রখানি পাঠ করিয়া আনন্দমোহনের চক্ষু পুরিয়া জল আসিল। তখনই তাড়াতাড়ি সে পত্রের উত্তর লিখিয়া ডাকে রওনা করিয়া দিলেন। তাহাতে লিখিলেন,—

স্নেহের পঙ্কজ !

তুমি এত মহৎ, এত পবিত্র,—এমন ভগবানে আত্মার্পিতা, ইহা জানিয়া আনন্দ-পুলক-দেহে, স্নেহ-ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়ে, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, এ দৃঢ়তা, এ পবিত্রতা, এ পরম রমণীয়তা হইতে কখনও যেন বিচলিত হইয়ো না।

আরও আমার আনন্দ,—তুমি আমায় ভালবাস। তুমি লিখিয়াছ, 'সে ভালবাসা কিসের মত, তাহা খুঁজিয়া পাই না।' ধন্য আমার সাধনা যে,

পাহাড়ের ন্যায় সুকঠিন, কুসুমের ন্যায় সুকোমল হৃদয় হইতে গোমুখী-নিঃসৃত জাহ্নবী-সলিলের মত অপার্থিব ভালবাসা আমার হৃদয়ের অভিশপ্ত ইন্দ্রিয়-সগর-সন্তানগণের উদ্ধারার্থে সবেগে আগমন করিতেছে। তোমার ভালবাসা হেতুশূন্য, লালসা-বাসনা-পরিশূন্য—তবু কিন্তু বড় ভালবাস! ক্ষুদ্র শিশুর মত, অবুঝ উন্মাদের মত, কত বলিয়াছি, কত গালাগালি দিয়াছি,—তবু তুমি ভালবাস। বুঝিয়াছি, জীবের এ অনাস্বাদিত গোলোকপুরের ভালবাসার উপমা নাই—তুলনা নাই। পৃথিবীর সমগ্র তীর্থের সঞ্চিত পুঞ্জীকৃত পুণ্যরাশি অপেক্ষাও এ ভালবাসা পবিত্রতর। এ ভালবাসায় অদম্য রিপু শিথিল হয়, প্রাণ পুলকে নাচিয়া উঠে, নয়নে আনন্দাশ্রু উচ্ছ্বসিত হয়। এ ভালবাসার বেদিতলে নতজানু হইয়া বলিতে ইচ্ছা করে,—

"মম অপরাধ যদি কর মা, গ্রহণ ;
আমি তবে বাঁচি কতক্ষণ ?
মন বুদ্ধি বল যাহা, সব তুমি জান তাহা,
অবোধের দোষ পায় পায় ;
প্রসীদ, প্রসন্ন-ময়া জননী আমায় !"

তুমি কেবল আমার মা নও, জগতের মা। জগৎপিতা যে তোমার স্বামী। তথাপি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। চির-আশীর্ব্বাদক

আনন্দ।

পত্র ডাকে রওনা করিয়া দিয়া আনন্দমোহন ভাবিতে লাগিলেন ;—হায় জগৎ! তোমাতে এত বৈচিত্র্য কেন? সেই যে রেলের মধ্যে দুইটী ভদ্রলোক স্বচ্ছন্দভাবে, অবিকৃত হৃদয়ে এই পবিত্রহৃদয়া রমণী দুইটির অতি গর্হিতরূপে নিন্দা করিল, তাহাতে তাহাদের কি স্বার্থ আছে? আমার খুব স্মরণ আছে, উহার একটি ভদ্রলোক জ্ঞানানন্দ

বাবুর নিকট জীবনব্যাপী-সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, তবে জনসমাজে পরিচিত হইয়াছেন! কেবল একটু স্বাধীনতা, কেবল একটু পরোপকার বৃত্তির উচ্ছ্বাসে লোকের সহিত মিশামিশিতেই উহাদের ঐ দুর্নাম হইয়াছে। হায় মানব! তোমরা যাহার নামে কলঙ্কারোপ কর, যাহাকে এক মুহূর্ত্তে নরকের কীট বলিয়া বর্ণনা করিয়া দাও, তাহার সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া না দেখিয়াই, না জানিয়াই বলিয়া ফেল! কিন্তু ভাব না যে, তুমি যাহা অবহেলায় আনন্দকণ্ঠে গাহিয়া গেলে, তাহাতে একটি মানবের জীবন-ভূমিতে একটি মহৎ দাগ রহিয়া গেল। তোমার সম্বন্ধে কেহ সত্য সমালোচনা করিলে, তুমি রাগিয়া উঠ; আর অপরের বেলায় সত্য কি মিথ্যা, তাহার সন্ধান না লইয়াই কুৎসা রটনা কর! শাস্ত্র ইহাকে রৌরবের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আনন্দমোহন তারপর পুলকাশ্রুপূর্ণ নয়নে, গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন,—"পঙ্কজ,—জননি! আমায় ক্ষমা করিয়ো। আমি দুইটী ভদ্রনামধারী ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হইয়াই তোমাকে এত কষ্ট দিয়াছি, এত কটু বলিয়াছি। নতুবা তুমি এবং সারা-বিশ্বের রমণী, সবই আমার জননী।"

আনন্দমোহন কিন্তু এ সকল কথার একটু ইঙ্গিতও পত্রস্থ করেন নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কর্ম্মক্ষেত্র

আনন্দমোহনের পত্র পাইয়া পঙ্কজ কি মনে করিয়াছিল, কি উত্তর দিয়াছিল, সে সকল আমরা অবগত নহি। তবে এই সময় আর যে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা জানি। যাহা জানি, তাহা লেখাই সহজ।

এই সময় শৈলর বিবাহের উদ্যোগ হইতেছিল। বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার সত্যবিলাস বাবুর সহিত শৈলর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। এই সম্বন্ধে গৃহিণী প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু পঙ্কজ বলিল,—"সত্যবিলাস যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, যথাবিধি হিন্দুধর্ম্ম পালন করিতেছেন, যথাবিধি হিন্দুর আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিতেছেন, অতএব তাঁহার সহিত বিবাহ হইলে কোন দোষ হইবে না।"

গৃহিণী। হিন্দু-সমাজ যদি এই উপলক্ষে আমাদিগকে পরিত্যাগ করে?

পঙ্কজ। বিনা কারণে, বিনা বিচারে হিন্দু-সমাজ আমাদিগকে অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছে।

গৃহিণী। তথাপি আশা আছে, এক দিন সমাজ আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া আবার আমাদিগকে গ্রহণ করিবে।

পঙ্কজ। এ আশাও করা যাইতে পারে যে, হিন্দু-সমাজ বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগকে গ্রহণ করিবে। তবে যাহারা বিলাতে গিয়া সাহেব হইয়া যায়, তাহাদিগের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা।

গৃহিণী অনেক বিচার-বিতর্কের পর, বিবাহে মত প্রদান করিলেন। দেশে তাহাদিগের সমাজ বন্ধ, পুরোহিত বন্ধ, বিশেষতঃ ঐরূপ বিবাহে আরও গোলযোগ। কাজেই তাহারা সপরিবারে কলিকাতায় গমন করিল এবং শুভ দিনে, শুভ লগ্নে সত্যবিলাসের সহিত শৈলর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। শৈল মনের মত স্বামী পাইয়া আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করিল।

বিবাহ অন্তে তাহারা তিন মাস পরে দেশে ফিরিল'। সত্যবিলাসের পিতা মাতা ছিল না, কাজেই তিনি ইচ্ছা করিয়া রাধানগরে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। জ্ঞানানন্দ বাবুর পুত্রাদিও ছিল না, সুতরাং সেই

বাড়ীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সময় তিনি কলিকাতার বাসাতেই থাকিতেন, যেহেতু তিনি হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেন। যখন হাইকোর্ট বন্ধ হইত, তখনই তিনি রাধানগরে আগমন করিতেন।

বিলাত-প্রত্যাগত যুবকের সহিত শৈলর বিবাহ হওয়ায় দেশে কয়েক দিন হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই শৈলদের সমাজ বন্ধ থাকায়, সে হৈ-চৈ-তে তাহাদের বড় অধিক আসিয়া গেল না।

তাহাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হউক আর না-ই হউক, আন্দোলন কিন্তু সহজে থামিল না। অবশেষে দেশের মধ্যে দুইটী মত স্থির হইল। নব্য-সম্প্রদায়েরা বলিল, বিদ্যা অর্জ্জন বা দেশের কাজের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিলে, তাহাকে সমাজ হইতে পরিত্যাগ করা হইবে না। বৃদ্ধেরা বলিলেন,—না না, কলিতে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ। যে বিলাত যাইবে, তাহারই জাতি যাইবে। উভয় মতই বাহাল থাকিল, কোন কথারই মীমাংসা হইল না। তবে যাহাদের লইয়া কথা, তাহারা কাহারও নিকট কোন মত জানিতে কোন দিনই ব্যগ্র হয় নাই।

পঙ্কজ ভগিনার বিবাহ দিয়া ভারি আনন্দিত হইয়াছে। একদিন দুই ভগিনীতে কথোপকথন হইতেছিল। শৈল বলিল, "আমাকে ত 'হাড় কাঠ' বাঁধিয়া দিলে, এখন তুমি কি করিবে?"

পঙ্কজ। আমি?—আমি যা করিয়া আসিতেছি, তাহাই করিব।

শৈল। পাগলামি?

পঙ্কজ। যে পাগল, সে পাগলামি ব্যতীত আর কি করিবে? গীতার কথা মনে নাই? যে, যে গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার সেই কাজ করিয়া, সেই গুণ ক্ষয় করা উচিত।

শৈল। কথাটা আমি বুঝিতে পারিলাম না!

পঙ্কজ। গীতায় শ্রীভগবানের নিকট অর্জ্জুন বলিলেন, আমি যুদ্ধ করিব না। যুদ্ধে এই সকল আত্মীয় স্বজনের বধে আমি কোন ফল দেখিতেছি না, অতএব বনে যাইব।

শৈল। তারপর—

পঙ্কজ। তারপর আর পড়নি—নেকি? তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করা তোমার ধর্ম্ম; যুদ্ধ করিতেই তোমার জন্ম, যুদ্ধ করিয়া সেই কর্ম্ম বা গুণের ক্ষয় করিতে হইবে, নতুবা গতাগতি বন্ধ হইবে না।

শৈল। একটা কথা;—

পঙ্কজ। শৈলর মাথা।

শৈল। মাথা মুণ্ডু যাহা হউক, কথাটা বুঝিতে পারি নাই।

পঙ্কজ। আর পর্‌বিও না।

শৈল। কেন?

পঙ্কজ। কি ব'ল্‌বি,—বল্‌।

শৈল। এই গুণ বা ধর্ম্ম আমি বুঝিতে পারি না। জীব আবার একটা কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ করিবে বলিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে না কি?

পঙ্কজ। করে বৈ কি। নতুবা জাতিভেদ প্রথা কিসের জন্য? ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণে জন্মগ্রহণ করে—বিশ্বের হিত করিতেই ব্রাহ্মণের জন্ম; ক্ষত্রিয় রজোগুণে জন্মগ্রহণ করে,—বিশ্বের শাসন ও পালন করিতেই তাহার জন্ম। বণিক্ বা বৈশ্য কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা ধনাগম করিতে জন্মগ্রহণ করে। শূদ্র ঐ তিন জাতির কার্য্যের সহায়তা বা সহকারী রূপে জন্মিয়া থাকে। ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক মানবের আবার কর্ম্ম বিভাগ আছে। সেই কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ শূদ্র হয়, শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। তুই হয় ত এ সকল কথা শাস্ত্রকাহিনী

বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারিস্, কিন্তু অবিশ্বাসের কারণ নাই। একটা গোলককে ঠেলিয়া দে, তুই যে প্রকার শক্তি দ্বারা চালিত ক'র্‌বি, গোলকটি ততদূর পর্য্যন্ত যাইবে। যেরূপ গুণ বা শক্তিতে জীব জন্ম-গ্রহণ করে, সেইরূপ কার্য্যই সে করিবে।

শৈল। তবে কি তুমি কেবল উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীবনাতিবাহিত করিয়া যাইবে?

পঙ্কজ। হাঁ, তাহাই বুঝি আমার জীবন-গ্রন্থির মন্ত্র-বাঁধন। এখন একটা কথা শোন্।

শৈল। কি কথা দিদি?

পঙ্কজ। শুন্‌বি?

শৈল। আমি কবে তোমার কথা শুনি নাই দিদি? কেন আমাকে "শুন্‌বি" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লজ্জা দিতেছ?

পঙ্কজ। কথাটা একটু গুরুতর।

শৈল। তুমি বল না!

পঙ্কজ। আমাকে কিছু টাকা দিবি?

শৈল। টাকা কি করিবে?

পঙ্কজ। আমার প্রয়োজন আছে।

শৈল। কত টাকা?

পঙ্কজ। পাঁচ সাত হাজার।

শৈল। অত টাকার এখন কি প্রয়োজন?

পঙ্কজ। প্রয়োজন বিশেষ! তুই কি শুনিস্‌নি, রাধানগরের সমস্ত প্রজা ভৈরব বাবুর ক্রোধ-বহ্নিতে বিদগ্ধ হইতেছে। তাহারা পুত্র-কন্যা লইয়া বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। আমাকে তাহারা উদ্ধার করিয়াছিল,—মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষী দেয় নাই বা ব্যারিষ্টারের

জেরাতে সত্য গোপন করিতে পারে নাই, সেই জন্য দেশের সমস্ত প্রজা জমিদারের বিষ নয়নে পড়িয়াছে। তিনি তাহাদের নামে অনেক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া, সরকারী আমীন আনাইয়া, সমস্ত জমা জমী জরিপ জমাবন্দী করিয়া, প্রজাগণকে নাস্তানাবুদ করিতেছেন। অনেকে মিথ্যা মোকদ্দমা-জালে জড়িত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। তাহাদের অর্থ নাই,—লোক নাই। প্রজার করুণ হাহাকারে দেশ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। ঐ টাকা পাইলে তাহাদিগের কিছু সাহায্য হইতে পারে।

শৈল তাহার কৃষ্ণতার নয়নযুগল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পঙ্কজের মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তারপরে বলিল, "বাবা উইলে তোমার নামে পনের হাজার টাকা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তুমি তাহার মধ্যে প্রায় সাত আট হাজার টাকা ঐরূপে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ। অবশিষ্টগুলিও কি ঐরূপে নষ্ট করিবে ?"

পঙ্কজ হাসিয়া উঠিল। বলিল, "টাকায় আমার প্রয়োজন কি ? একটা পেট্ বৈত নয় !"

শৈল। টাকা না থাকিলে তাই বা চালাইবে কি প্রকারে ?

পঙ্কজ। কেন,—তুই খেতে দিতে পার্‌বি না ?

শৈল। যদি নাই দেই ?

পঙ্কজ। আমার স্বামীর সংসার কি কম ? এখানে নাই কি ? নদী-পোরা জল, গাছ-পোরা ফল, বাগান-পোরা ফুল, খাওয়ার ভাবনা কি ভগিনি ?

শৈল। যদি রোগ হয় ?

পঙ্কজ। তাঁহার বৈদ্য আরোগ্য করিবে। তোদের ডাক্তার সাহেব যে রোগ দেখিয়া চমকিয়া যান, সমস্ত চিকিৎসা-শাস্ত্র ঘাঁটিয়াও যে

রোগের নিদান ঠিক হয় না, সে রোগে সেই বৈদ্যনাথই সহায়। 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে,—মারে কৃষ্ণ রাখে কে' ?

শৈল। আমার একটা কথা শুনিবে ?

পঙ্কজ। কি বল্।

শৈল। পাগলামি ছেড়ে দাও।

পঙ্কজ। আবার সেই কথা! পাগল পাগলামি ছাড়িতে পারে না।

শৈল। লোকে নিন্দা করে।

পঙ্কজ। কেন ?

শৈল। তুমি মেয়ে মানুষ,—ভরা যুবতী। তোমার রূপে দশ দিক্ আলো করে। তুমি ভদ্র-কুল-কামিনী; তুমি যত ছোট লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াও, তুমি তাহাদিগের উকীল মোক্তারকে চিঠি পত্র লেখ, তুমি তাহাদিগকে লইয়া যোট পাকাও,—দেশের লোক এজন্য তোমার বড় নিন্দা করে।

পঙ্কজ সে কথার কোন উত্তর করিল না। সে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে সুর করিয়া গাহিল —

"ননদিনী, ব'লো নগরে,
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক সাগরে।"

শৈল বিরক্তি-স্বরে বলিল,—"পোড়া-কপাল তোমার কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরের! ধর্ম্ম বুঝি ঘরে বসিয়া হয় না ?"

পঙ্কজ। তা হয় না বোন্। জগৎপতি যে জগতের সর্ব্বত্র বিরাজিত। জীবে জীবে আমার কৃষ্ণ বর্ত্তমান। জীবের সেবা ব্যতীত তাঁহার সেবা হয় না।

শৈল। বেশ কথা! ভৈরব বাবুতে কি তোমার কৃষ্ণ নাই ? তাঁর সঙ্গে বিবাদ কর কেন ?

পঙ্কজ। হরি হরি! তাঁহার সঙ্গে আমার কিসের বিবাদ? বড় ছেলেটা যখন বিনা কারণে ছোট ছেলেটাকে প্রহার করে, তখন তাঁদের মা কি বড় ছেলেটাকে ধমক দিয়া থামাইয়া দিবে না?

শৈল। তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি,—তুমি এ কাজ হইতে বিরত হও। তুমি ঘরে বসিয়া সাধন-ভজন কর। অমন করিয়া লোক হাসাইয়ো না।

পঙ্কজ হাসিল, সে কথার কোন উত্তর করিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অবুঝ কে?

ঠিক এই সময়ে সত্যবিলাস আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন?

সে সময় পূজার ছুটীতে হাইকোর্ট বন্ধ ছিল। সত্যবিলাসের একটি কনিষ্ঠ সহোদর রিপণ কলেজের বি-এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিত। সত্যবিলাস ছুটীর সময় কনিষ্ঠ ভ্রাতা—নিত্যবিলাসকে সঙ্গে লইয়া রাধানগরে আগমন করিয়াছেন।

সত্যবিলাস শৈলের অনুরোধে দুর্গোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। প্রতিমা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে,—খুব ধূমধামের সহিত পূজা হইবে। তখনও পূজার কিছু বিলম্ব ছিল।

সত্যবিলাসকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া, শৈল যেন একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে তাহার দিদিকে বুঝাইয়া কোন প্রকারেই বশে আনিতে পারিতেছিল না, এখন একজন সহকারী প্রাপ্ত হইয়া আশ্বাসিত হইল।

সে যেখানে বসিয়াছিল, তাহারই পার্শ্বে তাহার সহযোগীকে বসিবার জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়া, একটু সরিয়া বসিল এবং তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তুমি দিদিকে একটু বুঝাইয়া বল না।"

সত্যবিলাস উপবেশন করিয়া বলিল,—"তোমার অবুঝ দিদিকে কি বুঝাইয়া বলিব ?"

শৈল। রহস্য নয়। দিদি আমার সত্য সত্যই অবুঝ। দিদি যে মিন্‌সেদের মত দল পাকাইয়া, দেশের চাষাদের লইয়া জমিদারের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা করিতেছে,—সে কি ভাল! কত লোক কত কথা বলে।

রৌদ্রবিকসিত আকাশ যেন মেঘ-গম্ভীর হইল। সত্যবিলাসের হাসিমুখ গম্ভীরতা ধারণ করিল। তিনি বলিলেন,—"সত্য কথা। দিদি, তুমি আর ঐ সকল চাষাদের সঙ্গে মিশিতে পাইবে না।"

পঙ্কজ মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ?"

সত্য। উহা তোমার ধর্ম্ম নয়।

পঙ্কজ। বুঝিলাম না।

সত্য। তুমি স্ত্রীলোক,—তুমি কেন পুরুষের কাজ করিবে ? দেশ রক্ষা বা প্রজার কষ্ট নিবারণ পুরুষে করিবে।

পঙ্কজ। যাহাদের পিতা বিদেশে—তাহাদের মা কি তাহাদিগকে রক্ষার জন্য তাহার দুর্ব্বল পক্ষ-পুট বিস্তার করে না ? এদেশে এমন কেহ নাই যে, ভৈরব বাবুর লৌহ-হস্ত হইতে দরিদ্রদিগকে রক্ষা করে। প্রতি-ব্যক্তির দুয়ারে তাহারা তাহাদের করুণাশ্রু ঢালিয়াছে, কেহ দয়া করে নাই ;—কেহ সহানুভূতির এক বিন্দুও অশ্রু পরিত্যাগ করে নাই।

সত্য। যাহা কোন পুরুষে সাহস করে নাই, তাহা তুমি স্ত্রীলোক হইয়া করিবে কি প্রকারে ? ভৈরব বাবু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার

বাড়ীতে একখানি ইঁট থাকিতে, আর তাঁহার শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকিতে তিনি প্রজাদিগকে ছাড়িবেন না।

পঙ্কজ। ভগবান্ তাঁহাকে সুমতি দিন। তবে প্রজার কান্নায় আমার বড় কষ্ট হয়, তাই আমি তাহাদের চক্ষুর জল মুছাইবার চেষ্টা করি। কি হইবে, না হইবে বুঝি না। যাঁহার সন্তান তাহারা, তাঁহার দৃষ্টি তাহাদের উপর অবশ্যই পড়িবে। তিনি দীননাথ।

শৈল সত্যবিলাসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"দিদির হাজার সাতেক টাকা আছে, দিদি তাই চায়।"

সত্য। সে টাকা লইয়া কৃষকদিগের সাহায্য করিবে নাকি?

পঙ্কজ। হাঁ।

সত্য। তোমার পরিণাম?

পঙ্কজ। সে ভাবনা তোমাদিগকে ভাবিতে হইবে না। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর—টাকাগুলি আমায় দাও।

সত্য। তোমার টাকা তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু পরিণাম ভাবিয়া কাজ করাই বুদ্ধিমানের উচিত।

পঙ্কজ সে সকল কথা কাণে তুলিল না। তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শৈল তখনই ব্যাঙ্কের চেক আনিয়া দিল। পঙ্কজের মুখ প্রফুল্ল হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দেশের অবস্থা

পঙ্কজ চেক পাঠাইয়া টাকাগুলি সমস্ত আনাইয়া লইল। রাধানগর এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রজাগণ অত্যাচারে একান্ত পীড়িত হইয়া, ভৈরব বাবুর বিরুদ্ধে যোট পাকাইয়া খাজনা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ভৈরব বাবুও রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করিতেছিলেন। পঙ্কজ তাহার একজন বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া ভৈরব বাবুর নিকট অনেক বিনয় ও স্তব-স্তুতি জানাইল এবং যাহাতে প্রজাগণের প্রতি তিনি করুণা বিতরণ করেন, তৎপক্ষে অনুরোধ করিল।

ভৈরব বাবু সেই লোকের নিকটে বলিয়া দিলেন, মামলা-মোকদ্দমা করিতে আমার অনেক অর্থ অপব্যয় হইয়া গিয়াছে, প্রজারা যদি আমার সেই অর্থগুলি প্রদান করে, আমি আর কিছু করিব না। ব্যয়িত টাকার সংখ্যা দশহাজার।

প্রজারা শুনিয়া বলিল, দশ পয়সা দিবার শক্তি আমাদের নাই, দশ হাজার টাকা কোথায় পাইব? গরু বাছুর বেচিয়া, খাবার ধান বেচিয়া এ যাবৎ মোকদ্দমা করিয়াছি, এখন আমরা পথের ভিখারী। মরণ আমাদের অদৃষ্ট-লিপি,—মরিয়াই ছাড়িব।

পঙ্কজ উপায় চিন্তা করিয়া তাহার যাহা কিছু ছিল, সমস্ত টাকা উঠাইয়া আনিল,—সে সাত হাজার চারি শত। পঙ্কজ টাকাগুলি ভৈরব বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিল এবং বলিয়া দিল, উহাদের আর নাই। ইহা লইয়াই দয়া করুন। তিনি জমিদার, তিনি তাহাদের মা-বাপ, তিনি না রাখিলে কে রাখিবে?

ভৈরব বাবু টাকা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অত্যাচার-স্রোত, যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। পঙ্কজ, ভৈরব বাবুর নিকট লোক পাঠাইল। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দশহাজার টাকার এখনও অনেক বাকি আছে, সেগুলি পরিশোধ করিয়া না পাইলে, তিনি অত্যাচার করিতে ছাড়িবেন না।

পঙ্কজ সংবাদ দিল, তাহাদের আর কিছুই নাই। যদি উহাতে শান্ত না হন, তবে টাকাগুলি ফিরাইয়া দিন। ভৈরব বাবু শুনিয়া হাসিয়া বলিয়া পাঠাইলেন,—"প্রজার টাকা জমিদারের সিন্দুকে উঠিলে, তাহা আর বাহির হয় না।"

সংবাদ পাইয়া পঙ্কজ বিষণ্ণ হইল। বিনা কারণে, কাহারও উপকারে না আসিয়া টাকাগুলি ভৈরব বাবুর বাক্সে উঠিয়া পড়িল! এতগুলি টাকা থাকিলে নিরাশ্রয় নিরন্ন প্রজাগণের অনেক উপকারে আসিতে পারিত!

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তার পরেই পঙ্কজ সে ভাব হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া দিল। তাহার মনে হইল—কিসের চিন্তা? টাকার! সে চিন্তা কেন? নিরন্ন কৃষককুলের জন্য? জীব না জন্মিতে যিনি মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় করেন, তিনিই তাহাদের উপায় করিবেন।

তার পরে পঙ্কজ একখানা মলিন চাদরে আপাদ-মস্তক আচ্ছাদন করিয়া ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

পল্লী-পথে

তখন বেলা বড় অধিক ছিল না। বিভ্রক্ষু রবি-কর শীতল হইয়া আসিতেছিল। মাটির উত্তাপ কম হইয়া গিয়াছিল। পঙ্কজ গ্রাম্য রাস্তা বহিয়া গ্রামোপান্তের কৃষকপল্লীতে উপস্থিত হইল। যদিও সে পল্লী রাধা-নগরের সীমাবর্ত্তী, তথাপি শ্রী-সম্পদে অতিশয় হীন। ভাঁইট আইস শেওড়ায় সর্ব্বত্র সমাচ্ছন্ন। বেণব-বিটপীতে অন্ধকার। আম্র-কাঁটাল-নারিকেল-সুপারি বৃক্ষে আচ্ছাদিত। ইষ্টকালয় সে পাড়ায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গ্রাম্য রাস্তাটির প্রায়ই সংস্কার হয় না। গো-ক্ষুর-ক্লিষ্ট জীর্ণ-দীর্ণ রাস্তাটি কখনও ক্বচিৎ কোন মিউনিসিপাল-কমিশনারের সবুট পদক্ষেপাশ্রয়ে বক্ষ পাতিয়া পড়িয়া আছে; কিন্তু তাহার আশা আর পূরে না,—সে যে হতভাগ্য বঙ্গীয় কৃষকপাড়ার রাস্তা! রাস্তার আশে পাশে কৃষকদিগের অবিন্যস্ত পর্ণকুটীর। কুটীর-প্রাঙ্গণ সকল গবাদির স্তূপীকৃত মল ও তৃণ-তরু-সমাচ্ছন্ন। সুপেয় জলের সে পাড়ায় একান্ত অভাব,—বহুদিনের অসংস্কৃত, তীরভূমি বহুবিটপী-সমাচ্ছন্ন এবং শৈবালমণ্ডিত অপরিষ্কৃত জলগর্ভ কয়েকটা পুষ্করিণীই, সে পল্লীবাসীদিগের সম্বল।

পল্লীমধ্যে তখন কোন বাঁশবাগানে রাখালেরা গরু ছাড়িয়া দিয়া বাঁশ টানিয়া ধরিয়া তাহা লইয়া দোল খেলিতেছিল। রাখালের শাসন অভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গাভীগণ কেহ ঊর্দ্ধমুখে মৃত্তিকাভিমুখে ধাবিত বংশদণ্ডের গাত্র হইতে পত্র ভোজন করিতেছিল। কেহ কেহ কোমল বংশ-কোঁড় ভাঙ্গিয়া নিমীলিত নেত্রে পরম সুখে ভোজন করিতেছিল।

কেহ কেহ বন্য তরুর পত্র-কাণ্ড ভোজনে ব্যাপৃত ছিল,—কোন কোন দুগ্ধবতী গাভী আপন আপন বৎসকে স্তন্য দান করিতেছিল। কোথাও প্রসাধন বর্জ্জিত-দেহা অনাবৃত-মস্তক কৃষকবধূগণ পুষ্করিণী হইতে পানীয় জল আহরণ করিয়া দলে দলে গৃহে ফিরিতেছিল। কোথাও কৃষ্ণকান্তি বালক বালিকাগণ দৌড়াইতেছে—ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছে। পঙ্কজ ধীর-মন্থর গমনে পল্লী-পথ বহিয়া চলিয়াছে।

সে কাহারও সহিত কোন কথা কহিল না, কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিল না,—যেমন চলিয়া যাইতেছিল, তেমনই যাইতে লাগিল। আরও কিয়দ্দূর গমন করিয়া কচারবেড়া-বেষ্টিত একখানি পর্ণকুটীরের জীর্ণ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এক বৃদ্ধা সেই কুটীর-দাবায় বসিয়া কি কাজ করিতেছিল। বৃদ্ধার বয়স অনেক হইয়াছে,—তাহার বহিরিন্দ্রিয়-সমুদায় পেন্‌সনের দরখাস্ত করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছে। পঙ্কজ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ও বুড়ি! কি ক'র্‌ছিস্?"

বুড়ীর শ্রবণেন্দ্রিয় সে কথা গ্রহণ করিল না। পঙ্কজ পুনরপি ডাকিল, তথাপি বুড়ী উত্তর দিল না। তখন পশ্চাৎ হইতে পঙ্কজ তাহার পাকা চুল ধরিয়া টান দিল। বুড়ী ফিরিয়া তাড়াতাড়ি বলিল,—"এসেছ? আমি কি তাদের ডাক্‌বো?"

পঙ্কজ দাবার উপর বসিয়া পড়িল। একটা বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া উঠানে পা ছড়াইয়া দিল; রক্ত-কহ্লারসদৃশ চরণযুগল আবেষ্টিত-ভাবে ভূমির উপর সংস্পৃষ্ট রহিল। পঙ্কজের বড় পরিশ্রম হইয়াছিল। পরিশ্রমজনিত রক্তমুখে বিন্দু বিন্দু স্বেদ-নীর দেখা যাইতেছিল এবং মস্তকের ঘন-কৃষ্ণ ভ্রমর-গঞ্জিত দুই একটা কেশ আসিয়া তাহার সহিত জড়াইয়া পড়িতেছিল। পঙ্কজ বলিল,—"ডাক।"

বুড়ী ভালরূপ সে কথা শুনিতে না পাইলেও আকার-ইঙ্গিতে বুঝিতে

পারিল এবং হাতের কাজ পরিত্যাগ করিয়া তখনই উঠিয়া চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই পঙ্কজ খুব উচ্চ ধ্বনিবিশিষ্ট নাগরার বাদ্য শুনিতে পাইল। বুঝিল, বুড়ী তাহার আগমন-সংবাদ প্রদান করিয়াছে এবং সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সকলকে আহ্বান জন্য কোন কৃষক নাগরা বাজাইতেছে।

ভৈরব বাবুর সহিত যখন কৃষকদিগের সবিশেষ গোলযোগ বাধিয়া উঠিল, ভৈরব বাবু যখন লৌহ-হস্তে তাহাদিগকে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন, তখন সেই সহায়-সম্পত্তি-বিহীন কৃষককুলকে অত্যাচার নিবারণকল্পে আপনাপন শারীরিক শক্তি নিয়োজিত করিবার প্রয়োজন হইল। তাহারা নিয়ম করিল, যে কারণেই হউক, সকলকে একত্র হইতে হইলে এই নাগরা বাজান হইবে, এই বাদ্য শুনিবামাত্র মাঠে ঘাটে যে যেখানে থাকিবে, আসিয়া একস্থানে সমবেত হইবে।

বাদ্য শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে বহু লোক একত্র জমিয়া পড়িল।

যে বাদ্য বাজাইয়াছিল, সে পঙ্কজের আগমন বার্ত্তা শুনাইয়া দিল। তখন যাহারা নেতা, তাহারা অপর সকলকে বিদায় দিয়া নিজেরা পঙ্কজ যে বাড়ীতে বসিয়াছিল, তথায় গমন করিল। সে প্রায় পঞ্চাশ জন।

তাহারা দূর হইতে দেখিতে পাইল, যেন কৃষক-কুল-লক্ষ্মী বামোরু-পরি দক্ষিণ উরু সংস্থাপন করিয়া রক্ত-কোকনদ পা দু-খানি ভূমিতলে নামাইয়া দিয়া, তাহাদিগকে বরাভয় প্রদান জন্য স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া ভূমিসংলগ্ন মস্তকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং গদ্গদ কণ্ঠে কহিল,—"মা! সন্তান রক্ষার জন্য তোমার এত কষ্ট! কি হতভাগ্য সন্তান আমরা যে, তোমাকে কেবলই কষ্ট দিতেছি।"

পঙ্কজ সে কথার উত্তর করিল না,—মৃদু হাসিল মাত্র।

যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা সারি দিয়া প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িল। বুড়ী তাহাদিগের সম্মানার্থ বসিবার জন্য তাহার সম্বল একটি ছিন্ন মাদুর বাহির করিয়া দিল; কিন্তু তত লোকের সেই একটি মাদুরে সংকুলান হইবে কেন? তাহারা বুড়ীকে কৃতজ্ঞতা জানাইল,—মাদুর গ্রহণ করিল না। মাদুরটা অব্যাহতি পাইয়া তাহার জীর্ণদেহ লইয়া একপার্শ্বে পড়িয়া রহিল।

পঙ্কজ বলিল,—"তোমাদের জন্যে মন বড় চঞ্চল হইয়াছিল, তাই দেখিতে আসিয়াছি।"

যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সব জাতিই ছিল। জমিয়ৎ খাঁ বলিল,—"মা; আমাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। আমাদের মান-সম্ভ্রম ও ইজ্জৎ নষ্ট করিবার জন্য গ্রামের মধ্যে সর্ব্বদাই জমিদারের লাঠিয়াল ঘুরিতেছে।"

পঙ্কজ। ভৈরব বাবু কি অবশেষে এই পন্থা অবলম্বন করিলেন?

জমি। হাঁ মা; তিনি হুকুম করিয়াছেন, চাষা-পাড়ার বৌ-ঝি ধরিয়া আনিয়া তাদের ইজ্জৎ নষ্ট কর্‌বি; যে কোন বেটাকে হোক, সুবিধা পাইলেই প্রহার করিতে করিতে এখানে আন্‌বি।

পঙ্কজ। তারপরে?

জমি। এখনও তাহা পারে নাই; আমরা খুব সাবধানে আছি, কিন্তু দরিদ্র আমরা, মাঠখাটা আমরা, দীন-হীন আমরা, আমাদের শক্তিতে আর কুলায় না। খোদাতালা আমাদের মরণ দিন,—আর সহ্য হয় না মা। মামলা-মোকদ্দমা করিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব নষ্ট ক'রেছেন,—পথের ভিখারী ক'রেছেন,—এখন খেটে-খুটে আবার এক-মুঠা কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ব—তা না, সর্ব্বদাই সাবধানে থাকৃতে হয়।

পঙ্কজ। তোমরা পুলিশে গিয়াছিলে?

জমি। ত্রুটি করি নাই।

পঙ্কজ। পুলিশের লোক কি বলিল?

জমি। তাহারা আমাদের কথা কাণে তোলে না। বোধ হয় সেখানেও ভৈরব বাবুর হাত আছে।

পঙ্কজ অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল। তারপরে বলিল,—"তোমরা সকলে সমবেত হইয়া একদিন ভৈরব বাবুর কাছে যাও।"

বিস্মিতভাবে জমিয়ৎ খাঁ জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, মা?"

পঙ্কজ। তোমরা প্রজা, তিনি জমিদার। তোমরা দীন-হীন, তিনি ধনকুবের। তাঁহার পায়ে ধরিয়া করুণা ভিক্ষা করগে।

জমি। সে চেষ্টা করা হইয়াছিল।

পঙ্কজ। তারপর?

জমি। যে উত্তর করে, শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়। আর ইচ্ছা হয়, তার মাথাটা নখে ছিঁড়ে আনি।

পঙ্কজ। কি বলেন?

জমি। আমি সে কথা মুখে আনিতে পারিব না।

পঙ্কজ। বিপদকালে মাতাপুত্রে সব কথা চলে; তুমি বল।

জমি। বলিলে, আমার মহাপাপ হবে।

পঙ্কজ। তথাপি বল।

জমি। সে বলে, তোমাদের মাতা—তোমাদের রক্ষাকর্ত্রী সেই পঙ্কজকে ধরিয়া আনিয়া আমার সম্মুখে অপমান করিয়া ছাড়িয়া দিবে।

পঙ্কজ। আর?

জমি। যে যে ব্যক্তি আমার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার

পুরোহিতকে প্রহার করিয়াছিল, তাহাদিগকে যথোচিত অপমানের সহিত গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিতে হইবে।

পঙ্কজ। আর কিছু আছে?

জমি। আছে।

পঙ্কজ। সে কি?

জমি। এযাবৎ মামলা-মোকদ্দমায় তাঁহার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে দিতে হইবে।

পঙ্কজ। তোমাদের সহিত তাঁহার শেষ কথা কবে হয়?

জমি। আ'জ দুই প্রহরে।

পঙ্কজ। সে জন্য কত টাকা চান?

জমি। কুড়ি হাজার।

পঙ্কজ আগে দশ হাজার চাহিয়াছিলেন!

জমি। এখন আমাদের উন্নত অবস্থা দেখিয়া আরও দশ হাজার চড়াইয়া দিয়াছে। আমরা এক কাজ করিব, মতলব করিতেছি।

পঙ্কজ। কি?

জমি। আমাদের মরণ ত নিশ্চয়,—জমিদারের লাঠির আগায় মরিলেও মরিব, পেটের দায়ে মরিলেও মরিব। তবে প্রতিহিংসা সাধন করে মরাই ভাল।

পঙ্কজ। কি করিবে?

জমি। মেয়ে ছেলে সব অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে, সকলে যোট পাকিয়ে একদিন জমিদার-বাড়ী পড়ি—অপমানের প্রতিশোধ আর টাকা কড়ি লুঠে আনি, তার পরে অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে।

ব্যগ্রতার সহিত পঙ্কজ বলিল—"ছি ছি, অমন কাজ করিয়ো না। অত্যাচার সর্ব্বত্রই পাপ,—পাপে ভগবানের করুণা মিলে না। এক জন

চুরি করিয়াছে বলিয়া, তাহার বাড়ীতে চুরি করিয়া প্রতিশোধ লইতে নাই। গালি খাইয়া ফিরাইয়া গালি দিলে নিজের নীচতা প্রকাশ করা হয় মাত্র। সর্ব্বত্র—সকলের উপরই ভগবান আছেন। তিনিই বিচার করেন। ভগবানে আত্ম-নির্ভর করিয়া সব সহ্য করিয়া লও।"

জমি। সব সহ্য হয় মা;—পেট ত বুঝে না! আর কচি ছেলে-মেয়েগুলো না খেয়ে খেয়ে শীর্ণ হয়ে গেল যে মা!

পঙ্কজ। ক্ষেতের ধান পাকিতে আর বিলম্ব কত?

জমি। অধিক বিলম্ব নাই, কিন্তু তাহা কি আমরা পাইব? এই যে, রবিখন্দগুলা জন্মিল—আমরা কি এক মুঠা ঘরে আন্‌তে পার্‌লাম? ডিক্রীর দায়ে জমিদার সব লইয়া গেল। এবার শুন্‌ছি গাছধান ক্রোক্ দিয়ে কাটিয়া লইয়া যাইবে।

পঙ্কজ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

দশম পরিচ্ছেদ

আবেগ

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, পঙ্কজ কোন কথা কহিল না; ঈষদুন্নত আননে একদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া সে কি ভাবিতে লাগিল।

বাষ্পাকুলিত নয়নে জমিয়ৎ খাঁ পঙ্কজের মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, পঙ্কজের স্থির উদাস-দৃষ্টিতে এক উজ্জ্বল দীপ্তি স্ফুরিত হইতেছে। তাহার তুলনায় আলোক-সম্পাত-সমুদ্ভূত হীরকের দীপ্ত দীপ্তি তুচ্ছ। পঙ্কজ অনিমেষ নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার হৃদয়

ঐ গগনেরই মত দীপ্ত-দীপ্তি-সমুজ্জল। তথায় মেঘান্ধকারের লেশমাত্র ছিল না। অনেকক্ষণ পরে তাহার মুখ সম্পূর্ণ প্রফুল্ল-শ্রী ধারণ করিল। বলিল—"শ্রীভগবান্ তোমাদের কষ্ট নিবারণ করিবেন। তোমরা নিপীড়িত হইলেও পাপপথে যাইয়ো না। পুণ্যের জয় সর্ব্বত্র।"

জমি। সে কথা আর বিশ্বাস হয় না,—মা! ভৈরব বাবু এত পাপ করিতেছে, কৈ তাহার শাস্তি কোথায়?

পঙ্কজ। শ্রীভগবান্ তাঁহাকে শাস্তি দান করুন! এক দিন তাঁহার মতি ফিরিবে—জ্ঞানের উদয় হইবে।

জমি। যাহাই বল মা,—বেটা কিন্তু পাজির পা-ঝাড়া। আচ্ছা, আমরা মুসলমান,—হিন্দু জমিদার, না হয়, আমাদের উপরই অত্যাচার ক'রবে;—এই যে তাহার স্বজাতি হিন্দুগণের উপর অত্যাচার করিতেছে, ইহাতে কি হিন্দুর ভগবান্ রাগ করিবেন না?

পঙ্কজ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"হিন্দু হইয়া হিন্দুর উপর অত্যাচার করিলে হিন্দুর ভগবান্ রাগ করিবেন; আর মুসলমানের উপর অত্যাচার করিলে তিনি রাগ করিতে যাইবেন কেন? রাগ করেন ত মুসলমানের ভগবান্ রাগ করিবেন, তবে রাগ করিলেও হিন্দুর উপর রাগ ফলাইবার তাঁহার অধিকার নাই,—কেমন বাবা?"

জমিয়ৎ খাঁ নত-বদন হইয়া বলিল,—"তা নয় ত কি মা! হিন্দু-মুসলমানের কি একই ভগবান্?"

পঙ্কজ। হাঁ বাবা, জীবমাত্রেরই এক ভগবান্। পদার্থ মাত্রেরই এক ভগবান্,—ভূতে ভূতে এক ভগবান্। এক জল—যেমন পুষ্করিণীর জল, ডোবার জল, নদীর জল, গঙ্গার জল, সাগরের জল,—তেমনি সকলের ভগবানই এক। তবে নাম ভেদে, কার্য্য ভেদে, রূপ ভেদে পৃথক্ আখ্যায় আখ্যাত। মূলে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। হিন্দুও

যাঁহার, মুসলমানও তাঁহার। জৈন বৌদ্ধ যাঁহার—খ্রীষ্টানও তাঁহার; অধিকার ভেদে, অবস্থা ভেদে, এক এক সম্প্রদায় তাঁহাকে এক এক ভাবে ভাবে এবং তিনিও সম্প্রদায়বিশেষের জন্য এক এক রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাক্, এখন তোমরা কি করিতে চাহ?

জমি। আমাদের উপর যে বিষম অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহার কি করা যায়, কোন উপায় পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশকে জানাইলেও তাঁহারা গ্রাহ্য করিতেছেন না।

পঙ্কজ। আমি একবার পুলিশ-সাহেবের কাছে একথা জানাইতে চাহি।

জমি। তুমি যে মা স্ত্রীলোক,—তুমি আর কত করিতে পার?

পঙ্কজ। যতদূর সাধ্য, দেখা যাক্!

এই সময় এক বর্ষীয়সী কৃষক-কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলেই বিচলিত, সন্ত্রাসিত ও উদ্বিগ্ন হইল। মধুদাস জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কি হইয়াছে?"

স্ত্রীলোকটি বক্ষে করাঘাত করিয়া হৃদয়ভেদী করুণ বিলাপে আচ্ছন্ন করিয়া বলিল—"আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

চারি পাঁচ জন ব্যস্তভাবে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে সর্ব্বনাশ করিল?"

স্ত্রী। সেই আবাগের বেটা গো—সেই আবাগের বেটা!

মধু। কি লেঠা,—কেটা ব'লেই ফেল না!

স্ত্রী। ওগো, সেই জমিদার না হতচ্ছাড়া;—ওগো আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে;—কি হ'বে গো!

মধু। কি হ'য়েছে?

স্ত্রী। প্রায় ত্রিশজন যমদূতের মত লাঠিয়াল আমার বাড়ীতে প'ড়ে

আমাদের মিন্সেকে—আর আমার সাত বছরের ছেলে মান্‌কেকে ধ'রে, বেঁধে নিয়ে গিয়েছে!

বলিতে বলিতে সে বক্ষ চাপড়াইতে লাগিল। তাহার করুণ চীৎকার-ক্রন্দনে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল।

যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, সকলেই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে উঠিয়া গিয়া লাঠি শড়্‌কি সংগ্রহ করিল। মুহূর্ত্তে দল বাঁধিয়া ভৈরব-রবে দিগন্ত মুখরিত করিয়া লাঠিয়ালগণ যে পথে গিয়াছে, সেই পথে ধাবিত হইল। মুহূর্ত্তে গিয়া একজন নাগরা পিটিতে লাগিল। নাগরার শব্দে আরও অনেক লোক সমবেত হইল,—অবস্থা শুনিয়া তাহারাও বড় বড় বাঁশের লাঠি ও লোহার শড়্‌কি লইয়া পূর্ব্বগামী দলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল! অবশিষ্ট কতকগুলি যোয়ান লাঠি-শড়্‌কি লইয়া গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রাম রক্ষা করিতে লাগিল।

পঙ্কজ নিতান্ত উদ্বিগ্ন অথচ নিতান্ত স্থির হইয়া সেই স্থানেই বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল—প্রহর অতীত হইল। তখন যাহারা লাঠি শড়্‌কি লইয়া জমিদারের লাঠিয়ালের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিল। ধীরে প্রশান্ত স্বরে পঙ্কজ জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হইল?"

মধুদাস অতি ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল,—"ছাই হইল! অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াও তাহাদিগকে ধরিতে পারিলাম না। পথে একদল লাঠিয়াল আমাদিগকে বাধা দিবার জন্য বসিয়াছিল,—প্রাণপণে তাহাদের সঙ্গে খানিক লড়াই করা গেল,—শেষে তাহারা বন্দুক চালাইতে আরম্ভ করিল। কাজেই আমরা ফিরিয়া পড়িলাম। প্রজা বিদ্রোহী হইয়াছে

বলিয়া, আত্মরক্ষার নাম করিয়া, জমিদার বেটা তিন চারিটা বন্দুক পাশ করিয়া আনিয়াছে। এখন কি করি মা,—না জানি, সেই বুড়ার কপালে কত যন্ত্রণা আছে!"

পঙ্কজ উঠিয়া দাঁড়াইল। কয়েকজন সমস্বরে বলিল,—"মা,—মা! আমাদের উপায় কি?"

মধুর স্বরে পঙ্কজ বলিল,—"উপায় তিনি, যিনি দুর্দ্দান্ত সিংহের কবল হইতে মৃগশিশুকে রক্ষা করেন। ডাক—তোমরা তাঁহাকে ডাক—তিনি সদা জাগ্রত। আমিও যাই,—একবার তাঁহার কাছে কাঁদিয়া দেখিগে। তিনি এত কালা কেন? যদি না শোনেন,—আজ আমি অভিমান করিব। আমার মানে তাঁর কি কষ্ট হইবে না! তিনি প্রাণেশ্বর।"

তারপর সর্ব্বাঙ্গ সেই মলিন চাদরে সমাচ্ছন্ন করিয়া গ্রাম্যপথ ধরিয়া পঙ্কজ চলিয়া গেল। তাহারা সকলেই পঙ্কজকে চিনিত,—সকল সময়ে পঙ্কজের মাথা ঠিক থাকে না বলিয়া, তাহাদের ধারণা ছিল এবং মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অসম্বদ্ধ বকিয়া থাকে, ইহা তাহাদের জানা ছিল;—এখনকার কথাগুলাও বুঝি তাহাই। আর অনেক সময়ে তাহার গমনে বাধা দিয়া দেখিয়াছে,—তাহার মন ছুটিলে কেহ রাখিতে পারে না।

পঙ্কজ চলিয়াছে,—তাহার উদ্বেলিত হৃদয় তখন শ্রীকৃষ্ণাভিসারিণী। ভগবানের উপর তাহার ভারি রাগ হইতেছিল। সে মনে মনে ডাকিয়া বলিতেছিল,—ছিঃ! এমন গুমর করিয়াই কি থাকিতে হয়! সন্তানের কষ্ট আর কত দেখা যায়? আমি স্ত্রীলোক—তাহাদের মা বৈত নই। মায়ের কি সাধ্য যে, সন্তানের বিপদ বিনাশ করে! তুমি এস;—আর নয়, আমাকে তোমার কাছে ডাকিয়া লও। কেন আমি এদের কষ্ট দেখিব! ঐ ত বাঁশী শুন্‌ছি—ঐ ত তোমার হাসি দেখ্‌ছি। ঐ ত

তোমার রূপের কিরণ ফুটে উঠেছে—এস তুমি, বঁধু এস। প্রাণের মাঝে এস ;—আমার সজল-জলদ-কান্তি প্রাণেশ্বর এস!

তখন রজনী প্রহরাতীত পঞ্চমীর অসম্পূর্ণ চন্দ্রগোলক গগনে সমুদিত। চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া অগণিত তারকা মেঘহীন গগনে প্রদীপ্ত। পল্লীপথ জনশূন্য। দিগন্তের প্রস্ফুটিত বন্য কুসুমের গন্ধ—পবনে ঘন সৌরভ যেন তাহাকে ভারাক্রান্ত—অলস করিয়া তুলিয়াছে, এবং পল্লী-প্রান্তস্থ বৈষ্ণব-আখড়ার কোন এক বৈষ্ণবের মধুর কণ্ঠে গীত হইতেছে—

"এ তোর বালিকা, চান্দের কলিকা,
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়ে সদাই হৃদয়ে
পসরা করিয়া রাখি॥
শুন বৃষভানু প্রিয়ে!
কি হেন করিয়া, কোলেতে রেখেছ,
এ হেন সোণার ঝিএ।
তড়িত জিতিয়া, বদন সুন্দর,
মুখে হাসি আছে আধা।
গণকে যে নাম, সে নাম রাখুক,
আমরা রাখিলাম রাধা॥
স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিলক্ষণ,
তুলনা দিব বা কি এ।
মহাপুরুষের, প্রেয়সী হইবে,
সোঙরিবা যদি জীএ॥
দুহিতা বলিয়া, দুখ না ভাবিও,
ইহ উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাস কহে, শুনেছি কমলা,
ইহার অংশের অংশ॥"

একাদশ পরিচ্ছেদ

উন্মুখ

পঙ্কজ একেবারে গিয়া ভৈরব বাবুর অন্দর-পুষ্করিণীর নিকটে উপস্থিত হইল। একজন দাসী একটা আলো ও কতকগুলা বাসন লইয়া জল হইতে উঠিয়া অন্দরমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। পঙ্কজ বলিল—"তুই কে গা?"

সেই নিভৃত পুষ্করিণীপাড়ে, রাত্রি দেড় প্রহরের সময় হঠাৎ অপরিচিত মনুষ্য-কণ্ঠ-শব্দ শুনিয়া দাসী চমকিয়া উঠিল। আলো উঁচু করিয়া, চাহিয়া দেখিয়া বলিল,—"আমি রামার মা,—তুমি কে গা?"

পঙ্কজ। চুপ কর্! আমার পরিচয় দিতেছি—আগে আমার একটা কথা শোন্।

রামার মা হতবুদ্ধি হইয়া পঙ্কজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এ যে সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখ! এ যে সম্পূর্ণ অনিন্দ্যসুন্দর-মুখ।

পঙ্কজ বলিল,—"তোদের বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া সারা হ'য়েছে?"

রামার মা। হয়েছে বৈ কি! এই মাত্র বাবুর খাওয়া হ'ল,—সেই বাসনগুলা মাজ্‌তে এসেছিলাম,—আমি কর্ত্তা-মা'র নিজের ঝি।

পঙ্কজ। বাবু এখন কর্ত্তা-মা'র ঘরেই আছেন কি?

দাসী। না। তিনি আহার ক'রে বাইরে গেলেন।

পঙ্কজ। রোজই কি আহারান্তে বাবু বাহিরে যান?

দাসী। না। আজ লেঠেলেরা দু'জন বিদ্রোহী রেয়োত ধ'রে এনেছে, সেই জন্যে গেলেন।

পঙ্কজ। আমি তোমাদের মা-ঠাক্‌রুণের সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো।

দাসী। তা আমি কি ক'র্‌বো?

পঙ্কজ। আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল্।

দাসী। আমি তা পারবো না গো। এই রাত্রে বিনা হুকুমে যে একটা অচেনা যোয়ান মেয়েকে বাড়ীর মধ্যে ঢুকাবো, তা হবে না।

পঙ্কজ। আমি ত মেয়ে মানুষ,—পুরুষ হ'লে ভাবনার কথা বটে।

দাসী। তোমার বাড়ী কোথায়? দেখ্‌তে তো খুব ভদ্রলোকের মেয়ের মত। তোমার দরকার কি?

পঙ্কজ। চল্ না—সব সেখানে গিয়েই শুন্‌বি।

দাসী কি বলিতে যাইতেছিল, পঙ্কজ বাধা দিয়া বলিল,—"আমায় সঙ্গে ক'রে না নিয়ে গেলে তোর বিপদ্ হবে।"

দাসী। কি বিপদ্?

পঙ্কজ। যখন হবে, তখন বুঝ্‌তে পার্‌বি।

দাসী। নিয়ে গেলেও যে বিপদ্ হবে না, তাও বোধ হ'চ্ছে না,—যখন নাছোড় হ'য়েচ, তখন চল।

দাসী আগে আগে চলিল, পঙ্কজ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। বাড়ীর পশ্চাৎ-দ্বার দিয়া তাহারা অন্দরে প্রবিষ্ট হইল এবং পরিচারিকা যথাস্থানে তাহার ধৌত বাসনাদি রক্ষা করিয়া পঙ্কজকে কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর নিকট পঁহুছাইয়া দিল।

পঙ্কজের আপাদ-মস্তক বসনাবৃত—কেবল সেই বাসন্তী-পূর্ণিমার চাঁদের মত মুখখানা খানিক ঢাকা, খানিক উন্মুক্ত ছিল; যেন একখানা ধোঁয়াটে মেঘ চাঁদের এক পার্শ্বে উড়িয়া লাগিয়াছিল।

কর্ত্রী মুখের জ্যোতি দেখিয়া, বর্ণের মাধুরী দেখিয়া এবং গতির দ্যুতি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "তুই কে মা ?"

গৃহমধ্যে প্রোজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। গৃহিণী কালীসিংহের মহাভারত পড়িতেছিলেন। পঙ্কজের আগমনে পাঠ বন্ধ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া যখন ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বাহিরে একটা বড় করুণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল,—স্বর বালক-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত।

পঙ্কজ কথা কহিল। কর্ত্রী-ঠাকুরাণী সেতার, বেহালা, হারমোনিয়ম্, পিয়ানোর বাদ্য শুনিয়াছেন, কিন্তু এমন মিঠা আওয়াজ বুঝি কখনও তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই। পঙ্কজ বলিল—"মা, আমার পরিচয় অতি তুচ্ছ। বাহিরে অমন করিয়া কে কাঁদিতেছে,—মা ? একটি বালকের প্রাণভেদী করুণ-চীৎকার ;—ঐ শোন মা, আবার কাঁদিতেছে।"

গৃহিণী অনেক আর্ত্তের করুণ-গাথা শুনিয়াছেন, অনেক বিপন্নের প্রাণের ব্যথার কাহিনী শুনিয়াছেন, অনেক পুত্রশোকাতুরা জননীর বিলাপ শুনিয়াছেন, কিন্তু এত হৃদয়-ভেদী স্বর ত শুনেন নাই! বলিলেন,—"কি জানি মা, বিদ্রোহী প্রজা ধরিয়া আনিয়াছে, বুঝি তাহাদিগকে শাস্তি দিতেছে।"

পঙ্কজ বলিল—"তুমি যে এখনও নিশ্চিন্ত রহিয়াছ মা ? তুমি যে রমণী—মায়ের জাতি! বিশেষতঃ তুমি জমিদার—তুমি ওদের মা। সন্তানের প্রাণভেদী করুণ-চীৎকারে মায়ের প্রাণ এখনও স্থির আছে, কেন মা ? ওঠ মা,—সন্তানের কষ্ট নিবারণ কর মা! সন্তান অশান্ত হইলে পিতা তাদের সাজা দেন! মাতা কি সে শাস্তি দেখিতে পারেন? ঐ শোন মা,—আবার সেই বালকের প্রাণান্তিক রোদন-চীৎকার!"

কর্ত্রী-ঠাকুরাণী অনেক শাস্ত্রকথা শুনিয়াছেন, গুরু—পুরোহিতের সুস্বর-সমন্বিত অনেক মন্ত্রপাঠ শুনিয়াছেন, বেদপাঠের মোহন উদাত্তাদি স্বর

অনেকবার শুনিয়া পুলকিত হইয়াছেন, হরিসংকীর্ত্তনের মধুর ধ্বনিতে অনেকবার তাঁহার পুলক-রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাত হইয়াছে,—কিন্তু এমন করিয়া প্রাণের ত্বক্‌ভেদ হয় নাই ত! এমন করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে সে কথা প্রবেশ করে নাই ত!

গৃহিনী গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন—"তুই কে মা?"

পঙ্কজ। পরিচয় পরে দিব,—আগে সন্তান রক্ষা কর মা!—ঐ শোন, ঐ শোন,—আবার সেই বিষম হাহাকারের বিপুল বেদনা। ঐ শোন মা,—সে কান্নার সঙ্গে আবার আর একটি লোকের হৃদয়বিদারক হাহাকার!

কর্ত্রী-ঠাকুরাণী দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"কর্ত্তাকে একবার বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া আন্। বলিস্, বিশেষ বিপদ; না এলেই নয় আবার এখনি যাবেন।"

দাসী চলিয়া গেল। কর্ত্রীর মহল বহির্ব্বাটীর উত্তর দিকের দ্বিতল-প্রকোষ্ঠে। দক্ষিণ দিকের পূর্ব্বকার জানালা খুলিয়া দিলে, বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ বেশ দেখা যায়। পঙ্কজের দৃষ্টি সে দিকে পড়িল। সে তাড়াতাড়ি গিয়া জানালাটা খুলিয়া ফেলিল।

বহিঃ-চত্বরে অনেকগুলি আলো জ্বলিতেছিল। অনেকগুলি লোক দুইটী লোককে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চীৎকার-ধ্বনিতে সমস্ত বাড়ীখানি মুখরিত করিতেছিল। সে দৃশ্য কি প্রাণঘাতী!—কি বীভৎস! পঙ্কজ ত্বরিতে গৃহিণীকে সেখানে টানিয়া আনিয়া দাঁড় করাইল।

যাহারা কাঁদিতেছে, তাহারা পিতা-পুত্র। তাহাদিগকেই লাঠিয়ালরা ধরিয়া আনিয়াছে। পিতা প্রৌঢ়—পুত্র সাত বৎসরের বালক। জমিদার ভৈরব বাবু, ভৈরব মূর্ত্তিতে অদূরে দাঁড়াইয়া।

এই সময় ভৈরব বাবু বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"কেমন দীনে,

ঘোট পাকাবি? আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবি? আমার পেয়াদা-পাইক দেখিলে তাড়া ক'র্‌বি?"

দীনে ওরফে দীননাথ মণ্ডল ব্যথিত-বিদীর্ণ বক্ষের রুদ্ধস্বরে বলিল—"দোহাই হুজুর! আমি অপরাধ করিয়া থাকি, আমায় শাস্তি দিন। আমার কচি ছেলে—দুধের বালক! ওর কোমল গায়ে মেরো না গো,—বুক ফাটিয়া গেল!"

ভৈরব বাবু রুদ্রস্বরে বলিলেন,—"মার্‌ হারামজাদার ছেলেকে। আমি যা জিজ্ঞাসা করিলাম, তার উত্তর নাই। মার্‌ ওর ছেলেকে।"

একজন বেত্রহস্তে দাঁড়াইয়া ছিল। আজ্ঞামাত্র সে সেই ক্ষুদ্র বালকের কোমল গাত্রে ভীষণভাবে বেত্রাঘাত করিল। বালক চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রহার দেখিয়া তাহার পিতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। "পিতার সমক্ষে পুত্রের লাঞ্ছনা।—হা ভগবান।" এই কথা বলিয়া পঙ্কজ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। বুঝি, সে নিশ্বাসটুকু দাবানলরূপে সমস্ত বাড়ীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিল।

এই সময় দাসী গিয়া ভৈরব বাবুকে বলিল,—"আপনি শীগ্‌গির একবার বাড়ীর মধ্যে আসুন; ভারি বিপদ্‌।"

শুনিবামাত্র ভৈরব বাবু ত্বরিত-পদে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। দাসী পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল, সে বলিল,—"কর্ত্তা-মার ঘরে যান—বিপদ্‌ সেই খানে।"

আরও ত্বরিত-পদে ভৈরব বাবু উপরে উঠিলেন। পদশব্দ পাইয়া পঙ্কজ তাড়াতাড়ি অন্য দিকে সরিয়া গিয়া লুকাইয়া পড়িল। ভৈরব্‌ বাবু কর্ত্রীর সন্নিধি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে?"

গম্ভীর মুখে কর্ত্রী বলিলেন,—"আমার মাথা হ'য়েছে!—তোমার ও হ'চ্চে কি?"

ভৈরব। কি হ'চ্চে ?—

কর্ত্রী। ঐ কচি বালককে, তার পিতার সম্মুখে প্রহার করা হ'চ্চে কেন ?

ভৈরব। এই !—

কর্ত্রী। এটা কি সোজা কথা ?

ভৈরব। জমিদারীর কাজে অমন অনেক ক'র্‌তে হয়।

কর্ত্রী। যদি তোমার চেয়ে ক্ষমতাশালী লোক, তোমার সম্মুখে তোমার ছেলেকে প্রহার করে, তোমার প্রাণে কি হয় ?

ভৈরব। সে সকল ভাবিবার অবসর আমার আর নাই। আমি দানব সাজিয়াছি,—দানবীয় শক্তিতে রাধানগর বিচূর্ণ করিব। আমার প্রতাপে সকলকে এক করিয়া পদদলিত করিব। অত্যাচারের আগুন জ্বালিয়াছি, এ আগুনে সকলকে পোড়াইব—নিজে পুড়িব।

কর্ত্রী। মৃত্যু আছে, ধর্ম্ম আছে, পাপ আছে, পুণ্য আছে, স্বর্গ আছে, নরক আছে !

ভৈরব। আমি তা জানি গিন্নি ! তথাপি আমি যাহা করিতেছি, তাহাই করিব। রাধানগরে হাহাকার তুলিয়াছি—আরও তুলিব।

কর্ত্রী। কেন ?

ভৈরব। আমার ক্ষমতা উহারা গ্রাস করিয়াছে—আমাকে বড় অবমানিত করিয়াছে।

উত্তেজিত অথচ অতি মধুর, গম্ভীর অথচ অতি প্রীতিপ্রদ স্বরে কে বলিল—"আপনি ক্ষত্রিয় নহেন,—ব্রাহ্মণ ; ক্ষমা, দম, তিতিক্ষা আর বিশ্বহিত আপনার ধর্ম্ম। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' কেন এ ভগবদ্বাক্য বিস্মৃত হইতেছেন ? ক্ষমা করুন—অবোধ প্রজা বলিয়া, দীন হীন বলিয়া—মার্জ্জনা করুন।"

সে স্বর একান্ত অপরিচিত। ভৈরব বাবু চমকিত ও বিস্মিত হইয়া গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কে?—কণ্ঠস্বর কামিনীর, কিন্তু বাক্যগুলি মহাপুরুষের!—কে ও?"

গৃহিণী। একটি সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়ে।

ভৈরব। ডাক। এখানে কতক্ষণ আসিয়াছে?

গৃহিণী। কয়েক মুহূর্ত্ত আগে।

ভৈরব। ডাক।

গৃহিণী ডাকিতে গেলেন। অনুসন্ধান করিলেন। পাতি পাতি খুঁজিলেন,—কোথাও সে নাই। পঙ্কজ ঐ কথা বলিয়াই নামিয়া পড়িয়াছিল এবং দাসীর সঙ্গে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"সে আর নাই। বুঝি তোমারই কুললক্ষ্মী;—বুঝি তোমারই গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী;—বুঝি তোমারই অত্যাচারে না থাকিতে পারিয়া তোমাকে উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হ'য়েছেন।"

ভৈরব বাবু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"না, তা নয়। বাঙ্গালার সকল জমিদারই এমন করে। আমিও করিব,—ইংরাজ রাজত্বের সাম্য-শাসনে এ অত্যাচার এখন কম হইয়া গিয়াছে, কিন্তু লক্ষ্মী কখনও যান নাই, আমি চিনিয়াছি।"

গৃহিণী। কে?—

ভৈরব। এই বিভ্রাটের মূল যে।

গৃহিণী। কে সে?—

ভৈরব। জ্ঞান বাবুর সেই পাগলা মেয়েটা।

গৃহিণী। অত রূপ! অমন মিষ্ট কথা! অমন প্রাণভরা দয়া!

ভৈরব। তাতে তাহার তুলনা নাই।

গৃহিণী। তার কথা শোন,—দয়া কর,—ক্ষমা কর। প্রজাদের সঙ্গে গোলযোগ মিটাও।

ভৈরব। আমি মরিয়া গেলে ছেলেকে উপদেশ দিয়ো। আমার জীবন থাকিতে কখনই হইবে না।

গৃহিণী। কেন?

ভৈরব। আমি যেরূপেই পারিব—প্রজাগণকে ভিটা ছাড়াইয়া ঐ সকল ভিটায় নূতন প্রজা পত্তন করিব। ইহা আমার নিশ্চয় পণ।

গৃহিণী। তোমায় পায়ে ধরি।

ভৈরব। কিছুতেই না।

দশম পরিচ্ছেদ

গ্লানি

দ্বারদেশে কাহার পদশব্দ হইল। দম্পতি সেই দিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। পুরোহিতের সর্ব্বত্র অবারিত দ্বার। তর্কালঙ্কার ঠাকুর আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভৈরব বাবু কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার শরীর বেশ সুস্থ হইয়াছে ত?"

তর্কালঙ্কার ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, এখন বেশ আছি।"

ভৈরব। হাঁসপাতাল হইতে কখন বাড়ী আসিলেন?

তর্কা। সন্ধ্যার পরে। বাড়ী আসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক সম্পন্ন করিয়া তারপরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছি।

তদনন্তর ভৈরব বাবুর স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া তর্কালঙ্কার ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, সমস্ত কুশল ত?"

গৃহিণী পুরোহিতের চরণ-সমীপে প্রণত হইয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন—"ঠাকুর, কুশল কোথায়? মামলা-মোকদ্দমা, অত্যাচার-অনাচার, এ শান্তির সংসারে বড় অশান্তি তুলিয়া দিয়াছে।"

তর্কা। হাঁ,—হাঁসপাতালে থাকিয়া সেই সকল কথা শুনিতে পাইতাম। কিন্তু প্রজাদের সঙ্গে একটা মিটমাট করিলে মন্দ হয় না!

ভৈরব বাবু বিরক্তি-স্বরে বলিলেন—"অপনিই আগুন জ্বালাইয়াছেন,—আবার আপনিই বলিতেছেন, একটা মিটমাট করিলে হয়। এত আপনার যজমানের সঙ্গে দলাদলি নয়,—ইহা কঠোর শাসননীতি। প্রজাগণ আমাকে যেরূপে অপমান করিতেছে,—তাহারা যেরূপে আমাকে অবজ্ঞার ভাবে দেখিতেছে, তাহাতে তাহাদিগকে অত্যাচারের আগুনে পোড়াইয়া লইতে না পারিলে আমার জমিদারী রক্ষা হইবে না। একখানা গ্রামের প্রজাগণের অত্যাচার দেখিয়া দশখানা গ্রামের প্রজা ক্ষেপিয়া বসিবে। কালে আমার খাজনা আদায় করা পর্য্যন্ত দুর্ঘট হইবে।"

ভৈরব বাবুর স্ত্রী বলিলেন—"ঠাকুর আপনি কুলপুরোহিত, উঁহার কথা শুনিবেন না; যাহা হিত, তাহারই উপদেশ দিন।"

তর্কালঙ্কার কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া ভৈরব বাবু বলিলেন,—"আপনি যাহা বলিবেন, তাহা বুঝিয়াছি। বলিবেন, মানুষের উপর অত্যাচার করিলে দেবতা রাগ করেন, ধর্ম্ম বিচলিত হন,—লক্ষ্মী ভীত হইয়া সে বাড়ী ত্যাগ করেন। কিন্তু এ অত্যাচার করিতে আমায় কে প্রবৃত্ত করাইয়াছে?—আমার কুলপুরোহিত। আপনি যদি সেই নিরীহ নির্ব্বিকার প্রশান্তচেতা জ্ঞানানন্দ বাবুকে আমার বাড়ী হইতে অভুক্ত অবস্থায় অবমানিত করিয়া না তাড়াইয়া দিতেন, তবে বোধ হয়,

এ আগুন জ্বলিত না, আপনি যদি পঙ্কজের রূপে মুগ্ধ হইয়া পাশব-বলে ধরিয়া আনিতে না বলিতেন, তবে বোধ হয় এ সর্ব্বনাশ হইত না—অত্যাচারের আগুনে আমার প্রজা পুড়িত না;—অশান্তির আগুনে আমি পুড়িতাম না—পাপের আগুনে আমার সন্তান-সন্ততি পুড়িত না।"

গৃহিণীর চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। রুদ্ধকণ্ঠের আবেগ-কম্পিত-স্বরে কহিলেন—"এখন কি উপায় নাই ?"

বড় উত্তেজিত স্বরে ভৈরব বাবু বলিলেন—"না।"

বড় মৃদু-স্বরে তর্কালঙ্কার বলিলেন—"আছে।"

বড় আশান্বিত হইয়া গৃহিণী বলিলেন—"কি উপায় আছে ঠাকুর,—বলুন। আমার সর্ব্বস্ব গেল—আপনি পুরোহিত, আপনি রক্ষা না করিলে, কে রাখিবে ?"

ভৈরবচন্দ্র উত্তেজনায় বিকট হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"যে আগুন জ্বলিয়াছে, একদিকে না পুড়িয়া নিবিবে না। হয় প্রজা যাইবে—নয় জমিদার যাইবে।"

বিষাদ-কণ্ঠের কম্পিতস্বরে গৃহিণী বলিলেন—"তুমি ইচ্ছা করিলে দুই কুলই রক্ষা করা হয়। এই মাত্র সেই মেয়েটি বড় মধুর শান্তস্বরে বলিয়া গেল,—"আপনি ক্ষত্রিয় নহেন,—ব্রাহ্মণ। ক্ষমাই আপনার ধর্ম্ম।" অতএব ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা করিলে, সব দিক্ রক্ষা হইবে।"

ভৈরবচন্দ্র কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তর্কালঙ্কার ঠাকুর বলিলেন, "কোন্ মেয়েটা,—মা ?"

গৃহিণী। আমি তাহাকে চিনি না—উনিই বলিলেন, সে জ্ঞানানন্দের পাগল মেয়ে পঙ্কজ।

তর্কা। সে কি এখানে আসিয়াছিল ?

গৃহিণী। আমি তাহাকে দেখিয়াছি, চিনিতে পারি নাই। উনি দেখেন নাই, কিন্তু ঐ পরিচয় দিলেন।

তর্কা। হাঁ মা, বাবুর অনুমান ঠিক্,—সে পঙ্কজ।

ভৈরব বাবু তর্কালঙ্কারের দিকে তীব্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"আপনি কি করিয়া জানিলেন?"

তর্কা। পথে আসিতে তাহাকে দেখিয়াছি,—সে চলিয়া যাইতেছিল। তাহার গমন যেন দেববালার ন্যায়,—জ্যোৎস্না-ধৌত দিক্‌সমুদয়—দেখিয়া হঠাৎ বোধ হইল, যেন জগদ্ধাত্রী গ্রাম্য-পথে চলিয়াছেন।

ভৈরব। তার রূপটা আপনার অন্তরে বড় বিঁধিয়াছে,—না, ঠাকুর?

গৃহিণী অবনতমুখী হইলেন।

তর্কালঙ্কার ঠাকুর ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"হাঁ—না—তবে সুন্দরী বটে! আর সেই সৌন্দর্য্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহা সকলে নাই।"

ভৈরব। এখনও কি তাহার উপরে লোভ আছে? যদি থাকে, বলুন—আবার ধরিয়া আনি,—এবার কোন গুপ্ত স্থানে লইয়া বিবাহ দিব।

তর্কালঙ্কার মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিলেন,—"বিবাহ করিবার আর উপায় নাই।"

ভৈরব। কেন? হঠাৎ বিবেকের উদয় হইল কেন?

তর্কা। বিবেকের উদয় নয়—এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

ভৈরব। কাণ্ড আপনার কথায় কথায় হয়। কি হইয়াছে?

তর্কা। শরীর যখন বড় খারাপ—যখন সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের বেদনা,—মাথার রক্তস্রাব বন্ধ হয় নাই,—হাঁসপাতালের ডাক্তারেরা মাথায় ঔষধের প্রলেপ বাঁধিয়া দিয়াও রক্ত বন্ধ করিতে পারিতেছিল না,—ঔষধ দিয়াও গায়ের বেদনা নিবারণ করিতে পারিতেছিল না, সেই সময় এ কাণ্ড ঘটে!

ভৈরব। কি ঘটে ?

তর্কা। হাঁসপাতাল-গৃহে,—রোগ-শয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছি। তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইবে,—নিদ্রাও আসে নাই,—আবার সম্পূর্ণ জ্ঞানও নাই,—এমন সময় যেন সেই ঘরে পঙ্কজ প্রবেশ করিল। শিয়রে বসিয়া তাহার মঙ্গল-হস্ত আমার মস্তকের ক্ষতে ও সর্ব্বাঙ্গের বেদনায় বুলাইয়া দিতে লাগিল। আমি পুলকিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পঙ্কজ, আমায় কি ভালবাস ?" সে তাহার মধুরস্বরে বলিল,—"হাঁ, ভালবাসি। তুমি আমার সন্তান—সন্তানকে মায়ে কি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে ?" হঠাৎ যেন তাহার রূপ পরিবর্ত্তিত হইল—সে যেন জগদ্ধাত্রী রূপে আমার শিয়রে বসিল। আর্ত্তস্বরে ডাকিলাম—'মা ! আমায় ক্ষমা কর।' রূপ জগদ্ধাত্রীর,—স্বর পঙ্কজের। সে বলিল, "আমি তোমার মা—আমাকে মাতৃ-রূপেই জানিয়ো।" তারপরে সে চলিয়া গেল। সেইদিন হইতে আমি আরোগ্য হইতে লাগিলাম।

ভৈরব বাবু হাসিয়া বলিলেন—"আয়ান ঘোষের মত ইষ্টদেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া মা বলিয়া ফেলিলেন ? সত্য কথা বলিতে কি ঠাকুর, ঐ মেয়েটায় দেবতার দৃষ্টি বা কিছু অংশ আছে।"

তর্কা। আমারও তাই বোধ হয়। প্রজাগণ তাহার দ্বারা রক্ষিত ; বিশ্বাস, প্রজাদের আপনি অধিক কিছু করিতে পারিবেন না।

ভৈরব। না পারিলেও ছাড়িব না,—হয় তাহারা মরিবে, নয় আমি মরিব,—তারপরে এ গোলযোগের শেষ হইবে।

তর্কা। আপনাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম, এখন তবে যাই, রাত্রি অনেক হইয়াছে।

ভৈরব। চলুন, আমিও নীচেয় যাইব।

তখন উভয়ে সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পরিক্ষেপ

পঙ্কজ বাড়ী হইতে কাহাকেও কিছু না বলিয়াই বাহির হইয়াছিল,—সেই বিকাল বেলা, আর রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়, তথাপি বাড়ী ফিরিল না। এমন সে প্রায়ই করে। ইহাতে শৈল ও সত্যবিলাস ক্রমে ক্রমে বড়ই উদ্বিগ্ন এবং জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই অপেক্ষায় তাহারা এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। এতক্ষণে সে বাড়ী আসিয়া পঁহুছিল।

শৈল ভারি রাগিয়া গিয়াছিল। সে বলিল—"তুমি কি এমন করিয়াই দিন কাটাইবে?"

পঙ্কজ মৃদু হাসিয়া তাহাদেরই পার্শ্বে উপবেশন করিল। মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন করিয়া দিন কাটাইতেছি?"

অধিকতর বিরক্তি-স্বরে শৈল বলিল—"না দিদি, হাসি নয়। গৃহস্থালীতে থাকিতে হইলে অমন করা চলিবে না!"

পঙ্কজ পূর্ব্ববৎ হাস্যাধরে বলিল—"আমার গৃহস্থালী সারা-জগৎ। জগন্নাথ যার স্বামী, তার গৃহস্থালী কি একটু ক্ষুদ্র গৃহে সীমাবদ্ধ?"

সত্যবিলাস হাসিয়া বলিলেন,—"স্বামীটি পাইয়াছ ভাল। এখন কোথায় যাওয়া হইয়াছিল?"

পঙ্কজ আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলিল। তৎপরে বলিল—"সত্য-

বিলাস,—ভাই ; তোমার শক্তি আছে, তুমি যদি একটু মনে কর, দীন প্রজাগণকে রক্ষা করিতে পার।”

সত্য। জমিদারের বিরুদ্ধে আমি কি করিতে পারিব ?

পঙ্কজ। ছি ছি,—ভাই ; একথা তোমার মত শিক্ষিত লোকের মুখে শোভা পায় না। ইহা ব্রিটিশরাজ্য—তুমি আইন-কানুন জান। আইনের বলে প্রজাগণকে রক্ষা কর।

সত্য। আইন প্রমাণের অধীন।

পঙ্কজ। প্রমাণ ছিল না,—লোক-বল ছিল না,—অর্থ-বল ছিল না ; কিন্তু তোমার মত একজন ব্যারিষ্টার প্রজাগণকে আইনের বলে বাঁচাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

সত্য। তিনি বিদেশী।

পঙ্কজ। আরও ভাল কথা। বিদেশীর চেয়ে স্বদেশী মানুষে আরও ভাল করিয়া সব কথা বুঝিতে পারিবে, বুঝাইতে পারিবে।

সত্য। সে কথা বলিতেছি না।

পঙ্কজ। তবে ?—

সত্য। আমি ভৈরব বাবুর সহিত বিবাদ করিতে পারিব না। এই গ্রামে আমায় বাস করিতে হইবে।

পঙ্কজ। ভৈরব বাবু আমাদের উপর চটা, তুমি তাঁহার বিরুদ্ধে না গেলেও তিনি তোমার হিত করিবেন না।

সত্য। আমার সহিত তাঁহার কথা হইয়াছে।

পঙ্কজ। কি কথা ?—

সত্য। পূজার সময় তাঁহারা আমার বাড়ীতে আসিয়া ভোজন করিবেন।

পঙ্কজ। সমাজ শুদ্ধ ?

সত্য। হাঁ।

পঙ্কজ। তুমি যে বিলাত-প্রত্যাগত ?

সত্য। আমি অনেক টাকা খরচ করিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা আনাইয়া দেখাইয়াছি। প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি,—এখন সমাজে উঠিবার জন্য এই সমাজের ব্রাহ্মণদিগকে এক সহস্র মুদ্রা দিতে হইবে।

পঙ্কজ। আর কিছু আছে ?—

সত্য। আর সর্ব্বপ্রকারে ভৈরব বাবুর অনুগত হইয়া থাকিব। অধিকন্তু তাঁহার বিরোধী কোন ব্যক্তির পক্ষাবলম্বন করিয়া মামলা-মোকদ্দমা করিব না। হাইকোর্টে ভৈরব বাবুর যে সকল কাজ-কর্ম্ম আছে, তাহা তিনি আমার দ্বারাই করাইবেন।

পঙ্কজ। উত্তম! সকলই তোমার স্বার্থে করিলে,—কিন্তু তুমি যে দেশে জন্মিলে, যে জাতিতে জন্মিলে, তাহাদের কি করিলে ? তুমি যাহা যাহা করিলে, তাহা পশুতেও করে,—মানুষ হইয়া কি করিলে ? তুমি যাহা করিলে, তাহা অশিক্ষিত ধাঙড়েও করে,—তুমি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া গিয়া লেখা পড়া শিখিয়া আসিয়া কি করিলে ?

শৈল বঙ্কিম গ্রীবা ঈষদুত্তোলন করিয়া বলিল—"ওঁর ত আর জগন্নাথ স্বামী নয়; এই ক্ষুদ্র মাগীকে লইয়া এই ক্ষুদ্র ঘর করিতে হইবে। ছেলে-মেয়ে হইলে, তাদের বিয়ে-পৈতে দিতে হইবে, গৃহধর্ম্মে থাকিতে হইলে ও সকল চাই।"

পঙ্কজ বলিল,—"অনেক রাত্রি হইয়াছে।"

শৈল। সে জ্ঞান কি তোমার আছে ?

পঙ্কজ। যাও, শোওগে,—আমিও যাই।

শৈল। তোমার ঘরে খাবার আছে,—সেগুলা বোধ হয়, ঠাণ্ডা জল হইয়া গিয়াছে। তোমার খাওয়া-দাওয়া সবই গেল।

পঙ্কজের খাবারগুলা যেমন ঢাকা পড়িয়াছিল, তেমনই রহিল। সে ঘরে গিয়াই শুইয়া পড়িল। সেই বালক-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত করুণ-চীৎকার ধ্বনি তখনও তাহার প্রাণের মধ্যে পড়িয়া লুঠিয়া লুঠিয়া ফিরিতেছিল। সে শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, এ অত্যাচারের কি প্রতিবিধান নাই! এ জগতে কি কেহ নাই যে, অত্যাচারীর অত্যাচার-কবল হইতে অত্যাচারিতকে রক্ষা করে! প্রাণেশ্বর!—বিশ্বেশ্বর! সর্ব্বেশ্বর! আর কত কাঁদাইবে? দাদী বলিয়া কি মনে নাই? এস বঁধু। একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, তোমার এক বলবান্ সন্তানের কৃপাণ-করে কত দুর্ব্বল সন্তান দলিত-চূর্ণিত হইতেছে। তুমি না রাখিলে তাহাদের আর উপায় নাই! আসিবে না? শুনিবে না? তবে তুমি দীননাথ কেন?—মধুসূদন কেন? ব্যথাহারী কেন?

পঙ্কজের সে রাত্রে আদৌ নিদ্রা হইল না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

টাকা

পঙ্কজ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গীতার কর্ম্মযোগ অধ্যায়টি স্বর-লয় সহযোগে পাঠ করিল। তারপরে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া শৈলর নিকট উপস্থিত হইল। শৈল জিজ্ঞাসা করিল,—"এত সকালে বাহিরে কেন? কোন কথা আছে নাকি?"

বিশেষ কার্য্য না থাকিলে, পঙ্কজ বেলা আটটার কমে নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইত না। কোন দিন গীতা পাঠ করিত, কোন দিন

অন্য কোন ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিত, কোন দিন বা বসিয়া বসিয়া ভাবিত। শৈলর কথার উত্তরে পঙ্কজ বলিল,—"একখানা পাল্কী ডাকাইয়া দে।"

শৈল। হঠাৎ এত সখ কেন? তোমার ওতে উঠা অভ্যাস নাই, হাঁটিয়াই দিন রাত্রি চলিয়া থাক।

পঙ্কজ। সকল দিন ত মতি গতি ঠিক থাকে না।

শৈল। কোথায় যাওয়া হবে?

পঙ্কজ। একটা কাজে।

শৈল। তোমার কাজে বাজ পড়ুক।

পঙ্কজ। তা পড়ুক। পাল্কী ডাকাইয়া দিবি?

শৈল জানিত, তাহার দিদি বিধি-নিষেধের বাহিরে। যাহা ধরিবে, তাহা করিবেই। ভৃত্যকে পাল্কী ডাকিতে পাঠাইয়া দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইল। "পুলিশ সাহেবের বাড়ী চল্"—বলিয়া পঙ্কজ তাহাতে উঠিয়া বসিল।

পুলিশ সাহেব ইংরাজ। তিনি সস্ত্রীক চা পান করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার দরজায় পাল্কী গিয়া পঁহুছিল। ভৃত্য পঙ্কজের নিকট একটি মুদ্রা বখসিস্ পাইয়া সাহেবের নিকট গিয়া সংবাদ দিল, একজন বাঙ্গালী মেয়ে মানুষ পাল্কী চড়িয়া আসিয়াছে,—আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়।"

পুলিশ সাহেব তাহাকে ডাকিতে বলিলেন। ভৃত্য গিয়া পঙ্কজকে সঙ্গে করিয়া আনিল। পঙ্কজ আসিয়া যথারীতি সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি? দেখিয়া বিশিষ্ট ঘরের মেয়ে বলিয়া জ্ঞান হয়।"

পঙ্কজ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিল। সাহেব জ্ঞানানন্দ বাবুকে বিশেষ রূপে জানিতেন। তিনি সমাদর পূর্ব্বক পঙ্কজকে উপবেশন করিতে

অনুরোধ ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পঙ্কজ বসিল না,—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভৈরব বাবুর অত্যাচার-কাহিনী, প্রজার কষ্ট এবং গত রাত্রির পিতা-পুত্রের প্রতি পাশব-অত্যাচার সমস্ত একে একে বিবৃত করিয়া বলিল। সাহেব সমস্তই শুনিলেন। তিনি কি চিন্তা করিতেছিলেন,—মেম-সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি ভাব্‌চো ?"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—"আমি জমিদার প্রজার এই বিদ্রোহ-ব্যাপার অবগত আছি। কিন্তু দারোগাদের প্রতি-রিপোর্টেই প্রজাগণের অত্যাচার পাঠ করিয়াছি। এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত শুনিতেছি!"

মেম-সাহেব কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ-স্বরে বলিলেন,—"জমিদারের টাকা আছে, প্রজার তাহা নাই, কাজেই তাহারা অত্যাচারী! এখন এই ব্যাপারের ভালরূপ তদন্তের কি ?"

সাহেব। আমি দারোগাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিব।

মেম। কোন ফল হইবে না।

সাহেব। তবে কি করিতে বল ?

মেম। তুমি নিজে তদন্ত কর।

সাহেব। উপায় নাই।

মেম। কেন ?

সাহেব। মফস্বলের খুব একটা বড় ডাকাতী মোকদ্দমা লইয়া বড় বিব্রত আছি, সেটার শেষ না করিয়া কোন প্রকারেই অন্য দিকে নজর দিতে পারিতেছি না।

মেম। তবে কি ঐ ভদ্রকন্যা শুধুই আমাদের এখানে আসিয়াছেন ? পরদুঃখকাতরা রমণী বড় দুঃখে, বড় আশা করিয়া আসিয়াছেন।

সাহেব পঙ্কজের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"মা, আমি বড় দুঃখের সহিত জানাইতেছি, আমার হাতে বর্ত্তমানে যে মোকদ্দমা আছে,

তাহার শেষ না করিয়া অন্য কোন নূতন কার্য্য হাতে লইতে পারিতেছি না। ঘটনা ও অবস্থা বুঝিয়া আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবে। আমি এখনই টেলিফোঁ করিয়া দারোগাকে ডাকিতেছি এবং তিনি আসিলে সবিশেষরূপে সঠিক ভাবে এই মোকদ্দমার তদন্ত করিতে বলিব। তুমি চেষ্টা করিয়া যতদূর পার, দারোগার তদন্তের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। যদি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দেখ, আমাকে জানাইবে। তখন আমি অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিব। এখন তুমি যাও।"

পঙ্কজ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সাহেব ও মেমকে সেলাম করিয়া বাহির হইল। এবং পাল্কীতে আরোহণ পূর্ব্বক বাড়ী চলিয়া গেল। সাহেব তখনই টেলিফোঁ দ্বারা দারোগাকে ডাক দিলেন।

এক ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে স্থানীয় থানার দারোগা আসিয়া সাহেবকে সেলাম জানাইল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গত রাত্রে ভৈরব বাবু একটি সাত বৎসরের বালক ও তাহার পিতাকে বাড়ী ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল এবং যথেষ্ট প্রহারাদি করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি ?"

দারোগা বিনীতভাবে বলিলেন,—"এ মিথ্যা সংবাদ কে দিল ? গত কল্য রাত্রে অনেকগুলি প্রজা জমিদার বাড়ী আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল ; পথে বাধা পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল ; এই পর্য্যন্ত সংবাদ পাইয়াছি। ও কথা ত কেহ বলে নাই।"

সাহেব। শুনিলাম, প্রজারা কোন কথা জানাইলে আপনারা তাহা লিপিবদ্ধ করেন না,—যথাযথভাবে কাজও করেন না।

দারোগা। হুজুর,—কে একথা বলিল ?

সাহেব। যে বলিয়াছে, সে সত্য বলিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। ন্যায়বিচার বিতরণ করা, ন্যায়ানুমোদিত শাসনদণ্ড পরিচালন করা

ইংরাজ-রাজত্বের মূল-মন্ত্র। আমার অনুরোধ, আপনারা আমাদের কর্ত্তব্যের ও আমাদের প্রভুর উদ্দেশ্যের অপব্যবহার করিবেন না।

দারোগা। আজ্ঞে হুজুর—

সাহেব। আরও শোন। জ্ঞান বাবুর বড় মেয়েটি আমার নিকট আসিয়াছিল। সে এই ঘটনার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। সে ন্যায় পক্ষে যাহাই করিবে, কোনরূপে বাধা দিবেন না। আমি ডাকাতী মোকদ্দমার তদন্তের জন্য অদ্যই মফস্বল যাইব। সেখানে সপ্তাহখানেক থাকিতে হইবে। ইহার মধ্যে যাহা যাহা তদন্তের ফল হইবে বা আর যদি কোন নূতন ঘটনা হয়, আমাকে জানাইবেন, আমি এখনই সে মেয়েটিকেও লিখিয়া যাইতেছি। সেও আমাকে সত্য কথা জানাইবে। তবে এ কথা স্মরণ রাখিবেন যে, আমি আসিয়া পুনরায় তদন্ত করিতে পারি।

"যে আজ্ঞে, আপনার আদেশ পালনে কোন প্রকার ত্রুটি হইবে না।" এই কথা বলিয়া অভিবাদন করতঃ দারোগা চলিয়া গেলেন।

তিনি দ্বিচক্র যানে আসিয়াছিলেন, দ্বিচক্র যানেই ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু থানায় না গিয়া একেবারে ভৈরব বাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভৈরব বাবু তখন কাছারী করিতেছিলেন। দারোগা বাবু তাঁহাকে বলিলেন,—"বিশেষ কথা আছে।"

ভৈরব। গোপনীয়?

দারোগা। আজ্ঞে হাঁ।

ভৈরব বাবু ও দারোগা বাবু একটা নিভৃত কক্ষে গিয়া দুইজনে দুইখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। দারোগা বাবু বলিলেন,—"সমূহ বিপদ্ উপস্থিত।"

সবিশেষ ব্যস্তভাবে ভৈরব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছে? শীঘ্র বলুন।"

দারোগা। আপনার পক্ষ হইয়া এতদিন যাহা করিয়া আসিয়াছি, তাহার জন্য বুঝি আমার চাকুরীটুকু যায়। আপনারও রক্ষা পাওয়া দায়।

ভৈরব। কেন, এমন কি হইল?

দারোগা। পুলিশ-সাহেব এই সকল ঘটনা আদ্যোপান্ত অবগত হইয়াছেন। যদি আপনি প্রতিকারে সমর্থ না হন, আপনার ও আমার ধন-প্রাণ সব যাইবে।

ভৈরব। পুলিশ-সাহেবকে কে এ সকল জানাইল?

দারোগা। জ্ঞানানন্দ বাবুর সেই পাগলা মেয়েটা। সাহেব তাহাকে আমাদের বিপক্ষে নিযুক্ত করিয়াছেন। সাহেব সাত দিন মফস্বলে থাকিবেন। এই সাত দিনের মধ্যে সত্য ঘটনা আবিষ্কার করিয়া আমাকে রিপোর্ট দিতে বলিয়াছেন;—আর সেই মেয়েটাকে তদন্তের সত্য মিথ্যা ফলাফল লিখিতে বলিয়াছেন। সে যাহা লিখিবে, সাহেব তাহা বিশ্বাস করিবেন। আমার তদন্তের বিরুদ্ধে যদি সে লেখে, সাহেব আসিয়া নিজে তদন্ত করিবেন। বুঝিয়া দেখুন, ব্যাপার কি ভয়ঙ্কর!

ভৈরব বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"উপায় আমিই করিব, আপনি ভীত হইবেন না।"

দারোগা। কি উপায় করিবেন?

ভৈরব। পঙ্কজ যাহাতে সাহেবের পত্র না পায়, আর সাহেব যাহাতে তাহার পত্র না পান, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দারোগা। উত্তম কথা, কিন্তু এক সপ্তাহ পরে সাহেব যখন ফিরিয়া আসিবেন, তখন যে পঙ্কজ গিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত কথা বলিবে। বেটী যেন ইংরেজের মেয়ে। কোথাও যাইতে সঙ্কোচ নাই, কাহাকেও ভয় নাই।

ভৈরব। সে ব্যবস্থাও করিব। যাহাতে ও আর রাধানগরে না থাকিতে পারে, তাহার উত্তম বিধান করিতে হইবে।

দারোগা। সর্ব্বনাশ! তাহার উপরে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ করিবেন না। সাহেব আমাকেই নিষেধ করিয়াছেন।

ভৈরব। না না,—কৌশলে সে কার্য্য সমাধা করিব। এমন ভাবে করিব, যাহাতে কেহ বুঝিতে না পারে যে, কি জন্য কি হইল।

দারোগা। আমি আগে যখন ফাঁদে পা দিয়াছি, তখন আপনার উপরই নির্ভর। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন,—আমার চাকুরী যাইবে; আর আপনার ধন-মান সবই যাইবে।

ভৈরব বাবু বলিলেন,—"ভয় নাই। এখনি ব্যবস্থা করিতেছি।"

দারোগা বাবু উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ভৈরব বাবু পোষ্ট-মাষ্টারকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন।

রাধানগরে দুইটি পোষ্ট-অফিস্ ছিল। একটি সব্ অফিস্, আর একটি ব্রাঞ্চ অফিস্। ব্রাঞ্চ অফিস্‌টিই ভৈরব বাবুদের সন্নিকটবর্ত্তী;—সেই স্থান হইতেই তাঁহাদের এবং জ্ঞানানন্দ বাবুদের চিঠি-পত্র আদান-প্রদান হইয়া থাকে।

ভৈরব বাবুর সাদর আহ্বানে অনতিবিলম্বেই ব্রাঞ্চ-পোষ্ট-মাষ্টার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমধিক যত্ন প্রকাশ করিয়া ভৈরব বাবু তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় বলিলেন,—"প্রজাবিদ্রোহের জন্য আমি বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

পঞ্চদশ মুদ্রা মাসিক বেতনভোগী পোষ্ট-মাষ্টার বেচারী দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী অগণিত ধন-সম্পত্তির মালিক জমিদার মহাশয়ের মুখ হইতে এই প্রকার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। বলিল,—"আমি! আমি আপনাকে রক্ষা করিব কি প্রকারে? কিন্তু যদি কিছু আমার সাধ্য থাকে, তাহা প্রাণপণে করিব।"

কুড়িখানি দশ টাকার নোট পোষ্ট-মাষ্টার বাবুর সম্মুখে স্থাপিত করিয়া ভৈরব বাবু বলিলেন,—"এখন এই সামান্য গ্রহণ কর। কার্য্যোদ্ধারের পর আরও কিছু দিব। তারপরে আজীবন এ উপকারের প্রত্যুপকার করিতে বিস্মৃত হইব না।"

পোষ্ট-মাষ্টার বেচারী একেবারে কুড়িখানি নোট পোষ্ট-অফিসের তহবিল ব্যতীত নিজের বলিয়া কখনও বাক্সে তুলে নাই। বিশেষতঃ আয় হইতে ব্যয়াধিক্য বশতঃ পোষ্ট-অফিসের তহবিলের কয়েকটী টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছিল, কোন প্রকারে হিসাব ঠিক দেখাইয়া এযাবৎ কাজ চালাইয়া আসিতেছিল ; কিন্তু দিবারাত্রি শান্তি নাই,—কখন্ কি হয় ! যদি টাকাগুলি মিলিয়া যায়, সে দায়ও যাইবে। লোলুপ-দৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিতে চাহিতে বলিল,—"কি করিতে হইবে বলুন ? টাকার প্রয়োজন কি ? আপনার অনুগ্রহই আমার সব।"

ভৈরব বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"না না,—তুমি টাকাগুলি পকেটে কর, তারপরে বলিতেছি।"

ভৈরব বাবুর বিশ্বাস ছিল, মানুষের পকেটে কিছু টাকা পুরিয়া দিতে পারিলে, তাহাকে ভেড়া বানান যায়। তাহার দ্বারা যাহা ইচ্ছা করা যায়।

পোষ্ট-মা। কি কাজ করিতে হইবে, জানিতে পারিলে হইত।

ভৈরব। না না,—এমন কঠিন কাজ কিছুই নহে। তুমি নোটগুলা পকেটে তোল, আমি বলিতেছি। অর্থ মানুষের অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—সবই অর্থের অধীন। সে জিনিষটাকে অযত্ন করিতে নাই,—তোল তোল,—পকেটে তোল।

পোষ্টমাষ্টার কম্পিত হস্তে নোটগুলি তুলিয়া বুক-পকেটে রাখিয়া দিল ! ভৈরব বাবু পোষ্ট-মাষ্টার বাবুর দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"শোন। জ্ঞানানন্দ বাবুকে জানিতে ?"

পোষ্ট-মা। নাম শুনিয়াছি। আমি এখানে আসিবার আগেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, আমি তাঁহাকে দেখি নাই।

ভৈরব। তাঁহার বড় মেয়ের নাম পঙ্কজ। পঙ্কজের নামে যে কোন চিঠি-পত্র আসিবে, সেইগুলি তাহাকে না দিয়া, আমাকে দিবে। আর সে যেখানেই চিঠি-পত্র লিখুক, সেগুলা ডাকে না পাঠাইয়া আমাকে দিবে। এর জন্য মাসে মাসে তোমায় কুড়ি টাকা করিয়া দিব।

পোষ্ট-মাষ্টার চিন্তা করিয়া বলিল,—"রেজেষ্টারী চিঠি-পত্র দিতে পারিব না ত!"

ভৈরব। না না,—তা পারিবে কেন। সাধারণ চিঠি।

পোষ্ট-মা। তা পারিব।

ভৈরব। পুলিশ-সাহেব তাহাকে চিঠি লিখিবেন, সেও পুলিশ-সাহেবকে চিঠি লিখিবে; সেইগুলি আমার বিশেষ দরকার। সবই দরকার—তাহার নামে যে চিঠিই আসুক; তাহার নিকট হইতে যে চিঠিই যাক্—আমাকে আনিয়া দিবে। খুব গোপনে—খুব সাবধানে কাজ করিবে। যেন তোমার পিওনেরাও জানিতে বা বুঝিতে না পারে।

পোষ্ট-মা। তাহা হইবে। কিন্তু পুলিশ-সাহেবের চিঠি!

ভৈরব। ভয় কি বাপু! সাধারণ চিঠি,—কোথা হইতে কোথায় গেল, তার ঠিক কি? আর ভগবান্ না করুন, যদিই গোলযোগ হয়, এর জন্যে ত আর কোন দণ্ড নাই,—নয় কাজ যাইবে! উঃ! ভারি ত চাকুরী,—আমি তোমার নিকট ত্রিসত্য করিতেছি, যদি আমার এ কাজ করিতে গিয়া তোমার চাকুরী যায়, আমি আমার কোন মহলে তোমার চাকুরী দিব।

পোষ্ট-মাষ্টারও মনে করিল, সাধারণ পত্র বৈত নয়;—ইহাতে ত'

আর জেল হয় না। তহবিল কম আছে, না পূরাইয়া রাখিলে হঠাৎ যদি ধরা পড়ি, জেল হইতে পারে। তখন স্বীকৃত হইয়া টাকাগুলি লইয়া প্রস্থান করিল।

পোষ্ট-মাষ্টার উঠিয়া গেলে ভৈরব বাবু মনে মনে হাসিলেন। মনে মনে বলিলেন,—'হে টাকা! হে সয়তানের স্বুদর্শনচক্র! তুমি যাহার বাক্সে নাই, তাহার কোন বলই নাই। তোমার দ্বারা জগতে সাধিত না হয়, এমন কোনও কার্য্যই নাই। তুমি কুরূপকে রূপবান্ কর, অপ্রিয়কে প্রিয় কর, অধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি যাহার নাই, সে বিদ্বান্ হউক, রূপবান্, গুণবান্, শীলবান্, যাহাই হউক, তাহার আদর নাই!—"কড়ি কৃষ্ণ দুই ভাই, কড়ি হ'লে কৃষ্ণ পাই।" অতএব হে টাকা! হে রৌপ্য-চাকৃতি,—হে অঘটন-ঘটন-সমাধান-কারক! তোমাকে শত নমস্কার! তুমি আমায় ভুলিয়ো না,—আমার মরণকালে পূর্ণরূপে হৃদয়াকাশে উদিত হইয়ো। তাহা হইলে আগামী জন্মে তোমাকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইব।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

তীর্থযাত্রা

বঙ্গে শারদোৎসব। সারা-বঙ্গ যেন কয়েক দিনের জন্য জাগিয়া বসিয়াছে। প্রভাতে পুরোহিতগণ নবপত্রিকা স্নান করাইয়া আনিয়া মহামায়ার মহাপূজার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। পূজাবাড়ী ঢাক-ঢোল সানাই বাজিয়া বিপুল আনন্দের উচ্ছ্বাস তুলিয়া দিতেছে।

সত্যবিলাসের বাড়ী পূজা। ভৈরব বাবুর কৃপায় সত্যবিলাস সমাজে গৃহীত হইয়াছেন; সমাজশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ও অপরাপর জাতি তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে। সত্যবিলাসও বিপুল আয়োজনে রন্ধনাদি করাইতেছেন। এদিকে পুরোহিতগণ পূজারম্ভ করিয়াছেন। শৈল গাছকোমর বাঁধিয়া সকল কার্য্যেরই তত্ত্বাবধান করিতেছে। পঙ্কজ কেবল মানুষের সেবা লইয়াই ব্যস্ত আছে। যে রাঁধিতে রাঁধিতে শ্রান্ত হইয়া জল চাহিতেছে, পঙ্কজ তাহার তৃষ্ণার জল লইয়া দৌড়িতেছে। কেহ কুটনা কুটিতে কুটিতে হাত কাটিয়া ফেলিলে, পঙ্কজ কর্ত্তিত স্থানে ঔষধ বিলেপন করিয়া বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া দিতেছে; আর অভুক্ত গরীব দেখিলেই টানিয়া আনিয়া আহার্য্য দিয়া বিদায় করিতেছে।

ক্রমে সপ্তমীর দ্বিপ্রহর আসিয়া উপস্থিত হইল। শেষ-শরতের অলসিত হরিদ্রৌদ্র দিগন্ত ছাইয়া বসিল,—সপ্তমীবিহিত পূজা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সমাজের ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ প্রভৃতি আসিয়া বৈঠকখানা পূর্ণ করিয়া বসিতে লাগিলেন। ভৈরব বাবুর বাড়ী পূজা, তথাপি সত্য-বিলাসের প্রতি একান্ত অনুরাগ বশতঃ, সত্যবিলাসের প্রতি একান্ত করুণাবশতঃ, তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি আসিবামাত্র সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, সত্যবিলাস তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগমন করিলেন। ভৈরব বাবু সত্যবিলাসের যথোচিত সুখ্যাতি করিয়া একটা নিভৃত কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং সেখানে গিয়া বলিলেন,—"বাপু আমি তোমার বিনয় ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া অনেক করিয়াছি। সমাজের সকলকে অনেক তোষামোদ করিয়া তবে তোমার বাড়ী আনিয়াছি। কিন্তু বড় গোল! এখন ত আর পারি না!"

সত্যবিলাস চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"আপনি আমার অভি-

ভাব-কম্বরূপ। কি হইয়াছে? আমার বড় ভয় হইতেছে;—এখন সমাজের লোক যদি আমার বাড়ী খাইতে আপত্তি করেন, আমার সর্ব্ব-নাশ হইবে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন—বাড়ী আসিয়াছেন। হঠাৎ আমি কি অপরাধ করিলাম যে, আবার গোল হইতেছে?"

ভৈরব। ভয় নাই বাবা;—আমি যখন তোমার পক্ষে আছি, যাহাতে যাহা হয় করিব। কথাটা শোন।

সত্য। আজ্ঞা করুন,—আপনিই আমার ভরসাস্থল!

ভৈরব। সকলেই এক আপত্তি করিতেছেন,—তা করিতেও পারেন।

সত্য। কি আপত্তি?

ভৈরব। ঐ তোমার শালীকে লইয়া;—পঙ্কজ এ বাড়ীতে থাকিলে কেহ আহার করিবে না।

সত্য। কেন?

ভৈরব। তাহার চরিত্রে সকলেই সন্দিগ্ধ। সে মুসলমান-পাড়ায় থাকে, সে ইংরাজের বাড়ী যাতায়াত করে, সকলে তাহার চরিত্রে অনেক প্রকার দোষ দেয় এবং সে মুসলমানের অন্ন পর্য্যন্তও খায় বলিয়া কেহ কেহ অনুমানও করে।

সত্য। মিথ্যা কথা। তাঁহার মত চরিত্র বুঝি মানুষের হয় না।

ভৈরব। লোকে তাহা বিশ্বাস করে না।

সত্য। উপায় নাই।

ভৈরব। এখনকার ব্যবস্থা যাহা, তাহাই করিতে হইবে।

সত্য। কি বলুন?

ভৈ। তাহাকে এ বাড়ী হইতে না সরাইলে কেহ ভোজন করিবে না।

সত্য। বাড়ী তাঁহার বাপের,—আমার বাপের নয়। আমার স্ত্রী ও তিনি এ বাড়ীর সমাংশী, তিনি আমার কথায় যাইবেন কেন?

ভৈরব কৌশলে কার্য্য সমাধা করিতে হয়। কিছু দিনের জন্য তাহাকে তোমার কলিকাতার বাসায় পাঠাইয়া দাও।

সত্য। পূজার পরে দিতে পারি।

ভৈরব। এখনই না দিলে কেহ তোমার বাড়ী খাইবে না।

সত্য। এ কথা নিমন্ত্রণ গ্রহণের পূর্ব্বে আমাকে জানান উচিত ছিল।

ভৈরব। হঠাৎ এ গোলযোগ উঠিয়া পড়িয়াছে।

সত্যবিলাস মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ভৈরব বাবু বলিলেন ;—"চিন্তা করিবার সময় নাই। কোন গোল হইতে না হইতে,—কেহ কোন উচ্চ-বাচ্য না করিতে করিতে তাহাকে সরাইতে হইবে।"

সত্য। ভীষণ নিষ্ঠুরতা! বাড়ীতে পূজা,—আমি কি করিয়া তাঁহাকে বলিব যে, 'তুমি বাড়ী হইতে বাহির হও।' তাহার ভগিনীই বা কোন্ প্রাণে সে কার্য্যে অনুমোদন করিবে! হইবে না,—আমার সমাজ যাক্, যেমন ছিলাম, তেমনই থাকিব।

ভৈরব বাবু ব্যস্তভাবে বলিলেন,—"চুপ কর,—চুপ কর। অমন কথা মুখেও আনিয়ো না। যাও,—তোমার স্ত্রীকে বুঝাইয়া বল গে। সমাজ ও ধর্ম্ম রক্ষার্থে এ ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে।"

ম্লান-মুখে ধীর পদ-বিক্ষেপে সত্যবিলাস বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

শৈল তখন রন্ধন-গৃহে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল; দাসী গিয়া ডাকিয়া আনিল। স্বামীর ম্লান-মুখ দেখিয়া সে বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কি হ'য়েছে? তুমি অত বিষণ্ণ কেন?"

সত্যবিলাস দাঁড়াইয়া ছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। শৈল আরও ব্যস্ত হইল। বলিল—"তোমার কি কোন অসুখ ক'রেছে? মা দুর্গা রক্ষা করুন্। বল না, কি হ'য়েছে?"

সত্যবিলাস দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"শারীরিক কোন অসুখ করে নাই, কিন্তু এখন আমি যাই।"

শৈল। কি হ'য়েছে?

সত্যবিলাস সকল কথা বলিলেন। শৈল শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। প্রভাতের রবি-তাপে যেমন নৈশ ফুল্ল ফুল শুকাইয়া উঠে, তেমনই তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল। স্বামীর মুখের দিকে করুণ-নয়নে চাহিয়া বলিল—"কি হবে!"

সত্যবিলাস বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিলেন,—"লোক সব ফিরিয়া যাক্। সমাজে যেমন পতিত ছিলাম, তেমনই থাকিব।"

শৈল। অত ব্রাহ্মণ,—অত নিমন্ত্রিত,—অভুক্ত ফিরিয়া যাইবে, কেমন করিয়া তাহা হইবে?—ভিটা যে জ্বলিয়া যাইবে।

সত্য। উপায় নাই।

এই সময়ে হাসিতে হাসিতে পঙ্কজ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। পঙ্কজকে দেখিয়া স্বামী স্ত্রী উভয়ে চমকিয়া উঠিল। যে বিপদ্ কিঞ্চিৎ দূরে ছিল, তাহা যেন তাঁহাদিগকে জড়াইয়া ধরিল।

পঙ্কজ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"শৈল, আমি বৃন্দাবনে যাব।"

শৈল অবনতমুখী হইল। শুষ্ক অধরে ক্ষীণ হাসির রেখা ফলাইতে চেষ্টা করিয়া সত্যবিলাস বলিলেন—"এখনই নাকি?"

পঙ্কজ। হাঁ,—এখনই। একখানা পাল্কী চাই।

সত্য। ব্যাপার কি?

পঙ্কজ। আমার সংসারে কোন প্রয়োজন নাই। গ্রামে শান্তি নাই, তাই বনে যাব। এখানে কেবল অত্যাচার আর মিথ্যার ভাণ। যে ইংরাজ জাতিকে জগৎশুদ্ধ লোক সত্য-প্রাণ বলিয়া জানে, যে ইংরাজ জাতিতে জজ পেনালের জন্ম, সেই ইংরাজ পুলিশ-সাহেব আমাকে

আশ্বাস দিলেন ;—আমি বুকের রক্ত দিয়া চার পাঁচ খানা পত্র দিলাম, তিনি তাহার একখানারও উত্তর দিলেন না।

হায় পঙ্কজ! তুমি জানিতে পার নাই যে, যাহার চক্রতলে দীন প্রজাগণ নিষ্পেষিত হইতেছে, তাহারই চক্রে তুমিও পুলিশ-সাহেবের পত্র পাইতেছ না, তিনিও তোমার পত্র পাইতেছেন না। তোমার পত্র না পাওয়াতে এবং দারোগার রিপোর্ট পাইয়া তিনি দারোগার রিপোর্টই সত্য বুঝিয়া লইতেছেন।

সত্যবিলাস বলিলেন,—"যদি যাওয়া হয়, পূজার পরে যাইয়ো।"

পঙ্কজ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তা হ'লে এত লোক না খাইয়া তোমার বাড়ী হইতে ফিরিয়া যাইবে।"

সত্যবিলাস ও শৈল অবনতমুখ হইল। পঙ্কজ বলিল,—"ধনার মুখে আমি সব শুনিয়াছি।"

ধনা তাহাদের একজন ভৃত্য। যখন ভৈরব বাবু ও সত্যবিলাসে কথা হয়, তখন ভৈরব বাবুকে তামাক দিতে গিয়া ধনা কিছু কিছু শুনিতে পায়। অবশিষ্ট সকল কথা শুনিবার জন্য সে দুয়ারের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল। তৎপরে সে সমস্ত শুনিয়া আসিয়া পঙ্কজের নিকট নিবেদন করে।

সত্যবিলাসের মলিন মুখ আরও ম্লান হইল। শৈল কাঁদিয়া ফেলিল। ছুটিয়া আসিয়া তাহার দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দিদি, দিদি! সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেও তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি কোথায় যাবে? আমার পূজা যাক্,—সমাজ যাক্—সব যাক্। তোমায় ছাড়িব না।"

পঙ্কজেরও চক্ষু ফুটিয়া জল বাহির হইল। বলিল,—"বোন্, আমায় আর কাঁদিয়া কাঁদাস্ না! তোরা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস কর্, আমি

শ্বশুরবাড়ী যাই। শুনেছি,—তিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান নি। আমি সেখানে যাব।”

শৈল। মা!—মা কি বলিবেন?

পঙ্কজ। এ সকল কথা মাকে শুনান প্রয়োজন নাই। আমি বৃন্দাবনে যাচ্চি না বৃন্দাবনেই যাচ্চি।

তারপরে অনেকক্ষণ অনেকপ্রকার বাদানুবাদ হইল। অবশেষে পঙ্কজের শ্রীবৃন্দাবনেই যাওয়াই স্থির হইল। স্থির হইল, সেই দিবসেই যাত্রা করিতে হইবে। কেন না, সে না গেলে ব্রাহ্মণভোজন হয় না।

সত্যবিলাস ভৈরব বাবুর নিকট গিয়া সেদিনকার মত সময় ভিক্ষা করিলেন। সন্ধ্যার পরে পঙ্কজ রাধানগর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন-ধামে যাত্রা করিবে।

ভৈরব বাবু সত্যবিলাসকে বিশেষরূপে সত্যে আবদ্ধ করিয়া লইলেন এবং সকলে ভোজনাদি করিয়া চলিয়া গেলেন।

সেইদিন সন্ধ্যারতির পরে মাতা, ভগিনী ও পুরজনবর্গকে কাঁদাইয়া, অনাথ প্রজাগণকে কিছু না বলিয়া, পঙ্কজ শ্রীবৃন্দাবনধামে যাত্রা করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিশ্লেষণ

আনন্দমোহনকে পূজার সময় আসিবার জন্য পঙ্কজ অনেক করিয়া লিখিয়াছিল। শৈলও বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছিল। সত্যবিলাস নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে পূজার সময় আসা হয়,

তাহার জন্য সবিশেষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। নবমী পূজার দিন বৈকালে আনন্দমোহন শৈলদের বাড়ীতে আগমন করিলেন। বাড়ীতে মহা-মহোৎসব,—কিন্তু পঙ্কজ নাই। পঙ্কজ যাঁহাকে আসিবার জন্য কত অনুরোধ করিয়াছিল, কত মাথার দিব্য দিয়া লিখিয়াছিল, তিনি আসিলেন; কিন্তু সে কৈ? আনন্দমোহনের মনে একটু অভাব অনুভূত হইল।

শৈলর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, শৈল কাঁদিয়া ফেলিল এবং সমস্ত কথা নিবেদন করিল। আনন্দমোহন বলিলেন, "কাঁদিয়ো না, যেমন ঘটিবার তাহাই ঘটিয়াছে। যাহার অদৃষ্ট-তন্তু যাহাকে যে পথে টানিবে, তাহাকে সেই পথে যাইতেই হইবে,—অনুশোচনা বৃথা।"

নবমীর আরত্রিকাদি যথাবিহিত ভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল। লোক জন আহারাদি অন্তে কতক গৃহে গেল, কতক কতক কর্ম্মশেষ সম্পন্ন করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রহরাতীত। শরৎ-জ্যোৎস্নায় সর্ব্বত্র শোভন-শ্রী বিরাজিত,—প্রতিমা আছেন, কিন্তু বিদায়ের বিষাদ-গীতি যেন সর্ব্বত্র তাহার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ তুলিয়া বসিয়াছিল।

শৈল, সত্যবিলাস ও আনন্দমোহন তিনজনে একটা প্রকোষ্ঠে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। আনন্দমোহনের কথার উত্তরে সত্য-বিলাস বলিলেন,—"না না, কা'ল সকালের গাড়ীতে কিছুতেই যাওয়া হইবে না। দুই চারি দিন থাকিতেই হইবে।"

আনন্দ। আমাকে কা'ল যাইতে হইবে।

সত্য। কেন? এত তাড়াতাড়ি কেন?

শৈল। আসল কথা, মন টিকিতেছে না, যার জন্যে আসা, সে নাই। যে ডাকিয়াছিল, সে গিয়াছে। যে বাঁধিয়া রাখিত, সে খসিয়াছে।

আনন্দ। সত্য কথা শৈল, পঙ্কজহীন বাড়ীটা যেন আমার কাছে

খালি খালি ঠেকিতেছে। তবে সে জন্য নয়, অন্য বিশেষ প্রয়োজন আছে।

শৈল। একটা যুক্তি চাই।

আনন্দ। কি যুক্তি?

শৈল। দিদির জন্যে প্রাণ বড় কাঁদিতেছে ;—তাহাকে আনিতে লোক পাঠাব?

আনন্দ। যে লোক তাহাকে রাখিতে গিয়াছে, সে ফিরিয়াছে কি?

শৈল। না! একজন ঝি গিয়াছে, সে তার কাছে থাকিবে। আর হর-কাকা গিয়াছেন, তিনি ফিরিয়া আসিবেন।

হর-কাকা অন্য পাড়ার একজন প্রাচীন কায়স্থ। আনন্দমোহন সে অর্থ বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না। কেন না, হর-কাকা যিনি হউন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বলিলেন,—"তাহাকে পুনরায় এ বাড়ীতে আনিলে সমাজের লোক আবার গোল পাকাইতে পারে।"

শৈল। নিশ্চয় গোল করিবে।

আনন্দ। তবে আর কাজ নাই, তাহার অদৃষ্ট তাহাকে যে পথে লইয়া যাইতেছে, তাহাতে বাধা দিয়ো না।

সত্য। এক পিতার দুই কন্যা; শিক্ষা-দীক্ষা একই প্রকার, তবে পঙ্কজ ঐ প্রকার হইল কেন?

আনন্দ। যাহার যেমন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ভাগ্য, সে তেমনই হইবে।

সত্য। পঙ্কজের ভাগ্য ভাবিয়া কষ্ট হয়!

আনন্দমোহন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"পুকুরের একযোড়া মাছ, একটা জাল কাটিয়া চলিয়া যাইতেছে, একটা ঘুরিয়া ফিরিয়া জালে জড়াইতেছে,—কোন্‌টার ভাগ্য ভাল?"

সত্য। যেটা জাল কাটিয়া পলাইতেছে।

আনন্দ। পঙ্কজের ভাগ্য মন্দ কিসে? সে পরাভক্তির পথে

চলিয়াছে, আর শৈল কর্ম্মের দিকে ছুটিয়াছে। সৎশিক্ষা আছে; বোধ হয়, এ পথে শৈল চলিবে ভাল।

সত্য। কর্ম্ম-পথ ভাল,—না ভক্তির পথ ভাল?

আনন্দ। ভক্তি সাধনমার্গের শ্রেষ্ঠ পন্থা।

সত্য। কেন?

আনন্দ। ভক্তি বিনা মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। ভক্তি বিনা আপন ভুলিয়া তাঁহাকে ভাবিবার পন্থা নাই, কাজেই পরাভক্তি না জন্মিলে তাঁহাতে মিশিবে কি প্রকারে?

সত্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। আপনার গীতাখানি আমি বেশ করিয়া পড়িয়াছি। তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি;—কর্ম্ম হউক, জ্ঞান হউক, ভক্তি হউক, যে কোন এক পথ ধরিয়া চলিলেই মুক্তি হয়।

আনন্দ। গীতার অর্থ এখনও তুমি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই,—পুনঃ পুনঃ পড়িয়ো।

সত্য। কেন, গীতাতে ত উক্ত হইয়াছে, কর্ম্মদ্বারাই মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে। জনকাদি কেবল কর্ম্ম করিয়াই মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

আনন্দ। না, জনকাদি কর্ম্মদ্বারা মুক্তি লাভ করিয়াছেন, এ কথা উক্ত হয় নাই। সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।* সংসিদ্ধি অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

সত্য। তবে আর বাকিই বা থাকিল কি?

আনন্দ। জ্ঞান হইলেই লয় হয় না। শৈল আছে, এ দৃঢ়-প্রত্যয়ে শৈলর সহিত তুমি লয় হও নাই। যখন উহাতে একান্ত অনুরক্তি হইয়াছে, তখনই তোমার চিত্ত আর শৈলর চিত্ত এক হইয়াছে।

---

* কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।—গীতা।

সত্য। তবে জ্ঞানেও মুক্তি হয় না ?

আনন্দ। না। কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতির সাধনে ভক্তি আসে। ভক্তিই মুক্তি দান করিয়া থাকে।

সত্য। যোগাদি সাধনেও তবে মুক্তি হয় না ?

আনন্দ। মুক্তিকামীকে সে সাধনা করিতে হয়। না করিলে আত্ম-প্রত্যক্ষ কিসে হইবে ? মন সদাই চঞ্চল ; দৃঢ়ভাবে শ্রীকৃষ্ণে তাহাকে অর্পণ করা যায় না, তাই যোগসাধন দ্বারা প্রাণের বৃত্তিগুলিকে স্ববশে আনিতে হয়, আত্মপ্রত্যয় করিতে হয়, তবে পরাভক্তির উদয় হয়।

সত্য। পঙ্কজ সে সকল করিল না কেন ?

আনন্দ। পঙ্কজের সে অবস্থা প্রাপ্তি হইয়াছে। এখন তাহার প্রাণ পথ খুঁজিতেছে।

সত্য। এ অবস্থা সে কবে লাভ করিল ? সাধন-ভজনই বা কি করিল ?

আনন্দ। ভুলিয়া যাইতেছ ;—মানুষ একজন্মের নহে। অতীত জন্মে সে সাধনা করিয়া আসিয়াছে।

সত্য। কি করিয়া জানিতে পারিলেন যে, পঙ্কজ সে সাধনায় সমুত্তীর্ণ হইয়াছে এবং লয়ের দিকে ধাবিত হইয়াছে ?

আনন্দ। তুমি গীতা পড়িয়াছ, স্মরণ করিয়া দেখ। ভগবান্ বলিয়াছেন,—"যে ব্রহ্মজ্ঞ, যাহার চিত্ত সদা প্রসন্ন, যে কিছুতেই শোক করে না, কোন বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে না, সর্ব্বভূতে যাহার সমান দৃষ্টি, সেই ব্যক্তিই পরাভক্তি লাভ করে।" মিলাইয়া দেখ, পঙ্কজে এ গুলি সব আছে ; এখন আরও কিছু বাকি আছে, সেই পথটুকু অতিক্রম করিতে পারিলেই তাহার পরাভক্তি বা শ্রীভগবানে একান্ত অনুরাগ লাভ হয়। জীবের এই অবস্থাই রসানন্দ বা জীবন্মুক্ত অবস্থা।

সত্য। তবে শৈল অনেক পশ্চাতে ?

আনন্দ। কর্ম্ম কর,—উভয়ে মিলিত হইয়াছ। এক প্রাণে দাম্পত্য-ধর্ম্মের সাধনা কর,—নিষ্কামভাবে কার্য্য করিতে থাক। কর্ম্ম হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে ভক্তির আবির্ভাব হইবে। একটা অনুরোধ রাখিয়ো।

সত্য। আজ্ঞা করুন।

আনন্দ। গৃহস্থেরও যোগসাধনার প্রয়োজন! যোগসাধনা না করিলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয় না, পূর্ণ জ্ঞান আসে না। 'আমি গৃহস্থ মানুষ, আমার সাধ্য কি যে, যোগসাধনা করি,' এ ধারণা মন হইতে দূর করিয়া যোগসাধনা গৃহস্থেরই প্রয়োজন, গৃহস্থ কিছু চিরকালই গৃহস্থ থাকিবে না,—গৃহস্থকে একদিন উদাসীন হইতেই হইবে, নতুবা কতদিন ঘুরিবে? উদাসীন হইবার জন্য যোগসাধনা করা। যোগসাধনা না করিলে মায়ার পাশ কাটিবে না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রূপ ও রস

প্রভাত না হইতেই আনন্দমোহন বিদায় লইয়া ষ্টেসনাভিমুখে যাইতেছিলেন।

বিজয়াদশমীর উষা; তখনও পূর্ব্বসীমায় আলোক-আঁধারের দ্বন্দ্ব ছিল—জগৎ যেন নবীন জীবনে ধীরে ধীরে জাগ্রত হইতেছিল। নব-নীলিমায় ধূসর নদী জাগিতেছিল এবং পূজার বাড়ীতে বিজয়ার সানাই বিভাষে বিষাদে বাজিয়া উঠিতেছিল।

একজন হন্ হন্ করিয়া সেই রাস্তায় চলিয়া যাইতেছিলেন। আনন্দ-

মোহন তাঁহার দিকে চাহিলেন,—চিনিতে পারিলেন না। তিনিও আনন্দমোহনকে চিনিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি কে মহাশয় ?”

আনন্দমোহন বিনীতস্বরে বলিলেন,—“আজ্ঞে, আমার পরিচয় দিলেও আমাকে জানিবেন না। আমি এখানকার লোক নহি, কলিকাতা হইতে জ্ঞানানন্দ বাবুর বাড়ী আসিয়াছিলাম, আবার কলিকাতায় যাইবার জন্য রেল-ষ্টেসনে যাইতেছি। আমার নাম আনন্দমোহন শর্ম্মা।

যিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি তর্কালঙ্কার ঠাকুর। ‘চরলগ্নানুরোধাৎ’ প্রত্যূষেই দশমীকৃত্য আরম্ভ বলিয়া, তিনি নদীতে স্নান করিতে যাইতেছিলেন। ভৈরব বাবুর বাড়ীতে পূজায় ব্রতী ছিলেন।

‘আনন্দমোহন’ নাম শুনিয়া তর্কালঙ্কার ঠাকুর বলিলেন,—“একটু দাঁড়ান মহাশয়, আপনার সহিত আমার কিছু কথা আছে।”

আনন্দমোহন পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিলেন, ট্রেণের তখনও সময় আছে। ঘড়িটি যথাস্থানে সংস্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমাকে কি আপনি জানেন ? পরিচিতের মত কথা কহিলেন বলিয়া এ প্রশ্ন করিলাম,—ক্ষমা করিবেন।”

তর্কা। না না, আপনাকে আমি চিনি না। তবে নাম শুনিয়াছি,—আপনি একজন জ্ঞানী মানুষ বলিয়াই নাম শুনিয়াছি।

আনন্দ। কোথায় আমার পরিচয় পাইলেন ?

তর্কা। আমার নাম ধনঞ্জয় তর্কালঙ্কার। এই রাধানগরের আমি ব্যবস্থাদাতা;—ব্রাহ্মণ মাত্রেই আমার যজমান, আমিই এদেশের হিন্দুমাত্রের আধ্যাত্মিক চিকিৎসক; কিন্তু আমার আত্মার দারুণ ব্যাধি। এ ব্যাধির চিকিৎসক নাই। অনেকের মুখেই শুনিয়াছি, আপনি আত্মিক-চিকিৎসক,—একটা কথার উত্তর দিয়া যান।

আনন্দ। আজ্ঞে তা নয়,—আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত। কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন,—বলুন? রাস্তায় দাঁড়াইয়া কথা,—সময় বোধ হয়, উভয়েরই কম!

তর্কা। কথা এমন কিছুই না;—কি করিলে মানুষের প্রাণের হাহাকার নিবৃত্তি হয়, কি করিলে মানুষের মর্ম্ম-ত্বকে জড়ান ক্ষুধার শান্তি হয়, তাহাই বলিয়া দিয়া যান। মান, ধন, যশ, কীর্ত্তি, যতই পাইতেছি, ততই আশা বাড়িতেছে;—দুঃখ বাড়িতেছে। যত হইয়াছে, ততই জ্বালা বাড়িয়াছে। ক্ষুদ্র কুটীর ছিল, তখন তাহার ভগ্নাবস্থা দেখিয়া যতটুকু দুঃখ হইত, তারপরে দ্বিতল অট্টালিকা হইলে তাহার ভগ্নাবস্থায় চতুর্গুণ দুঃখ আসিয়া যুটে। ধন-জন-মান-কীর্ত্তি সর্ব্বত্রই এইরূপ। যত পাওয়া যায়, ততই দুঃখ বাড়ে। না পাইলেও জ্বালা। এ সকল জ্বালা নিবৃত্তির উপায় কি, এই উপদেশটা দিয়া যা'ন।

আনন্দ। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ,—আপনি জ্ঞানী, আপনাকে সে সম্বন্ধে আমি কি বলিতে পারি? আপনি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন।

তর্কা। হাঁ হাঁ,—শাস্ত্র অনেক পড়িয়াছি; কিন্তু এখন বুঝিতেছি শাস্ত্র পড়িলেই জ্ঞান হয় না। জ্ঞান হয়, মাতৃ-করুণায়। এত কাল ধরিয়া চণ্ডী পাঠ করিতেছি, তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই;—এই তিন দিন ভৈরব বাবুর বাড়ী মহামায়ার পদতলে বসিয়া চণ্ডী পাঠ করিতে করিতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহা সারা-জীবনে বুঝি নাই,—সারা জীবনের অধ্যয়নে বুঝি নাই,—ব্যাখ্যায় বুঝি নাই,—গুরূপদেশে বুঝি নাই।

আনন্দ। এ কয় দিনের পাঠে কি বুঝিলেন?

তর্কা। বুঝিলাম কি—শুনিবেন? মা আমার মহামায়া,—আমরা তাঁহারই মায়াজালে বিজড়িত হইয়া এই কর্ম্মভূমিতে যাতায়াত করিতেছি। অহং-তত্ত্বে ভারি হইয়া ঘুরিতেছি। কিন্তু এই কর্ম্মভূমির মৃত্যুই পরিণাম

—তাই মধুকৈটভ, মহিষাসুর, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভ মরিয়াছিল। মৃত্যুই ইহার পরিণাম, তাই লোক হইতে লোকান্তরে বাসনা-ধূমসমাচ্ছন্ন লুব্ধ-ক্ষুব্ধ আত্মা অবিশ্রাম ছুটাছুটি করিতেছে। তাঁহাকে ভোগ করিবার আশাই এই মরণের মোহন-বাঁধন;—রূপ তিনি, রস তিনি! আমরা রস বুঝি না,—রূপে মজি। মাতাকে কামিনীরূপে প্রাপ্ত হইতে কামনা করি, তাই মরি,—তাই মজি,—তাই ঘুরি!

আনন্দমোহন স্থিরনেত্রে তর্কালঙ্কার ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া কথাগুলি শুনিতেছিলেন—সমাপ্ত হইলে বলিলেন,—তাই; কিন্তু বিচলিত হইলে চলিবে না। আরও বুঝিতে চেষ্টা করুন। পূর্ণ জ্ঞান না আসিলে পূর্ণ ভক্তির উদয় হয় না।

তর্কা। কি করিয়া বুঝিব? কে উপদেশ দিবে?

আনন্দ। উপদেশ কাহাকেও দিতে হয় না। আকাঙ্ক্ষা জাগিলে হৃদয়-পুর হইতেই উত্তর মিলিয়া থাকে। যে তত্ত্ব আপনার প্রাণে উদয় হইয়াছে, ইহা আপনাকে কেহ শিখায় নাই।

তর্কা। শিখাইয়াছে।

আনন্দ। কে?

তর্কা। আমার মা।

আনন্দ। বুঝিতে পারিলাম না।

তর্কা। জ্ঞানানন্দ বাবুর বড় মেয়ে পঙ্কজকে অবশ্যই আপনি জানেন?

আনন্দ। হাঁ, জানি।

তর্কা। পঙ্কজ আমার মা।

আনন্দ। আপনি তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন?

তর্কা। হাঁ,—সেই আমার শুভ সংযোগ। আমি পঙ্কজের অনিন্দ্য অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া মজিয়াছিলাম—ভুলিতে পারিতাম না। তাই কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া বিবাহ করিতে বসিয়াছিলাম। বিবাহ হইল না,—মাথা ভাঙ্গিল, রক্ত ছুটিল। হাঁসপাতালে গেলাম। সেখানে স্বপ্নে পঙ্কজ আমার শিয়রে মা হইয়া বসিয়া আরোগ্য-হস্ত বুলাইয়া নিরাময় করিল,—আমি মা বলিয়া ডাকিলাম। এখন দেখিতেছি, সে ভোগ করিবার রূপ নয়,—বন্ধনের স্বর্ণ-নিগড়। ভোগ করিব বলিয়া যত দিন ভাবিয়াছিলাম ততদিন বড় যাতনা পাইয়াছি,—কামনা-বিষে প্রতি মুহূর্ত্তে জ্বলিয়াছি। আর এখন মা বলিয়া ডাকিতেছি,—প্রাণভরা আনন্দ। কোকিল ডাকিলে, বাতাস বহিলে, চাঁদ হাসিলে, পাতা কাঁপিলে আমি মায়ের মূর্ত্তিই দেখিয়া থাকি; আর মনে হয়, মায়ের পশ্চাতে,—মায়ের বুকে পিতৃ-শক্তি বিদ্যমান আছেন। হইতে পারে, এ সকল আমার উন্মাদ-কল্পনা,—হইতে পারে, এ সকল আমার অজ্ঞান-ধারণা,—হইতে পারে, এ সকল আমার ভ্রান্তি-কুহেলিকা। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহার মধ্যে কি বিন্দুমাত্রও সত্য নাই?

আনন্দ। না, না, ঠাকুর;—আপনার ধারণা মিথ্যা কল্পনার অবসাদ নহে। এই যে দৃশ্যমান জগৎ, ইহা শ্রীভগবানের রূপ;—আপনি আমি, এ-ও-সে, ফল-ফুল, নদ-নদী, পশু-পক্ষী, যত সৌন্দর্য্য, যত রূপ আমরা দেখিতে পাই, সবই তাঁহার রূপ; তাঁহার ব্যক্তাবস্থা, আর এতদ্ অভ্যন্তরস্থ আনন্দ,—রস। রস পিতৃ-শক্তি, রূপ মাতৃ-শক্তি। রূপ যখন ভোগ্যরূপে দেখি, তখন তিনি কামিনী;—কামিনীরূপে তিনি আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতেছেন। আমাদের মাতৃ-শক্তি, আত্মবিস্মৃত জীবকে লইয়া যত প্রকার ভোগ আছে, ধীরে ধীরে সব ভোগ করাইতেছেন, যত প্রকার অভিব্যক্তি—বিকার আছে, সবই দেখাইতেছেন। জননীকে রমণী

ভাবিয়া আমরা ভোগাশায় জন্মের পর জন্ম ঘুরিয়া মরিতেছি! রসের অনুভূতি আছে, কিন্তু রস কোথায়—তাহা খুঁজিয়া পাই না। যখন ভোগ-স্পৃহা বিসর্জ্জন দেই, যখন বুঝিতে পারি, রূপময়ী মহামায়া ধরা দিবার নহে,—বাসন্তী জ্যোৎস্নার মত বড় তরল—বড় অনায়ত্ত। কত জন্ম পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছি, ধরিবার সাধ্য নাই; কেবল মজিয়া মরিয়া বাসনার পাংশুস্তূপে পড়িয়া আছি; এই জ্ঞান,—এই আলোক পাইলেই রমণীকে জননী বলিয়া চিনিতে পারি। তখন রূপ মরিয়া রস হয়, সমুদয় তাঁহার নিকট বিদ্যুতের মত চকিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ,—আপনি জানেন, গুণ সকল যখন পুরুষের কোন প্রয়োজনে আইসে না, তখন তাহারা প্রতিলোমক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই কৈবল্য, অথবা ইহাকে চিৎশক্তির স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বলিতে পারা যায়।* যিনি কামিনী-রূপে বাঁধিয়া রাখিতেছিলেন, তাঁহাকে মাতৃ-রূপে জানিতে পারিলে, সেই করুণাময়ী জননী যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া যান; গিয়া এই জীবনের পথ-চিহ্নবিহীন মরুতে পথহারা জীবকে পথ দেখাইয়া দেন। মাতৃ-করুণা বলেই সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া, ভাল-মন্দের মধ্য দিয়া, অনন্ত নদীস্বরূপ জীবাত্মা সিদ্ধি ও আত্ম-সাক্ষাৎকার সমুদ্রের দিকে চলিয়াছেন। আপনি চণ্ডীর কথা বলিতেছিলেন,—চণ্ডীতেই এই রহস্য সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মহামায়াকে দেবগণ মাতৃ-রূপে স্তব করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; আর অসুরেরা পত্নীরূপে, ভার্য্যারূপে পাইতে গিয়া নিধন হইয়াছে।

তর্কা। বুঝিলাম মহাশয়; কিন্তু বাসনা-কামনা কাটাইয়া, ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, মানুষ কি প্রকারে এ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে,

---

* পুরুষার্থ শূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি।"—পাতঞ্জল দর্শন।

আমাকে তাহাই বলুন; আমার ক্ষুধিত-তৃষিত আত্মা সেই জন্যই দিবানিশি ঘুরিয়া মরিতেছে।

আনন্দ। দারুণ গ্রীষ্মে বাতাস পাইবার চেষ্টা হইলে, বাতাস কোন স্থান হইতে আনিতে হয় না, কেবল বায়ুর রুদ্ধভাব চালনা করিয়া দিতে হয় মাত্র। এইরূপ সকল ব্যক্তিতেই সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও শক্তি রহিয়াছে। পূর্ণতা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাব,—কেবল রুদ্ধ হইয়া আছে। জ্ঞানের দ্বারা একটু চালনা করিলেই প্রকৃত পথ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এইরূপ করিলেই জীবাত্মার স্বভাব-গত পূর্ণতা নিজ মহিমায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন মানুষ তাহার ভিতর পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত যে শক্তি, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে এবং যে রূপময়ী প্রকৃতিকে আমরা ভোগ্য ভাবিয়া বিপরীত গতিতে আনিতে চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহাকে জননীরূপে চিন্তা করিয়া, তাহার অপ্রতিহত স্বাভাবিক গতির দিকে ফিরাইয়া দিলে যিনি মহাপাপী, তিনিও মহাসাধুরূপে পরিণত হন। দস্যু রত্নাকর এইরূপে কবি বাল্মীকি ও জগাই মাধাই তপস্বী হইয়াছিলেন।

তর্কালঙ্কার কি বলিতে যাইতেছিলেন, আনন্দমোহন ঘড়ী দেখিয়া বলিলেন,—"নমস্কার ঠাকুর; আর বিলম্ব করিলে গাড়ী ধরিতে পারিব না। আজ বিদায়।"

তর্কালঙ্কার প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা।"

আনন্দমোহন চলিয়া গেলেন। তর্কালঙ্কার ঠাকুর বড় অন্যমনস্ক ভাবে নদী-কিনারে গমন করিলেন। হৈমন্তিকী কুহেলিকায় নদীর জল এবং পরপার সমাচ্ছন্ন ছিল; তাঁহার মনে হইতেছিল, এমনই ঘন কুহেলিকায় জীবন ও তাহার পরপার সমাচ্ছন্ন; সে দেশের সংবাদ কি পাখীর মুখেও পাওয়া যায় না? বায়ুও বহিয়া আনিতে পারে না?

তার পরে তিনি স্নান করিলেন ; কিন্তু প্রাতঃসন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতে বিস্মৃত হইয়া মৃদুস্বরে গাহিতে গাহিতে চলিলেন :—

আর যদি কেউ থাক্‌তো আমার
কাঁদ্‌তেম কি মা তোমার কাছে ?
কেবল মা তোর ভরসা ক'রে
এ-কুসন্তান বেঁচে আছে।
তুই রেখেছিস্ আঁচল ঢেকে,
জন্মিবার সেই গোড়া থেকে,
দেখি নাই মোর পিতা যে কে,
কেমন সে কোথায় আছে।
অসাধ্য তোর কিছুই নাই,
যা ক'রিস্ মা হয় তাই
অকূলে কূল যদি না পাই,
মা নামে কলঙ্ক আছে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

উদ্বেগ *

পঙ্কজ যে দিন শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রথম পঁহুছিল, সেদিন শরৎপূর্ণিমা। পথে কয়েকদিন তাহাদের বিলম্ব হইয়াছিল। কাশী প্রভৃতি কয়েক স্থানে ঘুরিয়া, মথুরা দেখিয়া, তবে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছিল।

পরা-প্রকৃতির লীলা-নিকেতন শ্রীধাম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া পড়িতেছিল। পূর্ণিমা-রজনীর সীমাহারা জ্যোৎস্না সেই বনভূমির শ্যামল অঙ্গে, তমাল বাগানের শ্যামলিন-পত্রপুঞ্জে এবং যমুনার নীল জলে পড়িয়া কোন্ এক পুরাতন স্মৃতির ক্ষীণ রেখা জাগাইয়া দিতেছিল। ধীর সমীর পুষ্প-বাসিত হইয়া কাহার চরণ-রেণু, পরশের তরে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছিল। দূরে দূরে কুঞ্জে কুঞ্জে হরি-সংকীর্ত্তন হইতেছিল। পঙ্কজ ভাবিল, এখানে বুঝি তিনি আছেন। বুঝি তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিবে; কিন্তু খুঁজিতে হইবে।

---

* উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিঃশ্বাসচাপলে।
স্তম্ভচিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্য স্বেদাদয় উদীরিতাঃ॥

শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি-গোবর্দ্ধন, যমুনাতট, বংশীবট, নিকুঞ্জকানন, গোষ্ঠ-বিতান খুঁজিতে হইবে। যদি বঁধু আমার,—আমার আসার বিলম্বে অভিমান করিয়া লুকাইয়া থাকেন! প্রাণনাথ আমার বড় অভিমানী। প্রাণেশ্বর! হৃদয়-সখা! জগদ্বন্ধু! আমি এসেছি,—তুমি কোথায়? এ বিদেশ-বিপিনে, তোমার নিত্যধামে, একবার দেখা দাও।

কেহ তাহার কথায় উত্তর দিল না। কেবল বাতাস আসিয়া গৃহ-জানালা ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। পঙ্কজ কিছু ফল-জল খাইয়া সে রাত্রি অতিবাহিত করিল।

সারারাত্রি তাহার ভাল নিদ্রা হইল না। প্রাণ যেন কাহার জন্য উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছিল। 'এই আসে আসে,—এই দেখা দেয় দেয়' প্রাণের এমনই একটা উন্মাদ-কল্পনা, এমনই একটা উচ্ছ্বাস লইয়া সে বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছিল। প্রভাত হইবার কিছু পূর্ব্বে তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। তন্দ্রাঘোরে পঙ্কজ স্বপ্নে দেখিতেছিল, যেন আনন্দমোহন তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়াছে। আনন্দমোহনের পরিধানে বহির্ব্বাস, স্কন্ধে গৈরিক উত্তরীয়, হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু, মস্তক মুণ্ডিত। আর তাহার দেহের গৌর বর্ণে উজ্জ্বল জ্যোতির খেলা। আনন্দমোহন মধুরস্বরে যেন বলিতেছেন,—"এখনও বাকি আছে। বিশ্বনাথের অনুসন্ধান বিশ্বের এককোণে নহে। আমি ত ব্রাহ্মণ,— আমার কথা শোন। শ্রীভগবানের বিগ্রহে আর নামে কোন পার্থক্য নাই। বীজ আর গাছে কি প্রভেদ আছে? নামী গাছ, নাম বীজ। যখন তিনি ব্যক্ত, তখন শরীরধারী; যখন তিনি অব্যক্ত, তখন নাম। খুঁজিয়া পাইতেছ না কেন? ঐ শোন আনন্দধ্বনি,—ঐ শোন হরিবোল হরি। ঐ শোন,—গুপ্তবীজ পঞ্চতত্ত্বে গীত হইতেছে। ধর,—তোমার প্রাণেশ্বর ঐ ধ্বনিতে। বিশ্বযোড়া বীজমন্ত্রে বিশ্বের অণু পরমাণু

হইতে মহৎ সৃষ্টি। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, ঐ ধ্বনিতে। প্রেমের বন্যা ঐ ধ্বনিতে। হৃদয়-পুরে ঐ তত্ত্ব নিহিত।"

পঙ্কজের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। উন্মাদিনীর ন্যায় চারিদিকে চাহিল, কোথাও কেহ নাই;—শূন্য গৃহ। ঊষার আলোক ঈষদুন্মুক্ত পবাক্ষপথ দিয়া গৃহমধ্যে আসিয়াছে। নৈশ-ফুল্ল-কুসুম-গন্ধ সমীরে মিশিয়া সমস্ত গৃহ আমোদিত করিতেছে এবং রাজপথ দিয়া বৈষ্ণবেরা খঞ্জনী বাজাইয়া প্রভাতী গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে ঃ—

"বৃন্দাবনমে, কুসুমে-কুসুমে,
ভ্রমরা হরিগুণ গাওয়ে।"

পঙ্কজ সেদিন প্রভাতকালে যমুনায় স্নান করিতে গেল। কত লোক স্নান করিতেছে!—কত সাধু-সন্ন্যাসী, কত মহান্ত-বৈষ্ণব, কত দীন-হীন কত ধনবান্, কত স্ত্রী, কত পুরুষ! কেহ স্তব পাঠ করিতেছে, কেহ হরিগুণ গান করিতেছে, কেহ গীতা আবৃত্তি করিতেছে। কোন কোন যুবক-যুবতী কটাক্ষবাণ নিক্ষেপে পরস্পর পরস্পরকে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে। পঙ্কজ যে উচ্ছ্বাস লইয়া যমুনায় ছুটিয়াছিল, তাহা কোথায়? কৈ সে বংশীবটতটে, কেলিকদম্বতলে শ্রীমাধব কোথায়? শিশির-সিক্ত ঊষানিল অপর পার হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া বলিল,—"সে ত নাই!" পঙ্কজ তীরে বসিয়া পড়িল। তাহার দাসী ও হর-কাকা সঙ্গে ছিল, তাহারা বলিল,—"আইস, স্নান করি।"

পঙ্কজের সে স্নানে প্রবৃত্তি হইতেছিল না, তথাপি স্নান করিতে জলে নামিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এই জলে এক সময় প্রাণেশ্বর আমার স্নান করিতেন। সেই কোমল কিশলয়কান্তিবপু একদিন এই জলে বিধৌত হইত,—সেই ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ শ্রীচরণ এই

তীরভূমি দিয়া চলিয়া যাইত,—তুমি প্রভু; আজি কোথায়? একবার দেখা কি দিবে না? তাহার নয়নযুগল জলে ভরিয়া গেল। তখন স্নান করিয়া তীরে উঠিল।

হর-কাকা তাহাকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শন করিতে লাগিলেন। পঙ্কজের তাহাতে প্রীতি হয় না; সে কোন ঠাকুর দর্শন করে, কাহারও দুয়ারে মাত্র দাঁড়াইয়া ফিরিয়া পড়ে। পঙ্কজ সমস্ত ঠাকুর না দেখিলেও বৈষ্ণব ও মহান্ত প্রভুরা তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। এমন রূপ, এমন নবযৌবনসম্পন্না নিরাভরণা অতুল্যা রমণী কোথা হইতে আসিল! সকলেই তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

অনেক ঠাকুর দেখিয়া শুনিয়া, তাহারা বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় বাসায় ফিরিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈয়গ্র্য *

ইহার পর, প্রায় পঞ্চদশ দিবস বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়া, পঙ্কজের হর কাকা দেশে চলিয়া আসিলেন। আসিবার সময় তিনি পঙ্কজের প্রতি অনেকগুলি সদুপদেশ দান করিয়া আসিতে বিস্মৃত হন নাই। ইহার মধ্যে পঙ্কজ, শৈল ও সত্যবিলাসের দুই তিনখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাকে দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য লিখিয়াছে। পঙ্কজ

* বৈয়গ্র্যঃ ভাবগাম্ভীর্য্য বিক্ষোভাসহতোচ্যতে।
অত্রাবিবেকনির্ব্বেদখেদাসূয়াদয়ো মতাঃ॥

সকলগুলির উত্তর দেয় নাই,—একখানির মাত্র দিয়াছিল; তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত। তাহাতে লিখিয়াছিল—"আমাকে আর বাঁধিবার চেষ্টা করিয়ো না। মেয়ে চিরকাল বাপের বাড়ী বাস করে না,— শ্বশুরবাড়ী যায়; তার জন্য উতলা হইবে কেন? পঙ্কজ শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে—তবে একটা সংবাদ শুনিয়া রাখ, তার স্বামী বুঝি বিদেশে। এখনও সাক্ষাৎ মিলে নাই।"

পঙ্কজের তখন একজন দাসী মাত্র সঙ্গিনী। যে বাড়ীতে সে বাস করিত, তাহাতে আর কেহ থাকে না। শূন্য একটি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল।

সে দিন রাস-পূর্ণিমা। হেমন্তের আবিল জ্যোৎস্না শারদোৎফুল্ল মল্লিকাগন্ধ মাখিয়া সমস্ত বৃন্দাবন আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়াছিল। কোকিল কোকিলা তমালপত্রকুঞ্জে বসিয়া পঞ্চমে কোন অতীতের মিলনকাহিনী গাহিয়া গাহিয়া দিক্‌বধূকে আকুল-ব্যাকুল করিতেছিল। শুক-সারী মুখোমুখী হইয়া জ্যোৎস্না-কিরণে দেহ ঢালিয়া প্রেমের ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। ময়ূর-ময়ূরী পুচ্ছ বিস্তার করিয়া আঁখিতে আঁখি রাখিয়া নৃত্য করিতেছিল। মন্দিরে মন্দিরে রাসোৎসবের বাদ্য বাজিতেছিল, ব্রজের পথে পথে হরিসংকীর্ত্তনের রোল উঠিতেছিল।

সন্ধ্যার পর পঙ্কজ গৃহমধ্যে বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছিল। হরি-সংকীর্ত্তনের ধ্বনি তাহার কর্ণে পঁহুছিল,—রাসোৎসবের বাদ্য শুনিয়া তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মনে পড়িল,—আজ যে রাস! সে ছুটিয়া ঘরের বাহির হইল।

ঘরের বাহির হইল, কিন্তু যাইবে কোথায়? কোথায় গেলে পঙ্কজ তাহার প্রাণ-বঁধুয়ার সাক্ষাৎ পাইবে? রাস কোথায়? মন্দিরে মন্দিরে! সেখানে গিয়া কি দেখিবে? মানুষের হাতগড়া রাধা-কৃষ্ণকে

মানুষে বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া অর্চ্চনা করিতেছে। হরি! হরি!—তাহাতে পঙ্কজের কি হইবে? যিনি জগতের আত্মা,—যিনি রাস-রস-বিহারী রসিকশেখর, সেই মধুর মুরলীধারী প্রাণসখা কোথায়?

পঙ্কজ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—কৈ, বঁধু কোথায়? এই ত সেই বৃন্দাবন,—এই ত সেই নিকুঞ্জকানন,—এই ত সেই ভাণ্ডীরবন,—সব আছে, তবে তিনি নাই কেন? একবার এস গো,—আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিতে একবার এস,—এস!

কেহ আসিল না; কেহ সাড়া দিল না। পঙ্কজের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। চারিদিকে যাহার চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহাকে ধরা যায় না কেন? পঙ্কজ ক্রমে ক্রমে তন্ময় হইয়া গেল; তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া উঠিল। সে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও রাস্তায় পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়।

সেই রাস্তা দিয়া একদল বৈষ্ণব হরি-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিতেছিল। কয়েকজন বৈষ্ণবের দৃষ্টি পঙ্কজের উপর পতিত হইল। সে দলের যিনি প্রভু, যাহার অঙ্গে পুষ্পমাল্য শোভা পাইতেছিল, তাঁহারও দৃষ্টি পতিত হইল। পার্শ্বস্থ ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্রীরাধার ন্যায় দ্যুতিসম্পন্না ঐ যুবতীটি কে? উহার সংবাদ তোমরা জান কি?"

ভক্ত উত্তর দিতে সক্ষম হইল না। হাঁ করিয়া এক দৃষ্টিতে পঙ্কজের অনিন্দ্য সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রভু বিরক্ত হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"কুঞ্জমধ্যে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বাসা লইয়াছে, তোমরা তাহার সন্ধানই রাখ না! হয় ত ঐ রমণী সাধনাকাঙ্ক্ষা করে; গুরু অভাবে উহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে না।"

পার্শ্বস্থ আর এক ভক্ত বলিলেন,—"কয়েক দিন উহাকে শ্রীমন্দিরে

দেখিয়াছিলাম। শুনিয়াছি, বঙ্গদেশ হইতে শ্রীধামে সাধনোদ্দেশে আসিয়াছে। এই স্থানেই বাস করিবে!"

প্রভু। মূর্ত্তি ও ভবি দেখিয়া প্রধানা ভক্তিসম্পন্না বলিয়াই জ্ঞান হইতেছে। এক্ষণে পথের ধারে অবস্থান করিতেছে কেন?

ভক্ত। বোধ হয়, সংকীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভাবাবেশে গৃহের বাহিরে আসিয়াছে,—উদ্দেশ্য, সাধু-দর্শন।

প্রভু। উহার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিব,—দর্শন দিব।

ভক্ত। এখনই?

প্রভু। না,—কাল।

ভক্ত গদগদ-কণ্ঠে কহিলেন,—"প্রভুর দয়ার সীমা নাই!"

সংকীর্ত্তনের দল লইয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

পঙ্কজ তখন উঠিয়া বসিয়াছিল। সে তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিল; কিন্তু সকল কথার অর্থ-বোধ করিতে পারে নাই,—সে দিকে মনঃসংযোগও করে নাই।

অনেকক্ষণ পরে সে গৃহে ফিরিয়া গেল। দাসী তাহার অবস্থা দেখিয়া বড় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বিবেচনায়, ক্রমেই পঙ্কজের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে! সে স্থির করিয়াছিল, পঙ্কজ পাগল হইয়া গেল। পাগলের লক্ষণ ষোল আনা উপস্থিত। উদাস-নয়নে শূন্য পানে চাহিয়া থাকে; কখন আপন মনে বকে, কখন হাসে, কখন হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়। কখন মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়,—কখনও যেন কাহারও সহিত কথা কহে। আহার গিয়াছে—ধরিয়া বাঁধিয়া যদি কখন কিছু ভোজন করান যায়! পেট পূরিয়া সময় মত খায় না,—তবু কিন্তু শরীরের লাবণ্য কমে নাই; দাসীর তাহাতে বিশ্বাস, বায়ুরোগের ধর্ম্মই ঐরূপ।

তাহার তাহাতে বড় করুণার উদ্রেক হইত। মনে হইত, দেশ ছাড়িয়া, মা-বোন ছাড়িয়া আসিয়া ছুঁড়িটা পাগল হইয়া গেল! সে গোপনে গোপনে ঔষধের চেষ্টা করিত, কিন্তু পঙ্কজের ভয়ে সে কথা মুখে আনিতে পারিত না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রভুর উপদেশ

পরদিবস বৈকালে পঙ্কজ যখন হরিদর্শনেচ্ছু হৃদয়ের উদাস-আকাঙ্ক্ষা লইয়া গৃহমধ্যে বসিয়া কত কি ভাবিতেছিল, সেই সময় কৃপাময় প্রভু আসিয়া তাহার বাটীতে পদার্পণ করিলেন। প্রভুর বয়স পঁয়তাল্লিশের সীমা অতিক্রম করে নাই। বর্ণ গৌর, দেহ স্থূল,—একটু নেওয়াপাতি ভুঁড়ি। মস্তক মুণ্ডিত, মধ্যভাগে জাঁকালো রকমের এক গুচ্ছ শিখা। পরিধানে প্রথমস্তরে বহির্ব্বাস, দ্বিতীয় স্তরে কচ্ছহীন অপ্রসর গৈরিক বস্ত্রখণ্ডের আবরণ। গলায় মোটা তুলসীর মালা। একটি লম্বমান হরিনামের কু-থলী বক্ষঃদেশে দুল্যমান। সর্ব্বাঙ্গে গোপী-চন্দনের ছাপ। প্রভু কুঞ্জধারী বৈষ্ণব এবং ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার নাকি অগাধ পাণ্ডিত্য। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতিতেও তিনি নাকি সমধিক অগ্রগামী। প্রভুর অন্য কোন নাম থাকিতে পারে; কিন্তু শিষ্যবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, এবং তাহাদের অনুকরণে অপরাপর সকলেও প্রভু বলিয়াই সম্বোধন করিত।

প্রভু সেই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণমধ্যস্থলে শ্রীচরণ অর্পণ করিয়াই 'হরি হে

প্রাণবল্লভ'—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং কণ্ঠ হইতে সে স্বরের সমস্তটুকু নিঃশেষ না হইতেই বলিলেন,—"কে আছ গো ?"

দাসী বাহির হইয়া দেখিল, একজন সাধু উপস্থিত। দাসী তাহাতে আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সে পঙ্কজের ন্যায় যুবতী মেয়ের কাছে সাধুর আগমন প্রার্থনীয় নহে বলিয়া বিবেচনা করিল ; কিন্তু তাড়াইতেও পারে না। কিছু গম্ভীরভাবে বলিল,—"কাকে খোঁজ গা ?"—

প্রভু আশা করিতেছিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরে শ্যামের বংশী-রবে গোপিকার ন্যায় সেই যুবতী ছুটিয়া আসিয়া চরণ-তলে লুণ্ঠিত হইবে। কিন্তু আশা ভাঙ্গিয়া গেল,—আসিবে কোথায় সেই চাঁদের মত নির্ম্মল-রূপ-লাবণ্যময়ী যুবতী ;—না, আসিল গলগণ্ডসমন্বিতা পক্বকেশা এক বুড়ী ! কোন প্রকারে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া, বিকৃত মুখে প্রভু বলিলেন,—"কাকে খোঁজ গা !—কেন আমায় কি চিনিতে পার নাই ?"

দাসী বলিল,—"ও মা ! আমরা কি এদেশের লোক, তাই তোমাকে চিন্‌তে পার্‌বো ? এই সবে মাসখানেক আমরা এখানে এসেছি।"

প্রভু অধিকতর বিরক্তিস্বরে বলিলেন,—"এক মাস ! যারা এক দিন শ্রীধামে আগমন করে, তারাও আমাকে চেনে। প্রভু,—দয়াময় ! তোমার ইচ্ছা !"

দাসী। কেন গা !—তুমি কি কেষ্ট বিষ্টু কেউ না কি ?

প্রভু। যারা চেনে, তারা জানে। যাক্,—তোমাদের সেই মেয়েটি কোথায় ? তার ভক্তি আছে,—প্রেম আছে। তাকেই একবার দেখা দিতে এসেছি। সে কে তোমার মেয়ে না কি ?

দাসী। না বাবু,—সে ভদ্রলোকের মেয়ে। আমি ছোটলোক ; আমার অমন মেয়ে হ'লে আঁতুড়েই নুনের চেষ্টা ক'র্‌তাম।

প্রভু। কেন ?—

দাসী। কেন,—কি জানি বাবু! সোমত্ত মেয়ে, অত কেন গা,—খাবে না দাবে না,—রাত্রিদিন বিড়বিড় করে বকে। কখনও আকাশের দিকে, কখনও বনের দিকে একনজরে হাঁ করে চেয়ে থাকে। চাইতে চাইতে হয় ত কেঁদে আকুল হয়, নয় ত হেসে আটখানা হ'য়ে পড়ে। পাগল হ'য়ে গেছে গো—পাগল হ'য়ে গেছে!

প্রভু। দূর বেটি!—পাগল তুই। মেয়েটির প্রাণে হরি-প্রেমের বান ডেকেছে। কেউ কর্ণধার নাই,—কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় এখন তাই বড় বিভ্রান্ত। হরি দয়াময়, তাঁহার ইচ্ছা! সব সারিয়া যাইবে।

দাসী কিঞ্চিৎ হৃষ্ট হইল। পঙ্কজের যদি রোগটা সারিয়া যায়,—বাতিকটা থামিয়া যায়, তবে মন্দ কি? সে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি তাকে দেখেছ?"

প্রভু। কা'ল সবে দেখিয়াছি।

দাসী। সে কি তোমাকে আস্‌তে বলেছে?

প্রভু। মুখে বলে নাই,—অন্তরে ডাকিয়াছে।

দাসী। কি রকম ক'রে? টেলিগ্রামে না কি?

প্রভু। নির্ব্বোধ তুমি,—জ্ঞানহীনা তুমি; এ সকল আধ্যাত্মিক ব্যাপার বুঝিবে কি প্রকারে? হরি দয়াময়,—শ্রীধামের ভার আমাদের উপরে। এখন যে আসিয়া যাহা প্রার্থনা করে, আমাদিগেরই তাহা পূরণ করিতে হয়। জীবের প্রার্থনা পূরণ জন্য আমরা শ্রীভগবানের দাস।

দাসী তত বুঝিল না। সে পার্শ্বের গৃহ হইতে পঙ্কজকে ডাকিয়া আনিল। পঙ্কজ আসিয়া দাবায় দাঁড়াইল। সে রূপ দেখিয়া প্রভুর বুক কাঁপিয়া উঠিল। প্রভু বলিলেন,—"আমি আসিয়াছি! হরি হে,

পঙ্কজ বিস্মিতস্বরে ও মধুর ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল,—"কে আপনি?"

প্রভু। হরি দয়াময়! আমি তাঁহার দাসানুদাস,—অধম। তোমার ভাববিপর্য্যয় দর্শনে কিছু উপদেশ দিতে আসিয়াছি, যাহাতে জীবের শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি ঘটে, আমার তাহাই কার্য্য।

পঙ্কজ। বলুন না মহাশয়,—কোথায় তিনি আছেন? কি করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়?

প্রভু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"প্রভু হে, দয়াময়! এই বৃন্দাবনধামই তাঁহার নিত্য লীলাস্থল,—তিনি এই স্থান ত্যাগ করিয়া এক পা'ও গমন করেন না। তবে সাধন চাই,—বিনা সাধনায় সে সাধনের ধন নীলমণিকে পাওয়া যায় না।"

পঙ্কজের দুইচক্ষু পূরিয়া জল আসিল,—ধারাকারে নয়ন জল গণ্ড বহিয়া পড়িল। পঙ্কজ বলিল,—"প্রাণ দিলেও কি তাঁহাকে পাওয়া যায় না?"

প্রভু। না, সাধনা চাই।

পঙ্কজ। কে আমায় সে সাধনা শিখাইয়া দিবে?

প্রভু। গুরু চাই। বিনা গুরু উপদেশে কোন কার্য্যই হয় না। "গুরু তেজি গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে।"

পঙ্কজ। আমি তেমন গুরু কোথায় পাইব?

প্রভু। দয়াময় আমাকেই প্রেরণ করিয়াছেন। এই অধমকে এই ধামে জীব উদ্ধারিতে রক্ষা করিয়াছেন। আমায় বসিতে দাও,—সব কথা কহিতেছি।

পঙ্কজ দাসীর মুখের দিকে চাহিল। দাসী একখানা কম্বলাসন আনিয়া দিল প্রভু দাবায় উঠিয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন। পঙ্কজ দূরে, গৃহ-দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া তাঁহার নিকট সাধন-পদ্ধতি শ্রবণ করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাধুর্য্য-রস।

প্রভু বলিলেন,—"কেবল উতলা হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না;—কেবল চক্ষুর জল ঢালিলে তাঁহার দয়া হয় না। তাঁহাকে পাইবার জন্য পদ্ধতি-ক্রমে সাধনা করিবার প্রয়োজন।"

পঙ্কজ। সে সাধন-পদ্ধতির কিছু কিছু উপদেশ করুন। শ্রীভগবানকে যে প্রকারে পাওয়া যায়, তাহা আমাকে বলিয়া দিন।

প্রভু। আমি সেই জন্যই আসিয়াছি; ভগবান্ তোমার উপর সদয় হইয়াছেন। বসন্ত আসিবার আগে, তাহার সহচর মলয়-সমীর যেমন আসে, শ্রীভগবানের দর্শন পাইবার আগে, তেমনি আমাদিগের আগমন হয়।

পঙ্কজ। সাধন-পদ্ধতির কথা বলুন।

প্রভু। তুমি লেখা-পড়া জান?

পঙ্কজ। হ্যাঁ, সামান্য জানি।

প্রভু। শ্রীশ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা কখনও পড়িয়াছ?

পঙ্কজ। পড়িয়াছি।

প্রভু। তাহার অর্থ কিন্তু আধ্যাত্মিকতার গুপ্ত-গুহায় নিহিত।

পঙ্কজ। বর্ত্তমান পণ্ডিতেরা যতদূর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ততদূর বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রভু। পণ্ডিতেরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন! হাঃ হাঃ—সে কিছুই

না। "সহাযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।" এ শ্লোকটার অর্থ গূঢ়—গূঢ়তর—গূঢ়তম। ইহাতে সাধন-পদ্ধতির কথা নিহিত আছে।

পঙ্কজ। আমি তাহা বুঝি না।

প্রভু। 'সহজ' কথাটাতে বড় গুপ্তভাবে সাধন-পদ্ধতি নিহিত আছে।

পঙ্কজ শিহরিয়া উঠিল। তথাপি বলিল,—"কি আছে?"

প্রভু। 'সহজ'—কি না, যাহা জীবের সঙ্গে জন্মিয়াছে।

বাধা দিয়া পঙ্কজ বলিল,—"না না, মহাশয়; তা কৈ? 'সহযজ্ঞাঃ' ওটা অন্তস্থ 'য'; যাহা সঙ্গে জন্মিয়াছে, সে অর্থ হইলে বর্গীয় 'জ' হইত।"

প্রভু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার পঙ্কজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—ঐ শ্লোকের অর্থ অন্যত্র আরও পরিষ্কার করা আছে,—"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।" ইহার দুই রকম অর্থ নাই। চণ্ডীদাসের নাম শুনিয়াছ?"

পঙ্কজ। শুনিয়াছি। তাঁহার মধুর কবিতাও অনেকগুলি পড়িয়াছি।

প্রভু। সেই চণ্ডীদাসের উপরে যখন শ্রীভগবানের কৃপা হইল, তখন ভগবদ্ কৃপাবলে—'বাসুলী চলিল, নিত্যের আদেশে সহজ জানাবার তরে।' সহজ সাধনা না করিলে, শ্রীকৃষ্ণকে কিছুতেই পাইবে না। একা সাধনা হয় না। দুইয়ে মিশিতে হয়। পরকীয় রসাস্বাদন না করিলে কখনই তিনি তুষ্ট হইবেন না। কোন বৈষ্ণবের সহিত সে সাধনা করিতে হইবে।"

শরাহত হরিণীর মত পঙ্কজ ঝটিতি উঠিয়া দাঁড়াইল। বিরক্তিস্বরে বলিল,—"ও উপদেশ আমাকে দিতে হইবে না। আমি ব্যভিচারিণী নহি,—আমার প্রাণেশ্বর নন্দদুলাল। আমি তাঁহাকেই পুরুষ বলিয়া জানি,—তিনি মায়ামুক্ত। আর সবই মায়া—সবই প্রকৃতি। যদি সাধনার প্রয়োজন হয়, তাঁহারই সঙ্গে।"

প্রভু গম্ভীর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"ব্যস্ত হইয়ো না। আমার কথা শোন। পরকীয় সাধনা ব্যতীত কখনই তাঁহার কৃপা হইবে না।"

পঙ্কজ। ভুল আপনার। উপপতি না করিলে পতির কৃপা হইবে না, একথা কোন দেশের লোক বলে না বা ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক।

প্রভু। শ্রীবৃন্দাবনধামের বৈষ্ণব-সমাজে ইহাই সাধন-পথ।

পঙ্কজ। আমি সে পথে যাইতে চাহি না।

প্রভু। এখানে থাকিতে হইলে, কোন না কোন বৈষ্ণবের সহিত এ রসের সাধনা করিতেই হইবে।*

পঙ্কজ। কখনই নহে।

প্রভু। নতুবা এখানে স্থান মিলিবে না।

পঙ্কজ। এমন হইতেই পারে না। যাহা পাপ, তাহা চিরদিন এবং সর্ব্বাবস্থাতেই পাপ। নারায়ণের নিত্যধামে পাপ না করিলে থাকা যাইবে না, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা।

প্রভু। তুমি বৈষ্ণবদিগকে এবং বৃন্দাবনবাসিনী সাধিকাগণকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়ো; আজ আমি চলিলাম,—আমি এখানকার শ্রেষ্ঠ কুঞ্জধারী। যদি সাধন-পথে যাও,—আমাকে তোমার নিজ জন করিয়ো।

পঙ্কজ। আমার নিজ জন রাধানাথ, আর আমার কেহ নাই।

* এ কথা কঠোর সত্য। বৃন্দাবনে পরকীয় রসাশ্রয়ে বৈষ্ণবের সঙ্গে ব্যভিচার না করিলে কোন মহিলার সেখানে স্থায়ীভাবে থাকিবার উপায় নাই। বৈষ্ণবের মুখপত্র আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল—"বৃন্দাবনপ্রবাসিনী এক বৃদ্ধা উহাতে স্বীকৃত না হওয়ায়, তাহাকে বৃন্দাবনে বাস করিতে দেওয়া হয় নাই। হিন্দুসমাজ,—বিশেষতঃ বৈষ্ণবসমাজের ইহা নিতান্ত কলঙ্কের কথা। এই মহাপাপ যাহাতে শীঘ্র দূর হয়, তাহা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

প্রভু কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণমনে সেদিনকার মত ফিরিয়া গেলেন। পঙ্কজ তখন বড় বেদনা, বড় জ্বালা বুকে লইয়া গৃহমধ্যে চলিয়া গেল। তাহার দুই চক্ষু হইতে জল-ধারা বহিতে লাগিল। সে মেঝেয় পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,—"অনাথবন্ধু! রাধানাথ! প্রাণ-নাথ! শুনিয়াছিলাম, শ্রীবৃন্দাবন তোমার নিত্যধাম; কিন্তু তাহা মিথ্যা কথা,—তুমি এখানকার প্রতি আর একটুও কৃপানেত্রে চাহ না। তোমার কৃপাদৃষ্টি থাকিলে, এখানকার জীব এত নিকৃষ্ট-প্রকৃতি,—এত পশু-ভাব-সম্পন্ন হইতে পারিত না। প্রভু!—প্রাণবল্লভ! ইহাদের প্রতি কৃপা কর, প্রকৃত ধর্ম্ম-পথ দেখাইয়া দাও। আর তোমার এই অনাথিনীকে ডাকিয়া নাও। আমার যে আর কেহ নাই। হৃদয়-নিধি! দীনদয়াল! দয়া ক'রে, একবার এস। একবার দেখা দাও।"

তদবস্থায় আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। তারপর পঙ্কজ উঠিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া-চিন্তিয়া আনন্দমোহনকে একখানা পত্র লিখিল। যত অভিমান, যত রাগ, বুঝি আনন্দমোহনের উপরেই আসিল। পত্রে লিখিল,—

শ্রীচরণকমলেষু—

তোমাদের গলগ্রহ কাটিয়াছে। পঙ্কজ রাধানগর পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছে। এতদিন অবশ্যই শৈলর পত্রে তুমি সে সংবাদ অবগত হইয়াছ। আর তোমাদিগকে পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিব না—মনে ছিল। মনে ছিল, ভগবানের নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব,—কিন্তু তাহা কৈ? কত ডাকিলাম,—কত সাধিলাম, কত কাঁদিলাম,—নিষ্ঠুর আসিল না,—দেখা দিল না,—কথা কহিল না। এখন ক্রমে ক্রমে বুঝিলাম, তিনি এখানে নাই। কোথায় গেলে তাঁহাকে পাইব, বলিয়া দিবে কি? অথবা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। তুমি

ঘুসখোর ;—তোমাকে প্রাণপোরা ভক্তি দিয়াছে,—অসীম জ্ঞান দিয়াছে, কর্ম্মবীর করিয়াছে,—তুমি তাহাকে ভূতে ভূতে অবস্থিত এবং দয়ালু, দীনের হৃদয়-নিধি ও জগন্নাথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছ। যাক্—বলিতে পার জগতে কেন এত বৈষম্য ? রাধানগরের সকলের চরিত্রই অধ্যয়ন করিলাম,—কেবল দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার,—কেবল হাহাকার, কেবলই অশান্তির আগুনের লেলিহান জিহ্বা লহ লহ করিতেছে! বৃন্দাবনে আসিলাম,—এখানেও মানুষের হাত ;—এখানেও সেই ব্যভিচার, অনাচার,—অত্যাচার! তোমার পায়ে পড়ি, আর সহ্য হয় না,—জগতের এ মিথ্যা কাণ্ড,—এ দানবীয় নৃত্য,—এ মদ-কোলাহল, আর সহ্য করিতে পারি না। জীব কিছুতেই বুঝিতেছে না, মুহূর্ত্ত—তাও না, সর্ব্বপ্রকারেই আমরা প্রকৃতির ক্রীতদাস,—তথাপি বাসনার দাবাগ্নি জ্বালিয়া বসিয়া আছে। হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে,—মায়া কাটিয়াছে, বল এখন কি করি ?—কোথায় যাই ? আমার মাথা খাও,—সত্য কথা লিখিয়ো। আমি তোমায় বড় ভালবাসি ;—যদি তুমি ভালবাস, তবে ভালবাসার কাজ করিয়ো, মরিলেও যদি সে মিলে, লিখিয়ো,—আমি মরিব।

তোমার চিরসেবিকা—

পঙ্কজ।

পত্র লিখিয়া, খামে আঁটিয়া, শিরোনামা দিয়া ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পথ
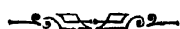
ক্রমে ক্রমে পঙ্কজ বৃন্দাবনে থাকা কষ্টকর বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল। স্বামী-বিরহ-বিধুরা যুবতী শ্বশুরবাড়ী গিয়া যদি শোনে, তাহার প্রিয়,—তাহার স্বামী সেখানে নাই, আর তিনি সেখানে আসিবেন না,—তিনি আর আসেন না; অথচ তাঁহার গৃহ, তাঁহার বিলাস-কুঞ্জ, তাঁহার পদরেণু পড়িয়া আছে,—দেখিতে পাইয়া সে যেমন উতলা, অস্থিরা হইয়া পড়ে এবং তাহার পূর্ব্ববিরহ-যাতনা সমধিক বাড়িয়া পড়ে;—শ্বশুরবাড়ী তখন যেমন তাহার পক্ষে যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠে, পঙ্কজেরও সেইরূপ হইল। অধিকন্তু পরকীয় রসাশ্রয়ে ভজন করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় বৈষ্ণব-সমাজ তাহার উপরে নানাপ্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। সে তখন কোথায় যায়? লোকালয় তাহার পক্ষে যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইত, এ জগৎটা কেবলই মায়ার আগুনে বিদগ্ধ হইতেছে—মানব-সমাজে পাপের খর প্রবাহ দিবারাত্রি ধারাকারে বহিতেছে,—এখানে থাকিয়া বুঝি তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। এই জন্যই বুঝি সেকালের ঋষিগণ লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে গিয়া বাস করিতেন। মানব-কণ্ঠের স্বর যতদুর যায়, ততদুর বুঝি তিনি থাকেন না। এখানে থাকিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য কিছুই করিতে পারা যায় না। একটি দীন-হীনের নয়নাশ্রু মুছাইতে পারা যায় না,—ক্ষমতায় কুলায় না। একটি ক্ষুদ্র কীটকে অপর একটি ক্ষুদ্র কীটে গিলিতে আসিলে, রক্ষা করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই,—প্রাণ কাঁদে; কিন্তু শত বাধার আঘাত আসিয়া ব্যর্থচেষ্ট করিয়া দেয়। একটি রোগ-ক্লিষ্ট অধরে হাসি ফুটাইবার সাধ্য

মানুষের নাই,—একটি ঘটনাস্রোত রুদ্ধ করিবার ক্ষমতা মানবের নাই ;—তবে এখানে থাকা কেন ?

একদিন সন্ধ্যার পরে পঙ্কজ নিভৃত-নির্জ্জনে বসিয়া এইরূপ নানা চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, এমন সময়ে দাসী আসিয়া একখানা খামে আঁটা ডাকের পত্র প্রদান করিল। শিরোনামা দেখিয়াই পঙ্কজ চিনিতে পারিল, আনন্দমোহনের হস্তাক্ষর। তাড়াতাড়ি আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিল। লেখা ছিল—

"পঙ্কজ! তুমি আমার চেয়ে অনেক উঁচু। তোমার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সেই বৈদিক-আলোক,—সেই পুরাতন আলোক পাইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। এখন তোমার কথার উত্তর দিব। সংসারে কেবলই অত্যাচার, আর সে অত্যাচার-অবিচার নিবারণ করিতে সামর্থ্য তোমার নাই,—কাহারও নাই; তবে মানুষ যখন সে দিকে দৃষ্টিপাত করে,—নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করে,—যখন মানুষের স্বাধীনতা যায়,—বল যায়,—আত্মনির্ভরতা যায়,—যখন মানুষের সবই যায় যায় হইয়াছে বোধ হয় ; যখন আশা ভঙ্গ হইতে থাকে,—যখন মানুষের নিজ বলের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়,—যখন সমুদয় যেন তাহার আঙুল গলিয়া পলাইতে থাকে এবং জীবন একটি ভগ্ন স্তূপে পরিণত হয় মাত্র, তখনই মানুষের চক্ষু উন্মীলিত হয়,—সে আলোক-রেখা দেখিতে পায়। এই আলোক-রেখা—'ধর্ম্ম'।

তোমার হৃদয়ে ধর্ম্ম আছে ; তবে স্বাধীনতার, আত্মনির্ভরতার যে অহংভাব ছিল,—সংসার দেখিয়া শুনিয়া তাহা ঘুচিয়াছে ;—সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

তুমি তাঁহাকে বৃন্দাবনে গিয়াও পাইতেছ না! সর্ব্বত্র তাঁহার চিহ্ন দেখিতেছ,—সর্ব্বত্র তাঁহার বিকাশ দেখিতেছ,—ধরি ধরি করিয়া

ধরিতে পারিতেছ না! এ অন্বেষণ তোমার মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। তোমার হৃদ্দেশস্থ ভগবানই তোমাকে অনুসন্ধান করিতে—উপলব্ধি করিতে আকুল করিতেছেন। এখানে-সেখানে, মন্দিরে-গির্জ্জায়, স্বর্গে-মর্ত্ত্যে নানাস্থানে এবং নানা উপায়ে অন্বেষণ করিবার পর, অবশেষে আমরা যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম অর্থাৎ আমাদের আত্মাতেই বৃত্তাকারে ঘুরিয়া আসি এবং দেখিতে পাই, যাঁহার জন্য আমরা সমুদয় জগতে অন্বেষণ করিতেছিলাম, যাঁহার জন্য আমরা মন্দির, গির্জ্জা প্রভৃতিতে কাতর হইয়া প্রার্থনা এবং অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলাম, যাঁহাকে আমরা সুদূর আকাশে মেঘরাশির পশ্চাতে লুক্কায়িত, অব্যক্ত, রহস্যময় বলিয়া মনে করিতেছিলাম, তিনি আমাদের নিকট হইতেও নিকটতম,—প্রাণের প্রাণ,—তিনিই আমার দেহ,—তিনিই আমার আত্মা,—তিনিই আমি,—আমিই তিনি। ইহাই তোমার স্বরূপ,—তুমি পবিত্র স্বরূপই আছ। তোমাকে পূর্ণস্বরূপ হইতে হইবে না, তুমি পূর্ণস্বরূপই আছ। সমুদয় প্রকৃতিই যবনিকার ন্যায় তাঁহার অন্তরালবর্ত্তী সত্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। পরাভক্তির উদয়ে যখন যত তুমি তাঁহাতে বিলয় হইবে, ততই সেই আবরণকে ধীরে ধীরে ছিন্ন করিবে; আর সেই প্রকৃতির অন্তরালস্থ শুদ্ধস্বরূপ অনন্তদেব প্রকাশিত হইবেন। ক্রমে পরাভক্তির বলে তাঁহাতে যত বিলয় হইবে, ততই প্রকৃতির অন্তরালস্থ আলোক নিজ স্বভাববশতঃই ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে দীপ্তি পাইতে থাকেন; কারণ, তাঁহার স্বভাবই এইরূপ দীপ্তি পাওয়া। মায়াবরণে আবৃত থাকেন বলিয়াই দেখিতে পাই না। যদি তিনি জ্ঞেয় হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বভাবেরই বিলোপ হইত; যেহেতু তিনি নিত্য-জ্ঞাতা,—জ্ঞান ত' সসীম। কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাঁহাকে জ্ঞেয় বস্তুরূপে,—বিষয়রূপে, চিন্তা করিতে হইবে। তিনি ত'

সকল বস্তুর জ্ঞাতাস্বরূপ,—সকল বিষয়ের বিষয়িস্বরূপ,—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষি-স্বরূপ,—তোমারই আত্মাস্বরূপ। জ্ঞান যেন একটি নিম্ন অবস্থা,—অবনত ভাব মাত্র। জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই! পরাভক্তির দ্বারা তাঁহাতে লয় হও,—তাঁহাকে পাইবে।

সে **পথের আলো** তোমার সম্মুখে। বিশ্বের আদি তপস্যা,—ব্রহ্মের আদি শাস্ত্র বেদ বলিতেছেন,—"আত্মা দৃষ্ট হইলে হৃদয়ের গ্রন্থিভেদ হইবে, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হইবে, সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হইবে।"*

পঙ্কজ, তুমি বলিতে পার,—'তা ত' বুঝি,—তা ত' সবাই জানে; কিন্তু তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যায়? আমি ত সেই কথাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি,—সব অন্ধকার,—পথ কৈ? তোমায় বড় ভালবাসি, **পথের আলো** দেখাও।'

আইস;—ঐ শোন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥" †

"হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ! শ্রবণ কর, আমি পথ পাইয়াছি। যিনি অন্ধকারের অতীত, তাঁহাকে জানিলে অন্ধকারের বাহিরে যাইবার পথ পাওয়া যায়।

পঙ্কজ, সে **পথের আলো** **পরা-ভক্তি**

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

---

* "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥"—শ্রুতিঃ।

† শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ। ২য় অঃ।

কিন্তু দয়াল হরি পরক্ষণেই অর্জ্জুনকে সাবধান করিবার জন্য বলিয়াছেন,—

"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
নচাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং য়োঽভ্যসূয়তি ॥"

আর অধিক লিখিবার কিছুই নাই; বিদায়।

আশীর্ব্বাদক—
আনন্দ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
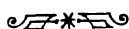
বিদায়

পঙ্কজ একই পত্র মনঃসংযোগ সহকারে তিন চারি বার পাঠ করিল। তার পরে মেঝের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিল। চিন্তা করিতে করিতে তাহার মুখে কখনও প্রতিভা ফুটে, কখনও নিভে। কখনও সেই মুখের 'দুধে-আল্‌তা-গোলা' রঙে লাবণ্য উথলিয়া উঠে, কখনও আঁধার হইয়া যায়। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল, তারপরে মুখের অন্ধকার দূর হইল, লাবণ্য টুটিয়া গেল,—জ্যোতির লহর-লীলা প্রবাহিত হইল, নয়নে প্রীতি ও প্রসন্নতার পূর্ণভাব প্রকাশ পাইল। পঙ্কজ উঠিয়া বাহিরে যাইতেছিল, এমন সময় হাসিতে হাসিতে দাসী তথায় প্রবেশ করিল। পঙ্কজও মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল,—"পোড়ার মুখে হাসি কেন? এখানে আসিয়া অবধি ও-জিনিষটা ত ও-মুখে কোন দিন দেখি নাই?—খবর কি?"

দাসী আহ্লাদ-গদ্‌গদ-কণ্ঠে বলিল,—"রাধানগর থেকে সরকার এসেছে।"

সরকার অর্থে গৌরহরি মুখুয্যে। মুখুয্যে মহাশয় বয়সকালে রাধানগরে একটি পাঠশালা করিয়া ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগকে লেখাপড়া শিখাইতেন,—বালক-বালিকাগণ তাঁহাকে সরকার মহাশয় বলিয়া ডাকিত। বালক-বালিকাগণ হইতে তাহাদের পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন,—ক্রমে গ্রাম-শুদ্ধ লোকেই মুখুয্যে মহাশয়ের পরিবর্ত্তে সরকার মহাশয় বলিয়াই অভিহিত করিতে লাগিল। তারপরে বৃদ্ধ হইয়া গৌরহরি সে কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন, লোকে কিন্তু খেতাব পরিত্যাগ করিল না;—সরকার মহাশয় বলিয়া ডাকিত—এবং তিনি সেই উপাধিতেই সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া আছেন। দাসী, সরকার মহাশয় বলিতেই পঙ্কজ তাঁহাকেই ভাবিয়া লইল। বলিল,—"সরকার মহাশয় কৈ ?"

দাসী। পঁহুছিয়াই তাঁহার ব্যাগটা ঐ দাবায় রাখিয়া বাহিরে গিয়াছেন, এখনই আসিতেছেন।

পঙ্কজ। কেন আসিয়াছেন, জানিস্ ?

দাসী। শৈল ঠাকুরুণ তোমাকে নিতে পাঠিয়েছেন। আহা! হাজার হোক্, মায়ের পেটের বোন্, থাক্‌তে পার্‌বে কেন ?

এই সময় সরকার মহাশয় বাটীর মধ্যে আগমন করিলেন এবং 'পঙ্কজ কোথায়' জিজ্ঞাসা করিলেন। পঙ্কজ বলিল,—"আসুন, এই ঘরে আমি আছি।"

পঙ্কজ যে গৃহ হইতে কথা কহিল, বৃদ্ধ সরকার মহাশয় সেই গৃহের দাবায় উঠিয়া আসিলেন। দাসী এক ঘটী জল আনিয়া তাঁহার হস্তপদ প্রক্ষালনার্থ প্রদান করিল। সরকার মহাশয় পঙ্কজকে জিজ্ঞাসা

করিলেন,—"তোমার শরীর ভাল আছে ত? শৈল তোমাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে।"

পঙ্কজ। আপনি হাত-পা ধুন,—জল-টল খান, তারপরে সব কথা হইবে।

সরকার মহাশয় দাসী-দত্ত জলের ঘটী টানিয়া সেই দাবায় বসিয়া হস্তপদ প্রক্ষালন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"যখন শ্রীধামে আসিয়াছি, তখন দিন দুই দর্শন করিব; তারপরে আগামী শুক্রবারে তোমাকে লইয়া যাইব।"

পঙ্কজ দেওয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল—"আমি যাইব না।"

সর। সে কি! শৈল বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে।

পঙ্কজ। আমার পক্ষে তীর্থবাসই ভাল। দেশে গিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া কি করিব? সে সকল আমার ভাল লাগে না।

সর। শৈল বলিয়া দিয়াছে, না গেলে সে বড় কষ্ট পাইবে।

পঙ্কজ। শৈলর চিরকালটাই এক ভাবে গেল। আমি মরিয়া গেলে, তাহার চলিত কি প্রকারে?

সর। সে তোমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছে।

পঙ্কজ। (হাসিয়া) আপনার কর্ত্তব্যকার্য্যে আপনি ত্রুটি রাখিবেন না; কিন্তু আমার যাওয়া হইবে না।

দাসী সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, পঙ্কজের কথায় তাহার ভারি রাগ হইল। দেশে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের এক কন্যা ছিল, বৃন্দাবনে আসিয়া সেই কন্যার জন্য একদিনও শান্তি পায় নাই। সে বলিল,—"আমি বাপু, চিরদিন এখানে থাক্‌তে পার্‌বো না; তুমি যদি না যাও, আমায় ছুটি দাও,—আমি সরকার মহাশয়ের সঙ্গে চ'লে যাই।"

পঙ্কজ বলিল,—"সে কথা আমিও ভাবিয়াছি। তোর যখন এস্থান ভাল লাগে না, তখন তুই সরকার মহাশয়ের সঙ্গে যা'স্।"

সর। তোমার এখানে কে থাক্‌বে ?

পঙ্কজ। এ দেশী একজন লোক রাখিয়া দিব।

তৎপরে সরকার মহাশয় একখানা কুশাসনে বসিয়া সন্ধ্যার মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং তাহার মধ্যে মধ্যে পঙ্কজকে দেশের অনেক সংবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে জলযোগে বসিলেন। তখন পঙ্কজকে দেশে যাইবার জন্য বহুবিধ প্রকারে সদুপদেশ দানে বাধিত করিতে বিস্মৃত হইলেন না। কিন্তু পঙ্কজ তাঁহার সে উপদেশমতে কাজ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না;—সে দেশে যাইবে না বলিয়া দৃঢ়তা প্রকাশ করিল। তখন হতাশ হইয়া সরকার মহাশয় বলিলেন,—"যদি তুমি একান্তই না যাও, তবে তোমার খরচের জন্য শৈল একশত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে,—লও।"

পঙ্কজ বলিল,—"তাহার টাকা তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন। টাকা আমার নিকটে যাহা আছে, তাহাতে এখনও অনেক দিন চলিবে। প্রয়োজন হইলে, তাহাকে লিখিব, তখন যেন পাঠাইয়া দেয়।"

সর। তুমি বড় বোকা মেয়ে। বিদেশে সর্ব্বদা টাকার প্রয়োজন,—টাকাগুলা ফিরাইয়া দিবে কেন ?

পঙ্কজ। আপনি উল্টা বুঝিয়াছেন। বিদেশে,—এই সামান্য বাড়ীতে বাস,—এখানে লোহার সিন্ধুকাদিও কিছুই নাই। এখানে টাকায় অনেক বিপদ টানিয়া আনিতে পারে।

সরকার মহাশয় সে কথা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। তৎপরে যথাসময়ে আহারাদি করিয়া নিদ্রা গেলেন।

সরকার মহাশয় আরও তিন চারি দিবস সেখানে অবস্থান এবং বৃন্দাবন ও বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া, পঙ্কজের দাসীকে সঙ্গে লইয়া দেশে চলিয়া গেলেন।

পঙ্কজ একা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জ্যোৎস্না-বন্যায় শ্রীবৃন্দাবনধাম ভাসমান;—কুঞ্জে কুঞ্জে পাখীরা মধুর গাথা গাহিতেছে,—ধীর সমীরে পুষ্প-গন্ধ ছুটিতেছে। পঙ্কজ উন্মুক্ত বাতায়ন-সান্নিধ্যে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। ভাবিতেছে এখন কি করিব? আনন্দমোহন যে উপদেশ দিয়াছে, তাহার অর্থ কি? তবে কি প্রাণেশ্বর আমার, আমার হৃদয় মন্দিরেই বাস করিতেছেন? তিনি কি বাহিরে নাই? লোকে বলে, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া এক পা-ও যান না। * তবে দেখা পাই না কেন? প্রভু! প্রাণবল্লভ! তুমি কি বৃন্দাবনে নাই? এখানে কি তোমার সাক্ষাৎ পাইব না? এস বঁধু,—এস প্রাণেশ্বর! আর যে সহ্য করিতে পারি না। যদি না আসিবে, যদি না দেখা দিবে, তবে এত আশা দিলে কেন? তোমার জন্য প্রাণ এত পাগল হয়, কেন? দেখা কি দিবে না? তাহার মনে হইল, মরি না কেন? শুনিয়াছি, প্রেমের জন্য প্রাণ না দিলে প্রেমের ধনকে পাওয়া যায় না।

এই সময় পঙ্কজ উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে সুনির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইল, রাস্তা দিয়া এক সুন্দরী যুবতী আহিরিণী বৈষ্ণবী ফুলভূষণে ভূষিতা হইয়া, খঞ্জনীতে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া মৃদু মৃদু স্বরে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

"ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং মম গচ্ছং মথুরাওয়ে।
ঢুঁড়ব পুরী প্রতি প্রত্যক্ষে যাঁহা দরশন পাওয়ে॥"

---

* "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।"

আহিরিণী চলিয়া গেল। পঙ্কজের মনে হইল,—ও কি গাহিয়া গেল। শ্রীরাধা হরি-হারা হইয়া যখন বড় কাতরা হইয়াছিলেন, তখনই বৃন্দা তাঁহাকে বলিতেছিল,—"উতলা হইয়ো না, ধৈর্য্য ধারণ কর। আমি মথুরায় গিয়া সমস্ত পুরী অনুসন্ধান করিব,—যেখানে প্রত্যক্ষ দরশন পাই।"

পঙ্কজের মনে হইল, তবে আমিও বৃন্দাবনে বসিয়া থাকি কেন? কিন্তু কোথায় যাইব,—তিনি ত এখন মথুরাতেও নাই। সহসা আনন্দ-মোহনের পত্রের কথা তাহার মনে পড়িল;—সে শিহরিয়া উঠিল। আনন্দমোহন ত' এই কথাই বলিয়া দিয়াছে,—পুরী অর্থে 'দেহপুরী'। দেহপুরী ঢুঁড়িয়া দেখিলেই তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন হইবে। অন্যত্র দর্শন মিলিবে না;—মন্দির, গির্জ্জা বা যেখানেই অনুসন্ধান করা যাক্, ফিরিয়া সেই হৃদয়-পুরীতেই দেখা পাওয়া যাইবে। তবে নিশ্চয়ই প্রাণেশ্বর আমার বৃন্দাবনে নাই।

এই সময় দ্বারদেশে খঞ্জনীর মৃদু আঘাত শ্রুত হইল। রমণীর কমনীয় কণ্ঠে স্বর উঠিল,—"ভিক্ষা পাই মা;—একমুষ্টি ভিক্ষা দাও,—একটি গান শুনাইব।"

পঙ্কজ মন্থর-গমনে বাহিরে আসিল। দেখিল, সেই আহিরিণী। বলিল,—"তুমি 'রা'ত-ভিখারিণী' কেন গা?"

আহিরিণী বলিল,—"দিবসে শ্রীমন্দিরে সাধু-সেবা ও মন্দির-সংস্কারাদি কার্য্য করি;—রাত্রিতে ভিক্ষা করিয়া উদরান্নের সংস্থান করি। ভিক্ষা দেবে?—একটা গান গাহিব?"

পঙ্কজ বলিল, "গাও।"

আহিরিণী অগ্রসর হইয়া বাড়ীর উঠানে আসিয়া বসিল। চন্দ্রকিরণে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছিল। ধীর সমীরে তাহার পরিধেয়

বসন ও মস্তকের কেশরাশি মৃদু মৃদু কাঁপিতেছিল। সে খঞ্জনী বাজাইয়া গলা ছাড়িয়া গাহিল—

"তুঁহু সো রহলি মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল, দুকূল কলরব,
কানু কানু করি ঝুর॥
যশোমতী নন্দ, অন্ধ সম বৈঠত,
সাহসে উঠয়ি না পার।
সখাগণ ধেনু, বেণু সব বিসরল,
বিসরল নগর-বাজার॥
কুসুম তেজিয়া অলি, ক্ষিতিতলে লুঠই,
তরুগণ মলিন বয়ান।
শারী শুক পিক, ময়ূরী না নাচত,
কোকিলা না করতহি গান॥
বিরহিণী বিরহ, কহব মাধব,
দশদিগ বিরহ-হুতাশ।
সহজে যমুনা জল, হো-অল অধিক ভেল,
কহতহি গোবিন্দ দাস॥"

বৈষ্ণবী গান সমাপ্ত করিয়া বলিল,—"ভিক্ষা দাও মা, আর এক বাড়ী যাই।"

পঙ্কজ সে কথা শুনিতে পাইল না। সে তখন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। বৈষ্ণবী পুনরায় বলিল,—"দাও মা, ভিক্ষা দাও; এক বাড়ীর কাজ নয়।"

পঙ্কজ সেবার সে কথা শুনিতে পাইল। গৃহ-মধ্য হইতে চারিটী পয়সা ও এক সের চাউল আনিয়া দিয়া বৈষ্ণবীকে বিদায় করিল। লব্ধ ভিক্ষা ঝোলাস্থ করিয়া বৈষ্ণবী বলিল,—"আর একটা গান শুন্‌বি মা?"

পঙ্কজ বলিল,—"তোমার যদি ক্ষতি না হয়, গাহিতে পার।"

বৈষ্ণবী খঞ্জনীতে তাহার চম্পক-কলিকা সদৃশ আঙ্গুলের টোকা দিতে দিতে বলিল,—"ভিখারিণীর আবার ক্ষতি-লাভ কি মা? এক মুঠা পেটের ভাত বৈ ত নয়।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গানে

পঙ্কজ বলিল,—"তবে আজিকার ভার আমার উপরে, তুমি আর দুই-চারিটা গাও। তোমার গলা বড় মিঠা;—কথাগুলিও বেশ পরিশুদ্ধ।"

বৈষ্ণবী উঠিয়া পঙ্কজের অতি সন্নিকটে গিয়া বসিল এবং মৃদু-মধুর হাস্যাধরে জিজ্ঞাসা করিল,—"দান গাইব?"

পঙ্কজ বলিল,—"দান গ্রহণ বুঝি না। যা ভাল বোঝ, গাও।"

বৈষ্ণবী খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিল,—

"মানস গঙ্গার জল, ঘন করে কল কল,
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাড়িল বেগ,
তরণী রাখিতে নাহি কেউ॥"

গানে বাধা দিয়া মৃদু হাসিয়া পঙ্কজ বলিল,—"চিত্ত-রূপ গঙ্গার জল জীবের পক্ষে বাস্তবিকই সদা কল কল করে; তাহাতে প্রাণাদি দশটা বায়ুর সহযোগ!—বেগ অতিশয় বৈ কি! কিন্তু পার হইবার উপায় কি?"

বৈষ্ণবীও মৃদু হাসিয়া মৃদু-মধুর স্বরে বলিল,—"কেন যোগরূপ নৌকা।"

পঙ্কজ বলিল,—"তুমি দেখ্‌ছি কেবল ভিখারিণী নও। গানেও আছ,—জ্ঞানেও আছ। ভাল, সে নৌকার কাণ্ডারী কে?"

বৈষ্ণবী গাহিল,—

"দেখ সখি, নবীন কাণ্ডারী শ্যাম রায়॥
কখন না জানে কাণ, বাহিবার সন্ধান,
জানি চড়িনু কেন নায়॥"

পঙ্কজ জিজ্ঞাসা করিল,—"তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ। তবে এ অজ্ঞানতার আশঙ্কা কেন?"

বৈষ্ণবী। তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও নিষ্ক্রিয়,—জ্ঞাতা হইয়াও কার্য্য-কারণের বাহিরে।

পঙ্কজ। তারপরে?—

বৈষ্ণবী গাহিল,—

"নেয়ের নাহিক ভয়, হাসিয়া কথাটি কয়,
কুটিল নয়ানে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে, এ জ্বালা সহিবে কে,
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে॥
অকাজে দিবস গেল, নৌকা নাহি পার হৈল,
পরাণ হইল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি, থির হ'য়ে থাক দেখি,
এমন না ভাবিহ বিষাদ॥"

পঙ্কজের মনে হইল, তবে কি স্থির হইয়া থাকিলে, তিনি কোলে টানিয়া লন? আমাতে আর তাঁহাতে কি তবে এক হইতে পারিব?

সে হৃদয়ে এ হৃদয় ঢালিয়া দিয়া, এ জ্বালা কি জুড়াইতে পারিব? সে দিন কবে হবে?

বৈষ্ণবী বলিল,—"দানের গান আরও জানি।"

পঙ্কজ বলিল,—"তবে গাও।"

বৈষ্ণবী গাহিল,—

"কহ সখি, কি করি উপায়?
নায়ের নাবিক হ'য়ে এ যৌবন চায়॥
পরমাদ হৈল সখি পরমাদ হৈল।
নেয়ের গলার মালা মোর গলে দিল॥
যে ছিল কপালে সই, যে ছিল কপালে।
নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে॥
কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল।
বলে ছলে নেয়ে মোরে কোলে করি নিল॥
জ্ঞানদাস কহে ধনি, না ভাব বিষাদ।
নন্দের নন্দন নেয়ে কিসের পরমাদ॥"

পঙ্কজ বলিল,—"এ মিলনে আনন্দ উথলিয়া উঠে; জীব আর কৃষ্ণ যখন একীভূত, তখন সে মিলনানন্দে এ শ্লেষ কেন?"

বৈষ্ণবী। তখনও যে তুমি আর আমি আছে। স্পর্শানন্দে জ্ঞান আছে,—কাজেই আনন্দ-গদ্গদকণ্ঠে, রোমাঞ্চ-পুলক দেহে 'কি করিলাম,—কি হইল', বলিয়া ভাব উঠিতেছে। তারপরে শোন,—

"নেয়ে হে এখন লইয়া চল পার।
পুরিল তোমার আশা কি আর বিচার॥
অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে।
এখন কিবা মনে আছে না বোলহ ছলে॥

নেয়ে হ'য়ে চূড়া বাঁধ ময়ূরের পাখে।
ইথে কি গরব কর কুলবধূ সাথে ॥
পারে লহ নূতন নেয়ে, না কর বিয়াজ।
জ্ঞানদাস কহে নেয়ে, বড় রসরাজ ॥"

পঙ্কজ। নাবিক কোন উত্তর করিল ?

বৈষ্ণবী। জীবাত্মা যখন পরমাত্মার নৌকায় উঠিয়া মায়া-বৈতরণীর ও-পারে চলিয়াছে,—জীবাত্মা যখন পরমাত্মাকে নৌকার কাণ্ডারী সাজাইয়াছে, যখন দুইয়ে মিশামিশি, চিনাচিনি, মুখোমুখি হইয়াছে, তখন জীবাত্মার নয়ন-বারি হাতে মুছাইয়া পরমাত্মা-কাণ্ডারী যাহা বলিতেছেন, তাহা শুনিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। আমি গাহিতেছি, তুমি শোন।

বৈষ্ণবী গাহিল,—

"শুন বিনোদিনী ধনী, আমার কাণ্ডারী তুমি,
তোমার কাণ্ডারী কহ কারে ?
তুআ অনুরাগ-প্রেম- সমুদ্রে ডুবেছি আমি ;
আমারে তুলিয়া লহ পারে ॥
রোগী ভোগী নাপিতিনী, তোমার লাগিয়া দানী,
ওঝা হৈলাম তোমার কারণে।
তুআ অনুরাগে মোরে, লৈয়া ফিরে ঘরে ঘরে,
তুআ লাগি করিনু দোকানে ॥
রাখাল হইয়া বনে, সদা ফিরি ধেনু-সনে,
তুআ লাগি বনে বনচারী।
তোমার পীরিতি পেয়ে, এ ভাঙ্গা তরণী লয়ে,
তুআ লাগি হইনু কাণ্ডারী ॥

না বোল কুবোল ধনি, রমণীর শিরোমণি,
তুআ প্রেমে কি না করি আমি।
দাস জগন্নাথে কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
জাতি জীবন ধন তুমি॥

পঙ্কজের পটলচেরা চক্ষু দুইটী জলভারে টল টল করিতে লাগিল; গদ্গদকণ্ঠে বলিল,—"তুমি দেখিতেছি, জ্ঞানে বিদুষী, প্রেমে পাগলিনী, —ভক্তিতে পরিপূর্ণ হৃদয়, যেন ভাদ্রের ভরা গাঙ্। সে পরমাত্মা কাণ্ডারী; জীবাত্মাকে আবার কাণ্ডারী বলিতেছেন কেন? পরমাত্মা জীবাত্মার জন্যই কি যোগী, ভোগী, নাপিতিনী, বা রাখাল সাজিয়া থাকেন?"

বৈষ্ণবী। তা নয় ত কি, ভগিনি! তিনিই ত লীলানন্দ উপভোগের জন্য জীবে জীবে অধিষ্ঠিত। তিনিই ত রস উপভোগের জন্য জীবের নিকটে বংশীবাদন করিতেছেন। তিনিই ত কল-নাদে বাঁশী বাজাইয়া জীবকে লইয়া রাসে রস উপভোগ করিতেছেন। জীব যখন মায়ার পারে, তখন তাঁহার অতি দূরে। জীব যখন মায়া কাটাইয়া, কূল ছাড়িয়া তাঁহাকে কাণ্ডারী সাজাইয়া নৌকায় উঠিয়া বসে, তখন তিনি তাহার অধীন,—ভক্তাধীন ভগবান্। তারপরে, জীবকে ঐ মোহন বাঁশীর গান শিক্ষা দেন; বাঁশী শিখিয়া জগৎ-প্রপঞ্চে হ্লাদ উপভোগ করিয়া, জীব-চৈতন্যে আর তূরীয় চৈতন্যে এক হইয়া যায়;—দ্বৈত গিয়া অদ্বৈত হয়।

পঙ্কজ। বংশীশিক্ষা একটা গাও।

বৈষ্ণবী মৃদু হাসিয়া, উদাস নয়নের কামগন্ধশূন্য কটাক্ষে পঙ্কজের মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলিল,—"জীবাত্মা পরমাত্মার নিকট সৃষ্টি-কার্য্যের আনন্দ-সংবাদ অবগত হইতেছেন। তখন দ্বৈতবাদের কঠোর জ্বালা দূর হইয়াছে, অদ্বৈতের আনন্দ আসিয়াছে। কেমন করিয়া

এ অদ্বৈত-নিধি দ্বৈতে পরিণত হন, জানিবার সাধ হইয়াছে। নদী সাগরে মিশিতেছে,—রাধা রাধাকান্তের নিকট কাম-বীজ কাম-গায়ত্রীর স্বর-কম্পন শিখিবার সাধে ব্যাকুলা।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, খঞ্জনী বাজাইয়া বৈষ্ণবী তাহার মধুর কণ্ঠে গাহিতে লাগিল,—

"মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাও বিশেষ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ুরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটয়ে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এক কালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন ভরে ফল ফুলে॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম সুরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়॥
জ্ঞানদাস শুনিয়া কহয়ে হাসি হাসি।
শুন রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী॥"

গান সমাপ্ত হইলে, পঙ্কজ জিজ্ঞাসা করিল,—"এ সকল রন্ধ্র কি?"

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল,—"যাহাতে 'কিছুই নহে এই জগৎটা' আছে বলিয়া জ্ঞান হয়।"

পঙ্কজ। বেদান্ত মতে তাহাকে মায়া বলে।

বৈষ্ণবী। মায়া বটে, কিন্তু অপরা শক্তি আছে—হ্লাদ শক্তি। বেদান্তে যাহা মায়া, সাংখ্যে তাহাই প্রকৃতি। অষ্ট প্রকৃতি

(অষ্ট সখী) ছাড়া আরও এক প্রকৃতি আছে,—তাহা 'জীব'।* জীবের সেই হ্লাদ-শক্তির অনুভূতি আছে। রস নয়টা,—ছিদ্র নয়টা। শ্রীভগবানে পূর্ণ রস,—তাই নয়টা রন্ধ্রে জগতের আদি বীজ "ক-ল-ঈম্" ধ্বনি উঠে। জীব তাহা না শিখিলে, রস উপভোগ করিতে পারে না। তাহার শিক্ষক,—তাহার গুরু ; আর কেহ হইতে পারে না। জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশিলে, তবে তাহার শিক্ষা হয়। রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে ধ্বনি দিবা-নিশি ধ্বনিত হইতেছে ; জীব যখন সে ধ্বনিতে পাগল হইয়া ছুটিয়া তাঁহার সমীপস্থ হয়,—শিখিবার জন্য প্রার্থনা করে, তখন তিনি শিক্ষা দেন। শ্রীমতীর প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া দিলেন,—

"মুরলী শিখিবে রাধে, শিখাব মনের সাধে
যে বোল বলিয়ে শুন ধ্বনি।
ছাড়হ নারীর বেশ, উভ করি বান্ধ কেশ,
বামে চূড়া করহ টালনী॥
ঘুচাহ সিন্দুর ঘটা, পরহ বিনোদ ফোটা
দূরে রাখ নাসার বেশরে।
কাঁচলী ঘুচায়ে ফেল, মৃগমদে হও কালো
তবে বাঁশী বাজিবে অধরে॥
লহ মোর পীতধড়া, পর আঁটি কটী-বেড়া,
অঙ্গুলি নোয়াও শিখাইব।

---

* "ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥". শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

তুয়া নাম গুণ রাই, যে রন্ধ্রে সদাই গাই,
একে একে জানাইয়া দিব ॥
গৌর অঙ্গুলি তোর, সোণা-বান্ধা বাঁশী মোর,
ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
তিন ঠাঁই * হও বাঁকা, পাঁচনীতে দেয় ঠেকা †
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে ॥
রাই কহে বনমালী, বান্ধ চূড়া উচ্চ করি,
আপনার বন্ধন সমান।
বাঁশী দেহ মোর হাত জানাইয়া দাও নাথ,
যে রন্ধ্রে আপনি কর গান ॥
এলা'য়ে কবরী ছান্দ, চূড়া বান্ধে শ্যাম চাঁদ
রাই অঙ্গে করে ঝলমলে।
কহিছে গেয়ান দাসে, বাঁশী শিখ বঁধু-পাশে,
মুরলী ধরিয়ে করতলে ॥"

পঙ্কজ হস্ততলে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল,—"এই স্থানেই স্ত্রী-পুরুষ ভেদ মিটিল। নারীর সাজ দূর করিয়া, জীব তখন বাঁশী শিখিতে আরম্ভ করিল। তারপরে কি হইল বৈষ্ণবী ?"

বৈষ্ণবী পঙ্কজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তারপরে জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া, বীজ গান গাহিয়া রসানন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।"

পঙ্কজ। এই কথাটা বুঝিতে পারিলাম না।

বৈষ্ণবী। কেন ?

পঙ্কজ। জীবাত্মা আর পরমাত্মা যদি মিশিয়া এক হইল, তবে রসানন্দ উপভোগ করিবে কে ? জীব যদি শিব হইয়া গেল, তবে আর জীবের

* সত্ব, রজঃ, তমঃ।

† ত্রিগুণ প্রসবকারিণী মূলা প্রকৃতি।

পৃথক্ অনুভূতি কোথায়? পরমাত্মা ত' পরিপূর্ণ, আনন্দময়, তাঁহার আবার নূতন আনন্দ কি ?

বৈষ্ণবী। এই যে মিশা, ইহা এক নবীন ভাব। প্রেমে আত্মহারা হইয়া দুইয়ে এক হওয়া; কোন জ্ঞান নাই, বহিরিন্দ্রিয়ের শক্তি বিরহিত; শুধু প্রেমে মগ্ন; তথাপি কি এক মত্তানন্দ মর্ম্ম-ত্বকে লাগিয়া থাকে; প্রাণে প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে;—চিত্তে চিত্ত, ধর্ম্মে ধর্ম্ম,—সব গিয়াছে,—রূপ নাই, রস নাই,—গন্ধ, স্পর্শ শব্দাদি কিছুই নাই;—আছে কেবল প্রেমের মত্ততা। এ মেশা ত' সেই মেশা। শোন—বৈষ্ণবী গাহিল,—

"নিকুঞ্জ-মন্দিরে দেখ অদ্ভুত রঙ্গ।
দুহুঁ শিরে শোভে চূড়া দুঁহেই ত্রিভঙ্গ॥
রাই শিখয়ে বাঁশী নাগর শিখায়।
এক বাঁশী আধ আধ ধরিল দোঁহাই॥
রাই ভেল বিনোদ মুরলী শ্রুতিধর।
অঙ্গুলি লোলায়ে ভেদ জানাইছে নাগর॥
শ্যাম কহে বাজাও দেখি রাই।
যেই নামে উপাসনা সদাই ধেয়াই।
নিজ নাম রাই বাঁশী পূরিল অধরে।
শ্যাম নাম ডাকিল আপন বামা-স্বরে॥
রাই কহে নিজ নাম বাজাও দেখি শ্যাম।
তোমার মুখে তোমার বাঁশী কেমন অনুপাম॥
নিজ নাম শ্যাম তখন বাঁশী পূরে আধা।
নাহি বাজে শ্যাম নাম বাজে রাধা রাধা।
ফিরিয়া আপন নাম বাজাইতে চায়।
শ্যামের মুখে শ্যামের বাঁশী রাধা গুণ গায়॥
রাই কহে এক রন্ধ্রে—দুঁহে দিব ফুঁক।
না জানি কেমনে বাজে দেখিব কৌতুক॥

এক রন্ধ্রে ফুঁক তবে দেই রাধা-কানু।
রাধা-শ্যাম দু'টি নাম বাজে ভিনু ভিনু।
রসের হিল্লোল উঠে হুঁহাকার গানে।
মোহিল সবার মন মুরলীর তানে॥
গান শুনি সারি-শুক কোকিল-আনন্দ।
তরু-লতা-কুসুমে ঝরয়ে মকরন্দ।
জ্ঞানদাস কহয়ে বিরিঞ্চি-অগোচরী।
লীলায় বিহরে দোঁহে কিশোর কিশোরী॥

পঙ্কজের দুই চক্ষু দিয়া প্রবল ধারায় জলস্রোত বহিল। অনেকক্ষণ সে তন্ময় হইয়াছিল। তারপরে বলিল,—"এমন আনন্দ, এমন বাঁশী বাজান এমন জীবে-শিবে একাকার কিসে হয় বৈষ্ণবী?"

বৈষ্ণবী মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল,—"সদা সেই সত্যসনাতনের ধ্যান ও ধারণাই এই মহত্তর সুখের কারণ।" *

পঙ্কজ। তুমি পিছাইয়া পড়িতেছ কেন? আমার মুছিয়া তাহার হইয়া যখন দু'জনে এক হইয়াছে, তখন আবার তাঁহার প্রকাশের বাধা কোথায়?

বৈষ্ণবী। ভাল কথা। কিন্তু এই যে মিশামিশি, ইহা আপন মুছা নহে,—আপন মুছিলে অবশিষ্ট কি থাকে? এ আত্মবিসর্জ্জন অর্থে এই আপাত-প্রতীয়মান 'অহং'-এর ত্যাগ। এই অহঙ্কারও মমতার পূর্ব্ব-কুসংস্কারের ফলস্বরূপ, আর যতই এই অহং ত্যাগ হইতে থাকে, ততই আত্মা নিত্যস্বরূপ, নিজ পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হন। ইহাই প্রকৃত আপন মোছা বা আত্মত্যাগ। এই ব্যবহারিক জীব সসীম

* যোগিগণের মতে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনে এই সুখ হয় ইহা রসানন্দ সমাধি।

জগতের ভিতরে আবদ্ধ। এক্ষণে যাহাকে মানুষ বলা যাইতেছে, তাহা সেই জগতের অতীত অনন্ত-সত্তার সামান্য আভাস মাত্র,—সেই সর্ব্বস্বরূপ অনন্ত অনলের এক কণা মাত্র। কিন্তু সেই অনন্তই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ।

পঙ্কজ। একটা কথা বলিব ?

বৈষ্ণবী। কি বল ?

পঙ্কজ। আপন মুছায় বা সে মিশামিশিতে কি হয় ?

বৈষ্ণবী। রসের লহরলীলা বহিয়া যায়,—সুখ বা আনন্দ লাভ হয়। আমরা দেখিতে পাই, সকলেই সুখের অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকে নশ্বর মিথ্যা বস্তুতে উহা অন্বেষণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ে কেহ কখন সুখ পায় নাই—সুখ আত্মাতেই কেবল পাওয়া যায়। তাই তাঁহাতে মিশা,—পূর্ণ সুখ লাভ করিতে।

পঙ্কজ। জীব তাঁহাকে পাইবার জন্য ছুটিতে পারে, কিন্তু তিনি জীবের উপর এত করুণাময় কেন ?

বৈষ্ণবী। জীব যে তাঁহারই। জীব ভোগ করাইতে তাঁহারই দ্বারা সৃষ্টির আদিকালে প্রকাশিত। উভয়ের মিলনে রসের উৎপত্তি,—প্রাকৃত কামের বিনাশ। তাই ত বাঁশী বাজে। শ্রীভগবানের বাঁশীতে কি গাহে ?—রাধানাম। রাধা হ্লাদিনীশক্তি—আনন্দ তুফান। আনন্দ অর্থে মুক্তি। আমাদের সুখ-দুঃখ, বিপদ-কষ্ট সকল অবস্থার মধ্যেই আমরা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে, আমরা ধীরে ধীরে সকলেই সেই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। প্রশ্ন হইল,—"এই জগৎ বাস্তবিক কি ?—কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি, কোথাই বা ইহা যায় ?" উত্তর আসিল,—"মুক্তিতে ইহার উৎপত্তি, মুক্তিতে বিশ্রাম এবং অবশেষে মুক্তিতেই ইহার লয়। জাগতীয় সকল গতিই এই মুক্তি-

ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র! ঐ স্বর—ঐ বাঁশী ডাকিয়া বলিতেছে,—'পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত সকলেই আমার নিকট আইস,—মুক্তি নাও।' সেই স্বর—সেই অভয়বাণী শুনিতে পাইলে কি হয়? তখন আমাদের সম্মুখস্থ দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই জগৎ, যাহা পূর্ব্বে মায়ার বীভৎস যুদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহা আর কিছুতে—অপেক্ষাকৃত সৌন্দর্য্যপূর্ণ সুন্দরতর কিছুতে—পরিণত হইয়া যায়। তারপরে, যখন সেই সুন্দরের সহিত মিশিয়া একত্রে সেই কল-গান গাহিতে পারি, তখনই রসের হিল্লোল উঠিয়া পড়ে—প্রাণে রসের তুফান তোলে। চিদ্ঘনানন্দে প্রাণ ভরিয়া যায়।"

পঙ্কজ। তোমার নাম কি মা? এত জ্ঞান তুমি কোথায় পাইলে?

বৈষ্ণবী। জ্ঞান!—জ্ঞান আমার কোথায়? পাখীর মত যা শুনিয়াছি, তাই বলিয়া যাই। এখন তবে বিদায়।

পঙ্কজ। তোমার নাম কি?

"আমার নাম যোগমায়া"—এই বলিয়া বৈষ্ণবী উঠিয়া চলিল। পঙ্কজ আর কিছু ভিক্ষা লইবার জন্য ডাকিল, সে কিন্তু ফিরিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাস

পঙ্কজ, যোগমায়া বৈষ্ণবীর ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল। গান গাহিবার পূর্ব্বে ভিক্ষার দাবি করিয়াছিল, কিন্তু যাইবার সময়ে সাধিলেও লইল না। এ স্ত্রীলোকটি থাকে কোথায়? এমন বিদুষী রমণী,—এমন ভক্তিমতী

বৃন্দাবনে কয় জন আছে? ভাবিতে ভাবিতে পঙ্কজের মনে হইল,—এ কি কোন দেববালা! সে তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে গিয়া, উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে বাহিরের রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিল।

পঙ্কজ দেখিতে পাইল, কুসুমভূষণাবৃতা যোগমায়া নৈশ-নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নাকিরণোদ্ভাসিত রাজপথ দিয়া মৃদুমৃদু গমনে,—মৃদু মৃদু গাহিতে গাহিতে যমুনাতীরাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে।

সে গাহিতেছিল,—

"কেলি-রস-মাধুরী ততিভিরতি মেদুরী
কৃত নিখিল বন্ধু পশুপালম্।
হৃদিবিধৃত চন্দনং স্ফুরদরুণ-বন্ধনং
দেহরুচি নির্জ্জিত তমালম্॥"

যোগমায়া চলিয়া যাইতেছিল;—ক্রমে সে দূরে গেল, পঙ্কজ আর সে গান শুনিতে পাইল না। তখন সে বড় উদাস-প্রাণে, বড় বিহ্বল-মানসে শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। বিছানায় পড়িয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিল। চিন্তা করিতে করিতে তাহার প্রাণে সুখের বেদনা পূর্ণপ্রতাপে জাগিয়া বসিল। সে ভাবিল, আর বৃন্দাবনে থাকিব না। জনহীন পর্ব্বত-গুহায়,—নিভৃত জঙ্গলে গিয়া তাঁহার রূপ চিন্তা করিব। তিনি ত' হৃদয়দেশেই আছেন,—জনকোলাহলপরিশূন্য বিপিনে গিয়াই তাঁহার দর্শন লাভ করিব। এ সংসারে কেবলই বৈফল্যের বিষম সন্তাড়ন! যেখানে বৈফল্য সারা-জীবনের প্রসূত সন্তান হইয়া বসিয়া আছে, সেখানে মানুষের সাধন-সাফল্য কোথায়! অতএব এ স্থান পরিত্যাগ করিব।

পঙ্কজ সে বিষয় আরও অনেকক্ষণ চিন্তা করিল। তারপরে তাহার মনে হইল,—যাইব কোথায়? আমি যে মেয়ে মানুষ!

সহসা সে শিহরিয়া উঠিল। প্রাণের হাসি অধরে দেখা দিল। আমি

মেয়ে মানুষ!—কে :মেয়ে মানুষ!—আমি যে অবিনাশী—অমর;—অমৃতের আদি-দেবতা! এই মাত্র যে যোগমায়া গাহিয়া গেল,—আমার প্রাণেশ্বর মেয়ের সাজ খুলিয়া ফেলিতে আদেশ করিয়াছেন। আনন্দ-মোহন্ সে দিন স্বপনে আমাকে যে মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল, আমি সেইরূপ হইব। মাথার এই চুলের রাশির বোঝা আর বহিয়া বেড়াইব কেন? এ শাড়ীতে আমার সাধ কেন? হাতে এ শাঁখা-বালা কেন? দেহের বর্ণ-সুষমা কেন? আমি কি রমণী? রমণীর সাজ বঁধু আমার ভালবাসে না। রাধিকাকে এ বেশ ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। দু'জনের এক সাজ,—এক ভাব না হইলে মিশিবে কেন? আমি সন্ন্যাসী সাজিব। তারপরে বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া, কোন পর্ব্বত-গুহায় চলিয়া যাইব।

সে রাত্রে পঙ্কজের নিদ্রা হইল না। সারা-রাত্রি সে ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া প্রভাত হইবার অনেক পূর্ব্বে শয্যা পরিত্যাগ করিল।

প্রভাতের নবালোক পৃথিবীতে আপতিত হইবামাত্র সে যমুনাতীরে গমন করিল। সেখানে গিয়া নাপিত ডাকিয়া তাহার মস্তকের কেশ মুড়াইয়া দিতে অনুরোধ করিল।

প্রভাতের নবোদিত বালার্ক-করে যমুনার নীলজল শোভা পাইতে-ছিল। শীতল সমীরে কোন্ বনান্তরাল হইতে কুসুম-গন্ধ আসিয়া তীরভূমি সুবাসে আমোদিত করিতেছিল। কত নর-নারী যমুনার জলে স্নান করিয়া হরিগুণ গান করিতেছিল,—তীরতরুর শাখাগ্রে বসিয়া পাখীরা সে গানের অনুকরণ করিয়া বৃন্দাবন মুখরিত করিতেছিল। বৈষ্ণবেরা তীরে তীরে খোল-করতাল বাজাইয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতে-ছিল। পঙ্কজ একটা নিম্ববৃক্ষমূলে বসিয়া, নাপিতকে মস্তক মুণ্ডন করিতে আদেশ করিল।

নাপিত বয়সে প্রবীণ। সে এই অপরূপ রূপ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

সেই সুনিবিড়, আষাঢ়ের নবকাদম্বিনীবৎ এবং কুঞ্চিত চুলের রাশি কাটিতে সাহস করিতেছিল না। ক্ষুর তাহার হাতে কাঁপিতেছিল। বুঝি তাহার মনে হইতেছিল,—এমন জগৎ-মোহন সৌন্দর্য্য আমি মানুষ হইয়া কি প্রকারে বিনষ্ট করিব ?

সে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া পঙ্কজ হাসিল। বলিল,—"কি ভাবিতেছ, চুলগুলা কাট।"

নাপিত অপ্রতিভ হইল। সে তখন পবিত্র যমুনাজলে পঙ্কজের মস্তক ভিজাইয়া লইয়া ক্ষুর দ্বারা কেশ মুণ্ডন করিতে লাগিল।

এমন নবীন বয়সে,—ভরা যৌবনে, এমন অপ্সরার মত মেয়ে কি বিরাগে মাথার কেশ মুণ্ডন করিতেছে,—দেখিবার জন্য অনেক লোক সেখানে সমবেত হইয়া পড়িল। কেহ নিষেধ করিল, কেহ টিট্‌কারি দিল, কেহ ব্যথিত চিত্তে প্রবোধ দিতে লাগিল। কিছু বিদায় প্রাপ্তির আশায় একটা সংকীর্ত্তনের দল আসিয়া সেখানে সন্ন্যাস গাহিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্তে সেখানে মহাভাবের আবির্ভাব হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবেরা ধানশী রাগে, দশকুশী তালে গাহিতে লাগিল,—

"তখন নাপিত আসি প্রভুর সম্মুখে বসি,
ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে।
করি অতি উচ্চ রব, কান্দে যত লোক সব,
নয়নের জলে দেহ ভাসে॥
হরি হরি, কি না হইল কাঞ্চন নগরে।
যতেক নগরবাসী, দিবসে হইল নিশি,
প্রবেশিল শোকের সাগরে॥
মুণ্ডন করিল কেশ, হ'য়ে অতি প্রেমাবেশ,
নাপিত কান্দয়ে উচ্চরায়।

কি হৈল কি হৈল বলে, ক্ষুর আর নাহি চলে ॥
প্রাণ ফাটি বিদরিয়া যায় ॥
মহা উচ্চ স্বর করি, কান্দে কুলবতী নারী।
সবে মুখ সবার চাহিয়া।
ধৈরজ ধরিতে নারে, নয়ন যুগল নীরে,
ধারা বহে বয়ান বহিয়া ॥
দেখি কেশ অন্তর্ধান, অন্তরে দগধে প্রাণ,
কান্দিছেন অবধৌত রায়।
রসিকানন্দের প্রাণ, সদা করে আন্‌চান্‌,
ফাটিয়া বাহির হ'তে চায় ॥

মস্তক মুণ্ডন সমাপ্ত হইলে পঙ্কজ নাপিত, সংকীর্ত্তনের দল ও ভিক্ষুকদিগকে যথাসম্ভাবিত অর্থ দ্বারা তুষ্ট করিল এবং তারপরে যমুনার জলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করতঃ বাসা-বাড়ীতে ফিরিয়া গেল।

সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার বাসাগৃহের দাবায় আনন্দমোহন বসিয়া আছেন। পঙ্কজ মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি এত সকালে কোথা হইতে?"

বিস্মিত হইয়া আনন্দমোহন জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি মাথা মুড়াইলে কেন?"

পঙ্কজ দাবায় উঠিয়া আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ না করিয়াই আনন্দমোহনের অতি সন্নিকটে উপবেশন করিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আর কয়েক মুহূর্ত্ত না আসিলে, আমার সহিত ইহ-জীবনে আর সাক্ষাৎ হইত না।"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া আনন্দমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন?"

পঙ্কজ। আমি যাইতেছি।

আনন্দ। কোথায়?

পঙ্কজ। তা' আমি জানি না।

আনন্দ। তুমি কি ক্ষেপিয়াছ ?

পঙ্কজ। চিরবিরহের উচ্ছ্বসিত হৃদয় না ক্ষেপিয়া থাকে কেমন করিয়া ?

আনন্দ। স্বামী সন্দর্শনে যাবে না কি ?

পঙ্কজ। হাঁ।

আনন্দ। কোথায় ?

পঙ্কজ। সমুদ্র কোথায়, তাহা স্থির করিয়া নদী তাহার পর্ব্বত-গৃহ হইতে বাহির হয় না। সে প্রাণের বেগে—অদম্য উচ্ছ্বাসে চলিয়া যায় ; কিন্তু সে যে পথেই যাউক, ঐকান্তিকী আকাঙ্ক্ষাই তাহাকে তাহার সমুদ্র-স্বামীর নিকট পঁহুছাইয়া দেয়।

আনন্দ। তোমার স্বামী যে তোমার হৃদয়-পুরে শায়িত।

পঙ্কজ। তুমি সে উপদেশ দিয়া অনেকদিনই আপ্যায়িত করিয়াছ ;—আর চাহি না।

আনন্দ। (হাসিয়া) মন্দিরে মঠে মিলিবে ?

পঙ্কজ। না।

আনন্দ। তবে কোথায় ?

পঙ্কজ। যেখানে মানুষ নাই, মানুষের কাজে বৈফল্য নাই, মানুষের স্বাধীনতায় বজ্রাগ্নির বিরোধ নাই,—সেইখানে।

আনন্দ। সে কোথায় ?

পঙ্কজ। তাও জানি না।

আনন্দ। তবে যাইতেছ কেন ?

পঙ্কজ। আহ্বানে—এতদিন পরে স্বামী আমার, প্রভু আমার, বঁধু আমার, হৃদয়-বল্লভ আমার, বাঁশীতে ডাক দিয়াছেন। আনন্দমোহন !—বন্ধু ! আর থাকিতে পারিব না। আমার হৃদয়-বৃন্দাবনে শরতের

সুশীতল সুমৃদু সমীর বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, শারদোৎফুল্ল মল্লিকাগন্ধে পূর্ণিমানিশি মিলন যাচ্ঞা করিতেছে। নিকুঞ্জ কাননে আমার শ্যামের মোহন বাঁশীতে সৃষ্টির আদি-গাথা কাম-বীজ বাজিয়া বাজিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে,—আর সহিতে পারি না, আর ধৈর্য্য ধারণ হয় না। তুমি আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে। তোমার চরণে প্রণাম করিয়া, তোমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, আমি স্বামী-গৃহে যাইব।

আনন্দ। মস্তক মুণ্ডন কেন?

পঙ্কজ। তাঁহার মত হইবার জন্য; স্ত্রী-পুরুষ ভেদ থাকিলে আমার প্রাণেশ্বর গ্রহণ করেন না।

আনন্দ। তিনি পুরুষ কি নারী, তুমি ঠিক করিলে কেমন করিয়া?

পঙ্কজ। আমি স্ত্রীলোক,—তিনি আমার স্বামী, কাজেই পুরুষ। আমিও পুরুষ হইব;—তাই মাথার চুলগুলা মুড়াইলাম।

আনন্দ। তিনি পুরুষ হইলে, তাঁহার দাড়ি-গোঁপ আছে; তোমার হইবে কি প্রকারে?

পঙ্কজ সে কথার উত্তর করিতে পারিল না।

আনন্দমোহন হাসিয়া বলিলেন,—"পঙ্কজ, আমি তাই আসিয়াছি। তুমি মা, আমি সন্তান। তুমি গুরু, আমি শিষ্য। জয়দেবের সেই কবিতাটা মনে আছে কি?—

"স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

এক মহাপুরুষের সুকণ্ঠ হইতে একদিন এই মহতী স্বর উঠিয়া সমগ্র জীব-জগতে তাহার প্রতিধ্বনি হইয়াছিল। জীব সে স্বর শুনিতে পাইয়া রসের সাধন-তন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিল। পঙ্কজ—মা, তোমার কাছে,—আমি তোমার সন্তান,—কাতরে করুণ কণ্ঠে সেই ভিক্ষা চাহিতেছি।

চণ্ডীদাস্ তাঁহার প্রেমের গুরু রজকিনীর নিকট করজোড়ে বলিয়াছিলেন,—

"এক নিবেদন করি পুন পুন
শুন রজকিনী রামি।
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইনু আমি।
রজকিনী-রূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম গন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে পরাণ যায়॥
তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ-পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদ-মাতা গায়ত্রী॥"

কাম-গন্ধশূন্য পদ যুগল কেন চাহিয়াছিলেন,—জান? তিনি যাহা, তাহাই হইতে। এমন মা,—এমন রমণী মিলে না। মানুষ বহু, আত্মা এক। জলাশয় অনেক, জল এক! না মিশিলে সাগর হয় না। মিশিবার আকাঙ্ক্ষা সকলেরই বলবতী। তাই পুরুষজীব,—স্ত্রীজীবের উপরে আকৃষ্ট; স্ত্রীজীব পুরুষজীবে আকৃষ্ট! পুরুষে পুরুষে স্ত্রীতে স্ত্রীতে আকৃষ্ট নয় কেন? উভয়ের এক শক্তি বলিয়া। মিলিবার মিশিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া। কিন্তু কামের মিলনে সে উদ্দেশ্য সফল হয় না। যেখানে কাম গন্ধ নাই, সেইখানেই সে মিলন-পূর্ণতার প্রথম অন্নপ্রাশন হইয়া থাকে। মনুসংহিতায় জগদুৎপত্তি অধ্যায়ে মনু বলিয়াছেন,—"সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর জলন্ত বিরাজ মূর্ত্তিকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। তাহার এক ভাগ স্ত্রী-তত্ত্ব ও অপর ভাগ পুরুষ-তত্ত্ব। তারপরে

তাঁন্ত্রিক এই মহাসত্যটিকে আরও একটু বিশদ, আরও একটু সাধারণ-বোধ্য করিয়া অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তি সংগঠিত করিলেন। অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তির অর্থ,—জীব-জগৎ উৎপত্তিকালে স্ত্রী-পুরুষতত্ত্ব বিশিষ্টরূপে পৃথক্ হয় নাই; অর্থাৎ বর্ত্তমান জগতে যে সকল স্ত্রী বা পুরুষ-জীব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আদি কারণ বা আদি পুরুষের লিঙ্গ-ভেদ ছিল না। সে আদি-পুরুষ স্ত্রীও ছিলেন, পুরুষও ছিলেন; অথবা তিনি স্ত্রী-পুরুষ কিছুই নহেন,—তাঁহার দুইটী শক্তি বিকাশ মাত্র। * জৈবী-শক্তি বা পরমাত্মার যে দুইটী বিভিন্ন শক্তি-কেন্দ্র আছে,—যাহাকে তন্ত্রে মাতৃ-শক্তি ও পিতৃ-শক্তি বলে; দর্শনে যাহার নাম প্রকৃতি ও পুরুষ; তাহার অন্যতর একটির প্রাধান্যে স্ত্রী বা পুরুষ উৎপন্ন হয়। সাংখ্যদর্শনের মতে আগে অহঙ্কার, তারপরে ইন্দ্রিয়,—তাহার অর্থও এইরূপ। ইন্দ্রিয়ানুসারে জীবের বাহ্যজ্ঞান হইলেও জীবের আবশ্যক অনুসারে তাহার ইন্দ্রিয় হয়। পূর্ব্বে সূক্ষ্মশক্তির প্রভেদ হয়, তাহার পর জীবের লিঙ্গ-ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য সংসাধিত হইয়া থাকে। স্ত্রীত্ব বা পুংস্ত্ব প্রথমে শক্তি, তাহার পর স্থূল ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে

* গেডিস্ টম্সন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য লিঙ্গ-তত্ত্ববিদ্‌গণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জৈবিক স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আদিতে ছিল না। প্রাণিগণের আদি পুরুষ উভয় লিঙ্গাত্মক ছিলেন এবং সেই আদিম মৌলিক উভয় লিঙ্গত্ব (Original hermaphrolism) হইতে বর্ত্তমান স্ত্রী-পুরুষ ভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। তন্ত্রের অর্দ্ধনারীশ্বর রূপক বা যে তত্ত্ব তাহাতে অন্তর্নিহিত, তাহা যে গেডিস্ টম্সনের উভয় লিঙ্গত্ব সূত্রের অপেক্ষা অনেক উঁচু কথা, তাহা বলা বাহুল্য। পাশ্চাত্য মতে স্ত্রী-পুরুষভেদে সঞ্চায়িকা শক্তি (য়্যানাবলিজম্) ও বিশ্লেষিকা শক্তি (ক্যাটাবলিজম্) তত্ত্বমূলক। স্ত্রী-পুরুষভেদ কেন হয়, এ কথার উত্তরে তাঁহারা বলেন, গর্ভস্থ ভ্রূণে সঞ্চায়িকা শক্তির আধিক্য হইলে কন্যা জন্মায় এবং বিশ্লেষিকা-শক্তির আধিক্য হইলে পুত্র জন্মায়।

তাহার বিশিষ্ট পরিণতি বা পরিচয়। পিতৃ-অংশ—উদাসীন, জীবের উন্মেষক মাত্র, বৈশ্লেষিক। মাতৃ-অংশ—সংগঠক, সঞ্চায়ক, স্থিতিকারী। সুতরাং যে অংশ যত বলবান, গর্ভাধানকালে সে অংশ তত শীঘ্র ক্ষরিত হইয়া ভ্রূণের বা গর্ভের লিঙ্গত্ব গঠন করিয়া থাকে। ঋষিরা বলেন, জৈবীশক্তির কেন্দ্র-ভিন্নতার এই দুই বিভাগ থাকিলেও পুরুষ বা দেহপুরস্থ চৈতন্যই তাহার একমাত্র আধার। এই উভয় শক্তির সমতা, সামঞ্জস্য ও সম্পূর্ণতা সাধন করা মানুষের ধর্ম্ম। পশুর ধর্ম্মজ্ঞান নাই,—তাই তাহারা এই শক্তিদ্বয়কে অযথা বিনাশ করিয়া ফেলে। যাহার ধর্ম্ম আছে, সেই মানুষ। ধর্ম্ম লইয়াই পশুত্বে ও নরত্বে প্রভেদ। মহর্ষি কণাদ বলেন,—'যাহা হইতে অভ্যুদয় ও চূড়ান্ত কল্যাণ সাধিত হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম'। * কপিল বলেন—'আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক বা মানসিক, প্রাকৃতিক ও শারীরিকভেদে তিন প্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করিতেই (যাহাতে এই তিন প্রকার দুঃখের চিরকালের জন্য অবসান হয়, তাহার সাধন করিতে) মানুষের জন্ম †। সুতরাং মানুষের শারীরিক, মানসিক ও প্রাকৃতিক ভেদে তিন প্রকার ধর্ম্ম আছে, অর্থাৎ জৈবীশক্তির সংগঠিকা বা বিশ্লেষিকা ভেদে যে দুইটী বিভিন্ন কেন্দ্র আছে, (প্রাকৃতিক বা চৌম্বকিক ক্ষেত্রে যাহাকে প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক বলে) তাহা এই তিন ক্ষেত্রেই কার্য্যকারী। জৈবীশক্তির নিবর্ত্তক মাতৃকা-কেন্দ্রের রহস্যেই তান্ত্রিক ডুবিয়া গিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই মাতৃকার দেবীমাহাত্ম্য জানিতেন বলিয়াই তন্ত্রে এই অদ্ভুত রসায়ন। এই মাতৃকা কেন্দ্রের জীবনীয়-প্রবাহ হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিয়া-

---

* "যতোভ্যুদয়-নিশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ" ।—বৈশেষিক দর্শন।

† অথ ত্রিবিধ দুঃখস্যাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ ।—সাংখ্যদর্শন।

ছিলেন বলিয়াই নারীকে জগদ্ধাত্রী বলিয়া পূজা প্রণাম করিতেন। তাই জয়দেব চণ্ডীদাস প্রভৃতি রমণীর পাদপদ্ম যখন কামগন্ধশূন্য পাইয়াছিলেন, তখনই সমস্ত জীবনের কামনা-বাসনা বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পঙ্কজ। কি রকমে?

আনন্দ। চুম্বকের প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর দুইটি বিপরীত কেন্দ্রের চুম্বক-শক্তি মিলনে নিদ্রিত থাকে,—এ কথা বোধ হয় জান। সেই মিলন ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ করিলে নিষ্ক্রিয় হইতে তাহারা তখন ক্রিয়াশীল হয়। পিতৃ-মাতৃ অংশে যে দুইটী বিপরীত কেন্দ্রের শক্তি একত্র মিলিয়া নিদ্রিত হইয়াছিল, সিসৃক্ষু প্রজাপতি সেই দুইটিকে পৃথক্ করিয়া দিয়া জীবনী-শক্তি উন্মেষিত করিয়াছেন;—কামের নিগড় বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। কর্ম্ম তাই জীবন—কর্ম্ম তাই অদৃষ্ট,—কর্ম্ম তাই জীবন-মৃত্যুর সহযাত্রী। শক্তির পরস্পর মিলন,—তাই নিষ্কাম, অদৃষ্ট-রাহিত্য ও গতাগতির নিবর্ত্তক। ঋষি তাই বলেন,—"প্রাণ-অপানের মিলনের নাম দৈহিক মৃত্যু। আর পৃথক্ করণের অপর নাম অহঙ্কার। অহঙ্কার হইতেই জন্ম-জরা-প্রলয় সংঘটিত হয়। মা,—পঙ্কজ, তোমার হৃদয় নিষ্ক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। যত দিন পরে হউক, যত জন্ম বিলম্বে হউক, বল মা;—সে শুভদিন তোমার আসিলে, তোমার এ অধম সন্তানকে তোমার পাদপদ্ম-যুগল দিবে কি না?"

পঙ্কজ অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিল,—"তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। এখন আমাকে সন্ন্যাসী সাজাইয়া দাও। আমি আর তিলার্দ্ধ বৃন্দাবনে থাকিব না। কে আমায় ডাকিতেছে,—আমি সেই বাঁশীর আহ্বান লক্ষ্য করিয়া এই মুহূর্ত্তেই বিদায় হইব।"

আনন্দমোহন পঙ্কজের এই শুভ ইচ্ছায় বিঘ্ন উৎপাদন করিলেন না। তিনি বাজারে গিয়া, তদুপযুক্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিলেন। তারপর নিজহস্তে পঙ্কজকে সাজাইয়া দিলেন।

সেই কোমল-নবনীত-গৌরাঙ্গে পঙ্কজ ভস্ম মাখিয়া লইল এবং গৈরিক-মৃৎরঞ্জিত বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া, একটা গৈরিকমৃৎরঞ্জিত আপাদ-লম্বিত ঢিলা আঙরাখা গায়ে দিল। মস্তকে উষ্ণীষ বাঁধিয়া, হস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া বলিল,—"আনন্দমোহন, তবে যাই। আশীর্ব্বাদ কর যেন প্রাণেশ্বরের সাক্ষাৎ পাই। আর আমার বাসার এই সমস্ত দ্রব্যাদি তোমার।"

সজল আঁখি পঙ্কজের মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া, আনন্দমোহন বলিলেন,—"একটি ভিক্ষা ;—যখন পরাভক্তির পবিত্র পরিমলে হৃদয় পূর্ণ হইবে তখন এই দুষ্কৃতকে চুম্বনদানে কৃতার্থ করিয়ো।"

"আচ্ছা" বলিয়া দণ্ড-কমণ্ডলুপাণি পঙ্কজ দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া চলিয়া গেল।

আনন্দমোহন পঙ্কজের পরিত্যক্ত সমস্ত দ্রব্যাদি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়া, সেই দিন বৈকালেই কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দায়

অহং হি বিশ্বস্য চরাচরস্য
বীজং প্রধানং প্রকৃতিঃ পুমাংশ্চ।
ময়া-হিতং তেজ ইদং বিভর্ষি
বিধে বিধেহি ত্বমধো জগন্তি ॥

ক্ষণ মুহূর্ত্ত পল দণ্ড প্রহর দিন মাস বৎসর যুগ,—সবই কাল; অথবা সেই মহাকালের অংশ। আমরা যাহাকে কাল বা সময় বলিয়া জানি, তাহা কিছুই নহে; কেবল মহাকালের মহল্লীলা। মহামায়া যেমন অসতে সতের আরোপ করিয়া ধাঁধার খেলা খেলিতেছেন; মহাকালও তেমনি কলা-কাষ্ঠা-নিমেষাদিরূপ অঘটন-ঘটনা দেখাইয়া প্রকৃতিকে জীর্ণ করিতেছেন;—ফলে উভয়ই 'কিছু না।' কিছু না হইলেও আমরা তাহার অস্তিত্ব অনুভব করি। যে সকল ঘটনা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, কালের হিসাবে তাহার পর, তিন বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সত্যবিলাস রাধানগরে এই তিন বৎসরে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। পূজা-পার্ব্বণে, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে তিনি সেখানকার ব্রাহ্মণ-

সমাজে মাননীয় রূপে গণ্য হইয়াছেন। তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছে; পুত্রটির বয়স এখন দুই বৎসর।

শৈল উপযুক্ত পিতার নিকটে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সংসারে এরূপ প্রকারে গৃহিণীপণা করিত যে, দাস-দাসী পর্য্যন্ত তাহার সদয়-ব্যবহারে নিতান্ত প্রীত ছিল। যদিও পাচক-পাচিকায় তাহাদের রন্ধনক্রিয়া সম্পাদন করিত, তথাপি সে অতি সুন্দররূপে অন্ন-ব্যঞ্জন ও বিবিধ প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিতে জানিত। সত্যবিলাস হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন এবং শৈলর ন্যায় গৃহিণী পাইয়া তিনি একান্ত সুখ ও শান্তিতে ছিলেন।

পৌষ মাসের প্রভাতে সে দিন ভারি শীত। কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া বহিয়া মানুষের হাড়ের মধ্যে শীতের প্রভাব বিস্তার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছিল। পূর্ব্ব-গগনে সূর্য্য উঠিয়া তাঁহার কিরণজালে শীত বিদূরিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন;—তাঁহার ক্ষমতাতে যেন সে কার্য্য কুলাইয়া উঠিতেছিল না।

শৈল একখানা সবুজবর্ণের শালের শাড়ী পরিয়া, নীচের দালানে বসিয়া পাচিকাকে রন্ধন-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছিল এবং অদূরে তাহার শিশুপুত্র শ্রীমান্ কালীবিলাস একখানা খড়মের অর্দ্ধাংশ মেঝেয় ফেলিয়া পুনঃ পুনঃ আছাড় দিয়া তাহার সহিষ্ণুতার পরিচয় লইতেছিল।

এমন সময় একখানা বনাতে দেহ আচ্ছাদন করিয়া, একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ তথায় উপস্থিত হইলেন। শৈল তাঁহার দিকে চাহিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং প্রণাম করিল। তারপরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকা, কোথা থেকে?—সব ভাল ত?"

গলা ঝাড়িয়া সমাগত ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"হ্যাঁ, প্রাণগতিক মঙ্গল। বাড়ী থেকেই আস্‌চি।"

শৈল একখানা চেয়ার টানিয়া দিল। তিনি তাহাতে উপবেশন করিলেন এবং শৈলকে বলিলেন,—"বস মা, দায়ে পড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছি।"

শৈল পূর্ব্বে যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানেই গিয়া বসিল। যিনি আসিলেন, তাঁহার বাড়ী রাধানগর হইতে দুইক্রোশ দূরে—কাশীয়াডাঙ্গা, নাম রামদয়াল মুখোপাধ্যায়। শৈলদের সঙ্গে কি একটা দূর সম্পর্ক আছে।

রামদয়াল মুখোপাধ্যায়ের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছে।

শৈল জিজ্ঞাসা করিল,—"কি দায়ে পড়িয়াছেন, শুনিবার জন্য বড় উদ্‌গ্রীব হইয়াছি।"

রাম। দায়?—সকল দায়ের শ্রেষ্ঠ দায়,—কন্যাদায়।

শৈল। আর বৎসর আপনার মেয়ের বিবাহ দিয়াছেন না?

রাম। সে মেঝ-মেয়ের বিবাহ দিয়াছি—এবার ছোট মেয়ের। নামে ছোট মেয়ে,—কিন্তু বাস্তবিক সে আর ছোট মেয়ে নাই। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—প্রায় ষোল বৎসর বয়স হইয়াছে।

শৈল। সম্বন্ধ কোথাও হইয়াছে?

রাম। কোথায় হইবে? যেখানে যাইতেছি, সেখানকারই টাকার হাঁক শুনিয়া ফিরিয়া পড়িতেছি। অতি অপদার্থ ছেলে,—বিদ্যাশূন্য, অর্থশূন্য, অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান শূন্য, এরূপ ছেলের নিকট গেলেও তাহার অভিভাবক হাজার টাকা চায়। তারপর দান-সামগ্রী আছে, খাওয়ান—দাওয়ান আছে, মেয়ে পাঠান আছে,—কি করিব মা; কোন কূলই পাইতেছি না। বিষয়-আশয় যাহা ছিল, সমস্ত বাঁধা দিয়া পর-পর দুইটী মেয়ের বিবাহ দিয়াছি,—এখন টাকা নাই, বিষয় নাই,—কি উপায় করি!

শৈল সাগ্রহে বলিল,—"তবে কি স্থির করিতেছেন ?"

রাম। তোমার নিকট আসিয়াছি।

শৈল। কেন ?

রাম। আমাকে এক হাজার টাকা ধার দিতে হইবে। মেয়ের বিবাহ দিয়া তারপরে ছেলের বিবাহ দিব, তাহাতে অবশ্যই টাকা পাইব, সেই টাকা দিয়া তোমার টাকা পরিশোধ করিব। এ উপকারটা করিতেই হইবে।

শৈল কি চিন্তা করিল। তারপরে জিজ্ঞাসা করিল,—"মেয়ের বাপের নিকট হইতে আপনি টাকা লইবেন ? টাকা দিতে হইলে যে কষ্ট তাহা ত' আপনি ভালরূপই জানিয়াছেন ?

রাম। জানিয়াছি মা ; কিন্তু আমি টাকা দিয়া দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি,—সমাজের অত্যাচারে এখনও দগ্ধ হইতেছি,—আমি সমাজকে না জ্বালাইব কেন ? আমার বুকের রক্ত জল হইয়া গিয়াছে,—সমাজের কেহ একবার দেখিল না,—আমি সমাজের দিকে চাহিব কেন ?

রামদয়ালের চক্ষু জলভারে ছল ছল করিতে লাগিল।

শৈল সে কথা শুনিয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে কি চিন্তা করিল। তারপরে বলিল,—"আজ দুপুরের গাড়ীতে আপনাদের জামাতা বাড়ী আসিবেন। তিনি আসিলে আপনার সম্বন্ধে যাহা হয় স্থির করিব। আপনি এখানে থাকুন।"

রাম। আজ বাড়ী আসিবেন কেন ?

শৈল। বড় দিনের জন্য হাইকোর্ট বন্ধ হইয়াছে।

রামদয়াল উঠিয়া বাহিরের বৈঠকখানায় গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংস্কার

সন্ধ্যার সময় স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল।

শৈল হাসিয়া বলিল,—"শ্রীমান্ কালীবিলাসের বিবাহ দিব।"

সত্যবিলাস হাসিয়া বলিলেন,—"কাজেই এত বড় ছেলে অবিবাহিত রাখা যুক্তি-যুক্ত নয়। সম্বন্ধ কোথায় ?"

শৈল। যেখানে কন্যাদায়গ্রস্ত আর্ত্তের করুণ-ক্রন্দন।

সত্য। বুঝিলাম না।

শৈল। তুমিও ত হিন্দুসমাজের একজন,—বুঝিবে কেন ? শুনিবে কেন ?

সত্য। আসল কথা কি বল দেখি ?

শৈল। মেয়ের বিবাহ লইয়া হিন্দুসমাজের লোক বড় প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে।

সত্য। কথা ঠিক্,—কিন্তু উপায় কি ? তোমার আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে তাহার কি হইতে পারে ?

শৈল। আমরা যখন ছোট, তখন বাবা একটা গল্প বলিতেন,—আর সেই গল্পটার অর্থ বুঝাইয়া দিতেন।

সত্য। গল্পটা কি ?

শৈল। গল্পটা ছোট।—একবার কৃষকেরা যখন মাঠে বীজ-বোনা সারিয়াছে, সেই সময় অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। রৌদ্রের তাপে ক্ষেতের বীজ শুকাইয়া যাইতে লাগিল। দেশে হাহাকার উঠিল। এক

কৃষকের অনেকগুলি পোষ্য, আর অনেক টাকা দেনা। সে সেবার খুব পরিশ্রম করিয়া অনেক জমি বুনিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, ক্ষেতের ফসলে কূল দিবে। কিন্তু জলাভাবে যখন সব শুকাইয়া উঠিল, তখন সে ভারি কাতর হইয়া পড়িল। একদিন ক্ষেতে গিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল এবং একদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশে কয়েক খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ ছিল ;—মেঘের মধ্যে বৃষ্টি-বিন্দুগুলি বসিয়াছিল। একবিন্দু বৃষ্টি অপরকে বলিল,—'দেখ ভাই, আমাদের জন্যে ঐ চাষা কি কষ্ট পাচ্চে।' অপরেরা বলিল,—'তোমার আমার সাধ্য কি উহার আশা পূরাই ? কত জলের দরকার !' পূর্ব্বেকার বৃষ্টি-বিন্দু বলিল,—'তা হোক্, আমরাই কেন আদর্শ হই না !' অপরেরা হাসিয়া বলিল,—'তুই পাগল ! আমাদের দ্বারা ক্ষেতের কোন উপকারই হইবে না ;—কেবল আমরাই শুকাইয়া যাইব।' ক্ষুদ্র বৃষ্টি-বিন্দু সে কথা শুনিল না। সে বলিল,—'আমি চলিলাম।' টুপ করিয়া খসিয়া পড়িল। কৃষক ঊর্দ্ধমুখে বসিয়াছিল, বৃষ্টি-বিন্দু তাহার ললাটে পড়িল। কৃষকের মুখ প্রফুল্ল হইল। ভাবিল, একবিন্দু যখন পড়িয়াছে, তখন শীঘ্র ভারি বৃষ্টি হইবে। আকাশ থেকে অপর বারি-বিন্দুগুলি দেখিল, এক ফোঁটাতে কৃষক প্রফুল্ল হইয়াছে ;—আমরা সবগুলি যদি পড়ি, তা হ'লে উহার না জানি, কত আনন্দ হবে ! টুপ্ টাপ্ টুপ্ করে তাহারা সকলেই ঝরিতে লাগিল। যে সকল মেঘ গর্জ্জিয়া তাহাদের কাছে নিষেধ করিতে আসিতেছিল, ঝরার আনন্দ দেখিয়া তাহারাও ঝরিতে লাগিল। ক্রমে খুব এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল,—চাষারও ফসল রক্ষা পাইল।

সত্যবিলাস হাসিয়া বলিলেন,—"বাস্তবিক গল্পটি উপদেশমূলক। কিন্তু এখন হুকুম কি ?"

শৈল। হুকুম আর কিছুই নয়,—ঐদিকে একটু নেক-নজর থাকে, ইহাই অধিনীর প্রার্থনা।

সত্য। আমি তোমাকে পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

শৈল। যেহেতু, আমি শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী দেবী,—তোমার উপরে অনেক হুকুম জারি করিতে পারি।

সত্য। তা' নয় শৈল!

শৈল। তবে কি?

সত্য। তোমার মত পত্নী কয় জনের ভাগ্যে ঘটে?

শৈল হাসিয়া ফেলিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"পুরুষগুলা তাই বুঝিয়াই গাধার খাটুনী খাটিতে পারে। ওগো, পত্নী সবারই সমান। রমণী জানে স্বামী তাহার সান্ত ঈশ্বর। রমণী ক্ষুদ্রমতি,—অনন্ত ঈশ্বর তাহারা ধারণা করিতে পারে না। তাহাদের স্বামী দেবতাই সব। স্বামীর চরণে তাহারা রূপ-যৌবন, সুখ-স্বাস্থ্য সমর্পণ করিয়া স্বামীর সংসার, স্বামীর পুত্র-কন্যা, স্বামীর দাস দাসী, স্বামীর আত্মীয়-স্বজন,—এ সকলের সেবা করিয়া,—রক্ষা করিয়া,—পূজা করিয়া তৃপ্ত হয়;—ইহাই রমণীর ধর্ম্ম। রমণী নিজের জন্য কিছুই করে না;—আত্মেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য ব্যতিব্যস্ত হয় না। স্বামীর সুখেই রমণীর সুখ,—স্বামীর জন্যই রমণীর অস্তিত্ব। আমি কি ছাই তেমন! কাশীয়া-ডাঙ্গার রামদয়াল মুখুয্যে আমাদের কাকা-সম্পর্ক হন,—জান?"

সত্য। না।

শৈল। তিনি আসিয়াছেন।

সত্য। কখন্?

শৈল। সকলে।

সত্য। আমাকে ত বল নাই?

শৈল। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে,—তাই তাড়াতাড়ি বলি নাই।

সত্য। কি কথা?

শৈল। তিনি কন্যাদায়গ্রস্ত।

সত্য। তাই বুঝি কিছু অধিক রকম সাহায্য করিতে হইবে?

শৈল। তিনি হাজার টাকা ধার চান;—তাঁর বিষয়-আশয় আর দুই মেয়ের বিবাহ দিতে সব গিয়াছে;—এখন এক অবিবাহিত ছেলে আছে। তাহারই বিবাহ দিয়া কোনও কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্রের বাস্তুভিটা বিক্রয় করাইয়া, ঐ টাকা সুদে-আসলে আদায় করতঃ আমাদিগকে দিবেন।

সত্য। তোমার কি মত?

শৈল। আমার মত তুমি কি শুনিবে?

সত্য। কবে না শুনিয়াছি?

শৈল। নিত্যবিলাসের সহিত উঁহার কন্যার বিবাহ দিব।

সত্য। বল কি!

শৈল। হাঁ।

সত্য। তাহাতে লাভ?

শৈল। সমাজ-সংস্কার।

সত্য। কি প্রকারে?

শৈল। দেখিয়ো।

সত্য। নিত্য এবার এম্ এ পাশ করিয়াছে। হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী জজ্ উহাকে কন্যা দান করিবেন বলিয়া চেষ্টা করিতেছেন। অনেক টাকা, অনেক গহনা দিবেন এবং তিনি মুরুব্বি হইলে নিত্যবিলাসের খুব ভাল চাকুরী হইবে এবং চাকুরীর উন্নতিও ঘন ঘন হইবে।

শৈল। তুমি কি অদৃষ্ট মান না? জীবের ভাগ্যে যাহা আছে, সে তাহা পাইবেই পাইবে। স্বার্থ পরিত্যাগ কর,—জাতীয় বলের উন্নতি করিতে, স্বজাতির মঙ্গল বিধান করিতে, এ কাজ করিতেই হইবে। বাবা যে টাকা আমার জন্যে রাখিয়া গিয়াছেন, গহনা ও বিবাহাদির ব্যয় বাবদ তাহা নিত্যবিলাসকে দিব।

সত্য। তোমার আর তাহাতে অধিকার কি?

শৈল। তবে কার অধিকার?

সত্য। শ্রীমান্ কালীবিলাসের তাহা মাতৃ-ধন।

শৈল। তবে শ্রীমানের পিতৃ-ধন এই কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

সত্য। তোমার ইচ্ছামত কাজ হউক,—আমার আপত্তি নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শৃঙ্খলা

শৈল দাসীকে বলিল,—"বৈঠকখানায় রাম-কাকা আছেন, ডাকিয়া আন্ ত।"

দাসী চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই রামদয়াল মুখোপাধ্যায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সত্যবিলাস যেখানে বসিয়াছিলেন, তাহারই পার্শ্বে গিয়া মুখুয্যে মহাশয় উপবেশন করিলেন। সত্যবিলাস প্রণাম করিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিলেন।

শৈল তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইয়া কার্য্যান্তরে গিয়াছিল। এতক্ষণে ফিরিয়া আসিল এবং পূর্ব্বে যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানে বসিল।

মুখুয্যে মহাশয় সত্যবিলাসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বাবাজীর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় ছিল না; কিন্তু আমি তোমাদের নিতান্ত পর নহি; তবে অবস্থাতেই সব হয়। বঙ্গদেশে যার দুই চারিটা মেয়ে হয়, তার জীবনটা একেবারেই দুঃখের অন্ধকারে ডুবিয়া পড়ে।"

সত্যবিলাস সে কথার উত্তর না করিতেই শৈল বলিল,—"কাকা, তোমার মেয়ের নাম কি? যার এখন বিবাহ হবে?"

শৈলর দিকে ফিরিয়া মুখুয্যে মহাশয় বলিলেন,—"তার নাম উষা।"

শৈল। উষা দেখ্‌তে কেমন?

মুখুয্যে। তোমার বোনের উপযুক্ত;—বেশ সুন্দরী।

শৈল। একটা কথা বলি—

মুখুয্যে। বল মা।

শৈল। আমার একটি দেবর আছে,—জানেন?

কম্পিত বক্ষঃ রুদ্ধশ্বাসে চাপিয়া রাখিয়া, ধীরে ধীরে মুখুয্যে মহাশয় বলিলেন,—"জানি; আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। শুনিয়াছি, ছেলেটি লেখাপড়ায় বৃহস্পতি তুল্য।

শৈল। তাহার বিবাহ হয় নাই। উষার সহিত তাহার বিবাহ দিব।

মুখুয্যে। অসম্ভব মা,—সম্পূর্ণ অসম্ভব!—আমি দীন-হীন,—আমি এক মুষ্টির কাঙাল,—আমার মেয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ কি প্রকারে হইবে?

শৈল। আপনাকে মেয়ে ছাড়া আর কিছুই দিতে হইবে না।

মুখুয্যে। তথাপি আমি অপারগ। তোমরা যাহা পর,—তোমরা যাহা খাও, তাহা দিয়া তত্ত্ব-তল্লাস করাও আমার সাধ্যের অতীত।

শৈল। কেন, আপনার ক্ষেতে শাক-বেগুন আছে, তিল-গুড়-নারিকেল আছে, তাহাই পাঠাইবেন।

মুখুয্যে। আমার জ্ঞান হইতেছে, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি।

শৈল। স্বপ্ন নয়,—সত্য। কিন্তু কাকা; একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। ধর্ম্ম-সাক্ষী করিয়া, হৃদয়ের প্রতি-রক্তবিন্দু একত্র করিয়া, মনুষ্যোচিত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া একটি সত্য করিতে হইবে।

মুখুয্যে। কি সত্য মা?

শৈল। তোমার ছেলের বিবাহে একটি পয়সাও লইতে পারিবে না। কোন প্রকারে না,—গহনা কাপড় যৌতুক,—কোন বাবদে না। কেবল এই প্রকারে,—সেই কন্যার অভিভাবককে সত্য করাইয়া লইবে, তিনি তাঁহার পুত্রাদির বিবাহে এক পয়সাও লইবেন না। পরে তিনিও যাহার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবেন, তিনিও পুত্রের বিবাহে কিছু লইবেন না এবং সেই কন্যার পিতার সহিতও এইরূপ বন্দোবস্ত হয়।"

মুখুয্যে মহাশয়ের চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন,—"মা, তুমি দেবতা! তোমার এই শৃঙ্খলায় বঙ্গ-সমাজ হইতে অচিরেই পুত্রবিক্রয়রূপ কাল-প্রথা অন্তর্হিত হইবে। আমি ত এইরূপ করিবই, অধিকন্তু যাহাতে বঙ্গভূমির সকলেই তোমার এই শৃঙ্খলা অবলম্বন করে, তাহার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। সমাজ হইতে ও পাপ-প্রথা দূর করিবার এতদপেক্ষা ভাল উপায় আর নাই।"

শৈল। আমি সকালে তখন পঞ্জিকা দেখিয়াছি,—আগামী ৩রা মাঘ বিবাহের ভাল দিন আছে, সেই দিনই এ শুভবিবাহ সম্পন্ন হইবে। আপনি বাড়ী গিয়া উদ্যোগ করুন।

মুখুয্যে মহাশয় করুণ নয়নে একবার সত্যবিলাসের মুখের দিকে চাহিলেন। সে চাহনির অর্থ, সত্যবিলাসের সম্মতি প্রার্থনা। সত্য-

বিলাস তাহা বুঝিলেন। বলিলেন,—"আমার কোন অমত নাই। আপনাদের কন্যার যখন মত হইল, তখন অন্য কথা নাই।"

মুখুয্যে মহাশয় আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে চলিয়া গেলেন।

সত্যবিলাস আদরে-সোহাগে শৈলর রক্ত-রাগ-গণ্ডে এক টিপ দিয়া বলিলেন,—"এত বুদ্ধি তোমার!"

পথে যাইতে যাইতে মুখুয্যে মহাশয়ের আনন্দোৎফুল্ল মনে এই কথার উদয় হইল যে, এখনকার ইংরেজী পড়া পুরুষগুলা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় স্ত্রীর আজ্ঞানুবর্ত্তী। কিন্তু তা' হোক,—সব মা লক্ষ্মীরা যদি শৈলর মত হন, তবে বাঙলায় চক্ষু-ঝরা জলের কিছু কম্‌তি হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সীমার শেষ

রাধানগরের কৃষকদিগের অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়াছিল যে, তাহারা পশুপালের ন্যায় বিতাড়িত, অত্যাচারিত ও দলিত হইয়া ধ্বংসপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। অনেকে বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছিল;—যাহারা নিতান্ত অনন্যোপায়, তাহাদিগকেই সেখানে থাকিয়া হাহাকারের বহ্নি লইয়া দিন যাপন করিতে হইতেছিল। ভৈরব বাবুর ক্ষমা ছিল না,—করুণা ছিল না,—দয়া-মায়া প্রভৃতির লেশ মাত্রও ছিল না। তিনি পাশব-বলে প্রজাগণকে বিধ্বস্ত করিতেছিলেন। সে পাশব-বলের বহ্নি-মুখে সতীর সতীত্ব যাইতেছিল, বৃদ্ধের অস্থি-পঞ্জর ভগ্ন হইতেছিল, বালক-বালিকার রক্ত-মাংস শোষণ হইতেছিল। আর

প্রাপ্তবয়স্কগণের জীবনে অপমান, প্রহার, কারাবাস প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দুর্ঘটনাই ঘটিতেছিল।

এত অত্যাচার সহ্য করিয়াও তাহারা সকলে একতা অবলম্বন করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটাইতেছিল।

এই সময় ভৈরব বাবু তাহাদিগের সেই একতা ভঙ্গ করিবার জন্য আরও দানবীয় বলের বৃদ্ধি করিলেন।

এক দিন কয়েক জন প্রজাকে ধরিয়া আনিয়া প্রহার করাইতেছিলেন। প্রহারের বিরাম ছিল না;—তাহাদের হাহাকারে,—তাহাদের যাতনাপূর্ণ গভীর চীৎকারে জমিদার-বাড়ীর কঠিন দেওয়াল-দরজাগুলাও যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু মানব-নামধারী জমিদারের বা তদীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের,—কাহারও প্রাণে বিন্দুমাত্রও করুণার উদ্রেক হইল না! ক্রমে তাহারা প্রহারে প্রহারে জর্জ্জরিত,—প্রহারে প্রহারে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া পড়িল;—একজন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল! মূর্চ্ছিত ব্যক্তি তখনও অব্যাহতি পাইল না;—সেই অজ্ঞান, অসাড় দেহেও পুনঃ পুনঃ কষাঘাত হইতে লাগিল! তাহার দেহে জীবন আছে কি না, কেহ চাহিয়াও দেখিল না;—যেমন আঘাত করিতেছিল, তেমনই করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে, একটা বরকন্দাজ বলিল,—"এ শালা যেন মরিয়াছে।" ভৈরব বাবু একবার চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। পরক্ষণেই বলিলেন,—"দেখ্‌ত,—আছে কি না?"

নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা হইল,—সে নাই! তাহার প্রহার-ক্লিষ্ট মুখ দিয়া রক্তধারা বহিতেছে,—সে নাই!—দেহ অসাড়, হিম হইয়া গিয়াছে।

ভৈরব বাবু বলিলেন,—"বাকি শালাদের বাঁধ;—এখনই থানায় যা;—এজেহার করিয়া আয়,—এই শালারা আমার বাড়ীতে

পড়িয়া আমার বেতনভোগী কৃষক রামা গোয়ালাকে লাঠির চোটে মারিয়া ফেলিয়াছে। অনেকগুলি জিনিষ-পত্রও লুঠিয়া লইয়াছে। অবশেষে আমার লোক-জন যুটিয়া এই শালাদের ধরিয়া ফেলিয়াছে,—কতক পলাইয়া গিয়াছে।”

যে হতভাগ্য মরিয়া গিয়াছে, তাহার নাম রাম ঘোষ।

ভৈরব বাবুর আজ্ঞাক্রমে একজন কর্ম্মচারী থানায় ছুটিয়া গেল। দুইজন চাকরে অনেকগুলি লাঠি, শড়্‌কী ও কতকগুলি ঘড়া, ঘটী, বাঁধা হুঁকা আনিয়া অবশিষ্ট লোকদের নিকটে ফেলিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দারোগা বাবু আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। শবদেহ দেখিয়া, নিভৃতে যাইয়া ভৈরব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, শবদেহ ও হতভাগ্য কৃষকদিগকে চালান দিলেন এবং সাক্ষীদিগকে লইয়া স্বয়ং ভৈরব বাবুকে থানায় যাইতে আদেশ করিলেন।

যথাসময়ে ভৈরব বাবু আট দশ জন সাক্ষী সমভিব্যাহারে থানায় উপস্থিত হইলেন।

দারোগা বাবু বলিলেন,—“মহাশয়, এইবার যদি একটু হুঁসিয়ারির সহিত সাক্ষী-সাবুদ দেওয়াইতে পারেন, তাহা হইলেই শালাদের কাজ সারা হইবে।”

ভৈরব বাবু হাসিয়া বলিলেন,—“তাহার অভাব হইবে না।”

তখন দারোগা বাবু কাগজ কলম লইয়া বসিয়া সাক্ষিগণের জবানবন্দী লিখিয়া লইতে লাগিলেন।

সাক্ষী উত্তম রূপই হইল। ফলে দাঁড়াইল যে, রাম ঘোষ, বাবুর বাড়ী কৃষকের কাজে নিযুক্ত হইয়াছিল। প্রজাগণ তাহা করিতে দিবে না। তাই তাহাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাবুকে নিপীড়িত করিবার জন্য যোট পাকাইয়া, প্রজারা বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহাদের

পৈশাচিক আক্রমণে ও পাশবিক প্রহারে রাম ঘোষ নিহত হয়। আরও কয়েক জন আহত হইয়াছে,—অবশেষে বাবুর লাঠিয়ালেরা আসিয়া কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করে। অবশিষ্টেরা পলায়ন করিয়াছে। ধৃত আসামীদিগকে চালান দিয়া, বাকি আসামীদিগকে ধৃত করিবার জন্য দারোগা বাবু প্রজাগণকে এইরূপ মিথ্যা-জালে বিজড়িত করিয়া বাটী ফিরিয়া গেলেন। প্রজাগণের হাহাকারে বুঝি স্বর্গে দেবতারাও অস্থির হইয়া উঠিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অঙ্কুর

সন্ধ্যার পরে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের খাস-কামরায় কাচমণ্ডিত উজ্জ্বল আলোকমালা জ্বলিয়া জ্বলিয়া চারিদিকের অন্ধকার বিদূরিত করিতেছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও তদীয় সহধর্ম্মিণী দুইখানি আরাম-চৌকিতে উপবেশন করিয়া কথোপথন করিতেছিলেন।

বর্ত্তমানে যিনি মাজিষ্ট্রেট,—জেলার হর্ত্তা-কর্ত্তা, তিনি তিন বৎসর আগে এই স্থানেরই পুলিশ সাহেব ছিলেন। কতকগুলি কাজে অত্যন্ত প্রশংসা পাইয়া এবং দুই বৎসর বিলাত ঘুরিয়া তিনি জেলার মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন।

. কথায় কথায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন,—"আজ একটা খুনী মোকদ্দমা উঠিয়াছিল,—মোকদ্দমাটা কিছু জটিল বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। আর, তিন বৎসর আগেকার একটা স্মৃতি মনে জাগরূক হইয়া, আমাকে কিছু সন্দেহ-ঘোরে ফেলিয়াছে।"

মেম। তিন বৎসর আগেকার স্মৃতি!—কি বল দেখি?

মাজি। বোধ হয়, তোমার স্মরণ নাই; আমি যখন এখানে পুলিশে ছিলাম, তখন একদিন এখানকার জ্ঞানচন্দ্র বাবুর একটি মেয়ে জমিদার ভৈরব বাবু ও প্রজাদের বিবাদের কথা,—জমিদারের অত্যাচার ও পুলিশের পক্ষপাতিতার কথা বলিয়া আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল?

মেম। হাঁ, আমার তাহা স্মরণ আছে! বিলাত-বাস-কালেও সে কথা এক এক দিন আমার মনে হইত। মনে হইত, সে-ও রমণী,—আমিও রমণী। সে ক্ষমতাহীন হইয়া অত্যাচারিতের রক্ষার জন্য আমাদের দুয়ারে আসিয়া কাঁদিয়া গেল,—আমার স্বামীর ক্ষমতা প্রচুর এবং কর্ত্তব্য-কার্য্য দুর্ব্বলের রক্ষা,—তথাপি আমি সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম না। তাহাতে ও আমাতে কত প্রভেদ।

সাহেব তীক্ষ্ণ অথচ প্রেমপূর্ণ নয়নে স্বীয় পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন। তারপরে বলিলেন,—"আজ যে খুনী মোকদ্দমা আমার এজলাসে উঠিয়াছিল, আমার জ্ঞান হইতেছে, ইহাও সেইরূপ ঘটনা লইয়া। ইহার বাদী ভৈরব বাবু, প্রতিবাদী রাধানগরের প্রজাগণ।

তারপরে সাহেব, পুলিশ-বর্ণিত ও বাদীর এজেহার-ঘটিত সমস্ত বিষয় মেমসাহেবের নিকটে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন।

ঔৎসুক্যের সহিত মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি বিবেচনা করিতেছ?"

সাহেব। আমি বিবেচনা করিতেছি, এই ঘটনা অন্য প্রকারের; কিন্তু সে যে কি প্রকারের, তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। তবে পুলিশ ও জমিদার যে, সত্যঘটনা চাপা দিয়া তাহাদের মনের মত করিয়া গড়াইয়াছে, তাহাই যেন বিশ্বাস হয়।

মেম। আমার একটি অনুরোধ।

সাহেব। কি ?

মেম। যতদূর তোমার সাধ্যে কুলায়, এই মোকদ্দমাটি ততদূর দেখিয়া শুনিয়া করিবে। সেই মেয়েটির সেই অনুরোধ,—সেই করুণ-দেব-স্বর এখনও যেন আমার কানে লাগিয়া আছে।

সাহেব কি চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন,—"তোমার অনুরোধ রক্ষিত হইবে। রাত্রি এখন কত ?

মেম-সাহেবের ব্রেচ্‌লেটে ঘড়ী ছিল, দেখিয়া বলিলেন—"আটটা বাজে।"

সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"তবে আমি চলিলাম।"

মেম। কোথায় ?

সাহেব। রাধানগরে ;—এই মোকদ্দমার গোপন-অনুসন্ধান জন্য।

মেম। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব উঠিয়া গিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। বস্ত্র-ব্যবসায়ী দরিদ্র কাবুলীর মত পোষাক পরিধান করিলেন ;—পুলিশের কাজ করিয়া, এ সমস্ত ব্যাপারে তিনি খুব পারদর্শী ছিলেন। গৃহলম্বিত বৃহদ্দর্পণে আত্ম-প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া, একগাছা বংশযষ্টি হস্তে করিয়া কামরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরিণতি

ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব অন্ধকারাচ্ছন্ন কৃষকপল্লীর অসংস্কৃত পথ বহিয়া একেবারে গিয়া এক কৃষকের বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বাড়ীখানি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে,—গোয়ালে একটিও গরু নাই। একটা দেশী কুকুর ভগ্ন দাবায় মাটির উপরে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, কাবুলী দেখিয়া হাউ হাউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। সাহেব কাবুলীর মত লাঠি ঘুরাইয়া, কাবুলীর মত ভাঙ্গা হিন্দী ও ভাঙ্গা বাঙ্গালামিশ্রিত ভাষায় ডাকিলেন,—"কে বাড়ী আছ!"

বামহস্তে একটা প্রজ্বলিত কেরাসিন ল্যাম্প ও দক্ষিণহস্তে একগাছা মোটা লাঠি লইয়া একজন পুরুষ বাহিরে আসিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি?"

সাহেব। আমি কাবুলী,—রাত হইয়াছে, এখানে থাকিব।

কৃষক। বাপু হে, সে দিন আমাদের আর নাই! একটা লোক আসিলে একমুঠা ভাত আর একটু স্থান দিবার সাধ্য আর আমাদের নাই।

সাহেব। গৃহে থাকিতে হইলে, মানুষের ইহা করিতেই হয়।

কৃষক। তা আমি জানি; কিন্তু জমিদারের অত্যাচারে আমরা গৃহ শূন্য,—শান্তি শূন্য,—বুঝি আমরা মানুষও নই। বনের পশুর মত আমাদিগকে জ্বালাইতেছে।

সাহেব। সে কি! ইংরেজ রাজত্বে এমন হয়?

কৃষক। আমাদের অদৃষ্টদোষে সবই হইতেছে। যাহার পয়সা আছে, সেই-ই বিচার পায়।

সাহেব। তোমরাও হয় ত দোষী,—তাই সুবিচার পাইতেছ না।

কৃষক। তুমি বিদেশী,—তুমি জানিবে কি প্রকারে? এই সে দিন আমাদের কয়জনকে ধরিয়া লইয়া গিয়া, গরু-মহিষের মত প্রহার দেওয়ায় একটা লোক মরিয়া গেল, আর এখন আমাদের লোকের ঘাড়েই সে খুনটা চাপিয়া বসিল! আমাদের লোকই নাকি জমিদারবাড়ী পড়িয়া তাহাকে খুন করিয়াছে,—সে নাকি জমিদার-বাড়ীর চাকর ছিল!

সাহেব। তোমরা ভাল করিয়া গুছাইয়া প্রমাণ দিতে পারিবে?

কৃষক। আমাদের প্রমাণ নেয় কে? আমাদের কি টাকা-কড়ি আছে যে, আমরা ভাল উকীল দিব?

সাহেব। শোন,—আমি জাতিতে পাঠান। আমার বাড়ী কাবুল দেশে হইলেও আমি তোমাদের পক্ষ হইব,—আমার অনেক টাকা আছে, আমি তোমাদের জন্য ভাল উকীল নিযুক্ত করিব। কিন্তু একটা কথা আছে।

কৃষক। কি কথা?

সাহেব। আমি ন্যায়ের পক্ষ,—দোষীর পক্ষ অবলম্বন করিব না। তোমরা যদি আমার নিকট প্রমাণ করাইতে পার যে, সেই খুন যথার্থই জমিদারের দ্বারা হইয়াছে,—আমি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে উদ্ধার করিব।

"তবে এস"—এই কথা বলিয়া কৃষক অগ্রগামী হইল। সাহেব তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সাহেবকে লইয়া কৃষক জমিয়ৎ খাঁর বাড়ী উপস্থিত হইল এবং জমিয়ৎ খাঁকে সমস্ত কথা বলিল। জমিয়ৎ খাঁ নাগরা বাজাইয়া গ্রামস্থ সকলকে একত্রিত করিয়া ঐ সকল কথা ব্যক্ত করিল।

সাহেব অল্পক্ষণ মধ্যেই আসল কথা সব অবগত হইতে পারিলেন। মানুষ হইয়া মানুষের উপরে মানুষে কতদূর অত্যাচার করিতে পারে,

তাহার প্রমাণ পাইয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। মনে করিলেন,—সেই মেয়েটি যাহা বলিয়াছিল, ঘটনা তাহা হইতেও অধিক এবং জটিল।

তখন তিনি জমিয়ৎ খাঁকে একটু নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জ্ঞানানন্দ বাবুর একটি মেয়ে তোমাদের পক্ষে ছিল, সে এখন কোথায় ?"

কেরাসিনের আলোকের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে একবার সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া জমিয়ৎ খাঁ নিশ্চয়ই বুঝিল, ইনি কখনই কাবুলী নহেন,—কোন ছদ্মবেশী রাজকর্ম্মচারী হইতে পারেন। গদ্গদ কণ্ঠে বলিল,—"তাঁহাকে নাকি বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়াছে। সেখানেও জমিদার ভৈরব বাবুর হাত ছিল। কাঙাল বলিয়া,—দরিদ্র বলিয়া, তিনি আমাদিগকে সাহায্য করিতেন,—আমাদের জন্যে নীরবে দুই ফোঁটা অশ্রুজল ফেলিতেন, তাই জ্ঞানানন্দ বাবুর ছোট জামাই সত্যবিলাস বাবুকে হাত করিয়া, তাঁহাকে নির্ব্বাসন করিয়াছে। এখন শুনিতেছি, ভৈরব বাবু তাঁহার অনেকগুলি টাকা ফাঁকি দিয়া লইয়াছে।"

সাহেব। কি প্রকারে ?

জমি। আমাদিগকে ক্ষমা করিবার জন্য,—আমাদিগের উপরে যে অত্যাচার করিতেছেন, তাহা নিবারণ করিবার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। ভৈরব বাবু বলেন, মামলা-মোকদ্দমায় আমার যে দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা দিলেই আমি শান্ত হইতে পারি। জ্ঞানানন্দ বাবুর সেই বড় মেয়ে,—তাঁহার নাম পঙ্কজ ;—তিনি তাঁহার পিতৃ-দত্ত টাকাগুলি সমস্ত ভৈরব বাবুকে পাঠাইয়া দেন। টাকা লইয়াও পাষণ্ড আমাদিগকে অব্যাহতি দেয় নাই।

সাহেব। সে কত টাকা ?

জমি। ঠিক্ জানি না। বোধ হয়, সাত আট হাজার হইতে পারে।

যদি অভয় দেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি কে?—কখনই আপনি পথিক কাবুলী নহেন।

সাহেব। আমি যেই হই,—গোল করিয়ো না। কা'ল খুনী মোকদ্দমার বিচারের সময় মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কোর্টে হাজির হইয়ো। রাম ঘোষ যে ভৈরব বাবুর বাড়ী চাকুরী করিত না,—ধরিয়া লইয়া গিয়া প্রহার করিতে করিতে হত্যা করিয়াছে,—ইহার কতকগুলি প্রমাণ লইয়া যাইয়ো;—এখন আমি চলিলাম। তবে বলিয়া যাই,—জ্ঞানানন্দ বাবুর মেয়ে তোমাদের জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিল, সে অনেক দিনের কথা,—সেই অঙ্কুরে আজ মহাবৃক্ষের উৎপত্তি হইবে; সে আশ্রয়ে তোমরা আবার শান্তি পাইবে।

সাহেব আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না,—দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

আধ-ঘণ্টাখানেক পরে তিনি ভৈরব বাবুর বাড়ীর দেউড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি প্রায় দশটা হইয়াছিল। বাড়ীর কর্ম্মচারিগণ কেহ তাস খেলিতেছিল, কেহ গান-বাজনা করিতেছিল, কেহ রন্ধন করিতেছিল, কেহ আহার করিতেছিল। দেউড়ীতে তিন চারি জন পশ্চিম-দেশবাসী বরকন্দাজ একখানা দড়ীর ছাউনি খাটের উপরে বসিয়া খোস গল্প করিতেছিল। সহসা একজন কাবুলীকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, বৃদ্ধ রামশরণ মিশ্র বলিল,—"কিয়া জী?"

জীও হিন্দীতে উত্তর করিল। কথোপকথন হিন্দীতেই হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালা বই, বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গালী লেখক;—কাজেই আমরা সে কথোপকথন বাঙ্গালাতেই লিপিবদ্ধ করিলাম।

সাহেব বলিলেন,—"না—এমন কিছুই না। আমি পথিক, রাত্রে এখানে থাকিব।"

রাম। এখানে স্থান হইবে না।

সাহেব। এত বড় বাড়ীটায় আমার মত একটা ক্ষুদ্র জীবের একটু যায়গা হইবে না ?—এ কোন্ দেশী কথা ?

রাম। তুমি বিদেশী।

সাহেব। নতুবা গ্রামের লোক কে আবার তোমাদের এখানে থাকিতে আসিবে ? আমি কাবুলী !

রাম। তা ত দেখিতেই পাইতেছি ! তুমি কোথায় থাক ?

সাহেব। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লোকের ভাগ্য গণনা করি।

রাম। সে কি ! কাবুলী আবার জ্যোতিষশাস্ত্র জানে না কি ! কাবুলী ত দেড় টাকার কাপড় নয় টাকায় ধারে বেচিয়া, জুলুম দিয়া টাকা আদায় করে, আর মধ্যে মধ্যে ডাকাতি করিয়া থাকে।

সাহেব। সকলেই কি আর এক ব্যবসায় করে ! কাবুলী জ্যোতিষও জানে, যুদ্ধও জানে, সাহিত্যও পড়ে, ধর্ম্মও করে। আমাদের দেশের গণনা আরও সঠিক। দাও না তোমার হাতখানা, এখনই গণিয়া বলিতেছি। আলোটা আরও একটু সরাইয়া আন।

খাটিয়ার পায়ার মস্তকের উপরে ক্যারোসিনের ডিবা জ্বলিতেছিল। তেওয়ারি ঠাকুর কৌতূহলচিত্তে বামহস্তে সেটাকে টানিয়া আনিয়া মিশ্র ঠাকুরের হাতের সন্নিকটে ধরিল। সাহেব হাতখানা ধরিয়া দুই চারিবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন। তাঁহার কপালের শিরা কয়েক বার কুঞ্চিত হইল,—চক্ষু প্রসারিত ও আকুঞ্চিত হইল। তারপরে বলিলেন,—"খুব একটা গুপ্ত খবর জানিতে পারিতেছি, একটু গোপনে শুনিবে ঠাকুর ?"

রামশরণ বিচলিত ও বিস্মিত হইল। বলিল,—"শুন্‌বো"।

সাহেব ও রামশরণ অনেকদূরে চলিয়া গেল। একটা গাছের আড়ালে বসিয়া সাহেব বলিলেন,—"দেশে তোমার আর কে আছে ?"

রাম। স্ত্রী আছে, ছেলে মেয়ে আছে—কেন?

সাহেব। তোমার ঘোর বিপদ উপস্থিত।

রাম। কি বিপদ?

সাহেব। ফাঁসি!—তোমার ফাঁসি হবে!

রামশরণ শিহরিয়া উঠিল। বলিল,—"সে কি?"

সাহেব। তুমি মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছ।

রাম। কবে?

সাহেব। তা জানি না। তবে হাতে দেখা যাইতেছে,—এই বাড়ীতে নির্দ্দয় প্রহারে একটা লোক খুন হয়,—তুমি তাতে মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছ; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কিন্তু আসল কথা জানিতে পারিয়াছেন। মিথ্যা সাক্ষীর দায়ে তুমি ফাঁসি যাইবে।

মিশ্র ঠাকুরের এত বড় মুখ খানা এতটুকু হইয়া গেল। একবার ঢোক গিলিয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলিল,—"বাঁচিবার উপায় কি নাই?"

গম্ভীর ভাবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। তার পরে সাহেব বলিলেন,—"আছে,—তাও হাতে লেখা আছে। দারোগার কাছে তা হ'লে তুমি মিথ্যা বলিয়াছ?"

মিশ্র ঠাকুর ব্যস্তভাবে বলিল,—"আমি বলিতে চাহিতেছিলাম না। দারোগা বাবু গালাগালি দিয়া মারিতে যান—বাবু গালাগালি দেন, কাজেই বলিতে হইয়াছিল।"

সাহেব। যাক্;—তোমার হাতে লেখা আছে,—যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সত্য কথা বল,—বাঁচিয়া যাইবে।

মিশ্র কি ভাবিল; তার পরে বলিল,—"চাকুরী যায়, কত জায়গায় হবে। মিথ্যা বলিব না,—কা'ল সাহেবের কাছে সত্য কথাই বলিব।"

সাহেব। ভাল,—ঘটনাটা কি বল দেখি?

মিশ্র ঠাকুর সত্য কথা সব ব্যক্ত করিল। দারোগা বাবু যে ভৈরব বাবুর পক্ষ হইয়া অনেক কুকার্য্য করিয়াছেন, তাহাও বলিল। তখন তাহাকে সাবধান হইতে অনুরোধ করিয়া সাহেব চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফল

যে সকল আসামী হত্যাকারী বলিয়া ধৃত হইয়াছিল, মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের বিচারে তাহারা অব্যাহতি পাইল এবং ভৈরব বাবু ও তদীয় কয়েক জন লোক এবং তাঁহার পুত্র প্রমথনাথ হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত হইলেন।

মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের যত্নে, কৃষকপল্লীর অনেকে এবং মিশ্র ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই সত্য কথা বলিয়াছিল।

ভৈরব বাবু ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পিতা পুত্রে খুনী মোকদ্দমায় আসামী হইয়া যদিও জামিনে মুক্ত ছিলেন, তথাপি কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয়ে আতঙ্ক জড়াইয়া ধরিত। প্রতি মুহূর্ত্তে জ্ঞান হইত, তাঁহার পুত্র ও তিনি হত্যার দায়ে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিবেন। বাড়ী ঘর-দুয়ার টাকা-কড়ি, স্ত্রী, কন্যা,—সবই থাকিবে; আর নিজকৃত অপরাধে,—আত্ম-কৃত মহাপাতকে তাঁহাকে অপমৃত-মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে! আর স্নেহৈকনিলয় পুত্র যদি তাঁহার সম্মুখে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলে—তবে কি হইবে? ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িত, ক্ষমতার উপরে ধিক্কার জন্মিত;—মনে হইত, যাহারা

ভিক্ষুক, যাহারা দৈনিক মজুরী খাটিয়া স্ত্রী-পুত্র পালন করে, তাহারা বুঝি জমিদারের চেয়ে ভাল! তাহাদিগকে এত অহঙ্কারের,—এত মাৎসর্য্যের অধীন হইয়া, এত মহাপাতক করিতে হয় না! ভৈরব বাবু আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে কলিকাতা হইতে ভাল ভাল উকীল ব্যারিষ্টার আনাইতে আরম্ভ করিলেন এবং বাক্সের টাকা জলের ন্যায় ব্যয় করিতে লাগিলেন।

সে দিন ভৈরব বাবু মধ্যাহ্ন-ভোজনে উপবিষ্ট;—গৃহিণী পার্শ্বে বসিয়া, ব্যজন করিতে যাইতেছিলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে ব্যাকুলিত কণ্ঠে ভৈরব বাবু বলিলেন,—"আর না গিন্নি; যে আর দু'দিন পরে ফাঁসি কাঠে ঝুলিবে, তাহার আর অত সুখ কেন? বাতাস আর করিতে হইবে না। যে দু'দিন আছি, আর কাহাকেও কষ্ট দিব না।"

চক্ষুর সমস্ত সঞ্চিত জলটুকু গড়াইয়া আসিয়া গণ্ডে পড়িল।

গৃহিণী অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, আকুল-করুণ-কণ্ঠে বলিলেন,—"সে কি! তুমি অত উতলা হইয়ো না। তোমার চোখ দিয়া কখন জল পড়িতে দেখি নাই।"

ভৈরব বাবু উন্মাদ-স্বরে বলিলেন,—"তাই গৃহিণী, কখনও নিজের চোখের জল ফেলি নাই। দানবীয় অত্যাচারে পরের চোখের জল টানিয়া বাহির করিয়া দিয়াছি। গৃহিণী,—আগে কখনও বুঝি নাই, পুত্রের গায়ে আঘাত লাগিলে, পিতার মর্ম্ম-ত্বকে কত যন্ত্রণা হয়। আমার পেমাকে সে দিন যখন হাজত হইতে প্রহরিগণে ঘিরিয়া আদালতে লইয়া গেল,—পেমার সেই ম্লানমুখ দেখিয়া বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল—বোধ হইল পৃথিবীর সমস্ত যন্ত্রণা, সমস্ত বেদনা যোট পাকাইয়া আমার হৃদ্-পিণ্ডটা চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমিও তখন বন্দী—আমার কার্য্য—আমার বিষয় একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। হঠাৎ একখানা মেঘের গায় আর একখানা মেঘ যেমন ধাক্কা মারিয়া বজ্রাগ্নির সৃষ্টি করে,

তেমনই একটা বজ্রের আগুন দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিল। কে যেন স্পষ্ট—অতি স্পষ্ট শুনাইয়া দিল—সেদিন পুত্র-স্নেহের এ মদির-মমতা মনে কর নাই। সেই প্রহার-জর্জ্জরিত রক্ত-গাত্র দীন কৃষকের শিশু ছেলের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতে যে দিন নিজ বীরত্ব দেখাইতেছিলে! বিভীষিকা দেখিলাম! যে বলিল, সে যেন মানুষ নয়—তার দেহ নাই। শুধু একখানা সুন্দর ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ—সে মুখখানা জ্ঞানানন্দ বাবুর পাগ্‌লা মেয়ের—"

আর কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখ-মধ্যস্থ চর্ব্বিত অন্ন গলায় বাধিয়া গেল। ঢলিয়া পড়িতেছিলেন, গৃহিণী তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সামলাইয়া লইয়া ভৈরববাবু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আর কাহাকে এখন ঘরে আসিতে দিয়ো না। তোমার সহিত আরও কয়টী কথা আছে—"

ততক্ষণ পাচিকা ও তিন চারি জন পরিচারিকা সেখানে ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। গৃহিণী তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। তারপরে বলিলেন,—"এখন খাও; খাওয়া-দাওয়ার পরে সব কথা শুনিব এখন। কিন্তু অত ভয় করিয়ো না, নারায়ণ রক্ষা করিবেন।"

উদাস-দৃষ্টিতে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া ভৈরববাবু উত্তেজিত কণ্ঠের অবসাদ-ক্লিষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"নারায়ণ আমায় রক্ষা করিবেন? গিন্নি, মনেও সেকথা স্থান দিয়ো না। নারায়ণ জগৎ-পিতা, আমি তাঁহার সন্তানদের কষ্ট দিয়াছি—তিনি আমায় কষ্ট দিবেন—"

বাধা দিয়া কষ্টোচ্চারিত স্বরে গৃহিণী বলিলেন,—"তিনি যদি জগৎ-পিতা, তুমি ত জগৎ ছাড়া নও;—তুমিও ত তাঁর সন্তান। বিপদে পড়িয়াছ, প্রাণ ভরিয়া ডাক, রক্ষা করিবেন বৈকি।"

ভৈরব। গিন্নি—গিন্নি; তিনি আমার কান্নায় কর্ণপাত করিবেন

না। তিনি দানবারি—আমি যে দানব সাজিয়াছিলাম। পরের বেদনা বুঝি নাই—পরের মর্ম্ম-ত্বকে আগুন জ্বালিয়া আনন্দ পাইয়াছি—

গৃহিণী। তথাপি প্রায়শ্চিত্ত আছে। দস্যু রত্নাকরকে বাল্মীকি করিয়াছেন,—জগাই মাধাই মহাসাধু হইয়াছেন।

ভৈরব। সব জানি,—সব বুঝি কিন্তু প্রাণ বাঁধিতে পারিতেছি না। যদি পেমা না বাধিত,—আমার এত কষ্ট হ'ত না। কি কাজ করিলাম গিন্নি;—আমার কাজের ফলে—আমার বুদ্ধির দোষে, নিরপরাধ পেমা আমার ফাঁসিকাঠে প্রাণ হারাবে।

গৃহিণী আঁচলে প্রবহমান চক্ষুর জল মুছিয়া বলিলেন—"সেই দিন হইতে ঐ স্বর এ বাড়ীর প্রত্যেক বায়ুবিন্দুতে যেন ঘুরিয়া ফিরিতেছে।"

ভৈরব। কোন্ দিন হইতে গিন্নি?

গৃহিণী। যে দিন সেই কৃষক-পিতার বুকের ধন বালককে তাহারই নিকটে প্রহারে জর্জ্জরিত করিতেছিলে।

ভৈরব। ঠিক ব'লেছ গিন্নি! তখন সে স্বর শুনিতে পাই নাই,—দানবীয় বিকট কোলাহলে কর্ণ রুদ্ধ হইয়াছিল। এখন প্রতিমুহূর্ত্তে কানের ভিতর দিয়া সে স্বর মর্ম্ম-মন্দিরে উপস্থিত হইতেছে।

তারপরে ভৈরব বাবু স্থির হইয়া, স্তব্ধ শ্বাসে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে ভোজন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

গৃহিণী হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। আকুল-আর্ত্ত-স্বরে বলিলেন,—"অমন করিলে বাঁচিবে কেন? খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়া দিয়া দিবারাত্রি অমন করিলে যে, ক্ষেপিয়া যাইবে।"

আঁচাইতে আঁচাইতে করুণ অথচ তীব্র, অবসন্ন অথচ উত্তেজিত স্বরে ভৈরব বাবু বলিলেন,—"ভিতরে নরক জ্বলিয়াছে গিন্নি। যে মহাপাতক

করিয়াছি, তাহার শাস্তি হইতেছে—বাহিরে আমাকে বেশ দেখিতেছ ; কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি উন্মাদ হইয়া গিয়াছি। এ দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দু বরফের আগুনে গলিয়া উঠিয়াছে। নারকীর কি আর শান্তি আছে—না খাওয়া-দাওয়া আছে ?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রতিষ্ঠা

অপর দিকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রজাগণের অপহৃত জোত-জমা সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ করিলেন। জেলার মাজিষ্ট্রেট, জেলার কালেক্টর,—শাসন-বিভাগে যেমন তাঁহার অতুল ক্ষমতা,—জমি-জমা ও সম্পত্তি বিষয়েও তদ্রূপ। তিনি একজন সব-ডিপুটি নিযুক্ত করিয়া, প্রজাগণের সম্পত্তি উদ্ধার করিতে আদেশ করিলেন এবং আদেশ দিলেন, জমিদার-প্রজায় বিবাদ আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত ভৈরব বাবু অবৈধ উপায়ে যে সকল জমিজমা নিলাম প্রভৃতি করাইয়া লইয়াছেন, সে সকল নিলাম অসিদ্ধ,—সে সম্পত্তি প্রজাগণেরই আছে। সব-ডিপুটি তাহা প্রজাদিগকে দখল দেওয়াইয়া দিবেন। যে সকল টাকা অন্যায় পূর্ব্বক ডিক্রী করিয়া লইয়াছেন, তাহা প্রজাগণকে ফেরৎ দিবেন। আর তিনি যাহাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন,—যাহাদের হালের গরু, ক্ষেতের ধান এবং মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছেন, এখন হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে খাজনা লইতে পারিবেন না।

ভৈরব বাবু সেই সকল আজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মোসন

করিলেন; কিন্তু এ সকল শাসন-শৃঙ্খলায় হাত দিবেন না বলিয়া জজেরা মোসন নামঞ্জুর করিলেন। সেসনের বিচারে এবং ব্যারিষ্টারগণের আইনের কূটতর্কে ভৈরব বাবু সদলে হত্যাপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

কৃষকগণের যন্ত্রণা-মরুভূমিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দয়ারূপ সুশীতল বারি বর্ষণ হইল। তাহারা এতদিনে মাথা তুলিল। তাহারা তখন জানিতে পারিল, সে দিনকার কাবুলী স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট সাহেব। এই সাহেবই এখানে পুলিশ সাহেব ছিলেন,—এই সাহেবেরই নিকটে তাহাদের করুণাময়ী মাতা পঙ্কজ গিয়া অনুরোধ করিয়াছিল; সেই অনুরোধে,—সেই প্রাণ জুড়ান করুণা ভিক্ষার বলে, আজি তাহারা অকূলে কূল পাইয়াছে। তাহারা বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী, পঙ্কজের নামে জয়ধ্বনি করিল।

জমিয়ৎ খাঁ মধু দাস প্রভৃতি মাতব্বর প্রজাগণ একত্র হইয়া, পঙ্কজকে আনিবার জন্য বৃন্দ বনে লোক পাঠাইয়া দিল। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"তিনি সেখানে নাই। অল্পদিন হইল, সন্ন্যাসিনী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।"

তখন তাহারা চাঁদা ও ভিক্ষা করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করিল। সেই টাকা দিয়া পঙ্কজের একটি প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, রাধানগরের মধ্যস্থলে সংস্থাপন করিল এবং একটি উৎসবের আয়োজন করিল। কালেক্টার-সাহেব সেই উৎসবে যোগদান করিলেন।

উৎসবে বাজার বসিল,—দরিদ্র ভোজন হইল। সেই উৎসবের মধ্যে—জনসঙ্ঘের মধ্যে, প্রস্তরমূর্ত্তির পদতলে বসিয়া প্রজাগণ ডাকিল,—"মা, মা! দীনজনপালয়িত্রি! তোমার অকৃতজ্ঞ সন্তানগণ নয়নজলে তোমার পদধৌত করিতেছে। মায়ের গুণ যেন সন্তানে আসে,—দীনের রক্ষা, ক্ষুধার্ত্তের রক্ষা, পীড়িতের রক্ষা এবং সর্ব্বপ্রকার আর্ত্তের রক্ষাই যেন আমাদের জীবনের সার ব্রত হয়। তুমি যাহা

দেখাইয়াছ,—যাহা শিখাইয়াছ,—আমরা যেন আজীবন তাহা পালন করিতে পারি।

উৎসব বড় জাঁকিয়াছিল। ভৈরব বাবু সে উৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রজাগণের উচ্ছ্বসিত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দেখিয়া, তিনি মনে মনে নিশ্চয় বুঝিলেন, লৌহ-শাসনে প্রজার অনুরক্তি মিলে না;—ভালবাসায় ভালবাসা মিলে। আজ পঙ্কজ নাই, তথাপি প্রজাগণ ভক্তিভরে তাহার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিতেছে। এই ভক্তি যাহার উদ্দেশ্যে বিতরিত হয়, সে দেবতা। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন,—ভালবাসিয়া ভক্তি লইব।

নবম পরিচ্ছেদ

পরিবর্ত্তন

ভালবাসা একদিকে যেমন প্রভেদ-সীমা লোপ করিয়া, চাঁদে ফুলে মানবে পাখীতে এক মুহূর্ত্তে একাকার করিয়া দিতে পারে, তেমনি আবার আর একদিকে যেখানে সীমা নাই, সেখানে সীমা-রেখা টানিয়া দেয়, যেখানে আকার নাই সেখানে আকার গড়িয়া বসে।

ভালবাসা স্বর্গের জিনিষ। সে বলে, আমার অপেক্ষা আর কিছু কেন প্রধান হইবে?—প্রধান হয় ত এক প্রেম। ভালবাসায় আত্মানন্দ বর্ত্তমান থাকে,—প্রেমে কৃষ্ণানন্দ মাত্র লক্ষ্য হয়,—তাই আমি স্বর্গের,—তাই প্রেম বৈকুণ্ঠের;—কিন্তু সে দূরের কথা। আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়াই বিশ্বনিয়মের সমস্ত বাধা কেন অপসারিত হইবে না? যে ভালবাসিয়াছে,—সে সদা স্বপ্নঘোরে অবস্থান করে,—সে স্বর্গেই থাকে। কিন্তু হায়, মর-জগতে স্বর্গের অমর-আনন্দ কোথায়? ভালবাসায় বিচ্ছেদ

আছে, আলোকে আঁধার পড়ে। তথাপি পৃথিবীতে যেটুকু স্বর্গ আছে, সে কেবল প্রেমিকে, * বালকে আর ভাবুকে মিলিয়া সমস্ত যুক্তি এবং নিয়মের প্রতিকূলস্রোতেও ধরাতলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবী যে পৃথিবীই, একথা তাহারা অনেক সময় ভুলিয়া যায় বলিয়া, সেই ভ্রমক্রমেই পৃথিবীতে দেবলোক স্খলিত হইয়া পড়ে।

তর্কালঙ্কার ঠাকুর পঙ্কজকে প্রথমে তাহার রূপ দেখিয়া ভালবাসিয়াছিল! ক্রমে ক্রমে সে রূপজ ভালবাসা ঘুচিয়া রস উপস্থিত হইল,—রস অর্থে আনন্দ। কিন্তু বাস্তবিক ইহা কামনাশূন্য নহে,—আত্মোন্নতির কামনা ইহার মূলে জড়িত ছিল। কাজেই নিষ্কাম হয় নাই,—তথাপি ভালবাসা স্বর্গের জিনিষ; এই ভালবাসার উজ্জ্বল কর-তলে তর্কালঙ্কারের হৃদয় আলোকিত হইল,—নরত্ব ঘুচিয়া দেবত্বের সম্প্রসারণ হইল। দেবতার আকাঙ্ক্ষা লইয়া তর্কালঙ্কার ঠাকুর সমাজে দেখা দিলেন।

দিবা দ্বিপ্রহরের খর-সূর্য্য-কর ভেদ করিয়া তর্কালঙ্কার ঠাকুর ভৈরব বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

ভৈরব বাবু আলবোলার নল মুখে দিয়া ঝিমাইতেছিলেন।

তর্কালঙ্কার ঠাকুরের পদশব্দে চকিত চাহনিতে চাহিয়া, তাকিয়ার উপরে দেহটি ঈষৎ তুলিয়া দিয়া বলিলেন,—"আসুন।"

তর্কালঙ্কার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—"অসময়ে আসিয়া বোধ হয়, আপনার শান্তি ভঙ্গ করিয়াছি।"

গম্ভীর মুখে ভৈরব বাবু বলিলেন,—"ঠাকুর;—শান্তি থাকিলে ত ভঙ্গ হইবে? আজীবন অশান্তির সেবা করিয়া আসিয়াছি,—শান্তি কোথায় পাইব? আপনি পুরোহিত, আপনি ব্রাহ্মণ; বলিতে পারেন, শান্তি

* যে ভালবাসে, সাধারণ কথায় তাহাকে প্রেমিক বলে। এস্থলে প্রেমিক সেইরূপ অর্থেই প্রয়োগ হইল।

কোথায় মিলে ? আমার ক্ষুব্ধ লুব্ধ আত্মা কেবল তাহারই অন্বেষণে এখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।"

তর্কা। পারি।

ভৈরব। শান্তি কোথায় বলিয়া দিন।—আপনি কুলপুরোহিত,—আপনি না বলিয়া দিলে কে বলিবে ? এত দিন বলিয়া দেন নাই,—এতদিন হিংসা-দ্বেষের অনল-উত্তেজনায় উত্তেজিত করিয়াছেন—এতদিন তোষামোদের নরক-গন্ধে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন,—তাই সে কথা জানিতে পারি নাই। এখন যদি বলিয়া দিতে পারেন,—বলুন।

তর্কা। হাঁ, এখন পারিব। এতদিন পুরোহিত বলিয়া পরিচয় দিতাম,—কিন্তু করিতাম পুরো-অহিত। এখন মায়ের করুণায় বুঝিতে পারিয়াছি, শান্তি কোথায়।

ভৈরব। বলুন, কিসে শান্তি মিলে ?

তর্কা। স্বধর্ম্ম পালনই শান্তি প্রাপ্তির উপায়।

ভৈরব। স্বধর্ম্ম পালন কাহাকে বলে ?

তর্কা। স্ব স্ব জাত্যুক্ত ধর্ম্ম পালনকেই স্বধর্ম্ম পালন বলে ;—ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত ধর্ম্ম।

ভৈরব। বড় গোল বাধাইলেন ঠাকুর। আমি ব্রাহ্মণ, আমার ধর্ম্ম—যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি। কিন্তু আমি জমিদার,—সে সকল করিব কি প্রকারে ?

তর্কা। এই স্থলেই একটু গোল বাধিয়াছে। এখন আর বংশগত জাতি ঠিক করিয়া ধর্ম্ম করা চলে না। এখন আর সেরূপ বংশগত কার্য্য-বিভাগ নাই ;—সুতরাং গুণ ও কর্ম্মক্ষেত্র দেখিয়া, ধর্ম্ম স্থির করিতে হয়। এই জন্যই ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিয়া ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনের ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয় নাই। বৃত্তিই জাতি রক্ষা করে। যে ব্রাহ্মণকুলে

জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করিবে, সে ক্ষত্রিয়; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মই তাহার ধর্ম্ম। আপনি ভূস্বামী,—প্রজা পালন, প্রজা শাসন, প্রজা রক্ষা, আর ব্রাহ্মণ স্থাপন আপনার ধর্ম্ম। দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হইয়াও প্রতিপালকের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে,—এমন কি অন্যায় যুদ্ধ করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন।

ভৈরব। কিন্তু একদিন পঙ্কজ আমাকে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল।

তর্কা। তাহাও ঠিক্। যে, যে জাতিতে জন্ম গ্রহণ করে তাহাই তাহার বীজ-গুণ; সুতরাং সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। এক জাতি হইয়া অন্য জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিলে, উভয়ভাবে কার্য্য করিতে হইবে; সেটা কিন্তু বড়ই কঠিন। আপনার সেই কঠিন কর্ম্ম-ক্ষেত্র। ব্রাহ্মণের বিশ্ব-হিতৈষণা আর ক্ষত্রিয়ের ধৈর্য্য ও শাসন-পালন শক্তি লইয়া, আপনাকে কাজ করিতে হইবে এবং তাহাই পালন করিলে আপনার শান্তির কারণ হইবে।

ভৈরব। ঠাকুর, একটি লোকেরও চক্ষুর জল মুছাইতে অক্ষম আমি,—আমি বিশ্ব-হিত সাধন করিব কি প্রকারে?

তর্কা। একটি লোকের চক্ষুর জল মুছানও বিশ্বহিত করা,—একশত জনের দুঃখ দূর করাও বিশ্বহিত করা,—সহস্র জনের, লক্ষ জনের, কোটি জনের এবং সারা-বিশ্বের দুঃখ-দৈন্য দূর করাও বিশ্বহিত সাধন করা। কুশাগ্রে করিয়া এক বিন্দু গঙ্গাজল স্পর্শ করা যা,—গঙ্গায় অবগাহন স্নান করা যা,—হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত স্নান করিয়া বেড়ানও তা।

ভৈরব। আমি যজ্ঞ আরম্ভ করিব। বৈদিক যজ্ঞের বেদমাতা পঙ্কজ;—ঋত্বিক্ কি আপনি হইতে পারিবেন?

তর্কা। আমি সেই বেদমাতা পঙ্কজের পদতলেই আমার স্বধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারিয়াছি। শুদ্ধ কর্ম্মকাণ্ডের হোম-ধূমাচ্ছন্ন নয়নে অশান্তির প্রেত-

কোলাহল লইয়া ফিরিতেছিলাম। মা শিখাইয়া দিয়াছেন,—জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া আত্মাহুতি দিয়া বিশ্ব-সেবা কর,—জ্ঞানের আলোক উদ্ভাসিত হউক। আপনি যজমান,—আমি ঋত্বিক্; আসুন, আমরা সেই যজ্ঞ আরম্ভ করি।

ভৈরব। তাহাই হউক। আর একটি কথা।

তর্কা। কি বলুন?

ভৈরব। পঙ্কজ দীন প্রজাগণকে ক্ষমা করিবার জন্য আমাকে কতকগুলি টাকা দিয়াছিল;—আমি প্রজাগণকে ক্ষমাও করি নাই, টাকাও তাহাকে ফিরাইয়া দিই নাই। এখন জানিতে পারিয়াছি, সে টাকাগুলি পঙ্কজের নিজের। বর্ত্তমানে সেই টাকাগুলি যেন বজ্রাগ্নি-গোলকে পরিণত হইয়া, দিবারাত্রি আমার হৃদয়ের মধ্যে কিলি-মিলি করিতেছে;—আমি তাহার দহনে বড় জ্বলিতেছি। পঙ্কজ কোথায় গিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। তাহার টাকাগুলি আমি কি প্রকারে পরিশোধ করিয়া অশান্তির আগুন হইতে পরিত্রাণ পাই?

তর্কা। তার জন্য চিন্তা কি? পঙ্কজ টাকার প্রয়াসী নহে,—দীনের রক্ষার জন্যে দিয়াছিল, আপনি সেই টাকা দীনের রক্ষার্থেই ব্যয় করুন। যে যে পল্লীতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, এমন স্থান অনুসন্ধান করিয়া সেই টাকায় যতদূর সংকুলান হয়, ততটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিন।

ভৈরব। লোকে ত জানিবে, আমি কাটাইয়া দিলাম।

তর্কা। জানাজানিতে কিছু আসিয়া যায় না; যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করুন।

ভৈরব। আমার তাহাতে তৃপ্তি হইবে না।

তর্কা। তবে জমিয়ৎ খাঁ, মধুদাস প্রভৃতিকে ডাকিয়া পঙ্কজের নামে ঐরূপ স্থানে পুকুর কাটাইয়া দিতে বলিয়া দিন এবং ঐ টাকার অবস্থাও তাহাদিগকে জানাইয়া দিন।

ভৈরব। উত্তম পরামর্শ।

দশম পরিচ্ছেদ

নব ধর্ম্ম

ভৈরব বাবু সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেন। পরহিতার্থে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়া শান্তি লাভ করিবেন বলিয়া, সেই কার্য্যে আপনার সমস্ত শক্তি লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

তিনি সত্যবিলাসের সহিত যোগদান করিলেন। শৈল তাহাদের উপদেষ্টী হইল; কেন না, সে উপযুক্ত পিতার নিকটে উপযুক্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কি প্রকার ভাবে কার্য্য করিলে, শ্রীভগবানের প্রীতি লাভ হয়, তাহা সে শিক্ষা পাইয়াছিল। সত্যবিলাস তাহার নিকট হইতে যুক্তি লইয়া, ভৈরব বাবুর সহায়তায় দেশের মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতি করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা দেশের পল্লীগুলির সংস্কারে মনঃ-সংযোগ করিলেন; কেন না, বর্ত্তমানে বঙ্গ-পল্লীর যে দুর্দ্দশা,—ম্যালেরিয়া, কলেরায় যেরূপে পল্লীসকল ধ্বংস-পথে যাইতে বসিয়াছে, প্রত্যেক কর্ম্মীর সর্ব্বাগ্রে সে দিকে দৃষ্টি করা উচিত। ইহা প্রত্যেক কর্ম্মীর পরম ধর্ম্ম।

পল্লীর মানবগণকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া, তাহাদিগের দ্বারা যতদূর সম্ভব, অর্থ সংগ্রহ করিয়া, পল্লীর বন-জঙ্গল কাটা, পথ-ঘাট পরিষ্কার করা, জল নিকাষের বন্দোবস্ত করা,—এ সকল ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

দরিদ্রগণ রোগে পড়িয়া যাহাতে ঔষধ ও শুশ্রূষা পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। দীনহীনগণ যাহাতে পুঁজি পাইয়া চাষ-বাস করিতে পারে, তাহারও বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। দেশ হইতে মামলা-মোকদ্দমা, আধি-ব্যাধি, বিবাদ-বিসম্বাদ অনাচার-অত্যাচার যাহাতে দূরীভূত হয়, সকলকে তৎপক্ষে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন।

দেশের সমাজ ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। কেবল ফোঁটার মার্কা মারিলে, আর সংস্কৃত গোটাকতক শ্লোক আবৃত্তি করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। বিশ্বের হিতার্থে যিনি যত্ন করেন,—যিনি ব্রহ্মকে অবগত আছেন, যিনি একনিষ্ঠ,—যিনি জিতেন্দ্রিয়—যিনি ভূতে ভূতে ভগবানকে দর্শন করিয়া, তৎসেবায় আত্মার্পিত, তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ না হইলে সমাজ চলে না,—বৃত্তি দিয়া এমন ব্রাহ্মণ স্থাপনা করিতে লাগিলেন।

সেই সকল ব্রাহ্মণের প্রযোজক হইলেন,—পুরোহিত তর্কালঙ্কার। তর্কালঙ্কার তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন,—"ভ্রাতৃগণ! আমরা ব্রাহ্মণ;—ব্রাহ্মণ দেবতারও বন্দনীয়। স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া, আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন, জান?—কেন ব্রাহ্মণ দেবতারও বড় জান? ব্রহ্মকে জানেন,—তাই ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণ। এই বিশ্ব ব্রহ্মেরই ব্যবর্ত্তন। ব্রাহ্মণ জানেন,—'রূপং রূপং প্রতিরূপং বভুব';—সকলেতেই তিনি। তাঁহার বিনাশ নাই; সুতরাং মরণে ব্রাহ্মণ ভীত নহে। আমরা ব্রাহ্মণ,—আমরা দধিচি, বশিষ্ঠের বংশধর। মনে পড়ে কি?—বৃত্রাসুর বধের জন্য ইন্দ্র দধিচিকে বলিলেন, 'প্রভো! আপনার অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া তবে বৃত্রাসুরকে বধ করিতে হইবে; আপনি মরিয়া যদি আমার উপকার করেন, তবে দেবগণ রক্ষা পায়'। দধিচি হাসিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইবেন বলিয়া বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন,—ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিলেন; কিন্তু বশিষ্ঠ কিছুতেই বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলিলেন না। তখন ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের শত পুত্র বিনাশ করাইলেন। তারপরে বশিষ্ঠকে নিধন করিবার জন্য এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, বশিষ্ঠকেই পৌরোহিত্যপদে বরণ করিয়া বলিলেন,—'তোমার নিজ মুণ্ড আহুতি দাও।' বশিষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করিয়া আহুতি দিলেন,—আহুতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুণ্ড অগ্নিতে

পড়িবে,—অমনি বিশ্বামিত্র যজ্ঞাগ্নিতে জল ঢালিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'বশিষ্ঠ কেন ব্রাহ্মণ, আর তপস্যা করিয়াও আমি কেন ক্ষত্রিয়, এত দিনে তাহা বুঝিতে পারিলাম। বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ,—যজন একটি তাঁহার স্বধর্ম্মের ক্রিয়া। আমি ডাকিয়াছি, তাঁহাকে পৌরোহিত্য করিতে,—তিনি আসিয়াছেন ;—আমার হিতার্থে তাঁহার নিজ মুণ্ড আহুতি দিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ না হইলে, এমন ভাবে স্বধর্ম্ম পালন করা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞ জানেন, ভূতে ভূতে ভগবান্। আমি ভগবান্,—আমাকে অস্ত্রও ছেদন করিতে পারিবে না, অগ্নিও দহন করিতে পারে না, জলও ডুবাইতে পারে না,—বায়ুও শোষণ করিতে পারে না। আমি অজর, অমর, পুরাণ এবং সর্ব্ব-কারণের অতীত।' তাই দধিচি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ দৃঢ়তার সহিত স্বধর্ম্ম পালন করিতে পারিতেন।

ভ্রাতৃগণ!—ব্রাহ্মণগণ! ব্রহ্মনিষ্ঠ হও,—ব্যাধি-ক্লিষ্ট মানব দেখিয়া সংক্রামকতার ভয়ে দূরে সরিতে হইবে না, জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে নিজের বিপদ্-চিন্তা আসিবে না, আত্ম-পর ভাবনা দূর হইবে। বিশ্বের জীব-জন্তু নর-নারী তোমার আপনার হইবে। তুমি ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণের কুল উজ্জ্বল করিতে পারিবে।"

শৈল রমণীদিগের শিক্ষার জন্য এক শিক্ষা-মন্দির নির্ম্মাণ করাইল।

সেখানে দেশের রমণীগণকে একত্র করিয়া শিক্ষা দিত। বলিয়া দিত,—"ভগিনীগণ, আমরা আরাধনাকারিণী রমণী ;—স্বামী-দেবতা আমাদের আরাধ্য। ব্রত কর, যাগ-যজ্ঞ কর, পূজা কর, তীর্থ কর, বস্ত্রালঙ্কার পরিধান কর,—দৃঢ়ভাবে স্মরণ রাখিয়ো, এ সকলই আমাদের স্বামী-দেবতার জন্য ;—আমাদের নিজস্ব কিছুই নাই, স্ত্রীই স্বামীর ;—তাঁহার সুখেই রমণীর সুখ। স্বামীকে সমস্ত অর্পণ করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করাই নারীধর্ম্ম। ইহাতে আমাদের পরমা গতি লাভ হইবে।"

পরিশিষ্ট

সে দিন কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। কদলীবনের পর্ব্বতমালা কৃষ্ণাপঞ্চমীর অন্ধকার গায়ে মাখিয়া নিথর নিশ্চল দাঁড়াইয়াছিল। বহু ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী 'শিবোহহং' চিন্তায় সারা-বিশ্ব বিস্মৃত হইয়া,—আলো-আঁধারের ভেদ ভুলিয়া,—প্রকৃতি-পুরুষের দ্বৈত-চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া, অবিন্যস্ত ও অবিশৃঙ্খলভাবে যাঁহার যেখানে ইচ্ছা, পড়িয়া আছেন।

কদলীবন অর্থে কলার বাগান নহে। রুদ্রাবতার মহাবীর হনুমানজী যে পর্ব্বতমালার উপরে কদলীবন নির্ম্মাণ করিয়া উগ্র তপস্যা করিতেন, তাহাকেই কদলীবন বলে। এখন সে কদলীবন নাই, কদলী-বন-প্রান্তে যক্ষ-রক্ষিত হ্রদে সে স্বর্ণ-পদ্ম এখন আর ফুটে না। মহাবীরের চাক্ষুষ-দর্শন এখন সকলে প্রাপ্ত হয় না,—তথাপি সে মুক্ত সাধন-ক্ষেত্র। মধ্যে মধ্যে নাকি চিরজীবী হনুমানজী সাধকের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য ছদ্মবেশে দর্শন দান করিয়া সাধকগণকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। সে সাধন-ক্ষেত্রে তিনি গুরু।

কৃষ্ণাপঞ্চমীর নিশি প্রহরাতীত,—দূরে—হ্রদ-তটে একটা ধুনি জ্বলিতেছিল। আরও দূরে—উন্মুক্ত আকাশ-তলে—দূরে দূরে দুইখণ্ড শিলার উপরে দুইটা মানব উপবিষ্ট।

দুই জনই সন্ন্যাসী,—দণ্ড-কমণ্ডলুধারী। দণ্ড-কমণ্ডলু উভয়েরই পার্শ্বে শিলাতলে স্থাপিত রহিয়াছে। পরিধানে গৈরিক-মৃৎ-রঞ্জিত বসন,—গাত্রে ঢিলা আঙ্‌রাখা, মস্তকে গৈরিক-বসনের পাগ্‌ড়ী। উভয়েরই মস্তকের

কুঞ্চিত ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাশি গুচ্ছে গুচ্ছে পৃষ্ঠদেশে, অংসদেশে এবং কপোলদেশে ঝুলিতেছে, দুলিতেছে, বায়ুভরে উড়িতেছে। উভয়েই নীরব,-- নিস্তব্ধ, যেন চিত্রকর-অঙ্কিত দুইখানি ছবি। পার্শ্বে অত্যুচ্চ—সীমাহারা অনন্ত ধূ ধূ শূন্য। উভয়ে কি ভাবিতেছিল,—কি করিতেছিল, জানা যায় না ;—তবে উভয়েরই জীবনীশক্তি থামিয়া গিয়াছিল,—উভয়েই তখন নিষ্ক্রিয়। একজন পঙ্কজ, অপর আনন্দমোহন।

অনেকক্ষণ পরে আনন্দমোহন ডাকিল– "পঙ্কজ !"

পঙ্কজ উত্তর করিল,—"কেন ?"

আনন্দ। রাত্রি কত ?

পঙ্কজ। ঠিক নাই।

আনন্দ। কৈ তিনি ?

পঙ্কজ। তাও বলিতে পারি না।

এই সময় তারকাখচিত নীল-নভোমণ্ডলে চন্দ্রোদয় হইল। কে পশ্চাৎ হইতে মেঘ-গম্ভীর অথচ মধুকর-গুঞ্জনবৎ মধুরস্বরে বলিল,—"এতক্ষণ চাঁদ উঠে নাই, তাই আসি নাই। যাহা দেখিতে চাহিয়াছ,—যাহা দেখাইতে চাহিয়াছি, তাহা ঐ চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চাৎভাগে দেখাইব। চাঁদ দেখিতেছ,—ঐ দেখ, মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী চন্দ্রকে দেখ। হরিণের রথে চন্দ্রদেব কেমন তীব্রতর গতিতে আকাশ-পথে গমন করিতেছেন !"

আনন্দমোহন ও পঙ্কজ বলিল,—"দেখিলাম ;—কিন্তু একটা কথা।"

যিনি কথা কহিয়াছিলেন, তিনি একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী তৎক্ষণ ঘুরিয়া আসিয়া সম্মুখের এক পাষাণস্তূপে উপবেশন করিলেন। আনন্দ-মোহন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চন্দ্রমণ্ডলে হরিণের রথে উনি কি চন্দ্রদেব ?"

বৃদ্ধ। হাঁ।

পঙ্কজ। চন্দ্র,—শুনিয়াছি, জড়-পদার্থ।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন,—"বায়ু জড়, জল জড়, অগ্নি জড়; কিন্তু ঐ সকল জড়ের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা আছেন। নতুবা তাহার শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য কোথায় থাকিত? চন্দ্রমণ্ডল জড়,—তাহার অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা চৈতন্য। হরিণের রথে নক্ষত্রখচিত নীল নভোমণ্ডলে ঐ যে চন্দ্রদেবকে দেখিতেছ, উহারই পশ্চাতে ভুবর্লোক। দেখ,—তোমরা চাহিয়া দেখ,—একটি কেন্দ্রীভূত ক্ষুদ্র মণ্ডলে চাহিয়া দেখ, মর্ত্ত্যজীব জীবনান্তে কেমন ভাবে রহিয়াছে। যাহারা নরত্বে দেবত্ব অর্জ্জন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহারা ওখানে নাই। তাহারা স্বর্গলোকে গিয়াছে,—স্বর্গলোক সূর্য্যমণ্ডলে। মানুষের যখন প্রাণের বাঁধন খুলিয়া যায়, সাধন বলে মানুষ যখন কামনা-বাসনা বিবর্জ্জিত হয়, মানুষ যখন দেহাতীত হয়, তখন ঐ লোক দেখিতে পায়;—তোমাদের তাহা হইয়াছে, তাই দেখাইতে আসিয়াছি।"

ঐ দেখ,—পিতৃ-লোক। জীবন-যজ্ঞ। বিসর্জ্জনে তাহার প্রতিষ্ঠা; বলিদানে তাহার সাধনা; মরণে তাহার পূর্ণাহুতি। পিতৃ-বীজ চিরদিনের জন্য আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়া সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে। প্রতি নিশ্বাসে শরীর-তন্তু ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকি। প্রতি মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র জীবন বলিদান দিয়া আমরা ইহ-জীবনের সাধনা করিয়া লই। যজ্ঞান্তে জন্মান্ত দক্ষিণা দিয়া আমরা পূর্ণাহুতি ঢালিয়া দিই। মন্ত্র থামাইয়া বহ্নি বিসর্জ্জন করি; শান্ত-শীতল অন্ধকার আসিয়া যজ্ঞ-মণ্ডপ আচ্ছন্ন করে। তাহার পর আবার প্রভাত, আবার রাত্রি, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু। কর্ম্মের গুণে অদৃষ্ট সঞ্চয়; অদৃষ্ট-গুণে, যজমানের গুণে, যজ্ঞের মন্ত্র ও ছন্দ বিভিন্ন। কোথাও একপাদ, কোথাও দ্বিপাদ, কোথাও ত্রিপাদ, কোথাও চতুষ্পাদ। কোথাও বৃহতী, কোথাও জগতী, কোথাও ত্রিষ্টুপ্, কোথাও অনুষ্টুপ্। কোথাও অভাব-অপূর্ণতা, কোথাও আংশিক বিকাশ, কোথাও পূর্ণপরিণতি। কোথাও সুখ-দুঃখ, কোথাও ব্যাধি,

কোথাও নির্ব্বেদ। সর্ব্বত্রই এ মন্ত্র-বৈষম্যে মধুর যজ্ঞ,—সর্ব্বত্রই এ যজ্ঞের উভয় প্রান্তে জীবন-মরণ। এই জীবন-মরণের ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতার তত্ত্বই ঐ ভুবর্লোকে। জীবন-মরণের এই অশ্লেষ-বিশ্লেষ বুঝিতে হইলে পিতৃ-লোকের সাধনা চাই।

মানুষ যখন মরে, তাহার মস্তিষ্ক-সন্নিধানে একপ্রকার ছটা প্রস্তুত হয়। ঐ ছটার উপরে পিতৃ-দেবতা সমস্ত জগৎটা কেন্দ্রীভূত করিয়া আনিয়া প্রদর্শন করেন। চক্রের গতির ন্যায়, সেই কেন্দ্রীভূত দৃশ্য সকল একটির পর আর একটি আসে যায়;—যে মরিতেছে, সে আজন্ম যাহা ভাবিয়া আসিতেছে, সংসারে যাহা তাহার বড় প্রিয়, যেই সে চিত্র আসে, আর তাহার জীবাত্মা অমনি সেই মূর্ত্তিতে উঠিয়া বসে;—তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া, লিঙ্গদেহ ধারণ করিয়া পিতৃ-যানে পিতৃ-লোকে গমন করে। আর যাহাদের প্রাণের চিন্তা উচ্চ, তাহারা সে সব দৃশ্যে প্রীত হয় না,—সে সকল দৃশ্যে মিশে না। তখন সে সকল অন্তর্হিত হইয়া যায়,—সে দেবযানের পথে স্বর্গলোকে গমন করে।"

পঙ্কজ ও আনন্দমোহন দেখিল, পিতৃ-লোকে অসংখ্য মানব গতাগতি করিতেছে। ছায়াচিত্রে যেমন বৃহৎ মানব ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়াও পূর্ণাবয়ব-বিশিষ্ট থাকে, তেমনি সেই সকল মানব লিঙ্গশরীর ধারণ করিয়াও পূর্ণা-কৃতিবিশিষ্ট। কত অসংখ্য মানব সে রাজ্যে কিলিমিলি করিতেছে,—কত লোক কামনা-বাসনা বহ্নি বুকে করিয়া, ঘোর অন্ধকারময় যবনিকার মধ্যে বৈতরণীর কূলে কূলে কাঁদিয়া ফিরিতেছে। কত লোক চন্দ্র-কিরণে নামিয়া আবার জন্মিতে চলিয়াছে;—হয় ত রাজপুত্র কৃষকপত্নীর গর্ভাধানে সংসৃষ্ট হইতেছে,—কৃষক-পুত্র হয় ত পণ্ডিতের ঔরস-সঞ্জাত হইতেছে। কি মর্ম্মান্তিক কোলাহল!—কি প্রাণভেদী আত্মিক রোদন!

পঙ্কজ চক্ষু মুদ্রিত করিল। জলদ-গম্ভীর স্বরে বৃদ্ধ-সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"তোমরা ঐ রাজ্য অতিক্রম করিয়াছ। পিতৃ-মাতৃ-শক্তির নির্ব্বেদ শান্তি প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। যাও তোমরা, হৃষীকেশে যাও,—ভূর্ভুবঃস্বঃ ছাড়াইয়া তোমাদের পথ আরও উচ্চে।

ঐ দেখ, আলো জ্বলিয়াছে;—নবীন আলোকে পথ-প্রান্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে। মাতা প্রকৃতি, নবীন সাজে তোমাদিগকে পথ দেখাইতে আসিয়াছেন,—যাও হৃষিকেশে। নবীন পথে নূতন আলো দিগন্ত ছাইয়া বসিয়াছে।"

পঙ্কজ আর আনন্দমোহন উঠিয়া সেই মহানিশায় হৃষীকেশাভিমুখে চলিয়া গেল।

পঙ্কজ!—জননী! আবার আসিয়ো! তোমার হৃষীকেশের পথ যেন অজ্ঞাত-বন্ধুর না হয়! কামনা-বাসনা-জর্জ্জরিত জীবের জন্য তোমার এই **পথের আলো** যেন সদা বিকশিত থাকে!!

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।